



দেশহিতৈষিবিদ্বদ্ভিঃমহাশয়দিগের প্রতি গুরু-  
 কারের বিনয়পূরঃসর এই নিবেদন যে সন্তানাদি-  
 স্মরণার্থে এদেশীয় পুরাবৃত্ত লিপিবদ্ধ নাথাকাতে  
 লুপ্তপ্রায় হইয়াছে এবং যেকোন বৃত্তান্তের মৌখিক  
 শ্রবণমাত্র আছে তাহাতে স্থানে২ এমনত মিথ্যা ও  
 বৈপরীত্য হইয়াছে যে সত্য মিথ্যা নিশ্চয় করা  
 দুঃসাধ্য হয় এবং অন্যান্যভাষায় এবিষয়ের যে  
 সকল লিখিত আছে তাহাও প্রেণীনাতে ও সম্পূর্ণ-  
 রূপে নাই অতএব মার্গমানসাহেব বতপরিশ্রমে  
 ইংরাজিভাষায় এদেশীয় ইতিহাস সংগৃহ করিয়া-  
 ছেন কিন্তু অদ্যাপি অনেক লোক ইংরাজিভাষায়  
 অজ্ঞ থাকাতে তাহাদের উপকারার্থে আমি ঐ গুরু  
 বাহাদুরভাষায় অনুবাদিত করিলান ইহাতে ভুল-  
 বশত বা অজ্ঞতাপ্রযুক্ত যদি কোন২ স্থানে ভ্রুটী হইয়া-  
 থাকে তাহা বিদ্বদ্ভিঃমহাশয়েরা অনুগৃহপূর্বক শোধন  
 করিবেন এবং একঅঙ্কের হানিপ্রযুক্ত সমুদায় ত্যাজ্য  
 করিবেন না যেহেতু হস্তপাদাদি কোন অবয়বের  
 হানি হইলে সমুদায় শরীর ত্যাজ্য হয় না ইতি ॥





## নির্ঘণ্ট

ইংরাজিশাল।	পৃষ্ঠ
বাহ্মালাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের অনিশ্চয়	১
গৌড় সুবর্ণগ্রাম ও মণ্ডগ্রাম এই তিন প্রাচীন রাজধানীর বিবরণ	২
আদিশূর বল্লালসেন এবং অপর বৈদ্য- বংশীয় রাজারা	৪
বাহ্মালার প্রাচীন বিভাগ	৫
ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের শক্তিবৃদ্ধি	৭
১২০৩ বখতিয়ার খিলজীকর্তৃক বাহ্মালার জয়	৯
১২১০ আলিমর্দদন শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার চরিত্র	১২
১২৩৭ তৎকালীণ সুবাদার	১৩
১২৫৩ নদ্রীকবজ্জবেক শাসনকর্ত্তা হইয়া আসান জয় করিতে গিয়া পরাস্ত হইলেন	১৪
১২৭৭ অদ্দীনতগরুল রাজবিদ্রোহী হইয়া পরাস্ত হন	১৫
১২৮২ নাজিরউদ্দিন ৪৩ বৎসর বাহ্মালা শাসন করেন	১৬
১৩৪৩ সমস উদ্দিন বাহ্মালায় প্রথমে স্বাধীন রাজা	১৯
১৩৫৮ সেকন্দর রাজা হইলেন	২০

ইশান	পৃষ্ঠ
গণেশনানক একহিন্দু রাজা হইলেন	
কিন্তু তাঁহার পুত্র মুসলমান হইলেন	২২
১৪০৯ গণেশের পৌত্র অহম্মদ সাহ রাজা হইলেন	ঐ
১৪২৬ নাজির শাহ রাজা হইলেন	২৩
১৪৮৯ মৈয়দ হুস্বিন সাহ রাজা হইয়া উদ্ভগ- কাপে বাজানাসামন করেন	২৫
তাঁহার পৌত্র মহম্মদ সাহ ঐ রাজ্য প্রাপ্ত হন	২৭
সেরসাহের উন্নতি	ঐ
১৫৩৭ সের সাহ বাজানাসামন করিতে উদ্দেশ্য করিলে তথাকার সাহাবগণে পোতু- গিনদিগের আশ্রয় করেন	২৮
১৫৪১ সেরসাহ দিল্লীর মহারাজ হইলেন	৩১
১৫৪৫ তাঁহার মৃত্যু	ঐ
১৫৬৪ সলিমাননানক এক পাঠান বাজানার রাজা হইলেন	৩২
১৫৬৮ তাঁহার রাজত্বকালে কানাপাহাড়ের দ্বারা উড়িস্যার উচ্ছেদ	৩৪
১৫৭৩ তাঁহার পুত্র দাউদখা বাজানায় স্বাধীন রাজা হইলেন	৩৬

## নির্ঘণ্ট

১

ইং শাল ।

পৃষ্ঠ

১২৭৪ অকবরের মোগলসৈন্যদ্বারা বাঙ্গালার

পরাজয়

৩৭

১২৭৫ গৌড়নগর মনুষ্যশূন্য হইল

৩৮

১৫৭৬ দাউদখাঁ পুনর্বার যুদ্ধচেষ্টা করিয়া পরা-

জিত হওয়াতে বাঙ্গালাদেশ দিল্লীসাম্রা-

জের সহিত গিলিত হয়

৩৯

১৫৮০ মোগলসৈন্যদিগের বিদ্রোহদ্বারা অক-

বরের বাঙ্গালাদেশ নষ্ট হইল

৪১

অকবরের হিন্দসেনাপতিদ্বারা বাঙ্গা-

লার উদ্ধার

৪২

১৫৮২ রাজাতারনামকর্তৃক বাঙ্গালাদেশের

রাজস্বনিরূপণ

৪৩

১৫৮৩ উড়িস্যার পাটানেরা পুনর্বার বিদ্রোহী

হইয়া রাজা মানসিংহদ্বারা পরাজিত

হয়

৪৪

১৬০৬ জেহাঙ্গির সুন্দরী নূরজেহানকে প্রাপ্তির

আশায় তাহার যানি সেরখারববার্থে

কুতুব উদ্দিনকে বাঙ্গালার শাসনকর্তা

করিলেন

৪৬

সেরখার অপহৃত মৃত্যু

৪৭

ইং শাল

পৃষ্ঠ

১৩০৮ সেক ইজলামখাঁ বাঙ্গালার শুবাদার

হইয়া ঢাকায় রাজধানী করিলেন

৪৮

পোতুগিসদিগের হুগলিতে বাসের

বিবরণ

ঐ

সপ্তগুমে বাণিজ্যের উচ্ছেদ

৫০

চট্টগুমে পোতুগিস নাবিকতরুদি-

গের শক্তিবৃদ্ধি

ঐ

আরাকানীয়দিগের উপদ্রোহদ্বারা সুন্দর-

বনের উৎপত্তি

৫৪

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মূল

৫৫

ইবাহিনখাঁর অধীনে বাঙ্গালার নৌতা-

গ্যকালে সাজেহানের উপদ্রোহ

৫৬

১৩২৭ ফেদাইখাঁ দশলক্ষটাকা কর দিতে স্বীকার

করিয়া বাঙ্গালার শুবাদার হইলেন

৫৭

১৩৩১ সাজেহান মহারাজ হইয়া হুগলিস্থিত

পোতুগিসদিগের বাসস্থান আক্রমণ

করিতে আজ্ঞা দিলেন

৬০

সাহসপূর্বক হুগলির রক্ষা ও ধ্বংস

ঐ

১৩৩৪ ইংরাজেরা বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে

সনন্দ পাইলেন

৬২

ইং শাল।

পৃষ্ঠ

১৬৩৮ ইজ্ঞানখাঁ শুবাদার হইয়া চট্টগুনের  
অধিকার ও আসামদেশীয়দিগের  
প্রহার করেন

৬২

১৬৩৯ সুলতান সা সুজা শুবাদার হইয়া ঢাকা  
হইতে রাজমহলে রাজধানী নাড়ি-  
লেন

৬৫

গঙ্গার দ্বোতের পরিবর্তন ও গোড়নগ-  
রের উচ্ছেদ

৬৭

ইংরাজেরা বালেশ্বর হুগলি ও পিপ্প-  
লাত কারখানাস্থাপন করেন

৬৯

১৬৫৭ সাসুজা বাঙ্গালার রাজস্বের নুতন খাতা  
করেন

৭১

সুজা সামুদ্রিকের নিমিত্তে যুদ্ধোদ্যোগে  
পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন

৭৮

১৬৫৯ মীরজুমলা তাঁহার অনুবর্তী হওয়াতে  
তিনি আরাকানে পলায়ন করিলেন  
পরে সপরিবারে অপহৃতমুত্যাতে  
নারা পড়িলেন

৭৩

১৬৬১ মীরজুমলা শুবাদার হইয়া কুচবেহার  
জয় করেন

৭৫

ইং শান	পৃষ্ঠ
১৬৬২ তিনি আনাম আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়া মরিলেন	৭৬
১৬৬২ সাইস্তখাঁ শুবাদার হইয়া আরাকানদে- শীয়দিগের ও পোত গিসদিগের যুদ্ধে পরাজয় করেন	৮০
১৬৬৬ চউগানের শেষ জয়	৮২
১৬৬৮ ইংরাজেরা জাহাজের সহিত ভগলি পর্যন্ত যাইতে আজ্ঞা পাইলেন	৮৪
১৬৬৪ ফরাসিরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপন করেন	৮৫
১৬৭২ ফরাসিদিগের অনেক জাহাজ হগ- লিতে আনিন	৮৬
১৬৭৫ ওলন্দাজেরা ভগলিতে কারখানা স্থাপন করেন	৮৭
১৬৭৬ দিনেনারেরা বাঙ্গালায় বাণিজ্যার্থে আসেন	৮৮
ইংরাজেরা তিরকান বাণিজ্যার্থে সনন্দ পাইলেন	৮৯
১৬৭৯ আরঞ্জাবকত্ক সাইস্তখাঁর ওতি হি- ন্দুদিগের নিযুক্ত করিতে আজ্ঞা হয়	৯০

ইংলান্ড	পৃষ্ঠ
১৬৮১ বাঙ্গালায় কোম্পানিতে অপরাধীন কারখানা করেন	ঐ
কোম্পানির নদীমুখে দুর্গ করিতে প্রা- বনা	৮৮
ইংরাজদিগের প্রতি নবাবের ননোভঙ্গ	৮৯
১৬৮৭ ওলন্দাজেরা চুচুড়ায় গম্ভাবসনামক দুর্গ করেন	৯০
ইংরাজি নাবিকসেনাপতি নিকল সন- নভেবের অধীনে দশখান যুদ্ধজাহা- জ আইসে	ঐ
১৬৮৭ যুদ্ধজাহাজদ্বারা তগলির দাও ও ইং- রাজদিগের সকল কারখানার আটক চাণক সাহেব প্রথমে সুতানুটীতে পরে ইঞ্জিনিতে পলায়ন করেন	৯২ ৯৩
১৬৮৮ ইংরাজদিগের সুযোগ হইবার উপক্রমে হাথসাহেবের আগমনে পুনর্বার বিপদ	৯৬
তিনি কোম্পানির কৃতাবর্ণ ও সম্পত্তি লইয়া বাঙ্গালাপরিত্যাগপূর্বক নাদ্রাজে গমন করেন	ঐ
১৬৮৯ নাইসুখার সুন্দররাজ্যের শেষ	৯৮



ইংল্যান্ড	পৃষ্ঠা
১৬৮২ ইব্রাহিমখাঁ শুবাদার ইইয়া ইংরাজ- দিগকে পুনরাধ্বান করেন	২২
১৬৯০ ইংরাজেরা সূতানুটীতে আসিয়া কলি- কাতানগর অধিকৃত করেন	১০০
১৬৯২ চার্গক সাহেবের মৃত্যু	১০১
১৬৯৫ বর্দ্ধমানে শোভাসিংহের উপদ্রোহ ইংরাজেরা কলিকাতায় দুর্গ আরম্ভ করেন	১০২ ১০৪
শোভাসিংহ মারা পড়িলেন	১০৫
১৬৯৭ উপদ্রোহকারিদিগের অতিশয় বৃদ্ধি জবদস্তখাঁকতৃক বিদ্রোহকারিদিগের পরাজয়	ঐ ১০৬
১৬৯৮ আজিম ওষাণ শুবাদার হন রহিমখার যুদ্ধে মৃত্যু	ঐ ১০৯
১৭০০ কলিকাতার সৌভাগ্য	১১০
১৭০১ বাঙ্গালার দেওয়ান মুরসিদকুলিখার উপাখ্যান	ঐ
১৭০৩ শুবাদারের সহিত তাঁহার বিবাদ ও মহারাজের আজ্ঞানুসারে শুবাদারের বাঙ্গালাপরিত্যাগপূর্বক বেহারে বাস বিপ্লব কোম্পানির প্রায় ছয়বৎসর স্থিতি	১১২ ১১৩

ইং শাসন

পৃষ্ঠ

১৭০৭ মহারাজঅরঞ্জবের মৃত্যুতে আজিম-  
ওষণ সাম্রাজের নিমিত্তে যুদ্ধার্থে  
যাত্রা করেন ১১৪

১৭১৩ আজিমওষণের পুত্র ফরাকর দিল্লীর ম-  
ন্সট্ হইলেন ১১৫  
মুরসিদকুলিখাঁ ইংরাজদিগের অপকার  
করেন ৫

১৭১৫ ইংরাজেরা দিল্লীতে উম্মদুতথেরণ  
করিয়া অনেক লত্যা পাইলেন ৫

১৭১৭ মুরসিদকুলিখাঁ কলিকাতার নিকটস্থ  
৩৮ গ্রাম ইংরাজদিগকে দিতে বাধ্য  
দিলেন ১২৩

১৭১৮ মুরসিদ কুলিখাঁ বাঙ্গালা বেহার ও উড়ি-  
স্যার দেওয়ান ও নাজিম হইলেন ৫  
তিনি বাঙ্গালার রাজস্ববিষয়ে রীতির  
পরিবর্তন করেন ১২৪

বাঙ্গালার রাজস্ব ও দিল্লীতে বার্ষিক কর  
প্রেরণ ১২৫

তাহার সৈন্য ও জমিদারদিগের প্রতি  
কঠিনতা ও চরিত্র ১২৭

ইশ শাল	পৃষ্ঠা
১৭২৫ তাঁহার মৃত্যু	১২২
১৭২৫ তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দিন বাজানার শুবাদার	১৩০
আলিবর্দিখান উন্নতি	ঐ
১৭২৬ কলিকাতায় নগরাধ্যক্ষের বিচারস্থান স্থাপন	১৩২
১৭২৭ আলিবর্দিখান বেহারের শুবাদার হই- লেন	১৩৩
১৭৩৩ আশুতosh ইষ্ট ইণ্ডিয়াকোম্পানির মূ- লোৎপাটন	১৩৪
১৭৩৩ নীরহাবীব ত্রিপুরা জয় করিয়া মুসলমানি রাজ্যে যুক্ত করেন	১৩৫
জম্বন্তুরাযের উত্তম চরিত্র	১৩৬
রাজবল্লভের দুষ্টচরিত্র	১৩৭
কলিকাতায় ইংরাজদিগের সুভোগ	১৩৮
১৭৩০ চন্দ্রনগরে ডপলিক্সের উত্তম কতৃৎ	ঐ
১৭৩৭ কলিকাতায় মহাবড় ও ভূমিকম্প	১৩৯
১৭৩৯ সুজাউদ্দিনের রাজত্ব তাঁহার মৃত্যু ও তৎকালে সফরাজখান নিয়োগ	১৪০
১৭৪০ আলিবর্দিখান রাজদ্রোহী হইলেন	১৪২

ইং শাল

পৃষ্ঠা

- ১৭৪১ জরিয়ার যুদ্ধে সফরাজখাঁ মারা পড়াতে  
আলিবর্দিখাঁ শুবাদার হইলেন ১৭৩  
জয়ের পর তাঁহার মনুতা ৫  
মুরসিদ কুলিখাঁর অধীনে উড়িয়া ১৪৩  
আলিবর্দিখাঁ উড়িয়া তাঁহার হস্ত-  
হইতে নিজ ভ্রাতৃপুত্রের হস্তে অর্পণ  
করেন ১৪৭  
১৭৪২ মহারাজ্জীয়দিগের বাজানায় প্রথম উপ-  
দ্রোহ ১৪৯  
আলিবর্দি পরাজিত হইয়াও কাটোয়ায়  
শক্তিপূর্ব্বক পলায়ন করেন ১৫২  
নীলচবীব মহারাজ্জীয়দিগের সহিত যুক্ত  
হইয়া জগৎনেটের বাটীহইতে দুই  
কোটানুদ্রাহরণ করেন ১৫৪  
নীলচবীব ও ভাস্করপণ্ডিত বাজানার  
পশ্চিম লুট করেন ৫  
ইংরাজেরা কলিকাতার চতুর্দিগে মার-  
হাট্টাখানখান করেন ৫  
বর্ষাবসানে মহারাজ্জীয়েরা পরাজিত  
হইল ১৫৫

ইং শাল	পৃষ্ঠ
১৭৪৩ দুই প্রস্তুত নূতন মারহাট্টাসৈন্য বাজা- লায় আসিল	১৫৩
১৭৪৩ ভাস্কর পাণ্ডিত পুনবার মারহাট্টাসৈন্যের সহিত বাজালায় আসিলেন	১৫৭
আলিবর্দি শঠতাপূর্বক তাহার মস্তক চ্ছেদ করেন	১৫৮
তাহার প্রধানসেনাপতি মুস্তাকাখান বিদ্রোহ	১৫৯
মারহাট্টারা পুনবার বাজালায় প্রবেশ করেন	১৬১
মুস্তাকা বেহারে যুদ্ধে মারা পড়াতে মার- হাট্টারা তাড়িত হইল	১৬২
১৭৪৮ নীরজেকর মারহাট্টাদিগের প্রতি প্রেরিত হইয়া প্রভুর বিদ্রোহী ও পদচ্যুত হইলেন	১৬৩
১৭৪৮ আলিবর্দির ভ্রাতৃপুত্র জিনউদ্দিন বি- দ্রোহ করিতে চেষ্টা করেন	১৬৪
তিনি দুইজন বিদ্রোহী প্রধানলোককে আহ্বান করেন	১৬৫
তাঁহারা তাঁহাকে মারাতে তাঁহার পরি- বার তাহাদেরই হস্তগত হয়	১৬৬

ইশাখ	পৃষ্ঠা
শুবাদার তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করি- তে গিয়া পরাস্ত করেন	১৬৬
আউউল্লা বিদ্রোহী হইয়া নূরসিদাবাদ হইতে তাড়িত হন	১৬৯
আলিবর্দি উড়িন্যাহইতে মারহাট্টা- দিগকে তাড়াইতে যাত্রা করেন	১৭০
প্রিয়দোহিত্র বিদ্রোহী হওয়াতে শুবাদার পাটনায় যাত্রা করেন	১৭১
১৭৫১ উভয়পক্ষে শান্ত হওয়াতে শুবাদার মারহাট্টাদিগের সহিত সন্ধি করিয়া বাহাদুর চোট ও উড়িন্যার রাজস্ব দিলেন	১৭৩
১৭৫৫ পঞ্চবৎসরপর্যন্ত নবাবের উত্তমরূপে কর্তৃত্ব	১৭৬
১৭৫৬ তাহার দোহিত্র সেরাজউদ্দৌলা শক্তি- মান হইয়া হুসিন্ কুলিখাঁর হত্যা করেন	১৭৭
১৭৫৬ শুবাদারের দুই ভ্রাতৃপুত্র মরিলে তিনি স্বয়ং মরিলেন	১৭৮
১৭৫৬ সেরাজউদ্দৌলা এই পদ প্রাপ্ত হইলেন তিনি পিতৃব্যপত্নীর ধনহরণ করেন	১৮১ ঐ

ইংল্যান্ড

পৃষ্ঠা

সেরাজউদ্দৌলা কলিকাতায় ইংরাজ- দিগের নিকটে দূতপ্রেরণ করেন	১৮২
তাহার বোধশূন্য ও ক্রুরতমচরিত্রে ভদ্র লোকেরা বিরক্ত হন	১৮৪
পূরণীয়স্থিত শোকতজ্ঞের প্রতি যুদ্ধা- র্থ গমন	৫
কলিকাতার বড় সাহেব তাহার আজ্ঞা না শুনাতে তিনি কলিকাতায় যুদ্ধার্থে আগমন করেন	১৮৫
কলিকাতাগৃহণ ও গর্ভদ্বারা হত্যা	১৮৬
সেরাজউদ্দৌলা কলিকাতাহইতে মুর- সিদাবাদে যাইয়া শোকতজ্ঞের প্রতি যাত্রা করেন	১৮৭
শোকতজ্ঞ পরাজিত হইয়া মারা পড়েন	১৮৮
১৭৫৭ নাবিকসেনাপতি ওয়াটসন্ সাহেব ও কর্ণেল ক্লাইব সাহেব মাদ্রাজহইতে আসিয়া কলিকাতার উদ্ধার করেন	১৮৯
১৭৫৭ ক্লাইব সাহেব হুগলি লুট করিয়া লই- লেন	১৯০
সেরাজউদ্দৌলা যুদ্ধার্থে কলিকাতায় আ- সিলেন	১৯১

তিনি পরাজিত হইয়া সজ্জা করিলেন	১৯৯
ইংরাজেরা চন্দ্রনগর আক্রমণ করিয়া গৃহণ করিলেন	২০১
সেরাজউদ্দৌলা ইংরাজদিগের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করেন	২০৩
তাহার আমলারা তাহাকে পদচ্যুত করিতে লার্ড ক্লাইবকে আশ্বাস করেন	২০৪
আমানাদিগের সহিত ও মীরজেফরের সহিত নিয়ম	২০৫
ক্লাইব নাহেব নবাবের সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করেন	২০৭
পলাশীর যুদ্ধ	২০৮
মীরজেফর ক্লাইবদ্বারা নবাব হইলেন	২১০
মুরসিদাবাদস্থিত কোষের ধনবিতরণ	২১২
ইংরাজদিগের পারিতোষিক	২১৩
সেরাজউদ্দৌলাকে রাজমহলহইতে আনাতে মীরণ তাহার প্রাণনাশ করেন	২১৩
মীরজেফরের দুর্ভাগ্যদ্বারা তিমবিদ্রোহ উপস্থিত হয় কিন্তু ক্লাইব তাহার দমন করেন	২১৫



ইংলান্ড

পৃষ্ঠা

মহারাজের পুত্র বেহার আক্রমণ ক- রেন	২১৭
ক্রাইব তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করেন	২১৮
১৭৫২ ওলন্দাজেরা বাকলায় প্রভুত্বার্থে সৈন্য প্রেরণ করেন	২১৯
ক্রাইব তাহাদের জাহাজহরণ ও সৈন্য- দিগের পরাজয় করেন	২২২
১৭৬০ ক্রাইবসাহেব ইংলণ্ডে যাত্রা করেন	২২৩
মহারাজের পুত্র পুনর্বীর বেহার আক্র- মণ করেন	ঐ
ইংরাজেরা ও মীরজেকরের পুত্র মীরণ তাঁহার প্রতি গমন করেন	২২৪
মীরণেরদৌরাস্ব্য	ঐ
সাহআলম পর্বতীয়পথদিয়া বাটটি মুরসিদাবাদে আসেন	২২৫
তিনি পুনর্বীর পাটনায় যাইলে পূর- ণীয়ার শাসনকর্তা তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন	২২৬
কাপ্তান নরুনাহেব অতি সাহসপূর্বক তাঁহাকে পরাজয় করেন	২২৭

ইং শাল

পৃষ্ঠ

- কর্ণেল কালিয়দ ও মীরণ পুরণীয়ার শাসন  
কর্তার অনুসন্ধান করেন ৬
- ১৭৬০ মীরণ বজ্রাঘাতে মারা পড়েন ৬
- অর্থাভাবে মীরজেফরের ও ইংরাজ-  
দিগের দ্বন্দ্ব ২২৮
- বনশিটাটসাহেব মীরকসিমকে বাজা-  
লার নায়েব করিতে স্থির করিলেন ২২৯
- ১৭৬১ মীরকসিম তিনদেশের নবাব হইলেন ২৩০
- মীরকসিমের রাজনীতি ২৩১
- তিনি ইংরাজদিগের অনধীন হইবার  
আশায় মুজেরে রাজধানী করিয়া  
সৈন্যবৃদ্ধি করেন ২৩২
- মীরকসিম মহারাজহইতে তিনদেশের  
শুবাদারী পাইলেন ২৩৩
- ১৭৬১ তিনি রামনারায়ণের সর্জনশ করিতে  
ইংরাজদিগের অনুমতি পাইয়া তাহা  
করিলেন ২৩৪
- ১৭৬২ বিনামাসুলে বাণিজ্যার্থে ইংরাজদি-  
গের মীরকসিমের সহিত বিবাদ ২৩৫
- এ বিষয়ে কলিকাতাস্থ সভায় বাদানুবাদ ২৩৬
- ১৭৬৩ ইলিস সাহেব পাটনা আক্রমণ করেন ২৩৭

ইং শাল।

পৃষ্ঠ

আমিয়াট সাহেব নারা পড়েন

২৪০

মীর কাসিম আলির সহিত ইং রাজদি-

গের যুদ্ধনিশ্চয়

ঐ

মীরজেকর দ্বিতীয়বার শুবাদার হই-

লেন

ঐ

কুদ্রবুদ্ধে কাসিম আলির সর্বনাশ

২৪১

তিনি এদেশীয় অনেকলোকের প্রাণনাশ

করেন

২৪২

তাঁহার আজ্ঞামুসারে সমস্ত ইউরোপীয়

বন্দীলোকদিগের প্রাণনাশ করে

২৪৪

১৭৬৫ মীরজেকরের মৃত্যু

২৪৫

নজমউদ্দৌলা তৎপদ প্রাপ্ত হইলেন

২৪৬

১৭৬৫ ক্লাইব সাহেব বড়সাহেব হইলেন

ঐ

রাজসভাপতিদিগের দুরাচার

২৪৮

ক্লাইব সাহেব কোম্পানির নিমিত্তে

দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলেন

২৪৯

তিনি ভূতাদিগের বাণিজ্য ক্রমাগত রা-

খিয়া এক বাণিজ্যসভা করেন

২৫০

ডিরেক্টরেরা ঐ বাণিজ্য নিবারণ করি-

লেন

২৫২

ইংল্যান্ড

পৃষ্ঠা

ক্লাইব সাহেব সৈন্যবিষয়ে ব্যয়ের	
লায়ব করেন এবিষয়ে অনেক উপ-	
পুস হয় তাহাও নিবারণ করেন	২৫৩
১৭৬৭ ক্লাইব সাহেব ইংলণ্ডে যাত্রা করেন	২৫৪
১৭৭৪ তাহার অপঘাত মৃত্যু	২৫৫
ডাকাইতি ও নিকরভূমির উৎপত্তি	২৫৬
১৭৮৭ ক্লাইবসাহেবের পরিবর্তে বরিলঙ্কে বড়	
সাহেব হইলেন	২৫৭
১৭৭০ অতি দুর্ভিক্ষ	২৬০
১৭২২ ওয়ারেন হষ্টিংস বাঙ্গালার বড়সাহেব	
হইলেন	২৬১
কোম্পানিতে স্বহস্তে কর্ম চালাইতে হির	
করিলেন	২৬২
নূতনরীতি	২৬৩
মহম্মদ রেজা খাঁকে দোষী করিয়া কলি-	
কাতায় আনয়ন	২৬৪
রাজাশে তাবরায়কে দোষী করিয়া পাট-	
নাহইতে আনয়ন ও বিচারে তাহার	
নির্দোষিতা প্রযুক্ত নোচন	২৬৫
মহম্মদ রেজা খাঁর নির্দোষিতা	২৬৬
ইংলণ্ডে কোম্পানির বিপদ	২৬৭

ইং খাল ।

পৃষ্ঠ

পার্লিয়ামেন্টের মনোযোগে রাজহের	
পরিবর্ত	২৬৮
১৭৭৪ বড় আদালতের স্থাপন	২৬৯
ইষ্টিংস সাহেব সমুদায় ভারতবর্ষের বড়	
সাহেব হইলেন	২৭০
নূতন সভাপতিদিগের সহিত ইষ্টিংস	
সাহেবের বিবাদ	২৭২
প্রতদ্বেশীয়লোকেরা ইষ্টিংস সাহেবের	
নামে অভিযোগ করেন	২৭৩
নন্দকুমার ইষ্টিংস সাহেবকে দোষী করেন	২৭৫
কমল উদ্দিন নন্দকুমারের নামে কৃত্রিম	
স্বাক্ষরকরণ বিষয়ে বড় আদালতে অভি-	
যোগ করেন	২৭৭
১৭৭৫ নন্দকুমারের ফাঁসি	ঐ
ভূনিজ রাজহের নিয়ম	২৭৯
১৭৭৮ হালহেড সাহেবের বাজানাব্যাকরণ	২৮১
বড় আদালতের বিচারকত্বাদিগের সহিত	
রাজসভাপতিদিগের বিবাদ	২৮২
বড় আদালতের বিচারকত্বারা রাজস-	
ভার সকল বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে	
আরম্ভ করিলেন	২৮৩

ইং শাল

৭৪

বড়আদালতের পার্টিনায় দুরাচার ২৮৩

ঐ আদালতের ঢাকায় ব্যবহার ২৮৮

১৭৭২ কাশীঘোড়ার রাজার নামে আস্থান পত্র ২৯০

বড়নাহেব বড়আদালতের ব্যাঘাত আর-  
ম্ভ করেন ২৯১১৭৮০ বড়আদালতে বড়নাহেবের প্রতি আ-  
স্থানপত্র হয় তিনি তাহা অমান্য ক-  
রিলেন ২৯২বড়আদালতের আক্রমণবিষয়ে ইংলণ্ডে  
আবেদন ৫পার্লিয়ামেন্টদ্বারা ঐআদালতের শক্তি-  
ক্ষয় ৫বড়আদালতের প্রধান বিচারকর্তা সদর-  
দেওয়ানীতে নিযুক্ত হইলেন ৫

১৭৮০ সম্বাদপত্রের প্রথম প্রকাশ ২৯৩

১৭৮৫ হষ্টিংস সাহেব ইংলণ্ডে গমন করেন ২৯৪

ক্লেবিলণ্ডসাহেবের উদ্যোগ ও মৃত্যু ৫

১৭৮৪ সরউলিয়ম জোন্স এসিয়াটিক্সোসা-  
ইটীনামিকা সভা স্থাপন করেন ২৯৬হষ্টিংস সাহেবের প্রতি ইংলণ্ডে লোকের  
ব্যবহার ৫

ইং শাল	পৃষ্ঠা
বুদ্ধদেশীয় যুদ্ধ	৩২৩
১৮২৬ ভরতপুরের অধিকার	৩২৫
১৮২৭ ইংরাজেরা তিমরবংশের অধীনতা- ত্যাগ করিলেন	৩২৬
১৮২৮ লার্ডউলিয়ন্‌বেণ্টিন বড়সাহেব হই- লেন	৩২৭
তিনি ব্যয়লাঘবের চেষ্টা করেন	ঐ
১৮২৯ সতীগমনরোধ	৩২৮
১৮৩১ আদালতের পরিবর্ত	৩৩০
রামমোহনরায়ের ইংলণ্ডে যাত্রা তাঁহার বাঞ্ছা ও বাঞ্ছার অন্যথা	৩৩১
১৮৩৩ বড়২ বণিকসকলে নিধন হইলেন	৩৩২
কোম্পানির মৃতন জনন্দের নিয়ম	৩৩৩
১৮৩৫ ইংরাজি শিক্ষায় উৎসাহবৃদ্ধি	৩৩৪
বৈদ্যকশাস্ত্রের পাঠশালাস্থাপন	ঐ
সেবিসব্যাকস্থাপন	৩৩৫
ভূমিজম্বলুরোধের উদ্যোগ	ঐ
বাম্পানোকা চালাইবার চেষ্টা	৩৩৬
লার্ডউলিয়ন্‌বেণ্টিনের অধিকারের শেষ	৩৩৭
এই গুল্লের সমাপ্তি	

শ্রীগুরুঃ ।

শরণং ।

# বান্দালার ইতিহাস ।

প্ৰথম পরিচ্ছেদ ।

হিন্দু রাজ্য ।

ভারতবর্ষের যে প্রদেশে বান্দালাভাষা লিখনে ও কথনে চলিত আছে তাহাকে বান্দালা দেশ বলা যায়, ইহার দক্ষিণে সমুদ্র উত্তরে এবং পূর্বে অনেক পর্বত ও বন আছে আর পশ্চিম প্রদেশে হিন্দুধর্ম বহিস্কৃত অনেক বন্য ও পর্বতীয় জাতিরা বাস করিতেছে ইহাতে প্রায় তিন কোটি মনুষ্য আছে ।

বান্দালা দেশের প্রাচীন ইতিহাস অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় এবং এখানে কোনকালে হিন্দুধর্ম শিক্ষা করিতে আরম্ভ হয় তাহা আমরা স্থির বলিতে পারি না কিন্তু ইহা বোধ হইতেছে যে অতি পূর্বকালে এখানে হিন্দু ছিল না কেবল পশ্চিমদেশস্থ পর্বতীয় জাতির ন্যায় একজাতি বসতি করিত । মুসলমানেরা যেরূপে এতদেশে আসিয়া মহ-



আদীয় ধর্ম প্রচার করিয়াছেন সেইরূপে ব্রাহ্মণেরাও  
 দেশে আগমন করিয়া হিন্দুধর্ম প্রকাশ করিয়াছেন ।  
 এবং এক্ষণে চম্বিত যে বাঙ্গালাভাষা তাহা কোন মনুষ্যে  
 আরম্ভ হয় ইহা স্থির বলিতে পারি না । অপর ঐ ভাষার  
 মধ্যে সংস্কৃত ও আরবীয় ও পারস্যীক ভিন্ন অনেক কথা  
 পাওয়া যায় অতএব বোধ হইতেছে যে ইহার আদিভূত  
 কোন ভাষা প্রাচীনেরা ব্যবহার করিতেন কিন্তু এক্ষণে  
 তাহা নষ্ট হইয়াছে এবং বর্তমান বাঙ্গালা অক্ষর প্রায়  
 নাগরের তুল্য কেবল কোন স্থলে আকৃতির কিঞ্চিৎ  
 বৈলক্ষণ্য আছে ।

বোধ হয় যে বাঙ্গালার মধ্যে গোড় অতি প্রাচীন নগর  
 ছিল এবং কেহ কহেন যে ঐ নগর দুই সহস্র পঞ্চশত  
 বৎসরের পূর্বে নির্মিত হইয়াছে এইহেতু সমুদায়  
 দেশকে কখনও গোড় বলা যায় । ঐ গোড় নগর বাঙ্গা-  
 লার উত্তরাংশে আছে বাঙ্গালার পূর্বদেশে সুবর্ণ  
 গুম অথবা সোণার গাঁ নামক যে স্থান তাহাতে রাজধানী  
 ছিল ঐ গুম আধুনিক ঢাকা শহর হইতে চারি ক্রোশ  
 দূরে আছে অনেক কালাবধি বাঙ্গালার ঐ অংশ উত্তম  
 কার্ণাস বস্ত্র নিমিত্ত খ্যাত আছে । অষ্টাদশ শত বৎস-  
 রের অধিক হইল ইউরোপের মধ্যদিয়া গিয়া তাহার  
 প্রান্ত রোমনামক মহানগরে এসকল বস্ত্র ব্যবহার্য হইত  
 এবং রোমানেরা ঐ বস্ত্র বহুমূল্য রূপে কল্পিত করিত

ও ডাহার নাম তাহারা কার্পাস কহিত বাঙ্গালাভাষার  
 যাহাকে তুলা বলা যায় এবং ইহাও সপ্রমাণ বোধ হই-  
 তেছে যে এই বাণিজ্যে নিযুক্ত নৌকা সকল এই বস্ত্র  
 ক্রয়ের নিমিত্ত মহানদ উত্তীর্ণ হইয়া সোণার গাঁ গমন  
 করিত ।

বাঙ্গালা দেশের পশ্চিমস্থ ভূগলির অতি নিকট উত্ত-  
 রাংশে প্রধান নগর সাত গাঁ ছিল ও রোমানেরা তাহা  
 জানিত এবং পুরাণেতেও সপ্তগুন নামে নির্দেশ আছে  
 এবং এই স্থলেই সামুদ্রিক বাণিজ্য দ্রব্য আনীত হইত।  
 প্রতিগৌড় ও সোণার গাঁ ও সাত গাঁ এই তিন নগর সম্পূর্ণ  
 রূপে নষ্ট হইয়াছে ।

পঞ্চদশ শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা দেশ মগধনামক  
 মহারাজ্যের এক অংশ ছিল এই রাজ্য সংপ্রতি দক্ষিণ  
 বেহার নামে খ্যাত আছে এই মহারাজ্যের রাজধানী  
 বোধ হয় পালিবন্থ অথবা পাটলিপুত্র ছিল যাহাকে  
 কেহ পাটনা বোধ করেন । মগধরাজ্য নাশানন্তর  
 বৌদ্ধ নতাবলম্বি পালবংশোদ্ভব অনেক রাজা ছিলেন  
 তাহারা বাঙ্গালাদেশের রাজা ছিলেন কিন্তু সনুদায় স্থান  
 শানন করিয়াছিলেন কিনা তাহা স্থির করা যায় না । এই  
 বংশের আদিপুরুষের রাজ্যের অরণ্যার্থক চিহ্ন দিনাজ  
 পুর অঞ্চলে এক বৃহৎপুষ্করিণী আছে যাহাকে সকলে মহী  
 পাল দীঘী বলিয়া থাকে । অনুমান হইতেছে যে পাল-

বংশীয়দিগের রাজত্বের পর বৈদ্যজাতি সেনবংশীয়েরা  
রাজা ছিলেন কিন্তু তাঁহাদিগের ইতিহাস অতি দুর্লভ  
এবং তদনন্তর আর কেহ হিন্দু রাজা হন নাই ।

হিন্দুমতানুসারে সেন বংশের আদিপুরুষ আদিশূর  
তিনি ইংরাজী ১০৬৩ শালে রাজত্ব করিয়াছিলেন অর্থাৎ  
একগুণে অষ্টশত বৎসরের কিঞ্চিৎ নূন হইবে । বাঙ্গালা  
দেশস্থ ব্রাহ্মণেরা নিজ ধর্ম্য কর্ম্ম না জানাতে তিনি তাহা  
দিগের উপরে অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন কেহ কহেন যে  
পাল বংশীয় বৌদ্ধমতাবলম্বি ভূপতিদিগের রাজ্যকালে  
ব্রাহ্মণ সকলেরা লুপ্ত হইয়াছিলেন আদিশূর রাজা কান্য  
কুন্ড নৃপতির নিকটে উত্তম শাস্ত্রজ্ঞ পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রাপ্তির  
প্রার্থনায় দূতপ্রেরণ করিয়াছিলেন । কান্যকুন্ডরাজও  
তাঁহার প্রার্থনাসিদ্ধি করিয়াছিলেন এবং ঐ পঞ্চ ব্রাহ্ম-  
ণেরা পঞ্চভূত্যসমভিব্যাহারে আসিয়াছিলেন ও তাঁহা-  
দিগের সন্তানেরা উত্তম কুলীন ব্রাহ্মণ হইয়াছেন আর  
তাঁহাদের ভূত্যবর্গের সন্তানেরা কায়স্থ হইয়াছেন ।

কেহ বল্লালসেনকে আদিশূর রাজার পুত্র বলিয়া  
ধাকেন কিন্তু অতি অসম্ভব হইল পূর্বদেশে মৃতিকা  
খনন করিতে তাহার মধ্যহইতে এক তাম্রকলক  
প্রাপ্ত হইয়াছে যাহা ঐ বৈদ্যরাজাদিগের সময়ে  
খোদিত হইয়াছিল এবং তাহাতে লিখিত আছে  
যে বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন ছিলেন অপর

আইন আকবরীতে বলে যে বল্লালসেনের পিতা শুক  
 সেন ছিলেন কিন্তু ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ আছে যে আদি  
 শুর বল্লাল সেনের পিতা নহেন কারণ কান্যকুব্জ রাজ্য  
 হইতে আদিশুর পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন ঐ ব্রাহ্মণ  
 দিগের সন্তানেরা যখন নানাস্থানে বিস্তৃত হইলেন তখন  
 বল্লালসেন তাঁহাদিগের ধারামতে শ্রেণী ও কৌলীন্য  
 স্থাপিত করিলেন এক ব্যক্তির রাজ্যকালের মধ্যে  
 ব্রাহ্মণদিগের এমনত অধিক বংশ কিপ্রকারে হইতে পারে  
 অতএব আমরা হির করিতে পারি যে আদিশুর বল্লাল  
 সেনের পিতা নহেন কিন্তু কোন পূর্বপুরুষ ছিলেন এবং  
 বিজয়সেন বল্লাল সেনের পিতা ও ঐ রাজবংশের  
 আদিপুরুষ ছিলেন ।

এবিষয়ে এক নিখণ্ড জনশ্রুতি আছে যে বুদ্ধপুত্র  
 নন্দ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া বল্লালসেনের জন্ম  
 দিয়াছিলেন, বাঙ্গালি রাজার মধ্যে বল্লালসেন অতি  
 পরাক্রমশালী হইয়া পঞ্চাশত্বেসর রাজত্ব করিয়াছি-  
 লেন তিনি সোণার গাঁর নিকট বিক্রমপুরে প্রায় থাকি-  
 তেন এবং কদাচিৎ গৌড় নগরে কার্য্যবশতঃ হিতি  
 করিতেন ঐ নগরকে সকল লোকে রাজধানী জ্ঞান করি-  
 তেন বল্লালসেন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকে নানাস্থানে  
 বিভক্ত করিয়াছেন সে ভাগ অদ্যাপি তাঁহাদিগের মধ্যে  
 চলিত আছে, তাহার মধ্যে উত্তম ধার্মিকদিগকে তিনি

কুলীন করিয়াছেন কিন্তু এই কৌলীন্য মর্যাদা তাঁহাদিগের সম্ভ্রানাদি ক্রমে রক্ষা করাতে এদেশের অতিশয় দুর্বস্থা হইয়াছে কারণ এক্ষণকার কুলীন মহাশয়দিগের পূৰ্বপুরুষের স্তল্য সম্মান আছে কিন্তু সেক্ষণ গুণ কিছু মাত্র নাই বল্লালসেনের রাজত্বসময়ে এদেশ ৫ অংশে বিভক্ত হয়।

১ বরেন্দ্র, যাহার পশ্চিম ভাগে মহানন্দানদী দক্ষিণে পদ্মানদী পূৰ্বাংশে করতোয়া নদী এবং উত্তর ভাগে অন্য রাজ্য আছে।

২ বঙ্গ, করতোয়াহইতে বুদ্ধপুত্র পর্যন্ত পূৰ্বভাগে আছে, বাঙ্গালা দেশের রাজধানী বিক্রমপুর নামক স্থান বঙ্গের মধ্যে ঢাকার সমীপে আছে।

৩ বগুদ্বীপ, অথবা উপদ্বীপ, এই দ্বীপ ত্রিকোণ ভূমি, ইহার পশ্চিমভাগে ভাগীরথীনদী পূৰ্বদিকে পদ্মা নদী এবং দক্ষিণাংশে সনুদ্র আছে।

৪ রাঢ়, যাহার উত্তর এবং পূৰ্বভাগে ভাগীরথী ও পদ্মানদী এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগে অন্য রাজ্য আছে।

৫ মিথিলা, যাহার পূৰ্বভাগে মহানন্দানদী ও গোড় দেশ দক্ষিণে ভাগীরথী নদী এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগে অন্যান্য দেশ আছে।

ইংরাজী ১১১৬ শালে বল্লালসেনের রাজ্যান্তর

তাহার পুত্রলক্ষণ সেন ঐ রাজ্যে অতিষিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং গোড় নগরকে উত্তমরূপে সুশোভিত করিয়া নিজ নামানুসারে লক্ষণাবতী নাম দিয়াছিলেন । তাহার পরে নধুসেন রাজা হইয়াছিলেন তদনন্তর কেশব সেন সর্ব পশ্চাৎ সূৰ্ষেণ, হিন্দুরা কহেম যে সূৰ্ষেণের পর তদা- শীয় আর কেহ রাজ্য হয় নাই কিন্তু মুসলমান জাতীয় ইতিহাসকর্তারা নুজ ও লক্ষণীয় নানক দুই অধিক রাজার বর্ণনা করিয়াছেন এ বিষয়ে আমরা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না । ইংরাজী ১২০৩ শালে যখন মুসলমানেরা বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিলেন তখন লক্ষণীয় অথবা লক্ষণনামক রাজার বিচার স্থান নব- দ্বীপে ছিল ।

মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা দেশের জয় ।

এক্ষণে আমরা মুসলমানদিগের জয়বর্ণনা করি । তাহা দিগের আদি ধর্ম্মস্থাপক মহম্মদ অবধি তাহাদের রাজ্য আরম্ভ হয় ঐ মহম্মদ ইংরাজী ৬৪০ শালে লোকান্তর গত হয়েন তাহার মরণের কিঞ্চিৎকাল পরে মুসলমানেরা ইউরোপ ও আসিয়া এবং আফ্রিকার অনেক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন এবং তৎকালে পৃথিবীর মধ্যে অতিশয় পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন । ইংরাজী শালের ১০০০ বৎ- সরের পূর্বে তাহারা সিন্ধু নদীর পশ্চিম সমস্ত দেশ জয় করিয়াছিলেন সিন্ধুনদীর ত্রিশকোশ পশ্চিমে গজ-

বৈশাখ মাসে তাহার রাজা মহামুদ ঐ বৎসরে অনেক সৈন্যের সহিত হিন্দুস্থানে আগমনপূর্ব্বক অনেক উপদ্রোহ ও লুট করিয়া স্বীয় নগরীতে প্রস্থান করেন। পরে হিন্দুদিগের জয় করণ অতি সহজ দেখিয়া পঞ্চবিংশতি বৎসরের মধ্যে ছাদশ বার ঐ দেশে আসিয়া সহস্র তদ্দেশ বাসিদিগের প্রাণে আঘাত করত হিন্দুদিগের মন্দির ও দেবতা সকল খণ্ড করণ পূর্ব্বক ঐ দেশ লুট করিয়াছিলেন কিন্তু সিন্ধুনদীর নিকটবর্ত্তি ভিন্ন অন্য কোন দেশ অধিকার করেন নাই এবং তাঁহার রাজধানী ও তদবধি সিন্ধুনদীর পশ্চিমাংশে গজনেনে ছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারিরা ক্রমে দুর্ব্বল হওয়াতে হিন্দুরা প্রবল হইয়া তাঁহার জিত অনেক দেশ পুনর্বার অধিকার করিয়াছিলেন।

অবশেষে মুসলমান জাতীয় এক প্রধান ব্যক্তি ঐ রাজত্ব বিনষ্ট করিয়া সিন্ধুনদীর পশ্চিমাংশে এক নূতন রাজ্য স্থাপন করিলেন ইনিই গোরীয় মহম্মদ ছিলেন। মুসলমানদিগের ২ শতবর্ষ রাজ্য ভোগান্তর গজনেন রাজ্যের উচ্ছেদে গোর রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। ইং-রাজী ১১২১ শালে অতি প্রবল সৈন্যের সহিত ঐ গোরীয় মহম্মদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন তৎকালে উত্তরাংশের হিন্দুরাজারা ও আজমের গুজরাট দিল্লী এবং কান/কুজ দেশের রাজারা পরস্পর বিবাদ

করিয়া মুসলমানদিগের বাধাদিতে ঐক্য হয়েন নাই। মহাম্মদ তিন বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের সমুদায় উত্তরাংশ জয় করিয়া তথাকার পাটীন ও পরাক্রমশালী হিন্দুরাজ্য সকল একেবারে উচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে যদ্যপিও মুসলমানেরা এদেশে পুনঃ ২ আক্রমণ করিতেন তথাপি দিল্লী নগরীতে হিন্দুরাজ্য ছিলেন। মহাম্মদ আপনার জিত দেশ রক্ষণার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজ সৈন্যাদ্যক্ষ কুতবদ্দিনকে দিল্লীর শাসনকর্ত্ব পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে আজ্ঞা দিলেন যে সমুদায় দেশ জয় করিতে সৈন্য পুরণ করহ। কিন্তু প্রভুর মরণানন্তর কুতব স্বাধীন হইলেন ইনিই যথার্থরূপে ভারতবর্ষের মধ্যে মুসলমানদিগের প্রথম মহারাজ ছিলেন।

পরে কুতব নিজ রাজ্য বৃদ্ধি করণার্থ ইচ্ছুক হইয়া বেহার দেশ জয় করিতে তাঁহার সৈন্যাদ্যক্ষ বখতিয়ার খিজীকে প্রেরণ করিলেন এবং ঐ সৈন্যাদ্যক্ষ ঐ দেশ অনায়াসে জয় করাতে কুতব বাঙ্গালা দেশ জয় করিতে তাঁহাকে আজ্ঞা করিলেন। যখন ঐ আজ্ঞা হইল তখন প্রাচীন বৈদ্যবংশোদ্ভব লক্ষণ সেনই বাঙ্গালা দেশের রাজা ছিলেন যাঁহাকে মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা লক্ষণীয় বলিয়া থাকেন। এবং তাঁহার পর বাঙ্গালাতে অন্য হিন্দু রাজ্য হয়েন নাই। লক্ষণ সেন প্রায় নবদ্বীপে কদাচিৎ গোড়নগরে থাকিতেন। তাঁহার পিতার মরণের



পর তিনি ভূমিঃ হইয়াছিলেন অতএব জম্মাবধি রাজা  
 ছিলেন। যখন মুসলমানেরা এই দেশ আক্রমণ করেন  
 তখন ঐ রাজা দান ও সন্ধিচার দ্বারা সৰ্বজন সমীপে  
 প্রচুর পুশসা পাণ্ড হইয়াছিলেন এবং তখন অশীতি  
 বর্ষবয়স্ক হইয়াছিলেন ইংরাজী ১২০৩ শালে বখতিয়ার  
 আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইয়া বাঙ্গালার মধ্যে প্রবেশ  
 করিলেন। এই সময়ে বুদ্ধগেরা রাজার নিকটে গিয়া  
 কহিলেন যে শাস্ত্রে অগ্নে কথিত আছে যে তুর্কী  
 জাতীয়েরা বাঙ্গালা দেশ জয় করিবে সেই জাতীয়েরা  
 এক্ষণে আসিয়াছে অতএব মহাশয় নিজ সম্পত্তি ও  
 পরিবারের সহিত পলায়ন করুন তাহাতে রাজা উত্তর  
 করিলেন যে আমি অতিবৃদ্ধ হইয়াছি এক্ষণে নবদ্বীপ  
 পরিত্যাগ করিব না। তাহাতে অমাত্যবর্গ ও বুদ্ধগেরা  
 বৃদ্ধ রাজার সাহায্য না করিয়া আপন সম্পত্তি লইয়া  
 উড়িস্যাতে পলায়ন করিলেন। বখতিয়ারকে বাধাদিতে  
 কোন উদ্যোগ না করাতে তিনি অনায়াসে সৈন্যের  
 সহিত বাঙ্গালার মধ্যদিয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন।  
 নগরের নিকটবর্তী হইয়া এক বননধ্যে সকল সৈন্য  
 স্থাপন করিয়া সপ্তদশ অশ্বারুঢ়ের সহিত রাজবাটাতে  
 আপনি প্রবেশ করিলেন। ঐ রাজা ভোজন করিতে  
 বিপক্ষের আগমন শ্রবণ করিয়া এক পশ্চাৎ দ্বার দিয়া  
 বহির্ভূত হইয়া নৌকারোহণপূর্বক উড়িনাদেশে

পলায়ন করিলেন কিন্তু কেহ বলেন যে চাকার নিকট বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী বিক্রমপুরে গমন করিয়াছিলেন নবদ্বীপস্থ লোকেরা বখতিয়ারের অধীন হইলেন ও তদবধি হিন্দু রাজার শেষ হইল। ইংরাজী শালের ১২০৩ বৎসরে নবদ্বীপের পরাজয় অবধি ১৭৫৭ বৎসরে পলাশির যুদ্ধ পর্যন্ত সাক্ষপঞ্চশত বৎসর হইতে ও অধিক কাল বাঙ্গালা দেশস্থ হিন্দুরা মুসলমানদিগের অধীন ছিলেন তাহাতে ও স্বাধীন হইতে কোন চেষ্টা করেন নাই। বখতিয়ার নবদ্বীপ হইতে গৌড় নগরে যাত্রা করিয়া অনায়াসে তাহা জয় করিলেন এবং হিন্দুদিগের মন্দির সকল ভাঙ্গিয়া সেই দ্রব্যদ্বারা মসিদ নির্মাণ করিলেন। এইরূপে এক বৎসরের মধ্যে সমুদায় বাঙ্গালা দেশ তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করেন কিন্তু কোন লোকেরা কহেন যে সোনার গাঁ প্রভৃতি প্রথমত অধিকৃত হয় নাই অনেক বৎসর পর্যন্ত স্বাধীন ছিল। এবং ইহাও বোধ হইতেছে যে সম্মুখস্থ কতক দেশ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় নাই। বাঙ্গালা দেশ পরাজয়ের একবৎসর পরে বখতিয়ার সৈন্য হইয়া আসাম দেশ জয় করিতে যাত্রা করিলেন। এবং দশদিনের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদের বামপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বাইসকুকুরে পাষাণময় সাঁকো নির্মিত করিয়া পার হইলেন সেই সাঁকো অদ্যাপি বর্তমান আছে। পরে তিনি পর্যাভে

আল্লাহ করিয়া পরাজিত হইলেন অতএব লজ্জিত ও  
 ভয়হিত হইয়া প্রত্যগমন করিয়া বাঙ্গালাদেশ জয়ের  
 তিন বৎসর পরে লোকান্তরগত হইলেন । এই তিন  
 বৎসর মধ্যে দিল্লী হইতে অধিক দূরে থাকাতে তাহার  
 যেকপ ইচ্ছা হইল তদনুসারে কর্ম করিলেন তিনি অস্ত্র  
 করণে স্বাধীন হইলেন এবং আপনার নামে খুতবা  
 পাড়িলেন ও হিন্দুদিগের যে সকল ভূমি জয় করিয়া-  
 ছিলেন তাহা আপনার খিলজী বংশীয় ভৃত্যদিগকে  
 দান করিলেন এইরূপে তাহার এমত পরাক্রমশালী  
 হইল যে যে জন তাহাদের মনোনীত হইত তাহাকেই  
 বাঙ্গালা দেশের অধ্যক্ষ করিত ।

বখতিয়ার লোকান্তরগত হইলে তাহার সৈন্যেরা  
 তৎক্ষণাৎ আপনারদিগের মধ্যে এক জনকে অধ্যক্ষ  
 করিলেন এবং তিনি আপনিই রাজারন্যায় মর্যাদা  
 প্রাপ্ত হইলেন, দিল্লীর মহারাজ এই সম্বাদ শুনিয়া কতক  
 সুলিন সৈন্য প্রেরণ করিলেন যাহার দ্বারা বাঙ্গালাদেশ  
 পুনর্বার জয় করিলেন এবং আলিমর্দকে শুবাদার  
 করিলেন । কিন্তু কিঞ্চিপরেতে দিল্লীর মহারাজ  
 কুতবউদ্দিন মরাত্তে আলিমর্দন স্বাধীন হইলেন । তাহার  
 অত্যন্ত অহংকার প্রযুক্ত খিলজী বংশীয় প্রধান  
 লোকেরা তাহাকে প্রাণে নষ্ট করিয়া গ্যাসউদ্দিনকে  
 শাসনকর্তা করিল । গ্যাস উদ্দিননানাবিধ উত্তম অট্টা-

লিকা নির্মাণ দ্বারা গৌড় নগর সুশোভিত করিয়া সেখানে বিচার স্থান করিলেন তিনি ঐ দেশের নানা-প্রকার উপকার করিয়াছিলেন, বীরভূমের রাজধানী নগর হইতে গৌড়ের পূর্বদিগস্থ দেবকোত পর্য্যন্ত দশ দিনের গমনার্থ বিস্তৃত এক পথ প্রস্তুত করিলেন এবং ঐ পথ দিয়া বর্ষাকালেও লোকেরা অনায়াসে গমনাগমন করিতে শক্তি হইল। তিনি বিচার করিতে কোন মতে পক্ষপাত করিতেন না এবং তাঁহার নিকটে হিন্দু ও মুসলমানদিগের কিছু বিশেষ ছিল না। অপর তিনি এত পরাক্রমশালী ছিলেন যে আসাম ত্রিহত এবং ত্রিপুরার রাজাদিগকে নিজ করপ্রদ করিয়াছিলেন এইকপে দশ বৎসর রাজত্ব করিয়া দিল্লীস্থ মহারাজের বিদ্রোহ করাতে <sup>মুহাম্মদ</sup>মহারাজ কতিপয় সৈন্য পুরণ করিলেন তাহার দ্বারা আলিমদ্দন পরাজিত হইয়া ইংরাজী শালের ১২২৭ বৎসরে যুদ্ধক্ষেত্রে পুণ পরিত্যগ করিলেন।

তদনন্তর দশবৎসরের মধ্যে তিন জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন পরে ১২৩৭ শালে তহান খাঁ শুবাদার হইয়াছিলেন। ছয় বৎসর পরে তিনি উড়িসায় যাত্রী করিয়া হিন্দুদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন তাহাতে হিন্দুরা তাঁহাকে পরাজয় করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ আসিয়া তাঁহার রাজধানী গৌড় দেশ ও বীরভূমের মধ্যে আছে যেনগর এতদুভয় বেষ্টন করিলেন। তাঁহাদিগের আক্রমণ

হেতু তখন খাঁ অতিশয় কাতর হইয়া মহারাজের নিক-  
 টে সাহায্য প্ৰাথনা করাতে মহারাজ কতিপয় সৈন্যের  
 সহিত তিমর খাঁকে তাঁহার সহায়তা করিতে পাঠা-  
 ইলেন। তিমর খাঁ বাঙ্গালাদেশ অতিশয় আনন্দজনক  
 দেখিয়া আপনার অধীন রাখিতে মানস করিলেন  
 তন্নিমিত্তে তখন খাঁর সহিত তাঁহার এক যুদ্ধ উপস্থিত  
 হইল হিন্দুরা দুই মুসলমান অধ্যক্ষকে পরস্পর যুদ্ধ  
 করিতে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিমর  
 তখনকে পরাজয় করিয়া আত্মা করিলেন যে আপন  
 সম্পত্তি লইয়া এদেশ হইতে যাত্রা করহ। তিমর বাঙ্গা-  
 লাদেশ দুই বৎসর শাসন করিয়াছিলেন। পরে তিনি  
 অযোধ্যার গুবাদার হইলেন।

১২৫৩ শালে মল্লীক যজবেক বাঙ্গালার অধ্যক্ষ হইয়া  
 উড়িস্যার রাজার পুতি পুতি হিংসা করিতে স্থির করিয়া  
 ক্রমিক দুই যুদ্ধে জয়ী হইয়া তৃতীয় যুদ্ধে পরাজিত  
 হইলেন এবং তাঁহার হস্তি সকল বিনষ্ট হইল মল্লীক  
 যজবেক তথা হইতে গোড় রাজ্যে আগমনোত্তর শ্রীহট্ট  
 আক্রমণ করিয়া বহু সম্পত্তি পাইলেন। পরে দিল্লীর  
 মহারাজকে দূর্বল শুনিয়া আপনি স্বাধীন হইলেন।  
 অনন্তর আসাম দেশ জয় করণার্থে যাত্রা করিয়া তথায়  
 পরাজিত হইলেন এবং অজ্ঞাঘাতে পুণ্ড্রাগ করিলেন  
 অতএব মুসলমান দিগের আসাম আক্রমণ করিয়া ঘূণার

সহিত পলায়ন দ্বিতীয়বার হইল। মল্লীকের মরণানন্তর বাজালা শাসন করিতে দিল্লী হইতে জেলাল নিযুক্ত হইলেন। যখন জেলাল কতিপয় স্বাধীন হিন্দুরাজ্য-দিগের জয় করিতে ব্যগ্ন ছিলেন তখন করার শাসনকর্তা আসিয়া গোড় নগর লুণ্ঠ ও অধিকার করিলেন। এবং জেলাল যুদ্ধে বিনষ্ট হওয়াতে তাঁহার শত্রুই দিল্লীতে অনেক উপটোকন পাঠাইয়া বাজালার শুবাদার হইলেন।

১২৭৭ শালে অদ্দীন তগরল এদেশের শাসনকর্তা হইয়া ত্রিপুরা দেশ আক্রমণ করিয়া অনেক ধন ও এক শত হস্তী লুণ্ঠ করিয়া আনিলেন পরে দিল্লীর মহারাজ মরিয়াছেন এইরূপ শুনিয়া তিনি আপনি বাজালার রাজা হইলেন তৎকালে দিল্লীর মহারাজ অতিবৃদ্ধ কিন্তু জীবদ্দশায় ছিলেন অতএব তিনি ঐ রাজবিদ্রোহি দুরাচারিকে জয় করিতে ক্রমে দুইপুস্ত্র তৈসেন পাঠাইলেন তাহাতে সমুদায় সৈন্যেরা পরাজিত হওয়াতে মহারাজ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া অধিক সৈন্য সংগৃহ পূরক ঐ শুবাদারকে জয় করিতে স্বয়ং যাত্রা করিলেন তাহাতে তগরল নিজ সৈন্য সম্পত্তির সহিত উড়িস্যাতে পলায়ন করিলেন তাহাতে মহারাজ পশ্চাদ্গামী হইয়া তাঁহার নিকটে কিছুদিন তাঁবু ফেলিয়া রহিলেন। এক দিবস, মহাম্মদ সাহ নানক অতি সাহসী এক মহারাজের

সৈন্যাদ্যক চন্নিশ জন অশ্বারোহের সহিত তগরনের  
 তাঁবু মধ্যে পুবেশ করিয়া বালিনরাজার জয়হুউক এই  
 ধ্বনিকরিয়া সম্মুখে যাহাকে দেখিলেন তাহাকেই কাটিয়া  
 ফেলিলেন কিন্তু ঐ বিদ্রোহি শুবাদার নিকটস্থ নদীতে  
 পলায়ন করাতে মহাম্মদ তাঁহার অনুবর্তী হইয়া স্রোত  
 মধ্যে তাঁহাকে নিমগ্ন করিয়া মৃতকচ্ছেদ করিলেন।

তগরনের সৈন্যেরা পুভুর মৃত্যু শ্রুতিবানাত্রে সকলে  
 পলায়ন করিল। মহারাজ অনেক সম্পত্তি লুটে পাইয়া  
 গৌড়দেশে আসিলেন এবং ১২৮২ শালে নিজ পুত্র  
 নাজির উদ্দিনকে বাঙ্গালার শাসন কর্তা করিলেন ইহার  
 চারি বৎসর পরে নাজিরের পুত্র কেইকোবাদ দিল্লীর  
 মহারাজ হইলেন কিন্তু তিনি সর্বদা আনন্দে নিযুক্ত থা-  
 কাতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে এক পত্র লিখিলেন যে  
 তিনি আনন্দ পরিত্যাগ করিয়া কৰ্ম্মে মনোযোগ করেন  
 তাহাতে ঐ পত্রের ফল না হওয়াতে তিনি কিছু সৈন্যের  
 সহিত দিল্লী যাত্রা করিলেন কেইকোবাদ ও সুসজ্জীভূত  
 হইয়া বহির্ভূত হইলেন। যখন পরস্পর উভয় পক্ষের  
 সৈন্যেরা দৃষ্টিগোচর হইল তখন নাজির পুত্রের সহিত  
 সাক্ষাৎ করিতে পুর্থনা করাতে কেইকোবাদ তাহাতে  
 সন্মত হইলেন কিন্তু দুষ্টমন্ত্রিদিগের পরামর্শানুসারে ঐ  
 আত্মা করিলেন যে যখন তাঁহার পিতা সিংহাসনের  
 নিকটে আসিবেন তখন তিন বার ভূমিষ্ট হইয়া পুণাম

করিবেন পরে ঐ বৃদ্ধ মনুষ্য তাঁহার সম্মুখে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হওয়াতে তাঁহার পুত্র ঐ অবস্থা দেখিতে অসহিষ্ণু হইয়া সিংহাসন হইতে লক্ষ্য দিয়া পিতার ঘাড়ের নিকটে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন কিঞ্চিৎ কাল পরে সান্ত্বনা হইল। নাজিরউদ্দিন পুত্রের সহিত অনেক দিবস বাস করিয়া তাঁহাকে উত্তমোত্তম বহু পরামর্শ দিলেন কিন্তু যখন তাঁহার পুত্র পুনর্বার দিল্লীর সুখ ভোগে নিযুক্ত হইলেন তখন সনুদায় বিম্বৃত হইলেন এবং কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে তাঁহার নিজমন্ত্রী তাঁহাকে প্রাণে নষ্ট করিল। এই সকল দুঃখের সনয়ে নাজিরউদ্দিন বাঙ্গালাতে স্বাধীন ছিলেন।

১২৯৩ শালে দিল্লীর সিংহাসনে আলাউদ্দিন নামক এক নূতন রাজা হইলেন তিনি দক্ষিণদেশীয় লোকদিগের জয় করিতে হির করিলেন। নাজির মহারাজের নিকটে অধীনতা স্বীকার করিলেন কিন্তু তাঁহার অসন্তোষ হইতে ভীত হইয়া স্বকীয় অপেক্ষিতা পরিত্যাগ করিলেন তাহাতে মহারাজদ্বারা তিনি পুনর্বার তৎপদে স্থাপিত হইয়াছিলেন। আলাউদ্দিন বাঙ্গালাদেশকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া বাহাদুর খাঁকে দক্ষিণ পূর্ব ভাগের শাসনকর্তা করিয়াছিলেন যিনি পুরাতন নগর সোনারগাঁকে নিজ রাজধানী করিলেন। বাহাদুর অতিঅল্পকালের মধ্যে দৌরাত্ম্য পুকাশ করিয়া স্বাধীন



হইলেন, তাহাতে দিল্লীর মহারাজ মহাম্মদ তগলক তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিলেন তাহাতে মহারাজের সোনারগাঁ যাত্রাকালে নাজির অনেক উপঢৌকন দিয়া সাক্ষাৎ করিলেন তৎকালেও মহারাজ বাঙ্গালাদেশে অধ্যক্ষতার দৃঢ়তা করিলেন নাজিরউদ্দিন ৪৩ বৎসর বাঙ্গালাদেশ শাসন করিয়া ১৩২৫ শালে লোকান্তরগত হইলেন ! বাহাদুর মহারাজার সহিত যুদ্ধেতে অসমর্থ হইয়া শরণাগত হইলেন তাহাতে মহারাজ তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি পুদান করণে স্বীকার করিয়া পুণে রক্ষা করিলেন পরে ১৫ বৎসর পর্যন্ত বাঙ্গালায় দুইজন শাসনকর্তা ছিলেন কিন্তু যখন মহাম্মদ তগলক মহারাজ সকল পুজার নিকটে ঘণিত হইলেন তখন ফকীরউদ্দিন নামক এক জন সোনারগাঁর শাসনকর্তার যুদ্ধের সজ্জাবাহক ছিলেন, সেই ব্যক্তি টৈমুর দিগের বশীভূত করিয়া বাঙ্গালার পুত্র হইলেন, তিনি আপন নামে খুত্বা পড়িলেন ও টাকা মুদ্রিত করিলেন কিন্তু মহারাজ অত্যন্ত ক্ষীণতা প্রযুক্ত কিছুই করিতে পারিলেন না। ফকীরউদ্দিন প্রায় সোনারগাঁয় থাকিতেই অনন্তর সমুদায় দেশের লোভে গৌড়দেশ জয় করিতে যাত্রা করিলেন কিন্তু পথিনাথে ধৃত হইয়া নারা পড়িলেন, তাঁহার রাজ্য সমুদায়ে দুই বৎসর হইয়াছিল, তাঁহার পর মবারিক আলি রাজা হইয়া সপ্তদশমানের

পরে সমসউদ্দিনদ্বারা মারা পড়িলেন তাহাতে সমসউদ্দিন সমুদায়রাজ্য অধিকার করিলেন সুতরাং মুসলমানদিগের মধ্যে যথার্থরূপে পুথলি তিনি বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা ছিলেন। এইরূপে ১২০৩ শালে মুসলমানদিগের এ দেশ জয়করণ অবধি এক শত চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত বাঙ্গলাদেশ দিল্লীর অধীনে থাকিয়া পরে স্বাধীন হইল এবং ১৩৩৩ শাল অবধি ১৫৭৬ শাল পর্যন্ত সমুদায়ে দুই শত ত্রয়ত্রিংশৎ বৎসর পর্যন্ত এ দেশ স্বদেশীয় স্বাধীন মুসলমানদিগের অধীনে ছিল পরে দিল্লীর মোঘল মহারাজ শ্রীযুক্ত অকবরশাহদ্বারা পরাজিত হইয়া দিল্লীরাজ্যের এক শূবা হইয়াছিল।

## দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

বাঙ্গালার স্বাধীন রাজ্যদিগের

### ইতিহাস ॥

সমসউদ্দিন নিজতামনে স্থির হইয়াই ত্রিপুরার রাজার সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন এবং তথাহঁতে অনেক ধন ও হস্তি লুণ্ঠ করিয়া আনিলেন । বাঙ্গালার পূর্বভাগস্থ শ্রীহট্ট হইতে ত্রিপুরা ও চট্টগুন পর্যন্ত বনেতে অনেক হস্তি পাওয়া যাইত । সমসউদ্দিন সোনারগাঁ হইতে গোড়ের নিকটবর্তি পেকুরগুানে রাজধানী লইয়া গেলেন । তাহার রাজত্ব প্রাপ্তির দশ বৎসর পরে মহারাজদ্বারা নিযুক্ত বেহার

দেশীয় অধ্যক্ষের সহিত যুদ্ধ করাতে কেরোজনামক দিল্লীর মহারাজ তাঁহার দণ্ড করিতে এবং বাজালা দেশ পুনর্বার জয় করিতে স্থির করিয়া এক প্রস্তুত সৈন্যের সহিত আগমন করিলেন। সমসউদ্দিন নিজ পুত্রকে পেরুয়া রক্ষা করিতে ভার দিয়া আপনি সোনার গাঁয় প্রত্যগমন করিলেন, মহারাজ অনায়াসে পেরুয়া জয় করিয়া সোনারগাঁ নিকটস্থ আকদল্লানামক একবৃহৎ গড় জয় করিতে গমন করিলেন, সেখানে বাজালার রাজা লুকায়েত হইয়া ছিলেন। মহারাজ ঐ গড় পরাজয় করিতে অসমর্থ হইয়া বর্ষারভপ্রযুক্ত সন্ধি করিয়া দিল্লীতে প্রত্যগমন করিলেন। ১৩৫৭ শালে বাজালার রাজা দিল্লীতে অনেক উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। মহারাজ ঐ দেশ জয়করণ দুষ্পাধ্য জানিয়া উহার স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন এবং সীমা নিকপণ করিলেন। ইহার পরে সমসউদ্দিন নিশ্চিন্ত হইয়া পাটনার সম্মুখে হাজিপুর নগর নির্মাণ করিলেন যাহা এইক্ষণে মেলার নিমিত্ত খ্যাত আছে। তিনি ষোড়শ বৎসর বাজালায় রাজত্ব করিয়া লোকান্তরগত হইলে তাঁহার পুত্র সেকন্দর ১৩৫৮ শালে ঐরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন।

সমসউদ্দিনের মৃত্যু সমাচার পাইয়া মহারাজ এক প্রস্তুত সৈন্য সংগৃহপূর্বক বাজালা দেশে আসিলেন, পিতার রীত্যনুসারে সেকন্দর আকদল্লানামক দুর্গে

লুকাইত হইলেন, মহারাজের সৈন্যেরা ইহা আক্রমণ করিলেন কিন্তু বর্ষা আরম্ভ হওয়াতে তাঁহাদের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে হইল এবং মহারাজ ও কতিপয় হস্তি ভেট পাইয়া তথাহইতে গমন করিলেন। ১৩৬১ শালে পেরুয়ার নিকটে সেকন্দর আদিনা নামক এক বৃহৎ মসজিদ করিয়াছিলেন যাহার অদ্যাপি কতিপয় চিহ্ন আছে এবং ঐ চিহ্নদ্বারা বোধ হয় যে সে মসজিদ অতি চমৎকৃত ছিল। তাঁহার দুই পত্নীর মধ্যে একেতে সপ্তদশ পুত্র হয় অপরেতে এক পুত্র মাত্র। ঐ সহোদররহিত পুত্র তাঁহার বিমাতা তাঁহাকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন, ইহা জানিয়া রাজবাটীহইতে পলায়ন করিয়া এক প্রস্তুত সৈন্য সংগ্রহ করিলেন তাহাতে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে নিজ সৈন্য লইয়া গমন করিলেন, কিন্তু একযুদ্ধেই বৃদ্ধরাজ্য নারা পড়িলেন। গ্যাসউদ্দিননামক পুত্র রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইবা মাত্র অন্য ভ্রাতারদিগের চক্ষুরুতপাটন করিলেন, কিন্তু তাহারপর ছয়বৎসরপর্যন্ত যথার্থ বিচারদ্বারা ঐ দেশ শাসন করিয়াছিলেন। তিনি অতি খ্যাতিপন্ন পারসীক কবি হাফিজকে নিজ সভায় আহ্বান করিয়া ছিলেন কিন্তু অতিশয় দূরতাপ্রযুক্ত তিনি আসিলেন না। ১৩৭৩ শালে মহারাজের মরণান্তর তাঁহার পুত্র তদনন্তর তাঁহার পৌত্র রাজা হইলেন কিন্তু বিটোরিয়া

নগরের শুবাদার গণেশনামক এক হিন্দু তাঁহাকে  
 ব্রাহ্মচ্যুত করিয়াছিলেন। অতএব মুসলমানদিগের  
 মধ্যে এক হিন্দু রাজা হইলেন তাহাতে তাঁহার দেশস্থ  
 মনুষ্যেরা সুতরাং আশা করিলেন যে তিনি তাঁহারদিগের  
 ও হিন্দুধর্মের পক্ষে অনেক উপকার করিবেন কিন্তু মুসল-  
 মানদিগকে অতিশয় প্রবল দেখিয়া পাঠান জমিদারদি-  
 গের সম্পত্তি তাঁহাকে ফিরিয়া দিতে হইল তথাপি পেরুয়া  
 নগরে তিনি অনেক হিন্দুদেবালয় নির্মাণ করিয়াছিলেন  
 তাঁহার সর্ষজাতীয় প্রজারা তাঁহার প্রতি এমনত অনুরক্ত  
 ছিল যে তাঁহার মরণান্তর মুসলমানেরা তাঁহার শরীর-  
 কে গোর দিতে পার্থনা করিয়াছিলেন। এবং হিন্দুরা  
 দধ্ব করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহার পুত্র চৈতন্য রাজা  
 হইয়া হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিলেন এবং পেরুয়া  
 হইতে গোড় নগরে রাজধানী নাড়িয়া উত্তমোত্তম  
 গৃহ নির্মাণদ্বারা ঐ নগরকে এমনত শোভিত করিলেন  
 যে পূর্ষ ২ রাজারা কেহ সে রূপ করেন নাই। তাঁহার  
 আজ্ঞানুসারে অপূর্ষ মসজিদ স্নানকুণ্ড, চৌবাচ্চা, সরাই  
 প্রভৃতি নির্মিত হয়। তিনি যথার্থ বিচারপূর্ষক শাসন  
 করিয়া ১৪০৯ শালে লোকান্তর গমন করিলেন পরে  
 তাঁহার পুত্র মহম্মদশাহ ঐ রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন ইহার  
 কিঞ্চিৎকাল পূর্ষে তৈমূর অথবা তামরলেন নামক এক  
 ব্যক্তি অতি বৃহৎ এক পুস্তত নোগল সৈন্য লইয়া সিন্দু

নদী পার হইয়া দিল্লী জয় করিলেন এবং সহস্র লোকের  
 প্রাণ নষ্ট করিয়া আপনি মহারাজ হইয়াছিলেন । কিন্তু  
 ভারতবর্ষে এক বৎসর থাকিয়া গমন করিলেন পুনর্বার  
 তাঁহার পুত্রাগমন হয় নাই । তৈমুরের উপদ্রোহপুষ্ট  
 দিল্লীরাজ্য অনেক অংশে বিভক্ত হইল । একত  
 অধ্যক্ষের স্বাধীন হইলেন । মানবা, গুজরাট, খণ্ডেশ  
 এবং জোয়ানপুর পৃথক রাজ্য হইল এই কয়েক নূতন  
 রাজ্যের মধ্যে জোয়ানপুর রাজ্য বাঙ্গালার অতিনিকট  
 ছিল, অতএব ইহার রাজা ইব্রাহিম বাঙ্গালা দেশ  
 আক্রমণ করিয়া অনেক লোককে বন্দি করিয়া লইয়া  
 গিয়াছিলেন । বাঙ্গালার রাজা অহম্মদ শাহ শক্তিতে  
 তাঁহার অযোগ্য হইয়া হিরাতের রাজা তৈমুরের পৌত্র  
 সাহরোচের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক পত্র  
 পাঠাইলেন তাহাতে ঐ রাজা ইব্রাহিমকে শীঘ্র লিখি-  
 লেন যেযদ্যপি তিনি না নিবৃত্ত হইেন তবে স্বয়ং আগিয়া  
 তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিবেন তদনন্তর ইব্রাহিমের বাঙ্গালা  
 দেশ আক্রমণ বিষয়ে আর কিছুই আশ্রয় শূন্য হই-  
 ল । ১৪২৬ শালে অহম্মদের নিরপত্তা হইয়া মরাতে  
 তাঁহার সহিত এই ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যের শেষ হইল ।  
 এই রাজত্ব কেবল দৈন্যবটনায় স্থাপিত হইয়াছিল এবং  
 ঐ সাম্রাজ্যে হিন্দু ধর্ম পুনঃস্থাপন জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা  
 হয় নাই । কারণ তাহার পরে দ্বিতীয় রাজা মসনমান

ধর্মাক্রান্ত হইয়া অনেক হিন্দু পুজাদিগকে স্বীয় ধর্মাবলম্বি করিয়াছিলেন।

১৪২৬ শালে মুসলমান কুলীনেরা নাজির শাহাকে রাজা করিলেন তিনি একত্রিশবৎসর রাজত্ব করিয়া ছিলেন। তাহারদ্বারা গোড়নগরের চতুর্দিকে একগড় হয় এবং অতিসুদৃশ্য গোপুর (ফটক) হয় এতদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই অরণীয় নাই তদনন্তর তাহার পুত্র বাবেক শাহ রাজা হইলেন তিনিই ঐ সকল আবিসিনিয়া দেশস্থ ও কাফ্রি ভূত্বাদিগকে রাজসভায় প্রথম আনয়ন করেন যাহারা পশ্চাৎ এরাছের বিস্তর অপকার করিল তিনি সপ্তদশ বৎসর রাজত্ব করিয়া লোকান্তরগত হইলে তাহার পুত্র সপ্ত বৎসর রাজত্বের পরে নিরপত্য মৃত হইলে কুলীনেরা ফতেশাহকে রাজা করিলেন। এই রাজ্যকালে আবিসিনিয়ানেরা অতি অহঙ্কৃত ও শক্তিমান হইল অতএব রাজা তাহাদিগকে শাসন করিতে চেষ্টা করাতে তাহারা তাহাকে পুণে নষ্ট করিল। তাহার পরে প্রধান ষণ্ট (অর্থাৎ খোজা) রাজা হইয়া সুলতান শাহজাদা নাম পাইলেন আটমাস পরে মলক আন্দল নামক এক জন অতি ক্রমতাপন্ন আবিসিনিয়ান জাতীয় যিনি প্রধান সৈন্যধ্যক্ষ ছিলেন, রাজাকে মারিয়া স্বয়ং বাঙ্গালার রাজা হইলেন। তিনি গোড় নগর মধ্যে অনেক নূতন গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার

ও তাঁহার পুত্রের রাজ্য সমুদায়ে চারি বৎসরের অধিক হয় নাই তাঁহার পুত্রের পরে মজুম্বর শাহনামক এক অতিদুরাশ্ব্য রাজা হইয়া সকল পুজার নিকটে ঘৃণিত হওয়াতে তাঁহার উজীর হুস্বিনশাহ যিনি তৎকালে নক্কার নায়েব ছিলেন, রাজার বিপক্ষ হইয়া রাজধানীতে তাঁহাকে বেঁধন করিলেন তাহাতে রাজা বহিষ্ঠুত হইয়া যুদ্ধকরাতে গৌড়নগরের নিকটে রণস্থানে বিংশতি সহস্র সনুষ্য মারাগেল এবং তাহার সবে স্বয়ং রাজাও মারাপড়িলেন

নৈয়দ হুস্বিন সাহ ১৪৮২ শালে বাঙ্গালার রাজা হইলেন তিনি বাঙ্গালার যাবদীয় রাজার মধ্যে নিশ্চিতরূপে অতিশয় পরাক্রমশালী এবং ভবিষ্যৎ দ্বন্দ্ব মহাত্মাদের বংশোদ্ভব ছিলেন। তিনি যখন প্রথম বাঙ্গালায় আনিলেন তখন অতি ক্ষুদ্র পদে ছিলেন কিন্তু চাঁদপুরের কাজি তাঁহার উজ্জ্বল বংশ জ্ঞাত হইয়া তাঁহার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিলেন তিনি ক্রমে প্রধান মন্ত্রী হইয়া অবশেষে বাঙ্গালার রাজা হইলেন। যেযুদ্ধে তাঁহার প্রথম মজুম্বর সাহ মরিলেন সেই যুদ্ধের পরে হুস্বিন তাঁহার নৈনাদিগকে গৌড়নগর লুট করিতে আজ্ঞা দিলেন কিন্তু কতিপয় দিনের পরে নিবৃত্ত হইতে আজ্ঞা দিলে ও তাহার না শুনাতে তিনি বারহাজার লোক হত্যা



করিলেন। তিনি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রাজসভা শুধরিতে  
 স্থির করিয়া প্রথমত এই সকল পুত্রদিগকে বহি-  
 ক্ষত করিতে চেষ্টা করিলেন যাহারা সর্বদা রাজার  
 রাজচ্যুতিতে সাহায্য করিত পরে আবিসিনিয়ান  
 গিগের বহিভূত করিতে উদ্যোগ করিলেন। তাহারা  
 উত্তরহিন্দুস্থান হইতে তাড়িত হইয়া দক্ষিণে গিয়া  
 সিদ্ধিন্ নামে খ্যাত্যাপন্ন হইল।

এই প্রকারে রাজকর্মের নিয়ন করিয়া চতুর্দিক শান্তি  
 বৎসর পর্যন্ত সন্ধিচার পূর্বক শানন করিলেন।  
 তিনি পণ্ডিতলোকদিগের অত্যন্ত উত্থাহ বৃদ্ধিকরিয়া  
 ছিলেন। তিনি বাঙ্গালার অতি নিকটবর্তী আসাম  
 দেশের কিয়দংশ ও উড়িসা আক্রমণ করিয়াছিলেন।  
 তাহার রাজ্যকালে জোয়ানপুরের স্বাধীন রাজাদিগের  
 শেষবর্তী হুসু আপন রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া  
 বাঙ্গালায় বসতি করিতে প্রার্থনা করিলেন তাহাতে  
 এই রাজা তাহাকে রাজপুত্রের উপযুক্ত মানিক স্থির  
 করিয়া দিলেন দিল্লীর মহারাজ হুসুগের অনুবর্তী  
 হইয়া বাঙ্গালার নিকটে আসিলেন তাহাতে তাহার  
 সহিত এই রাজার সন্ধি হইল এবং এই সন্ধিদ্বারা বেহার  
 তিরহট সরকার ও সারন এই কএক দেশ মহারাজকে  
 দত্ত হওয়াতে তিনি বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করেন  
 নাই। ১৫২০ খালে হুসিন্ মরাতে তাহার পুত্র

ছিলেন । পিতার মরণানন্তর সের পৈতৃক সম্পত্তি  
 পাইয়া আপ্তবন্ধুদিগের বাধা প্রযুক্ত দুইবার হারাইলেন  
 ঐ সময়ে বেবর দিল্লীর মহারাজ হওয়াতে সের তাঁহার  
 সভায় প্রবিষ্ট হইয়া রাজার সহিত বহুকাল রহিলেন  
 অতএব পরিশ্রম পূর্বক মোগলদিগের ব্যবহার ও শক্তি  
 শিক্ষা করিয়া পরে দেখিলেন যে মোগলদিগকে সহজেই  
 ভারতবর্ষ হইতে বহিস্কৃত করা যায় এবং বিবেচনা  
 করিলেন যে তিনি ইহা করিতে পারেন । সের রাজসভা  
 ত্যাগ করিয়া বেহারে গমন পূর্বক নিজবুদ্ধি ও চেষ্টা  
 দ্বারা সেখানকার শাসন কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলেন ইতিমধ্যে  
 সিংহাসনচ্যুত মহারাজ সেকন্দরলদির পুত্র মহাম্মদ  
 বেহারে আসাতে তথাকার কুলীনেরা তাঁহাকে রাজা  
 করিলেন । সের তাহাতে বাধাদিতে অসামর্থ্য প্রযুক্ত  
 দিল্লীর মহারাজ বেবরের পুত্র হুমায়ূনের সহিত বৃদ্ধার্থে  
 তাঁহার অধীন হইয়া যাত্রা করিলেন । যখন সৈন্যেরা  
 যুদ্ধ করিতে লাগিল তখন তিনি মোগলদিগের  
 পক্ষে হইয়া তাহাদিগের জয়ী করিলেন হুমায়ূন  
 গুজরাটে যাওয়াতে সের বেহার অধিকার করিয়া  
 বাঙ্গালা পরাজয় করিতে যাত্রার্থে উদ্যোগ করিলেন  
 তাহাতে বাঙ্গালার রাজা অত্যন্ত ভীত হইয়া  
 ১৫৩৭ শালে গোওয়াদেশে পোতুগিসদের নিকটে  
 সাহায্য প্রার্থনা করাতে তথাকার প্রধান অধ্যক্ষ

নম্বরিত সাহ রাজাহইলেন তাঁহার রাজ্যকালে কাবল হইতে সুলতান বেবর আসিয়া দিল্লীজয় করিয়া ১৫২৩ শালে ভারতবর্ষে মোগল রাজ্য স্থাপন করিলেন নম্বরিত বেহার জয় করিলেন এবং দিল্লীরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত মহারাজ মহাম্মদ লদিকে সাহায্য করাতে বেবর তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে আগমন করিলেন তাহাতে বাঙ্গালার রাজা বিবেচনা পূর্বক অধীনতা স্বীকার করিলেন। তিনি রাজবাটীর খোজাদিগের প্রতি অতি নিধুরতা প্রকাশ করাতে তাহাদিগের দ্বারা হত হইলেন। তিনি গোড় নগরে ঐ উত্তম স্বর্ণময় মসজিদ করেন যাহা অদ্যাপি সোনা মসজিদ নামে খ্যাত আছে। তাঁহার পুত্র মহম্মদসাহ রাজা হইলেন কিন্তু অতি প্রসিদ্ধ সের সাহ তাঁহাকে পরাজয় করিয়া রাজচ্যুত করিলেন।

বাঙ্গালায় এপর্যন্ত যত নুসলমান দিগের বর্ণনা করা গিয়াছে সেসকল অপেক্ষা সের সাহ অতি প্রধান মনুষ্য ছিলেন। পূর্বে তাঁহার নাম ফরিদ ছিল পরে এক সিংহের সহিত একাকী যুদ্ধ করিয়া তাহার মস্তক ছেদন করাতে তাঁহার নাম সেরহইল সের অর্থাৎ সিংহ। তিনি পাঠানজাতীয় ছিলেন, তাঁহার পিতামহ কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী হইয়া ভারতবর্ষে আনিলে দিল্লীর মহারাজ বেললিলদী তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা অবশেষে বেহার দেশের মধ্যে সাসরম জেলার শাশনকর্তা হইয়া

তাঁহার সাহায্যার্থে নয় খান যুদ্ধ জাহাজ পুরণ করি-  
 লেন কিন্তু তাহাদের আসিতে অতিশয় বিলম্ব হইল।  
 খৃষ্টিয়ানেরা অস্ত্রধারণ করিয়া বাঙ্গালাদেশে এই  
 সময়ে পুথমে আসিলেন। সেরের আগমনে বাঙ্গা-  
 লার রাজা মহাম্মদ গৌড়নগরের মধ্যে লুকাইত হইয়া  
 রহিলেন কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের অতিশয় অপুতুল হওয়াতে  
 নৌকায় আরোহণ পূর্বক পুথমত হাজিপুরে পলা-  
 য়ন করিয়া সেস্থান হইতে চুনারে গমন করিলেন  
 তৎকালে ঐ চুনারে হুমায়ুন সৈন্য হইয়া ছিলেন  
 সেরের আগমনে গৌড়স্থ সকল লোকে তাঁহাকে  
 দ্বার খুলিয়া দিলেন কিন্তু হুমায়ুন তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে  
 আনাতে তাঁহাকে মানরমাদেশে পলায়ন করিতে হইল  
 এবং ঐ সময়ে তিনি ধূর্ততা করিয়া রতাস অধিকার  
 করিয়াছিলেন ঐ স্থান এক উচ্চ পার্বত্যের উপরিস্থিত  
 যেতান হইতে শোভনদ স্পষ্টরূপে দৃশ্য হয় এবং ঐ  
 স্থানকে ভারতবর্ষের মধ্যে এক দৃঢ় গড় বলাযাইত। যখন  
 রতাসে থাকিয়া সের সবল হইতে ছিলেন তখন গৌড়  
 দেশ লুট করিতে হুমায়ুন তিন মাস যাপন করিলেন।  
 পরে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়াতে সুতরাং তাঁহাকে দিল্লীতে  
 প্রত্যাগমন করিতে হইল। প্রত্যাগমন কালে  
 মহারাজের যে পথে অবশ্য যাইতে হইবে সেই পথে  
 নদীর তীরে সের নিজ সৈন্য স্থাপন করিয়া

তাহার আগমন রোধ করিলেন। মহারাজের সৈন্যেরা  
তিন মাস পর্য্যন্ত নিকর্য্য হইয়া তাঁবুতে রহিয়া অগুনত  
হইতে বা পশ্চাৎ গমন করিতে অসমর্থ হইল। অব-  
শেষে ছমাধুন সেরের নিকটে সমাচার পাঠাইলেন,  
যে যদি সের পথ ছাড়িয়াদেন তবে মহারাজ বাঙ্গালা  
ও বেহার দেশ তাঁহাকে দিবেন। সের তাহাতে সন্মত  
হইয়া কোরানস্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন যে তিনি  
মোগলদিগের অপকার করিবেন না কিন্তু সেইদিন রাত্রি  
কালে যখন বিপাকেরা নিজ তাঁবুতে সুখভোগ করিতে  
ছিল তখন সের হঠাৎ ভরায় উপস্থিত হইয়া তাহা-  
দিগের অষ্টসহস্র মনুষ্যকে নষ্টকরিলেন কেবল মহারাজ  
কতিপয় বন্ধুবর্গের সহিত পলায়ন করিলেন। ১৫৩২  
শালে এই ঘটনা হইয়া ছিল। সের তৎক্ষণাৎ সহরে  
গৌড়দেশে আসিয়া আগমনোত্তর দিনেই বাঙ্গালা ও  
বেহার দেশের রাজকীয় শক্তি গৃহপূর্ব্বক রাজ্য  
হইলেন। এক বৎসর পর্য্যন্ত রাজকর্ম্মের নিয়ম করিয়া  
পঞ্চাশৎ সহস্র পাঠান সমভিব্যাহারে মহারাজের  
প্রতি আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন। কনজের নিকটে  
একযুদ্ধেই মহারাজ পরাজিত হইবাতে সের দিল্লীর  
মহারাজ হইলেন এবং তাহার নাম সের সাহ হইল।

যুদ্ধস্থান হইতে সের বাঙ্গালায় আসিয়া বহুঅংশে  
বাঙ্গালাকে বিভক্ত করিলেন। তিনি এমনত উত্তমরূপে

রাজত্ব দূট করিয়া ছিলেন যে, তাঁহার রাজত্ব কালপর্যন্ত বিরোধের রোধ হইয়াছিল। ১৫৪১ শালে তিনি আগ্রায় গিয়া মহারাজের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ১৫৪৫ শালে এক গোলাকাটিয়া পড়াতে তিনি মারা পড়িলেন। তিনি পঞ্চদশ বৎসর রাজ্যের নিমিত্তে যুদ্ধ করিলেন কিন্তু পঞ্চবৎসর মাত্র ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি গত হইলেও অনেক সুখ্যাত কর্ম্মরহিল। বাঙ্গালার অন্তর্গত সোনারগাঁও হইতে সিন্ধুনদীর তীরপর্যন্ত সহস্রকোশ দূর হইবে কেবল সর্বসাধারণ উপকারের নিমিত্তে ইহার মধ্যে ২ প্রতি আড়াই এক ২ সরাইনির্মাণ করিয়াছিলেন এবং এক ২ ক্রোশ অন্তরে এক ২ কূপ খাত করিয়া ছিলেন। এবং আচ্ছা করিয়া ছিলেন যে প্রতি সরাইতে যেকোন জাতি হউক সকল পথিক দিগের সেবা তাঁহার নিজ ব্যয়ে হইবে এবং নানাবিধ বৃক্ষশ্রেণীদ্বারা ঐ পথ সুশোভিত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথমে তিনিই যানের ডাক করিয়াছিলেন তাঁহার রাজ্যকালে রাজপথে ডাকাইতি ছিলনা। মাসরান গুমে অর্দ্ধ ক্রোশ দীর্ঘে ও অর্দ্ধক্রোশ বিস্তারে এমনত এক দীর্ঘিকার মধ্যে অতি চমৎকৃত তাঁহার গোরস্থান আছে। তাঁহার মসজিদকে ভারতবর্ষীয় প্রধান অট্টালিকার মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে কিন্তু এক্ষণকার রাজত্বের অধীন হওয়াতে ক্রমে ২ নষ্ট হইতেছে।

সেরসাহের মৃত্যুর পরে মোগল কর্তৃক বাঙ্গালা দেশ জয় পর্য্যন্ত ১৫৪৫ শাল হইতে ১৫৭৩ বৎসর পর্য্যন্ত একত্রিশ বৎসরের মধ্যে ঐ সিংহাসনে চারিজন রাজা হন সেরের পুত্র সেলিম নিজ কুটুম্ব মহাম্মদখাঁ সুরকে বাঙ্গালাদেশের অধ্যক্ষ করিলেন তিনিও প্রভুর জীবদ্দশাপর্য্যন্ত অধীন থাকিয়া পরে স্বাধীন হইলেন এবং জোয়ানপুর অঞ্চলে অনেক স্থান জয়করিয়া ১৫৫৫ শালে মহারাজের সৈন্যধ্যক্ষ দ্বারা পরাজিত হইলেন। তাঁহার পুত্র বাহাদুর সাহ তাঁহার পশ্চাৎ রাজাহইয়া দ্বিতীয় বৎসরে দিল্লীর মহারাজের সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রাকরিয়া মুঘলেরদেশে এক যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া নষ্টকরিলেন। তদবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বাহাদুরের বাঙ্গালা ও বেহার দেশের রাজত্বদৃঢ়তা ওয়াতে সচ্ছন্দতাক্রমে শাসন করিয়া ১৫৬০ শালে তিনিমৃত হইলে তাঁহার ভ্রাতা রাজা হইয়া তিন বৎসর পরে গৌড়ে থাকিয়া লোকান্তর গত হইলেন। তাঁহার পুত্র যদিপিও অতি বালক ছিলেন তথাপি ঐ সিংহাসনে সকলে তাঁহাকে রাজা করিলেন, কিন্তু কিঞ্চিৎ কাল পরে তাঁহার পুত্রে আঘাত হইল। কার্শানি বংশীয় সলিমান নামক একজন খ্যাত পন্ন পাঠান ১৫৬৪ শালে ঐ সিংহাসন আক্রমণ করিয়া মহারাজের প্রতি যথার্থ মর্যাদা ও আত্মীয়তা প্রকাশ করিতে নানা প্রকার

বহুমূল্য উপঢৌকনের সহিত একজন নিজলোক প্রেরণ করিলেন এই সুন্দর উপায়দ্বারা সলিমান বাজ্বালা দেশ নিर्वিরোধে রাখিয়া অন্যান্য স্থান জয় করিতে শক্ত হইলেন।

ইহার পূর্বে উড়িসার রাজারা তাঁহাদিগের রাজ্যের সীমা বাজ্বালা পর্য্যন্ত আনিয়া ছিলেন এবং তন্নিমিত্তে উড়িসারা অহঙ্কার করিয়া থাকে যে তাঁহাদের রাজ্য একবার ভাগীরথীর তীরবর্ত্তি ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৫৫০ শালে নুকুন্দদেব নামক একজন তৈলকী উড়িসার সিংহাসনে আকট হইলেন কিন্তু তিনিই ঐ দেশের স্বাধীন রাজার শেষ ছিলেন এবং তিনি অতিশয় সাহসী ও গুণবান্ রূপে বর্ণিত আছেন তাঁহার রাজ্যের প্রথমকালে সাধারণ লোকের উপকার জনক কর্ম্ম অথবা কাল্পনিক ধর্ম্ম স্থাপিত হয় অন্যান্য অট্টালিকার মধ্যে তিনি ত্রিবেণী তীরে এক মন্দির ও এক ঘাট নির্মাণ করেন ঐস্থান তাঁহার রাজ্যের উত্তর সীমা ছিল। বাজ্বালার রাজা সলিমান উড়িসা জয় করিতে স্থিরকরিয়া নুকুন্দদেবকে আক্রমণ করিতে এক প্রস্তুত সৈন্য পাঠাইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রথম উদ্যম নিখুল হওয়াতে কালাপাহাড় নামক তাঁহার অতি ভয়ানক সৈন্যধ্যক্ষকে তথায় পাঠাইলেন। এতদেশীয় লোকেরা কহেন যে তাঁহার লৌহময় জয় চক্রার ধ্বনিতে



যেববিগুহ দিগের হস্তপদাদি বহুক্রোশ দূরে বিকিণ্ড  
 হইয়াছিল। তিনি বুদ্ধগিরির কূলে জন্মিয়াছিলেন কিন্তু  
 গৌড় নগরের কোন যবন রাজের কন্যা তাঁহার প্রতি  
 কামান্তরা হওয়াতে তিনি মুসলমান হইয়া ঐ কন্যাকে  
 বিবাহ করিলেন এবং তন্মিহিত্তে ইতিহাসে বর্ণিত  
 নিষ্ঠুর যেসকল হিন্দুদিগের অপকারি ব্যাভিচারা ছিল  
 তাহাদিগের মধ্যে তিনি প্রধান হইলেন। তিনি নিজ  
 প্রভুর কারণ এক প্রস্তুত পাঠান অশ্বাকট সৈন্যের  
 সহিত উড়িস্যা প্রবেশ করিয়া তথাকার রাজাকে  
 পরাজয় করিয়া ঐ দেশের স্বাধীনতা একেবারে নষ্ট-  
 করিলেন। মুসলমান ইতিহাস লেখক দিগের মতে ইহা  
 ১৫৬৮ শালে হয় কিন্তু উড়িস্যার লিখনানুসারে ১৫৫৮  
 শালে হয়। কালাপাহাড় প্রতিজ্ঞা করিলেন যে উড়ি-  
 স্যার মধ্যে কোন হিন্দুধর্মের চিহ্নও রাখিবেন না  
 তিনি অতিশয় ক্রোধ পূর্বক বুদ্ধগিরি দিগের অপকার  
 করিলেন ও সকল দেবালয় ভগ্ন এবং বিগুহ সকল  
 নষ্টকরিলেন। এবং সকল অপেক্ষা তাঁহার ক্রোধ  
 জগন্নাথের মূর্তির প্রতি বিশেষত হইল। ইহার পূর্বে  
 দুইবার যখন ভিন্নদেশীয় শত্রুরা উড়িস্যা আক্রমণ  
 করিয়াছিল তখন তথাকার পুরোহিতেরা ঐ বিগুহ  
 লইয়া পর্বতে পলায়ন করিয়াছিলেন কিন্তু যখন কালা-  
 পাহাড় মন্দিরের নিকটে আসিলেন তখন পুরোহিতেরা

তাহাদের ঈশ্বরকে আচ্ছাদিত করিয়া একশকট দ্বারা চিলকনামক দীর্ঘিকার তীরে একগষ্ঠে পুতিয়া রাখিলেন। তদ্ব্যাপিও ঐ বিজয়ী ঐ বিগুহ লইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক অনুসন্ধানের পরে ঐ গুপ্ত স্থান জানিতে পারিয়া ঐ বিগুহকে খননকরিয়া তুলিলেন যাহাকে উড়িয়ারা খ্রীজিউ কহেন পরে কালাপাহাড় পুরীর মধ্যে সকল বিগুহ ভগ্নকরিয়া একহস্তিপৃষ্ঠে জগন্নাথকে গজা-তীরে আনিয়া অধিক কাঠ সংগৃহ পূর্বক একচিতা নির্মাণ করিয়া তাহাতে অগ্নিদিয়া ঐ বিগুহকে তদ্ব্যধে নিঃক্ষেপ করিলেন। উহার নিকটস্থিত একব্যক্তি ঐ দগ্ধ বিগুহকে অগ্নিহইতে আকর্ষণ করিয়া নদীমধ্যে ফেপকরাতে যেমন ঐ অর্দ্ধদগ্ধ বিগুহ স্রোতমধ্যে ভাসিতে চলিল জগন্নাথের এক দূতভক্ত তাহার পশ্চাৎ বর্তী হইয়া যখন বিরল দেখিলেন তখন উহার মধ্যস্থিত ঈশ্বরীয় ভাগ অর্থাৎ বিম্বপঙ্ক্তর লইয়া যন্ত্র-পূর্বক উড়িয়ায় উপস্থিত হইলেন। অতএব গজপতি ও গজাবংশীয় রাজারা যে স্বাধীনতা এমত দীর্ঘকাল পর্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা একেবারে নষ্টহইল। কালাপাহাড়ের জয়ের পরে এক বিংশতি বৎসর ঐ রাজ্য অরাজক ছিল পরে উড়িয়ারা একগকর খুর্দ রাজের পূর্বপুরুষকে ঐ সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। কিন্তু ঐ দেশে মুসলমানদিগের সম্পূর্ণ শক্তি

থাকাতে ঐ রাজা কেবল জমিদার মাত্র হইলেন ।

১৫৭৩ বৎসরে সলিমান্ লোকান্তর গতহন । মহারাজ অকবরের অতি বুদ্ধিশাল সামর্থ্য থাকাতে তিনি কদাচ স্বাধীন রাজা হইতে পারেন নাই তিনি দিল্লীতে অনেক উপচোকন প্রেরণ করিয়া আপনি অতিকৃতজ্ঞ প্রজা ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তন্মিমিত্তে তাঁহাকে তদ্দেশ অধিকারে রাখিতে অনুমতি হইয়াছিল । তাঁহার পুত্র দাউদ খাঁ ঐ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেখিলেন যে ভাণ্ডারে অধিক ধন আছে এবং তাঁহার সৈন্য তৎকালে ১৮০,০০০ ছিল এবং জনশ্রুতি দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে তাঁহার ২০,০০০ কামান ছিল তিনি আপনার শক্তি পরীক্ষা করিতে নিকটস্থিত মহারাজের সৈন্যের প্রতি আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন । মহারাজ অকবর এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জোয়ানপুরের অধিপতি মোমাইমখাঁকে এক প্রস্তত সৈন্যের সহিত বাজালা ও বেহার দেশে পাঠাইলেন । তাদরমন্ নামক এক হিন্দু রাজা তাঁহার অধীনে সৈন্যধ্যক্ষ ছিলেন । দাউদ খাঁ পাটনায় স্থিতিকরাতে মহারাজের সৈন্যধ্যক্ষেরা উহা বেষ্ঠন করিলেন এবং অকবর আপনি তাঁবুতে আনিলেন পরে হাজীপুর হইতে বিপক্ষের সৈন্যেরা খাদ্যদ্রব্য পায় এমনত দেখিয়া অগ্রে ঐ স্থান আক্রমণ করিয়া নিজ অধীন করিলেন যাহারা

উহার রক্ষক ছিল তাহারা সকলে মারাপড়িল। উহার মধ্যে পুধান সৈন্যাদ্যক্ষ ও ছিলেন। সকল মৃতব্যক্তি দিগের শরীর এক নোকায়ে আরোপণ করিয়া ঐ পুধান সৈন্যাদ্যক্ষের মস্তকের সহিত দাউদখাঁকে ভীতকরিতে তাহার নিকটে পুরিত হইল তাহাতে তিনি যথার্থ রূপে ভীতহইয়া দ্রুতগামি নোকায়ে আরোহণ করিয়া বাজালায় পলায়ন করিলেন পাটনা সুতরাং মহারাজের হস্তগত হইল। মহারাজ তেরিয়াগলিদ্বারা সৈন্যে যাত্রাকরিলেন যেপথ দাউদের সৈন্যেরা হাজীপুরের রক্ষক দিগের নত হইবার ভয়ে পরিত্যগ করিল। দাউদ এইনতন উপদ্রোহ শুনিয়া আপনার ধন ও সৈন্যের সহিত উড়িস্যায় পলায়ন করিলেন তথায় অকবরের নোগলসৈন্য দিগের সহিত দাউদের পাঠান সৈন্যদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইল তাহাতে নোগলদিগের পক্ষে জয় হইল। কিন্তু দাউদ কটকে পলায়ন করিয়া সর্বতভাবে জয়ের আশা রহিত হইয়া মহারাজের অনুগৃহ পুার্থনা করিলেন মহারাজ ও অনুগৃহ করিলেন তাহাতে তিনি নোগল দিগের তাবুতে আসিয়া পুনর্বার কদাচ অকবরের পুতি বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না এইমত পুতিচ্ছা পত্রে স্বাক্ষর করিয়া নিজমুদ্রাক্রিত করিলেন এবং এইমুদ্রা দ্বারা তাহার সম্পত্তি সকল উড়িস্যায় রাখিতে মহারাজ অনুমতি করিলেন।

মোনাইমখাঁ মহারাজের সৈন্যের সহিত পৌড়মপুরে আসিয়া স্বয়ং তথায় বাস করিতে মানন করিলেন। ১৫৭৫ খালে কোন অজ্ঞাত কারণ বশত অতিশয় মরকউপস্থিত হইল পুতিদিন সহস্র ২ মনুষ্য মরাতে অবশিষ্টেরা গোর দিতে অক্ষম হইয়া সকল শব নদীতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন তাহাতে এমনত দুর্গন্ধ হইল যে ক্রমে পীড়ার বৃদ্ধি হইল এবং এই পীড়াতেই তথাকার অধ্যক্ষ মহাশয় মারা পড়িলেন এই নগর তদবধি মনুষ্যশূন্য হইয়া অদ্যাপি আছে এবং ঐ স্থান ঐ মরকর পূর্বে দুই সহস্র বৎসর ভারতবর্ষের মধ্যে অতিচমৎকৃত নগর ছিল উহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার অন্যান্য অপেক্ষা অধিক ছিল এবং উহার মধ্যে অতি উত্তমোত্তম অটালিকা ও নানা পুকার ঘন ছিল এবং উহাতে একশত রাজা ক্রমেই বসতি করিয়া ছিলেন আর উহা এক পরমসুখ ভোগের স্থান ছিল কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে সকল ভূমিসাৎ হইয়া একেণে ব্যাঘ্র বানর পুভৃতির বাসস্থান হইয়াছে অতিদূতর পাষাণময় অটালিকার মধ্যে দুই এক অদ্যাপি আছে কিন্তু ইষ্টকানিমিত গৃহসকল ভাঙ করিয়া মুরসিদাবাদের অটালিকা নির্মাণ হয় এবং যে বৎসরে বাঙ্গালাদেশের ঐ অতিপাচীন ও অতিউত্তম রাজধানী নির্মলুষ হইল সেইবৎসরে উহা দিল্লীরাজের এক অংশ হইল ॥

মোনাইমখাঁর মৃত্যুর পরে বাজলা দেশ অতিঅনিয়-  
মিত হওয়াতে দাউদখাঁ শপথ ভঙ্গ করিয়া অস্ত্র  
গৃহণ পূর্বক মোগলদিগকে বাজলা হইতে বহিষ্কৃত  
করেন পরে পঞ্চাশত সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য সংগৃহ-  
করিয়া রাজমহলে স্থিতিকরিলেন । অকবরের সৈন্য  
লকল চতুর্দিক হইতে একত্র হইয়া ঐ স্থান বেষ্তন করিল  
তাহাতে পাঠানেরা সাহস পূর্বক আত্মরক্ষা করিল  
কিন্তু তাহাদের অধ্যক্ষেরা ক্রমে২ মারাপড়াতে  
তাহারা ভীতহইয়া পলায়ন করিল । দাউদ মোগল সৈন্য-  
াধ্যক্ষদিগের হস্তে পড়াতে তাহারা তাহার মস্তকচ্ছেদ  
করিয়া অকবরের নিকটে পাঠাইল । দাউদের মৃত্যুতে  
যে রাজশেখী যাদীন হইয়া এইদেশ দৃষ্টান্ত হুত্রিশ  
বৎসর পর্য্যন্ত শাসন করিতে ছিল তাহা একেবারে  
নির্মাণ হইল এবং পাঠান দিগের শক্তিও দাউদের  
সহিত বিনষ্ট হইল বক্ত্রিয়ার খিলিজি যেবৎসরে পুনরায়  
বাজলাজয় করিলেন তদবধি মোগল দিগের পুনর্জয়  
পর্য্যন্ত তিন শত পঞ্চাশত বৎসরের ও অধিক হইবে  
পাঠানেরা বাজলায় অতিশয় বলবান ছিল । ১৫৭৬ শালে  
বাজলা ও বেহার দেশ মোগল রাজ্যের এক অংশ হইল ।

পাঠানেরা যে চারি শত বৎসর বাজলায়  
ছিলেন তাহাতে এইরূপে রাজকর্ম্য নির্বাহ হইয়া  
ছিল । রাজা অথবা পুধান অধ্যক্ষ নিজরাজত্বের

নিমিত্তে কোন বিশেষ পুদেশ গৃহণ করিতেন। অন্যান্য পুদেশ ও হিন্দুদিগের হইতে বলাৎ গৃহীত সম্পত্তি সকল তাহার সেনাপতি দিগের দত্ত হইত তাহারা ঐ ভূমি নিজ অধীন ব্যক্তি দিগের মধ্যে বণ্টন করিতেন ঐ সকল ভূমি হইতে যে কর উৎপন্ন হইত তাহা হইতে সেনাপতি দিগের নিয়মিত সখ্যক সৈন্য রক্ষা করিতে হইত এবং তাহাদের নিজ ব্যয় করিতে হইত অবশিষ্ট রাজার কোষে পুরণ করিতে হইত। হিন্দু জমিদারেরা আপন ভূমি হারাইয়া অত্যন্ত দুঃখদারিত্ব ভোগ করিতেন এবং সৰ্ব্বদা পাঠান দিগের নিমিত্তে সম্পত্তি আহরণ করিতে নিযুক্ত থাকিতেন।

### তৃতীয় অধ্যায়

দাউদখাঁ পরাজিত হইলে মহারাজের সৈন্যগণ এক বেহার দেশ জয় করিয়া রতাসের দূর গড় দখল করিলেন এবং মৃত রাজার সম্পত্তি আটক করিতে এক প্রস্তুত সৈন্য উড়িস্যায় প্রেরিত হইল পরে তাহারাই কুচ-বেহারের রাজাকে কর দিতে বাধ্য করিলেন।

ইহার কিঞ্চিৎকাল পরে বড় দুর্দশা উপস্থিত হইল মোগল সেনাপতিরা পাঠান দিগের সম্পত্তি হরণ করিয়া তাহাদিগকে দূরীকৃত করিল অকবর রাজস্ব আদায় কারণ এক উদ্ভ্রমরীতি করিতে ইচ্ছুক হইয়া নূতন সম্পত্তি ভোগা মোগল দিগের আত্মন করিয়া ভোগাব-

শিষ্ট তাঁহাকে দিতে আচ্ছা করিলেন এবং যাহারা রাজস্ব আহরণ কারক হইয়া জমিদারের তুল্য ব্যবহার করিত তাহাদিগকে ক্রমে২ পরিবর্ত করিতে হিঁর করিলেন ইহাতে মোগলেরা অসম্মত হইয়া মন্তক নুগুন করিয়া খেদপূর্বক নূতন প্রাপ্ত সম্পত্তি রক্ষাকরিতে হিঁর করিল অতএব অকবরের নিজ ত্রিশ হাজার অশ্বা-  
 কাঢ় সৈন্যেরা একেবারে তাঁহার বিপক্ষ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল এবং বাঙ্গালার রাজধানী বেঠন করিল এবং ঐ কারণবশত বেহারস্থিত মোগলেরা তদ্দেশ গৃহণার্থে অস্ত্রধারণ করিল এইরূপে ১৫৮০ শালে সমুদায় বাঙ্গালা ও বেহার পুনর্বার মহারাজা হইতে পৃথক হইল । এই রাজবিদ্রোহের দ্বারা অকবরের সিংহাসন কম্পিত হইল । ঐ বিদ্রোহিরা তাঁহার নিজ সৈন্য ও নিজ জাতি ছিল একারণ সর্বত্র কৃতঘ্নতা সন্দেহ করিয়া তিনি কোন আপনার লোকের উপর নির্ভর করিতে পারিলেন না এই সন্দিক্ত বিষয়ে তারলমল নামক এক হিন্দু রাজাকে সৈন্যাদ্যক্ষ করিয়া একপ্রস্তুত রাজপুতজাতীয় হিন্দুসৈন্যের সহিত ঐ বিপক্ষদিগের দেশসকল পুনর্বার জয়করিতে পাঠাইলেন । তিনি অতিসাহস পূর্বক কর্মকরিতে লাগিলেন তিনি নিজ সৈন্যের সহিত বেহারদেশে প্রবেশ করিয়া তথাকার হিন্দুজমিদার দিগকে বিদ্রোহকারিদিগের কারণ খাদ্য



দ্রব্য আহরণ করিতে অস্বীকার করাইলেন তাহাতে বিদ্রোহকারিদিগের মধ্যে অনেকেই আপনার দিগকে তাঁহার সহিত যুদ্ধে অতুল্য জানিয়া ঐ দেশ পরিত্যাগ করিলেন ।

কিন্তু তাঁহার অধীন মুসলমান কর্মকারকেরা তাঁহার পুতি অতি শয় ঘনিষ্ঠ না হওয়াতে সৈন্য সকল একত্র রাখা রাজা অতি দুঃসাধ্য জানিলেন ইতি মধ্যে দিল্লীর উজির উপদ্রোহ কারিদিগের অনেককে আশ্বাস করিয়া তাহাদিগের হইতে পুাপ্য যে অবশিষ্ট ধন তাহা দিতেকহিলেন ইহাতে ঐ রাজার আর অধিক অসন্তোষ হইল অতএব তিনি মহারাজের নিকটে ইহা নিবেদন করাতে মহারাজ প্রধান মন্ত্রিকে পদচ্যুত করিলেন । এই সময়ে অকবরের রাজকীয় কর্ম সকল এমত ক্ষীণ হইল যে যেসকল বৃদ্ধলোকেরা তাঁহার কর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদিগের বাটীতে গিয়া তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার রাজসরকারে আনীতে প্রার্থনা করিলেন । আজিম খাঁ বেহারের শাসন কর্ত্তা হইয়া বিদ্রোহ কারিদিগকে বিনয় দ্বারা ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন । তাহাতে ফলোদয় না হওয়াতে অকবরকে রাজকর্ম্মের দুরবস্থা জানাইতে তিনি আগুায় আসিলেন । হিন্দু ও মুসলমান উভয় আচ্ছাদায়কেরা মিলপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে অক্ষম ইহা জানিয়া মহারাজ রাজা

তারলমলের পরিবর্তে আজিম খাঁকে বাঙ্গালার শাসন কর্তা করিলেন এবং তৎকালে যে সকল মৈন্যেরা অনি-  
যুক্ত ছিল তাহাদিগকে তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে আজ্ঞা  
করিলেন । ঐ নূতন শুবাদার উপদ্রোহ কারিদিগের  
মধ্যে পরস্পর হিংসা উত্থাপন করিয়া একে ২ সমুদা-  
য়কে দুর্বল করিতে পারক হইলেন কিঞ্চিৎ কাল পরেই  
তন্দানামক নগর তাঁহার অধীন হইল পরে ১৫৮২ শালে  
সমুদায় দেশ পরাজিত হইল এবং বিষাদের ও শেষ  
হইল ।

রাজা তারলমল বোধ হয় মৈন্য দিগের আজ্ঞা  
দানে রুদ্ধ হইয়া ভাঙারে স্থিত হয়েন কারণ তাঁহাকে  
সর্বদা সকলে দেওয়ান তারলমল বলিতেন ১৫৮২ শালে  
তিনিই বাঙ্গালার জমিদারির নূতন শ্রেণীবদ্ধ করিয়া  
ছিলেন মোগলরাজ্যের অধীনে বাঙ্গালার রাজস্বের স্থি-  
রতা প্রথমেই হিন্দু রাজাদ্বারা হইয়া অনেক বৎসর পর্য্য-  
ন্ত প্রবল ছিল । বাঙ্গালার সকল খোদাশা ও দত্ত ভূমির  
খাজানাকে ওয়াসিল তুমরজনা কহাযাইত কেবল এই  
একদেশ হইতে প্রায় এক কোটী সাতলক্ষ টাকা খাজানা  
আদায় হইত ।

যদ্যপিও বাঙ্গালাদেশ পরাজিত হইল তথাপি  
নির্বিরোধ হইল না উড়িস্যায় পাঠানেরা বার-  
ম্বার রাজবিদ্রোহী হইত ১৫৮৯ শালে অকবর মান-

মিহনামক একজন খাত্যাপন্ন রাজপুত্রকে বাছালা ও বেহার দেশের শাসনকর্তা করিলেন এ মানসিংহের ডগিনীর সহিত রাজপুত্র সেলিমের বিবাহ হয় যিনি পরে জেহাজির মহারাজ হইলেন । মানসিংহ শাসন কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া পাঠান দিগের সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন পাঠান দিগের প্রধান কতলখাঁ এই সময়ে মরাত্তে তাহারা ভগ্নোৎসাহ হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিল পরে তাহারা মহারাজের নামে মুদ্রা মুদ্রিত করিতে স্বীকার করিলে মানসিংহ তাহাদিগের সম্পত্তি তাহাদিগকেই দিলেন কিন্তু তাহারা ছই বৎসরের মধ্যে বিদ্রোহী হইয়া জগন্নাথের মন্দির বেষ্টন করিল মানসিংহ অবিলম্বে ঐ দেশে গিয়া সুবর্ণ রেখানদীর তীরে এক যুদ্ধ করিলেন তাহাতে পাঠানেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পুনর্বীর সন্ধি প্রার্থনা করিল তাহাতে এইরূপে সন্ধি হইল যে তাহারা তাহাদিগের সমুদায় হস্তী ও রাজস্ব দিবে । মানসিংহ তথা হইতে প্রত্যগমন করিয়া রাজমহলে রাজধানী করিলেন ঐ নগর পূর্বকালে রাজাদিগের ও শাসন কর্তাদিগের আবাস স্থান ছিল কিন্তু মুসলমান দিগের আগমনাবধি অপহেলা প্রযুক্ত নষ্ট হইরাছিল ইহা এক্ষণে পুনর্বীর উজ্জ্বল ও খাত্যাপন্ন হইল । ঐ রাজা এক উত্তম পুরী নির্মাণ করিয়া তাহার চতুর্দিকে ইষ্টকা ও পাষাণ দ্বারা

দুর্গ করিলেন পরবৎসরে উড়িষ্যার পাঠানেরা তৃতীয় বার রাজবিদ্রোহী হইয়া এক প্রস্তুত সৈন্যের সহিত বাঙ্গালার মধ্যে তৎকালেও প্রধান বাণিজ্যেরস্থান সাতগাঁ আক্রমণ করিয়া অনেক অর্থ লুটকরিয়া লইল কিন্তু মহারাজের সৈন্য আসিবাগাত্রে অধীনতা স্বীকার করিল ১৫২৫ শালে কুচবেহারের রাজা মহারাজের প্রজাত্ব স্বীকার করাতে তাঁহার নিজ কুটুম্বেরা তাঁহাকে একদুর্গমধ্যে রুদ্ধকরেন তাহাতে তিনি মানসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করাতে তিনি সসৈন্যে তথায় যাত্রা করিয়া ঐ দেশকে করপ্রদ করিলেন মোগল দিগের কুচ বেহারে এই পুথম গমন হইল । ১৫৮২ শালে অকবর দেকানে যুদ্ধার্থে যাত্রা করিতে স্থির করিয়া মানসিংহকে তাঁহার সহিত যাইতে আজ্ঞা করিলেন । উড়িষ্যার পাঠান দিগের মধ্যে তৎকালে প্রধান ওসমান ইহা শুনিবানাত্রে পুনর্বীর যুদ্ধক্ষেত্রে দৃশ্য হইলেন তিনি মহারাজের সৈন্যদিগের জয় করিয়া বাঙ্গালার অনেক অংশ জয়করিলেন মানসিংহ অতিব্রায় সেরপুরে শত্রুদিগের নিকটে আসিয়া তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিলেন । মানসিংহ পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত যথার্থ রূপে ও জ্ঞানপূর্বক বাঙ্গালা শাসন করিয়া ১৬০৪ শালে নিজকর্ম ত্যাগ করিতে চাহিলেন পরবৎসরে তাঁহার প্রভু ঐ মহান অকবর মৃত হইলেন এবং জেহা-

দ্বির তৎসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন এই সময়ে মানসিংহ ঐ রাজ্যের প্রজার মধ্যে অতিশয় বলবান ছিলেন । তিনি অর্থ দ্বারা স্বজাতীয় ও স্বদেশীয় অতি সাহসী ২০ হাজার রাজপুত সৈন্য রাখিয়াছিলেন এবং তাহারা তাঁহার কক্ষের নিতান্ত রত ছিল অতএব এই রাজ্যের হিন্দুদিগের মধ্যে তিনি সকলের প্রধান ছিলেন মানসিংহ যদ্যপিও নূতন মহারাজের শ্যালক ছিলেন তথাপি তিনি ইহাঁহইতে অত্যন্ত ভীত হইয়া ভাববিপদ নিবারণার্থে তাঁহাকে রাজসভা হইতে বাঙ্গলায় প্রেরণ করিলেন ।

আট মাসের মধ্যে জেহাঙ্গির তাঁহাকে পুনরাগ্নয়ন করিয়া অতিসুখ্যাত সেরখাঁকে নষ্ট করিতে কহিলেন তাহাতে মানসিংহ এমনত কক্ষে সাহায্য করিতে অস্বীকার করাতে কুতুব উদ্দিনকে বাঙ্গালার শাসন কর্তা করিলেন সেরমেহরনের জীনিংসা ভারত বর্ষের মধ্যে তৎকালে অতি পরমা সূন্দরী ছিলেন এবং তাঁহার স্বামী সেরও অতি উচ্চপদস্থ ভদ্রলোক ছিলেন । এই বিবাহের পূর্বে যুবরাজ জেহাঙ্গির ঐ রমণীর দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পিতা অকবরের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে ঐ রমণীর বিবাহের সম্বন্ধের অন্তথা করিলে তাঁহার সহিত বিবাহ হইতে পারে কিন্তু মহারাজ নিজ পুত্রের নিমিত্তে ও অবি-

চার করিতে অস্বীকার করাতে ঐ সুন্দরী সেরের পত্নী হইলেন । তাঁহাকে নষ্ট করিতে জেহাঙ্গির যে সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন সেরের অত্যন্ত সাহস ও বল দ্বারা নেসকল অন্যথা হইয়াছিল সের রাজসভায় নিজ রক্ষা অসম্ভব ভাবিয়া পত্নীর সহিত বাজালায় আসিয়া বর্দ্ধমানের প্রধান হইলেন অকবরের পরলোক হইলে জেহাঙ্গির ভারত বর্ষের প্রভু হওয়াতে ঐ সুন্দরীর কারণ তাঁহার পূর্বাপেক্ষা অতিশয় বাসনা হইল সকল আপদ ভোগ করিতে হইলে ও তিনি ঐ নারীকে গ্রহণ করিবেন ইহাঙ্গির করিয়া কতুবকে বাজালার শুবাদার করিয়া পাঠাইলেন যে তিনি সেরের মৃত্যু যাহাতে হয় এমন করিবেন কতুব বর্দ্ধমানে আসাতে সের দুইজন অশ্বাকটের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে বহিরাগমন করিলেন ঐ শুবাদার নর্যাঙ্গদা পূর্বক তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া হস্তীর উপরে আরোহণ করিলেন । এক জন পিয়াদা যাহার প্রতি পূর্বে উপদেশ ছিল শুবাদারের পাথে সেরের অশ্ব আসিয়াছে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে আঘাত করিল ইহাতে অতিশয় গোলযোগ উপস্থিত হইল সের দেখিলেন যে তাহার তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিতে চাহে একারণ সাহসী ব্যক্তির ন্যায় নরিতে স্থির করিলেন । যেমন তাঁহার স্ত্রী অতিশয় সুন্দরী ছিল তেমনি তাঁহাকে সকলে ভারতবর্ষের মধ্যে

অতিশয় বলবান্ জানিত । তিনি সাহস পূৰ্ব্বক ঐ হস্তী আক্রমণ করিলেন এবং শুবাদার তথাহইতে নীচে পড়াতে তিনি তাঁহাকে দুইখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন অন্য পঞ্চজন ভদ্রলোক তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়া ঐ রূপ হইলেন অবশিষ্ট লোকেরা চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া দূর হইতে তাঁহার প্রতি তীর ও গুলীক্ষেপ করাতে তিনি ক্ষত বিক্ষত শরীর হইয়া অবশেষে পড়িলেন তাঁহার পত্নী তাঁহার মৃত্যুতে খিদ্যমানা না হইয়া শীঘ্র জেহাঙ্গিরের ভার্য্যা হইলেন পরে সৰ্বলোকে সুবিদিত নুরজেহান নাম ধরিয়া অনেক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত ঐ নারী ভারত বর্ষের রাজ্য শাসন করিলেন ।

১৬০৮ শালে সেক ইজলাম খাঁ বাঙ্গালার শুবাদার হইয়া রাজধানী দক্ষিণে আনিয়া ঢাকা-শহর নির্মাণ করিলেন কারণ বাঙ্গালার নদীর ধারে পোর্তুগিস জাতীয় নাবিক তস্করেরা অতিশয় দুঃখ দায়ক ছিল । ভারত বর্ষে বাণিজ্যার্থ সমুদ্র দ্বারা ইউরোপিয়ান্দিগের মধ্যে প্রথমে পোর্তুগিসেরা আইসেন । ১৪৯৬ বৎসরে বেকোডিগমা নামক সামুদ্রিক সৈন্যধ্যক্ষ জাহাজদ্বারা উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া ভারত বর্ষের পশ্চিম তীরে কালিকত নামকনগরে প্রথমে উপস্থিত হইলেন । পোর্তুগিসেরা তথায় বা-

নিজে বহুলাভ দেখিয়া ধারাবাহী জাহাজ পাঠাইতে লাগিলেন অবশেষে স্থান পাইয়া দুর্গ নির্মাণ করিলেন তাঁহারা লক্ষা উপদ্বীপ জয় করিয়া পূর্বমন্ডলের উপদ্বীপে কারখানা স্থাপনা করিলেন ভারতবর্ষে প্রথমে আগমন অবধি পঞ্চাশত্ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহারা বাদ্ধবায় আইসেন নাই এমনত বোধ হইতেন কিন্তু কোন সময়ে তাঁহারা প্রথমে হুগলিতে বসতি করিয়াছেন তাহা সহজরূপে নিশ্চয় করা যায় না কিন্তু ১৫২২ শালে তাঁহারা যে দুই গিরিমা তথায় নিগদ্য করেন তাহার একটা দেবজকরযুক্ত ছিল ইহাতে বোধ হয় যে ইহার কিংবদন্ত পূর্বকালে তাঁহারা তথায় বসতি করিয়াছিলেন তাঁহাদের আবাসস্থান অতিদূর-রূপে সোঁটত ছিল চকুদ্বিগ্নে তিস্তির উপরে কানান সকল সজ্জিত ছিল এবং তাহাতে ইউরোপিয় গোবন্দাজ অনেক নিযুক্ত ছিল। তাঁহাদিগের শক্তি ও বাণিজ্যেতে এদেশে তাঁহাদিগের অধিক সমাদর জন্মিয়াছিল এই সময়ে সমগ্রগোলে রাজকীয় বাণিজ্যস্থান অতিউজ্জ্বল ছিল ইহার কৃত্য বাণিজ্যের নগর বাজালায় আর ছিল না পোতুগিজেরা ইহার অতিনিকটে গোলিন কিম্বা গোলানামক স্থানে বসতি করিতেন এই স্থান অন্য দেশীয় লোকের বাণিজ্যদ্বারা বৃদ্ধিশীল হইয়া পরে হুগলি নামে খ্যাত হইল।



পোভুগিসেরা সপ্তগুণ হইতে বাগিজের অনেক অংশ আকর্ষণ করাতে এই নগর অতিশীঘ্র ক্ষীণ হইতে লাগিল এবং এই নগরের ক্ষয়ের প্রতি অন্ত কারণ পশ্চাৎ লিখায়াইতেছে। অতিপূর্বকালে ভাগীরথীর প্রথম শাখা এই নগরের ভিত্তির নীচে দিয়া আশ্রিত ও তনোলোক হইয়া সমুদ্রে মাইত এবং বোধ হয় এই সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে সপ্তগুণে এই নদী শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইল এবং ইহার প্রধান স্রোত হুগলির খাল দিয়া বহিতে লাগিল যেখানে অদ্যাপি আছে। চুচ-ডাঙ্গ ওলন্দাজদিগের মধ্যে অনেককাল পর্যন্ত এক জন-শ্রুতি ছিল যে এই নদী পূর্বকালে ইহার পশ্চাৎভাগ দিয়া চলিত এক্ষণে যেদগ সন্মুখে আছে একদগ ছিল না। ইহার কারণ সত্য নিখায়া যাহা হউক ইহা নিশ্চিত বটে যে সপ্তগুণ ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইল এবং ইহার নাশদ্বারা হুগলি বৃদ্ধিশীল হইল।

কতিপয় ভূমণকারী পোভুগিসেরা চট্টগুণ ও আরাকান দেশে ১৬০০ শালে বসতি করিয়া তদেশীয় রাজাদিগের কন্ঠে নিযুক্ত হইল তাহারা সমুদ্রের কন্ঠে অতি বিদ্বৎ ও অতি সাহসী ছিল একারণ প্রতিবাসিদিগের অতি-শয় দুঃখদায়ক হওয়াতে ১৬০৭ শালে আরাকানের রাজা আপন রাজ্য হইতে তাহাদিগকে বহিস্কৃত করিতে মানস করিয়া অনেককে প্রাণে নষ্ট করিলেন

অবশিষ্টেইরাময় দশ খান ক্ষুদ্র নৌকায় পলায়ন করিয়া  
সন্দ্বীপ উপদ্বীপে উপস্থিত হইল পরে তাহারাই নাবিক  
তরুর হইল। মোগল শুবাদার যে সকল পোতুগিসদিগের  
নিকটে গাইলেন তাহাদিগের প্রাণ দণ্ড করিয়া নাবিক  
তরুরদিগের অনেষণে স্বয়ং যাত্রা করিলেন দক্ষিণ সব-  
জপুরে তাহাদিগকে নোঙ্গর করিয়া থাকিতে দেখিয়া  
এক নৌযুদ্ধ করিলেন কিন্তু তাহাতে মোগলেরা  
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল পোতুগিসেরা জয়পূর্বক  
পুনর্বার সন্দ্বীপে আসিয়া গঞ্জালিসকে তাহাদিগের  
সৈন্যাধ্যক্ষ করিলেক যিনি মোগল সৈন্যদিগকে আক্র-  
মণ করিয়া আঘাত করিলেন এবং প্রতিহিংসা করিতে  
তাহাদিগের সহস্র ব্যক্তিকে প্রাণে নষ্ট করিলেন গঞ্জা-  
লিস হঠাৎ এক শক্তিমান রাজা হইলেন তাঁহার  
অধানে এক সহস্র ইউরোপীয় সৈন্য ও দুই সহস্র এত-  
দেশীয় সৈন্য ছিল আর দুইশত অশ্বারূঢ় সৈন্য ও  
অশীতি জাহাজ ছিল। পদমানদীর সম্মুখে যে সকল  
উপদ্বীপ ছিল তাহা তিনি সকলি অধিকার করিলেন  
তাঁহার মিকটবর্ত্তি প্রধানলোকেরা তাঁহার সহিত  
বন্ধুর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ১৬১০ শালে আরা-  
কানের রাজা তাঁহার সহিত মিল করিয়া উভয়ে জল  
ও ভূমি উভয় দ্বারা বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিতে ঐ-  
কমত্য করিলেন তাহাদিগের মিলিত সৈন্যেরা ভুল্লুরা

ও লক্ষীপুর আক্রমণ করিয়া অধিকার করিল। কিন্তু অতিবলবৎ এক প্রস্তুত মোগলদিগের সৈন্য যুদ্ধার্থে যাত্রা করিয়া আরাকানের সৈন্যদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিল। পোর্ভাগিসদিগের কানানযুক্ত নৌকা দ্বারা সমুদ্রতীরে রক্ষণ করিতে অপহেলা হওয়াতে মোগলেরা চট্টগ্রামপর্যন্ত তাহাদিগের পশ্চাৎ-বর্তী হইয়া ছিল। এই সকল উপদ্রোহের নিমিত্তে বাঙ্গালার শুবাদার রাজধানী ঢাকায় লইয়া যান যে তিনি ঐ আক্রমণকারিদিগকে তথা হইতে তাড়াইতে পারেন। আরাকানদিগের পরাজয়দ্বারা ও শুবাদারের সতর্কতা দ্বারা পূর্বদেশে বিরোধ রহিত হইল কিন্তু পশ্চিম দেশে তৎক্ষণাৎ নূতন বিরোধ উপস্থিত হইল। চিরবিরোধী উড়িস্যাবাসি পাঠানেরা তাহাদিগের পূর্ব প্রভুরপুত্র ওসমানের অধীনে পুনর্বার বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিতে স্থির করিলেক ঐ শুবাদার প্রথমে তাহাদিগকে কারণ দেখাইতে এক দূত প্রেরণ করিলেন। ঐ দূত গিয়া কহিলেক যে পাঠানেরা প্রায় চারিশত বৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গালা শাসন করিয়াছেন কিন্তু পরমেশ্বর এক্ষণে ঐ দেশ মোগলদিগকে দিয়াছেন ও যদি তোমরা পুনর্বার যুদ্ধ করহ তবে আপনার দিগের সর্বনাশ আপনারাই করিবে। অহঙ্কারী ওসমান আপন অধীনে বিংশতি সহস্র পাঠান দেখিয়া

যুদ্ধ করিতে স্থির করিলেন নোগলেরা সুবর্ণরেখার  
তীর পর্য্যন্ত অগুসর হইল তথায় অতিসাহসপূৰ্ব্বক  
এক যুদ্ধ হওয়াতে পাঠানেরা সম্পূর্ণরূপে হ্রাসিত  
হইল। এই যুদ্ধ ১৬১১ শালে হয় এবং বাঙ্গালা  
উদ্ধার করিতে তাহাদিগের এই উদ্যম শেষ হইল  
পরে পাঠানেরা নিবিরোদী হইয়া ঐ দেশের প্রধান  
গায়ে বাস করিলেন তাহাদিগের একগণে অসংখ্যক  
সন্তানেরা পাঠান নামে খ্যাত আছেন।

শুবাদারদ্বারা পোর্তুগিস ও আরাকানদেশীয়েরা পরা-  
জিত হইলে পরে গঞ্জালিস আরাকানজাঙ্গনকলের  
কর্তাদিগকে আপন জাহাজে আশ্রয় করিয়া বিনাপ-  
রাধে প্রাণপণ করিলেন তদনন্তর তিনি তাহাদিগের  
সমন্বয় জাহাজ লইয়া কিনারা দিয়া লুট করিতে  
চলিলেন পরে আরাকানের শহর অধিকার করিতে  
চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহাতে পরাজিত হইলেন। আরা-  
কানের রাজা এই বিশ্বাসঘাতকতাতে ক্রোধান্বিত হইয়া  
স্বাক্ষর নিকটে যে গঞ্জালিসের ভাষিনেয় প্রতিকৃতি ছিল  
তাহাকে পোর্তুগিসদিগের চক্ষুর্গোচর হইয়া অন্যতর এক উচ্চ  
পদতোগার ফাঁসি দিলেন এই সময়ে গঞ্জালিস গোয়া-  
বাসি পোর্তুগিসদিগের যে শাসনকর্তা ছিলেন তাহা-  
কে পত্র লিখিলেন যে একগণে অনারামে আরাকান জয়  
করা যাইতে পারে তাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ কতিপয়

নৌকা প্রস্তুত করিয়া আরাকানের নিকটে পাঠাইলেন তাহার আক্রমণের গজালিসের অপেক্ষা না করিয়া নদী মধ্য দিয়া যেখানে আরাকানীয়েরা সুরক্ষিত ছিল সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন গজালিস তাঁহার সহিত পরে মিলিয়া উভয়ে একত্র হইয়া আরাকান নগর আক্রমণ করিলেন কিন্তু তাহাতে বিলক্ষণ আঘাত পাইলেন পোতুগিসদিগের নাবিক সৈন্যাধ্যক্ষ ও দুই শত তাঁহার লোক মারাপড়িল এবং অবশিষ্ট লোকেরা পলায়ন করিল এই পরাজয়েতে গজালিসের সর্বনাশ হইল তাঁহার পুতি সকলের বিশ্বাস একে-বারে ভগ্নহইল তিনি সন্দীপে আসিলেন কিন্তু তাঁহার অনুবর্ত্তিরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেক। আরাকানের রাজা তাঁহার অনুসন্ধানে এক পুস্তত সৈন্য ও কতিপয় তোপ লইয়া সন্দীপে উপস্থিত হইলেন এবং তদ্রূপ ও তাহার নিকটস্থ তীর সকল অধিকার করিয়া ইতস্ততঃ সর্বত্র লুট করিলেন পরে শহর ও গ্রাম সকলে অগ্নিপুদান করিয়া তত্রস্থিত লোকদিগকে দাস করিয়া আনিলেন ইহা উত্তম কারণ বশত বোধ হইতেছে যে এই ও ইহার উত্তরোত্তর আরাকানীয়দিগের উপদ্রোহেতে সুন্দরবন হয় ঐ স্থানে পূর্বকালে অনেক ধনী ও পরিশুমী লোকের বসতি ছিল। যে সকল মদ্রা খননে পাওয়া যায় ও অনেককালের বৃহৎ অট্টালিকার

স্থানিভাগ এবং যে সকল উত্তমোত্তম সরোবর এই বন মধ্যে দৃষ্ট হয় তাহাতে বিনকণকপে জানা যাইতেছে যে তথায় পূৰ্ব্বকালে বসতি ছিল কিন্তু যখন মনুষ্য রহিত হইল তখনি বনময় হওয়াতে বন্য জন্তু সকলের বসতিস্থান হইল।

১৬১৮ শালে মহারাণী নূরজেহানের ভগিনীপতি ইবুহিন খাঁ বাজালার শুবাদার হইলেন এবং তাঁহার অধিকার কালেই ইংরাজেরা এদেশে বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন।

১৬০০ শালে ইলিজাবেথ নামে ইংলণ্ডের রাণী পূৰ্ব্বদেশে বাণিজ্য করিতে লাগুনের কতিপয় বণিকদিগকে এক অনুমতি পত্র দেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মূল এই যে কোম্পানিতে ভারতবর্ষের এই মহারাজ্য এক্ষণে শাসন করিতেছেন। পুথনত তাঁহারা সূরতে এক কারখানা স্থাপনা করিলেন তথা হইতে বাণিজ্যার্থে আগ্রায় গমন করিলেন তৎকালে এই স্থানে মহারাজের বসতি ছিল। পরে বেহারদেশে বহু মূল্য বাণিজ্য দ্রব্য অনেকই আছে ইহা শুনিয়া ১৬২০ শালে তাঁহারাদুই জন পুতিনিধি পাটনায় পাঠাইলেন যে সকল দ্রব্য এই পুতিনিধিরা ক্রয় করিতেন তাহা তরগিদ্বারা এই নদী দিয়া আগ্রায় পাঠাইতেন পরে তথাহইতে ভূমিপথে সূরতে পুরিত হইত এবং সে

স্থানে জাহাজেরদারা ইংলণ্ডে গৃহাণিত হইত দূর দেশ বহনজন্য ব্যয় এমত অধিকবোধ হইল যে তাঁহারা একপ বাণিজ্যের মানস শীঘ্রপরিত্যাগ করিলেন।

ইব্রাহিমের অধিকারের পুথন পঞ্চ বৎসর বাঙ্গালায় নিर्वিরোধ ও সৌভাগ্য হইল আসামদেশীয়েরা ও আরাকানদেশীয়েরা দুরীভূত হইয়া ছিল এবং উড়িস্যায় পাঠানেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া ছিল বাণিজ্য পুনর্বীর উজ্জ্বলহইতে লাগিল ঢাকার বস্ত্র এবং মালদার রেশম সম্পূর্ণরূপে উত্তমহইতে লাগিল ইতিমধ্যে এক দৈবঘটনায় এই দুর্ভাগ্যদেশ পুনর্বীর দুঃখে নথ হইল জেহাঙ্গিরমহারাজের তৃতীয় পুত্র সাজাহান দেকানদেশে এক দুর্ভাগ্যবশত পৌরিত হইয়া সুনিদ্র হইলেন জেহাঙ্গির তৎকালে তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন তাঁহার পত্নী ঐ সর্বাবিদিতা নুরজেহান ইচ্ছা করিতেন যে মহারাজের চতুর্থ পুত্র মহারাজের পরে রাজা হইলেন যে রাজকুমার তাঁহার পুথন স্বামী সেরনামক পাঠানদ্বারা জাতা কন্যাকে বিবাহ করিয়া ছিলেন। মহারাণী সাজাহানের সৌভাগ্য নষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন ঐ রাজকুমার বুঝিলেন যে তাঁহার ভ্রাতারা জীবদ্দশায় থাকিতে তিনি আত্মচেষ্টা ব্যতিরেকে কদাচ রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন না অতএব অতিশয় চেষ্টা করিতে স্থির করিলেন ইতিমধ্যে পার-

স্বীকারে হঠাৎকার রাজ্য আক্রমণ করাতে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থে তাঁহাকে দেকানহইতে যাত্রাকরিতে আজ্ঞাহইল সে আজ্ঞা না মানিয়া তিনি স্পষ্টরূপে বিদ্রোহী হইয়া দিল্লীর প্রতি যাত্রা করিলেন এবং অহংকার পূর্বক পিতার নিকটে যেসকল দাওয়া করিলেন তাহাতে জেহাঙ্গির তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন এক যুদ্ধ হওয়াতে সাজেহান পরাজিত হইয়া পুনর্ব্বার দেকানে পলায়ন করিলেন । তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা নর্মদানদী পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ যাওয়াতে তিনি হঠাৎ ফিরিয়া বাঙ্গালায় যাত্রাকরিয়া উড়িষ্যার মধ্যদিয়া বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলেন ।

সাজেহান বর্দ্ধমানে আসিবামাত্রে হুগলিস্থিত পোর্তুগিসদিগের শাসনকর্তা মাইকেল ব্রদ্রিগেস তাঁহাকে আহ্বানকরিলেন এবং ঐ রাজকুমার যুদ্ধার্থে তাঁহার নিকটে গোলন্দাজের সাহায্য প্রার্থনা করাতে তিনি অতিশয় মনোযোগপূর্বক তাঁহার সহিত মিষ্টালাপ করিলেন কিন্তু সাজেহান তাঁহার পুতিছারকা করিতে পারিবেন না এমনত মনে বুঝিয়া ঐ শাসনকর্তা তাঁহাকে সাহায্য দিতে অস্বীকার করিলেন রাজকুমার এবিষয় মনে রাখিলেন এবং যখন দিল্লীর সিংহাসনে আক্রান্ত হইলেন তখন এই নগরকে তাঁহার পুতিহিংসা ভোগ করাইলেন । সাজে-



হান এক্ষেণে বাঙ্গালায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজমহলে উপস্থিত হইলেন তথাকার শুবাদার ইব্রাহিম তাঁহার পশ্চাৎ যাত্রী হইয়া এক যুদ্ধ করিলেন তাহাতে তিনি পরাজিত হইয়া মারাপড়িলেন ঐ বিজয়ী পরে ঢাকায় গিয়া তথাকার কোষ হইতে চল্লিশলক্ষ মুদ্রা লইয়া তদদেশীয় কর্মের নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিল্লীর প্রতি যাত্রা করিলেন পথিমধ্যে ক্রমে মুন্সের পাটনা এবং রোতস অধিকার করিলেন এবং নিরাপদে রাখিতে রোতসে তাঁহার পরিবার প্রেরণ করিলেন পরে বারানসী গমন করিয়া শুনিলেন যে মহারাজের সৈন্য তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে আনিতেছে একারণ তৎসমন্বয়ী তীরে নিজসৈন্য স্থাপন করিলেন তথায় এক কটাকাটি যুদ্ধ হওয়াতে নাজেহান সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন এবং যে পথদ্বারা তিনি বাঙ্গালার আশ্রয়ছিলেন সেই পথদ্বারা যে পর্য্যন্ত তিনি দেকানে গমন না করিয়াছিলেন সেই পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ মহারাজের সৈন্য গমন করিয়াছিল তথাহইতে তিনি পিতাকে এক খেদ প্রকাশক পত্র লিখিলেন তাহাতে তাঁহার অপরাধ মাওলান হইল তিনি যে দুইবৎসর পর্য্যন্ত নিজ অর্ধানে বাঙ্গালা দেশে রাখিয়াছিলেন তাহার কোন চিহ্ন রহিল না ।

নাজেহানের উপদ্রোহ নিবারণের পরে খাঁনেজাদ খাঁ শুবাদার নিযুক্ত হইলেন তাঁহার অলগ আগমন কালের

মধ্যে অন্যকোন বিষয় লিখনের যোগ্য নাই কেবল তিনি বাইশলক্ষ মুদ্রা রাজস্ব দিল্লীতে প্রেরণ করেন অনেক বৎসরের পরে এইটাকা প্রেরণ হয় কারণ আরা-কানদেশীয় দিগের ও পোৰ্ত্তুগিসদিগের উপদ্রোহ দ্বারা ও রাজকুমারের বিদ্রোহ দ্বারা সমুদায় রাজস্ব ব্যয় হইয়াছিল বাঙ্গালাদেশ এমত নির্ভাত হইল যে ১৬২৭ শালে ফেদাই খাঁ এই নিয়মে শুবাদার হইয়া বাঙ্গালায় প্রেরিত হইলেন যে তিনি প্রতিবৎসরে পঞ্চ লক্ষ নগত টাকা মহারাজকে ও পঞ্চলক্ষ মহারানীকে প্রেরণ করিবেন।

#### চতুর্থ অধ্যায়।

১৬২৮ শালের প্রথমে জেহঙ্গির মৃত হইলে শাজেহান মহারাজ হইলেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ কনিষ্ঠাকে বাঙ্গালায় শুবাদার করিয়া পাঠাইলেন তাহার ঐ কন্মে নিযুক্ত হওনের পরে দুই এক বৎসরের মধ্যে মহারাজকে লিখিলেন যে কতিপয় ইউরোপীয় পৌত্তলিকেরা অর্থাৎ পোৰ্ত্তুগিসেরা যাহাদিগকে বাণিজ্যার্থে জুগলিতে থাকিতে অনুজ্ঞা হইয়াছে আপনাদিগকে সুরক্ষিত করিয়া অতি অহঙ্কারী হইয়াছে তিনি আরো লিখিলেন যে যেসকল নৌকা তাহাদিগের কারখানায় যায় তাহা হইতে তাহারা মাসুলগ্ৰহণ করে ও নদীর সম্মুখে সকলনৌকা

হইতে লুটকরে এবং সমুদ্রগাম হইতে বাণিজ্য আকর্ষণ করিয়া আপনাদিগের হস্তগত করিয়াছে ও তাঁহাকেও কর্তব্যকর্মের ব্যাঘাতকরে । মহারাজ অরুণ করিলেন যে মাইকেল রুদ্రిগেস বন্দনামানেতে তাঁহাকে যুদ্ধোপ-যোগিত্রব্য প্রদান করেন নাই এবং পোর্ভুগিস দিগকে তাঁহার রাজ্যহইতে বহিস্কৃত করিতে শুবাদারের প্রতি আজ্ঞা করিলেন ।

কসিম খাঁ ১৬৩১ শালে পোর্ভুগিস দিগকে আক্রমণ করিতে এত গুপ্তভাবে উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন যে তাহারা উহার কলুনা কিছুনা বুঝিতে পারেনাই । তিনি এইদেশের ভিন্ন২ স্থানে তিনপ্রস্তুত সৈন্য সংগৃহকরিলেন সেরপুরে কিম্বা যথার্থরূপে শ্রীরামপুরে নদীর উপরে নৌকাদ্বারা একসাঁকো করিলেন ১৬৩২ শালে মহারাজের সৈন্যেরা হুগলি নগরের চতুর্দিগে বেষ্টিনকরিল তিনমাস ঐ রূপবেষ্টিনের পরে পোর্ভুগিসেরা লক্ষটাকা করদিতে স্বীকারকরিল কিন্তু তাহা এপক্ষে ভুচ্ছকরিল । গোওয়াহইতে সাহায্য প্রাপ্তির আশায় পোর্ভুগিসেরা দ্রুততাপূর্বক রক্ষাকরিল এবং বন্দুকেরদ্বারা মোগল দিগকে অতিশয় বিরক্ত করিতে লাগিল অবশেষে ঐ স্থানে উপদ্রোহ করিতে মোগলেরা অক্ষমহইয়া উহারনীচে এক শোড়ঙ্গকাটিয়া বারুদদ্বারা পোড়াইতে স্থিরকরিলেন যখন ঐ গর্ত

প্রস্তুতহইল তখন উহাতে অগ্নিপ্রদান করিয়া ঐ দুর্গ ও তৎস্থিত লোক দিগকে পোড়াইয়া মারিলেন এই রূপে এক মহৎ অপকার করিয়া যোগলেরা উহার মধ্যে প্রবেশকরিয়া নির্দয়রূপে তাহাদিগকে নষ্ট করিলেন । জাহাজদ্বারা অনেকে পলায়ন করিল এবং কথিত আছে যে একবৃহৎ জাহাজছিল তাহাতে দুইসহস্র মনুষ্যউঠিল পরে উহার প্রতি মুসলমানেরা আক্রমণ করাতে তাহার কর্ণধার অধীন না হইয়া নিজ অস্ত্রাগারে অগ্নি প্রদান করিয়া পোড়াইয়া ফেলিলেন । অন্যান্য অনেক জাহাজে তাহাদিগের নিজলোকেরা ও অনেকজাহাজে শত্রুরাঅধিদিল এবং এসকল জাহাজ নদীতে ভাসিতে নৌকার মাংসকে পোড়াইল । ছোটোয় বড়োয় তিন শত হইতে অধিক হইবে যেসকল নৌকা ঐ নগরের প্রান্তভাগে নোঙ্গর করিয়াছিল তাহার মধ্যে তিন খানি মাত্র রক্ষা পাইল । ঐ জয়িরা ঐ স্থান লুটকরিয়া তাহাদিগের গিরিজা ও দেবনৃতি ধ্বংস করিলেন । সহস্র পৌত্র-গিসেরা ঐ বেষ্টনে মরিলেন এবং স্ত্রীপুরুষ ও বালক বালিকা সমুদায়ে চারি সহস্র চারি শত বদ্ধ হইলেন পুরোহিতেরা রাজসভায় প্রেরিত হইলেন এবং পরম সুন্দরীরা সাজেহানের দিল্লীর অন্তঃপুরে পুরিতহইল হুগলিনগর এইপুকারে যোগলদিগের হস্তগত হইয়া বাঙ্গালার মধ্যে রাজকীয় বাণিজ্য স্থান হইল এবং

সপ্তগুন হইতে সরকারি দপ্তরখানা ও কাগজপত্র আনীত হইল এবং এই স্থান পঞ্চদশশত বৎসর পর্য্যন্ত সৌভাগ্য ভোগ করিয়া অবশেষে পর্তুগালের দূরবস্থায় মগ্ন হইল। একজন কৌজদার অথবা নৈন্যাধ্যক্ষ হুগলিতে নিযুক্ত হইলেন এবং তাঁহার দোষবিষয় বিচার করিতে ভার থাকাতে তদবধি বিচারস্থানে যাহাতে দোষের সম্বন্ধ আছে তাহাকে কৌজদারী বলা যায়। এই ১৬৩২ শালে কসিনখাঁ শুবাদার মরিলেন।

হুগলি ধ্বংসহওনের দুই বৎসর পরে ইংরাজেরা সমুদ্রদ্বারা বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে মহারাজ হইতে অনুজ্ঞাপত্র পাইলেন। ইহা কেবল বোটন সাহেবের মহাশয়দ্বারা সম্পন্ন হয়। ১৬৩৪ শালে মহারাজ সাঈয়ান দেকানদেশে তানুতে ছিলেন তৎকালে তাঁহার এক কন্যা বস্ত্রে অধিরাগাতে অত্যন্ত রূপে দগ্ধ হইয়াছিলেন একারণে সুরতে ইংরাজদিগের কারখানায় তাঁহাদিগের চিকিৎসকের সাহায্য পূর্ণনায় সম্মাদ পুরিত হইল কোম্পানির এক জাহাজের চিকিৎসক বোটন সাহেব তথায় পুরিত হইয়া সম্পূর্ণ রূপে রাজকন্যাকে সুস্থ করিয়া আনন্দিত হইলেন। পরে এই কৃতজ্ঞ মহারাজ তাঁহাকে কহিলেন যে তিনি যে পুরস্কার পূর্ণনা করিবেন তাহাই পূর্ণ হইবেন তাহাতে এই মহাশয় আপনার নিমিত্তে কিছুকিছ

পুর্নানাকরিয়া এইমাত্র যাচঞা করিলেন যে ইংরাজ জাতিদিগকে মামুল ব্যাতিরেকে বাজানায় বাণিজ্য করিতে ও কারখানা স্থাপনা করিতে অনুজ্ঞা করুন মহারাজ তাহা তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন । কিন্তু তিনি পোর্তুগিসদিগের বিষয়ে দেখিয়াছেন যে উরো-ইপীয়লোকদিগকে এদেশের মধ্যে বসতি করিতে দিলে কিরূপ বিপদ হইতে পারে একারণ বালেশ্বরের নিকটে পিপপলী গ্রামে তাঁহাদিগকে কারখানা করিতে স্থির করিয়া দিলেন এ স্থানে ইংরাজেরা ১৬৩৪ শালে পুথম জাহাজ নোদ্বর করিলেন যাহারা এক্ষণে ভারতবর্ষীয় এই মহারাজ্য শাসন করিতেছেন । বোটনসাহেব অনুজ্ঞাপত্রের সহিত এই দেশের মধ্যদিয়া আসিবার কালে অনায়াসে দ্রব্য-ক্রয়ের নিয়ম করিয়া আসিলেন ইংরাজেরা পিপপলীতে কারখানা করিলে ঢারি বৎসর পর ওলন্দাজেরাও তথায় কারখানা স্থাপনা করিতে অনুজ্ঞা পাইলেন ।

১৬৩৮ শালে ইজলান খাঁ মৃগনেন্দীনাথক একজন প্রাচীন ও বিদ্বৎ মনুষ্য বাজানায় শুবাদায় হইলেন । তাঁহার অধিকারের পুথম বৎসরে চট্টগ্রামস্থিত আরাকানের রাজার নামেব কুর্চুট দায় প্রকুর বিদ্রোহাচারী হইয়া এ স্থান নোমলদিগকে পুদান করিলেন এ স্থান পুর্নকালে ত্রিপুরার স্বাধীন

রাজ্যের এক অংশ ছিল পরে মুসলমানেরা জয় করিয়া ছিলেন কিন্তু মোগল ও পাঠানদিগের পরস্পর বিরোধকালে । ইহা আরাকানরাজের হস্তগত হইয়াছিল ঐ বৎসরে যিনি তথাকার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন তাঁহার নামানুসারে ঐ স্থানকে ইজলামাবাদ বলা যায় । ঐ সময়ে আসামদেশের রাজা বুদ্ধপুত্র নদে পঞ্চশত নৌকা প্রস্তুত করিয়া তদারোহণদ্বারা প্রতিগ্রাম ও নগর লুট করিয়া স্রোতাবৎ বেগে বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলেন । বাঙ্গালার শুবাদার কামান যুক্ত যুদ্ধার্থ নৌকার সহিত তাঁহার অগ্রে বিগুহার্থে গমন করিলেন । আসামীয়েরা তাঁহার শক্তিতে পরাজিত হইলেন তাঁহাদিগের জাহাজে অগ্নিপ্রদান করাতে কয়েক লোক তীরে আসিয়াছিল কিন্তু তাঁহাদিগের চারিসহস্রলোকেরা প্রাণ হারাইলেন । ইজলাম খাঁ তাঁহাদিগের স্বদেশ পর্য্যন্ত পশ্চাৎগামী হইয়া পঞ্চদশ দুর্গ অধিকার করিয়া অনেক লুটকরিয়া লইলেন । ইজলাম খাঁর অধিকার একবৎসরের অধিক ছিলনা কিন্তু এই অল্প কালের মধ্যে ঐ কাপে মুসলমানেরা কুচবেহার আক্রমণ করিয়াছিলেন ।

সুলতান্ সামুজা

১৬৩৯ শালে মহারাজসাজেহানের দ্বিতীয়পুত্র সুলতানসুজা চতুর্বিংশতি বর্ষবয়সে বাঙ্গালার শাসন

কর্তা হইয়া প্রায় বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত অতি-  
ববেচনাপূর্ব্বক এইস্থান শাসন করিলেন । কোন  
ভবিষ্যৎ বিবেচনাদ্বারা বেহার দেশ স্বতন্ত্র রাজ্যাংশ  
কৃতহইল । সুজা প্রথমত রাজধানী ঢাকা হইতে রাজ-  
মহলে আনিলেন ও এই স্থান নানাপ্রকার উত্তম  
অট্টালিকাদ্বারা সুশোভিত করিলেন । এই স্থানের রক্ষা-  
কারণ যেসকল উপায় মানসিংহ করিয়াছিলেন তাহা  
ইনি বর্দ্ধিত করিলেন কিন্তু অনন্তর বৎসরে অগ্নি  
লাগিয়া এই নগরের উত্তমোত্তম অংশ নষ্টহইল এবং  
গঙ্গার স্রোত অন্যদিকে বহিতে লাগিল এই স্রোত  
পূর্বে গোড়নগরের ভিত্তির নিকট দিয়া যাইত কিন্তু  
তৎকালে অতিবেগে রাজমহলের ধারদিয়া যাইতে  
আরম্ভহইল এবং এই নগরের অনেক অট্টালিকা স্রোতে  
নিমগ্নকরিল । গোড়নগর হইতে রাজসভা পূর্বেই  
স্থানান্তর হইয়াছিল সম্প্রতি নদীসম্বন্ধ নষ্ট হওয়াতে  
তৎস্থান একেবারে বন হইল অগ্নি ও নদীদ্বারা রাজমহল  
নগরের যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা শুধরিবার কারণ নাসুজা  
অতিশয় যত্নকরাতে এই নগর পূর্বাপেক্ষা উত্তম হইল ।

সুজা রাজমহলে আসিলে পরে বোটনসাহেব তাঁহার  
সম্বর্দ্ধনা করিতে তথায় গমন করিয়াছিলেন । তৎকালে  
একজনরানীর অতিশয় পীড়াহইয়াছিল বোটনসাহেবের  
সুখ্যাতি ভারতবর্ষের সর্বত্র বিস্তীর্ণ হওয়াতে সুজা এই



পীড়ার ব্যবস্থা করিতে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিলেন। এবিষয়েও বোটেনসাহেব সুসিদ্ধ হওয়াতে তিনি রাজসভায় অতিশয় প্রিয় হইলেন এবং এতদেশের শাসনকর্ত্তা মহাশয় বালেশ্বর ছগলি ও পিপুলী এই তিন স্থানে কারখানা স্থাপন করিতে ইংরাজ দিগকে তাঁহাদ্বারা অনুমতি করিলেন। আটবৎসর পর্য্যন্ত অতিবিশ্বাসপূৰ্ণক সুজা বাঙ্গালাদেশ শাসনকরিলেন পরে তাঁহার পিতা হিংসা ও ভয় প্রযুক্ত তাঁহাকে পুনরাবস্থান করিয়া কাবল দেশের শাসনকর্ত্তা করিলেন। কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে তিনি পুনর্বার বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হইয়া নয়বৎসর পর্য্যন্ত উত্তমরূপে শাসন করিলেন তাঁহার অধিকারকালে এদেশ অতিঅসম্ভব সৌভাগ্যযুক্ত হইয়াছিল। ইহার কারখানা সকল উন্নতিশীল হইল বাণিজ্য পুনর্বার বিস্তৃত হইল ইউরোপিয়ানেরা অতি বৃহৎ পরিমাণে স্বর্ণ ও রজত আনয়ন করিলেন যাহারদ্বারা রাজমহলের রাজসভাদিল্লীহরাজসভার প্রতিকূপ হইল উত্তমরূপে বিচার হইতে লাগিল এবং ঐ শুবাদার বিনয় ও দৈর্য্যদ্বারা সকলপ্রজার প্রিয়পাত্র হইলেন এইরূপ সৌভাগ্য ও নির্বিরোধে নয়বৎসর গতহইল এদেশের একরূপ অবস্থা অনেক শতবৎসর পর্য্যন্ত হয় নাই।

অতঃপরে এই আনন্দ লক্ষণ একেবারে যদ্ধ ও দুঃখে মগ্ন

হইল। এইদুঃখের সময় বর্ণনার পূর্বে আবাদিগের বলা-  
উচিত হয় প্রায় ১৬৫৭ শালে সাসুজা এতদেশের রাজ-  
স্বের নুতন খাতা করিলেন মোগলদিগের রাজ্যকালের  
নধ্যে প্রথমত ১৫৮২ শালে দেওয়ান তারলমল রাজক-  
রের নিয়ম করেন তাহাতে এককোটি সম্ভলক্ষ টাকা  
জমা বন্ধী হয় ইহা আনারা পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি। তদন-  
ন্তর ঐ রাজস্বের ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া সাসুজার নুতন  
খাতায় এককোটি একত্রিশ লক্ষ টাকা হইল অতএব  
পক্ষসম্পত্তি বৎসরের মধ্যে প্রায় চতুর্বিংশতি লক্ষ মুদ্রা  
অধিক হইল। উড়িয়া কুচবেহার ও ত্রিপুরা নুতন জিত  
এই তিন স্থান হইতে ও মুদ্রালয় হইতে চতুর্দশলক্ষ উৎ-  
পন্ন হয় এবং যেনকল পুরাতন ভূমির কর তারলমল স্থির  
করিয়াছিলেন তাহার দশ লক্ষ মুদ্রা বৃদ্ধি হইল।  
এই এক কোটি একত্রিশ লক্ষ মুদ্রা হইতে নানাবিধ  
যুদ্ধার্থ ও বিচারার্থ সাদায় রাজকীয়ব্যয়ে চতুশচা-  
রিংশলক্ষ মুদ্রা হইলেই যথেষ্ট হইত অতএব বাঙ্গালা  
হইতে ব্যাবশিষ্ট সম্প্রাশীতি লক্ষ মুদ্রা উৎপন্ন হইত।  
ইহার ত্রিশ বৎসর পূর্বে যখন ফেদেই খাঁ দশ লক্ষ  
মুদ্রা দিল্লীতে প্রেরণ করিতে স্বীকার করিয়া শুবাদার  
হইয়াছিলেন তাহা অরণ্য করিলে বোধ হইবে যে  
এদেশের অবস্থা অতিপ্রবৃদ্ধা হইয়াছিল এইকণ বৃদ্ধি  
শুবাদারের উত্তমকপে রাজকীয়কর্মসম্পাদন হইতে

ও বিশেষত ইংরাজ ও ওলন্দাজদিগের বাণিজ্য হইতে হইয়াছিল।

১৬৫৭ শালে দিল্লীর মহারাজ সাসুজার পিতা সাজেহান আশারহিত পীড়ায় মগ্ন হওয়াতে তাঁহার চারি পুত্রেরা প্রত্যেকে ঐ সিংহাসন লইতে সচেষ্ট হইলেন। সূজা বোধ করিলেন যে যদি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা মহারাজ্য প্রাপ্ত হইতেন তবে তিনি উহাকে বন্ধ রাখিবেন বা নষ্ট করিবেন এইজন্যে ঐ সিংহাসন আপনার প্রাপ্তির কারণ অতিশয় চেষ্টা করিতে হইরকরিলেন। এবিষয়ে তাঁহার বিনয় উপায় ছিল। তাঁহার অধিক সাহসী সৈন্য ছিল এবং কোষ পরিপূর্ণ ছিল এবং আপনিও সকল প্রজাদিগের প্রিয় ছিলেন। তিনি সর্ববিদিত করিলেন যে তাঁহার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে তাহাতে যে সকল বিপরীত লিপি পাইতেন সে সকল তাঁহার ভ্রাতা কৃত্রিম করিয়াছেন এইরূপ পুকাশ করিতেন। তিনি সসৈন্য হইয়া বারাণসী যাত্রা করিলেন। দারা তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে নিজপুত্র সলিমান ও জয়সিংহনামক রাজপুত্র সৈন্যাধ্যক্ষকে পাঠাইতে নিশ্চয় করিলেন কিন্তু জয়সিংহের প্রস্থানের পূর্বে মহারাজ তাঁহাকে আশ্বাসকরিয়া কহিয়াছিলেন যে তিনি যুদ্ধ নিবারণ করুন তিনি স্বয়ং ভ্রাতাদিগের বিরোধ ভঙ্গ করিবেন। যখন সূজা বারাণসীর নিকটস্থ নদী

পার হইবার কারণ এক সম্ভরণ নির্মাণ করিতে ছিলেন তৎকালে তাঁহার ভ্রাতার সৈন্যেরা অপর তাঁরে উপস্থিত হইল জয়সিংহ তৎক্ষণাৎ সুজার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিয়া পিতা ও ভ্রাতার সহিত বিরোধোদ্যমে তাঁহার নিবন্ধিতা দর্শাইতে লাগিলেন সুজা তাঁহার হেতুবাদ দ্বারা এমত বুঝিলেন যে নির্বিরোধে বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন কিন্তু যুবরাজ সলিমান যুদ্ধার্থে ব্যগু হইয়া জয়সিংহের অগোচরে নদীর যে অংশে অল্প জন আপনি অনুসন্ধান করিয়াছিলেন সেই স্থান দিয়া রাহিমযোগে নিজ সৈন্য পার করিলেন এবং সুজার প্রতি আক্রমণ করাতে সৈন্যদিগের অস্ত্রশব্দ দ্বারা সুজা সতর্ক হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজ হস্তিতে আরোহণ করিলেন কিন্তু তাঁহার সৈন্যেরা অকস্মাৎ অসম্ভব ভীত হইয়া পলায়ন করিল তিনি তাহাদিগকে সুশৃঙ্খল করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু নে সকল বৃথা হওয়াতে আশেয়ে তাঁহাকে পলায়ন করিতে হইল প্রথমত পাটনার পরে মুন্সেরে আসিলেন সলিমান ঐ স্থান আক্রমণ করিতে দ্রা করিলেন কিন্তু নরদ ও আরঞ্জের এই দুই পিতৃব্যের সহিত যুদ্ধার্থে তাঁহার পিতা তাঁহাকে আশ্রয় করিলেন আরঞ্জের দ্বারাকে পরাজয় করিয়া বুদ্ধ মহারাজ সাজেহানকে কারাগারে রাখিয়া স্বয়ং দিল্লীর সিংহাসনে আকট হইলেন।

আরঞ্জের ঐ রাজ্য অধিকার করিয়াছেন এই সম্বাদ  
 শাসনীর বজ্রাঘাত তল্য হইল কারণ তিনি তাঁহাকে  
 অতিদুঃখের জানিতেন তথাপি এবিষয়ে আনন্দপ্রকাশ  
 করিতে তাঁহার নিকটে বাজালায় অধ্যক্ষতার স্থিরতা  
 পূর্ণ করিলেন তাহাতে তাঁহার দুতা উত্তর করিলেন  
 যে তিনি পিতার কেবল কন্মাদক্ষ হইয়াছেন অতএব  
 সাসুজার নিমিত্তে নূতন নিয়োগ আবশ্যক হয় না  
 সেযাহাউক সাসুজা ভ্রাতার ধূর্ততাদ্বারা বঞ্চিত  
 হইবার উপবৃত্ত ছিলেন না তিনি উত্তমরূপে জানি-  
 তেন যে আরঞ্জের মহারাজ হইলে কোনমতে তাঁহার  
 মঙ্গল নাই একারণ মহারাজপদপ্রাপ্তির নিমিত্তে  
 পুনর্বার যুদ্ধকরিতে স্থিরকরিয়া ১৬৫২ শালে একপ্রস্তুত  
 বিপুল সৈন্য সংগৃহপূর্বক হিন্দুস্থানে যাত্রা করিলেন ।  
 সূজার সৈন্যদিগের মহারাজের সৈন্যের সহিত  
 কল্বাতে সাক্ষাৎ হইল যুদ্ধের পূর্বরাত্রি আরঞ্জের  
 অনেক সৈন্য তাঁহার ভ্রাতার পক্ষে আসিল তাহাতে  
 যদি সূজা সৈন্যাদ্যক্ষতা ব্যবহার করিতে পারিতেন  
 তবে তাঁহার জয় হইত পরদিন যৎকালে তাঁহার সৈন্যেরা  
 যুদ্ধকরিল প্রথমত জয়ী হইল এবং সূজার হস্তী আরঞ্জ-  
 বের অতিনিকটে আনাতে উন্মাদপূর্বক এক যুদ্ধ হইল  
 তাহাতে মহারাজের হস্তী ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে তিনি  
 উহা পরিত্যাগ করেন এতদনন্তে তাঁহার সৈন্যাদ্যক্ষ

মীরজুমলা কহিলেন ওহে আরজেব তুমি আসনহইতে অবতরণ কর তাহাতে মহারাজ তৎক্ষণাৎ হস্তায় গতিরোধ নিমিত্তে পাদবন্ধন করিতে আজ্ঞাকরিলেন এবং অবতরণ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধকরিতে লাগিলেন সূজার সৈন্যেরা অক্ষম হইয়া তাঁহাকে পথপ্রদান করিল ইতিমধ্যে সূজার হস্তী অকর্ষণ্য হওয়াতে তিনি অতি দৃঃসমনয়ে তাহাহইতে অবরোহণ করিয়া অস্থোপরি আরোহণ করিলেন তাঁহার সৈন্যেরা প্রভুর অদর্শনপ্রযুক্ত ইতস্তত পলায়ন করিল সুতরাং তিনি একাকী প্রথমত পাটনায় তথাহইতে মুন্ডেরে প্রস্থান করিলেন আরজেব নিজপুত্র মহামদ ও সৈন্য-ধক্ষ্য মীরজুমলাকে সূজার অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন এবং আজ্ঞা করিলেন যে তাঁহাকে গৃহণ না করিয়া কোনমতে না নিবৃত্ত হইয়েন তাঁহারা আসিয়া মুন্ডের বেঞ্জন করিলেন তৎকালে সূজার সৈন্যেরা পুনর্বার তাঁহার নিকটে আসাতে ঐ নগর তাহাদিগের বেঞ্জন অধিককাল সহিতে পারে এমনত দৃঢ়তর রক্ষাকরিলেন কিন্তু মীরজুমলা শুনিলেন যে সীরগতি পর্বতদ্বারা বাঙ্গালায় প্ৰবেশ করিতে আর এক পথ আছে একা-রণ এক পুস্তত সৈন্য সেইদিগে প্ৰেরণ করাতে তাহারা শীঘ্র পুশস্ত ভূমিতে বিস্তীর্ণ হইল।

সূজা এই অবস্থা অবগত হইয়া তথাকার রক্ষা পরিত্যাগ

করিয়া রাজমহলে পলায়ন পূর্বক ছয়দিন আশ্রয়লাভ করিলেন পরে অতি অন্ধকৃত পুৰল বায়ুমূত রাত্রি সুযোগে নিজ সৈন্যদিগকে নৌকায় আরোপণ করিয়া নদীপারে তন্দা পুস্থান করিলেন সেই রাত্রি অবধি বৃষ্টি আরম্ভ হওয়াতে মীরজুমলা দেখিলেন যে রাজমহলের নিকটে বর্ষাকাল পর্য্যন্ত সৈন্যদিগকে তাঁবুতে রাখিতে হইল এইকালে সুজা নিজ সৈন্য বৃদ্ধি করিলেন এবং অর্থ দ্বারা অনেক ইউরোপীয় গোলন্দাজ সংগৃহ করিয়া সুসজ্জিত আশা করিলেন মহারাজের পুত্র মহম্মদ সুজার কন্যার সৌন্দর্য্যদ্বারা মুগ্ধ হইয়া নিজ সৈন্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পক্ষে যুক্ত হইলেন মীরজুমলা দূরহইতে এই সম্বাদ শুনিয়া বোধকরিলেন যে সমুদায় সৈন্য রাজকুমারের সহিত গিয়া থাকিবে তিনিশীঘ্র তাঁবুর নিকটে আসিয়া দেখিলেন যে সমুদায় বিশৃঙ্খল হইয়াছে কিয়দংশ শত্রুপক্ষে যাইতে প্রস্তুত হইতেছে অপরংশ বহুদ্রব্য লুটকরিতেছে কিন্তু তাঁহার আগমনে সমুদায় সুশৃঙ্খল হইল তিনি সৈন্যদিগকে কহিলেন যে বালক রাজপুত্র নির্বন্ধিতাপ্রযুক্ত পিতার ক্রোধের বিষয় হইলেন । তিনি বর্ষাবসানে তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে স্থির পুতিদ্ধ হইয়া নৌকা সংগৃহ করিতে আজ্ঞা করিলেন । মহাম্মদের আগমনে সুজা অতি সন্তুষ্ট হইয়া রাজকুমার কুমারীর বিবাহ ঘটনা

পূৰ্বক সম্পন্ন করিলেন তাহাতে সমুদায় রাজনতা-  
 হেরা আনন্দিত হইলেন অনন্তর নদী কিঞ্চিৎ শুষ্ক  
 হওয়াতে মীরজুমলা সুতীতে অম্পজন সন্ধান করিয়া  
 ঐ স্থানদিয়া নিজঠৈন্য পার করিয়া তন্দায় উপস্থিত  
 হইলেন সুজা অবোধপূৰ্বক যুদ্ধের আপদে মগ্ন হইতে  
 স্থির করিলেন একারণ তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত  
 হইলেন ও তাঁহার বিষয়কর্ম সকল একেবারে নষ্টহইল  
 পরে তিনি ও তাঁহার জামাতা ঢাকায় পলায়ন করিলেন  
 অতএব বিনা বাধায় মীরজুমলা তন্দায় প্রবেশ করিয়া  
 প্রথমত তথাকার রাজকর্ম স্থির করিলেন অনন্তর  
 ঢাকায় গমন করিলেন তথায় সুজা পঞ্চদশ শত মনু-  
 ষ্যের অধিক সংগৃহ করিতে পারেন নাই তৎকালে  
 তিনি জগতীয় ঘৃণামুদ হওয়াতে নক্সাতীর্থে গিয়া  
 ঘাণজ্জীব ভজনায় যাপন করিতে স্থির করিলেন চত্দ্-  
 রিংশ জন তাঁহার নিজ পরিবার ও অবশিষ্ট সম্পত্তি  
 হস্তির উপরে লইয়া ত্রিপুরা দেশ হইয়া চট্টগ্রামে  
 উপস্থিত হইলেন তথায় তিনি দেখিলেন যে নক্সায়  
 গমনোদ্যত কোন নৌকা নাই এবং অতি ভয়ানক সময়  
 পুষ্ক সন্মুখে নৌকা থাকিতে পারেনা অথচ শত্রুরা  
 তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিতেছে অতএব আরাকানে  
 পলায়ন ব্যতিরিক্ত অন্য কোন উপায় ছিল না এই পুষ্ক  
 তথাকার রাজার নিকটে আপনার আগমনের সম্বাদ



জানাইতে এক দূত প্রেরণ করিলেন তাহাতে ঐ রাজা  
তাহাকে বন্ধবৎ ব্যবহার করিবেন এই উত্তর পাঠাই-  
লেন তিনি সপরিবারে সুখপূর্বক আরাকান নগরে  
রহিলেন এবং তথাকার লোকেরা প্রথনত তাহার প্রতি  
দয়ালুৰূপে ব্যবহার করিয়াছিল অল্পদিনপরে রাজা তাহার  
প্রতি তাড়ন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন অবশেষে তাহার  
কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রার্থনা করা ত সুজা অতিক্রোধ-  
পূর্বক উত্তর করিলেন তাহার তাৎপর্য এই যে তিনি নাস্তি-  
কের সহিত বিবাহবারা তিনর বংশের অপমান করি-  
বেন না ইহাতে রাজা ঐ হতভাগ্য রাজাকে আক্রমণ  
করিতে সৈন্য প্রেরণ করিলেন সুজা জীবনের শেষ  
পর্যন্ত অতিশয় সাহসপূর্বক আত্মরক্ষা করিলেন  
তাহার পারিষদ লোকের অধিকাংশ নষ্ট হইলে পরে  
তিনি এক গুরুতর ক্ষিপ্ত পাষণদ্বারা আহত হইলেন  
এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে গৃহণ করিয়া নিরস্ত্র করিয়া  
বন্ধন করিল অনন্তর এক ক্ষুদ্র ডোঙ্গায় আরোপণ করিয়া  
নদীনধ্যদিয়া বাহিয়া চলিল এবং তথায় ঐ নাবিক  
ডোঙ্গার ছিপি খোলাতে সুজা ও ডোঙ্গা নষ্ট হইল অন্য  
নৌকাদ্বারা নাবিক লোকেরা গৃহীত হইল পরে প্যারী-  
বানুনাম্নী সুজার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে রাজা  
বাওয়াতে ঐ সাধী কুলনিন্দা নিবারণার্থে আপনউদরে  
অস্ত্রাঘাত করিয়া প্ৰাণত্যাগ করিলেন এবং তাহার

দুই কন্যা নিজহস্তদ্বারা পাণত্যাগ করিলেন কিন্তু কনিষ্ঠ কন্যাকে রাজা বলপূর্ব্বক বিবাহ করিলেন তাহাতে ঐ স্ত্রী ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া মরিলেন এবং রাজা সুজার দুই পুত্রকে জলে নিমগ্ন করিয়া মারিলেন এইকালে হতভাগ্য সুজা সমূল সশাখ নষ্ট হইলেন যিনি বাঙ্গালার এমত পুিয় ছিলেন যে মুসলমান শাসন কর্ত্তাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি নেকপ হইলেন নাই যখন তাঁহার পিতা বৃদ্ধ মহারাজ কারাগারে থাকিয়া এই দুর্ঘটনার সম্বাদ পাইলেন তখন কহিলেন যে এই দুই নাস্তিক সুজার এক পুত্রকে রক্ষাকরিল না তাহারদ্বারা তাঁহার পিতামহের দোষ উদ্ধার হইত।

মীরজুমলা এইকালে শাসুজাকে নষ্ট করিয়া বাঙ্গালার সুবাদার হইলেন যেসকল উপদ্রোহ আমরা বর্ণনাকরিয়াছি তাহার মধ্যে অনেক নিকটস্থ রাজারা বিদ্রোহাচারী হইয়াছিলেন তাহার মধ্যে কুচবেহারের রাজা স্যাদীন হইয়া অনান্য দেশের কিয়দংশ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত এক পুস্তত সৈন্য পাঠাইয়া ঢাকা শহর লুট করিয়াছিলেন ১৬৬১ শালে মীরজুমলা এই সকল অপকার শোধন করিতে তাঁহার দেশে গমন করিলেন তথাকার রাজা বনমধ্যে পলায়ন করিতে মীরজুমলা ঐ রাজধানী অধিকার করিয়া আলমগীর শগর এইনামে তাহার পুরাতন নাম পরিবর্ত্ত করিলেন

কিন্তু এই পরিবর্তন বহুকাল স্থায়ী হইল না। মীরজুমলা অতি ভক্ত মুসলমান ছিলেন তিনি আপন বুদ্ধাজ্ঞাদ্বারা অতিপুসিক্ত নারায়ণের বিগৃহ ছেদ করিলেন এবং এই মন্দিরের ছাতের উপরি অনেক মুসলমান দিগকে আহ্বান করিয়া ভজনা করিতে কহিলেন পরে কুচবেহার শাসন করিতে যেজনকে নিযুক্ত করিলেন তাহার পুতি এইরূপ উপদেশ করিলেন যে তিনি হিন্দুদিগের মন্দির ভগ্ন করিয়া তাহার পরিবর্তে মসজিদ নির্মাণ করিবেন। অন্যান্য বিষয়ে এই শুবাদার অতি সচ্ছিত্তার করিতেন তাঁহার সৈন্যেরা লুটকরিলে তাহাদিগের দণ্ড করিতেন এইরূপে পুজাদিগকে তাঁহার অধীনে সম্মুখ রাখিতে চেষ্টাকরিলেন এবং রাজার পুত্র বিষ্ণুনারায়ণকে মুসলমান হইতে পুৰ্ব্ব দিলেন। পার্শ্বতীয় দেশব্যতীত সমুদায় কুচবেহার বাঙ্গালার এক অংশ করিলেন এবং তথাকার রাজস্ব দশলক্ষ মুদ্রা নির্দ্ধারিত করিয়া চতুর্দশ শত অশ্বারুঢ় ও দুইসহস্র বন্দুকধারি সৈন্য তথাকার রক্ষার্থে রাখিয়া আসামদেশ জয় করিতে পুস্থান করিলেন।

বুদ্ধপুত্র নদপর্য্যন্ত পুস্থান করিতে খাদ্যদ্রব্য ও অস্ত্রাদি নৌকায় আরোপণ করিয়া রত্ননুষ্ঠিতে এই নদ পারহইয়া এক নূতন পথ নির্মাণ করিয়া সসৈন্যে স্থলপথদিয়া চলিলেন সেপথের চিহ্ন অদ্যাপি আছে। এইরূপে গমন অতিক্রমকর হইল এবং সমস্তদিনে

অর্ধক্রোশ বা একক্রোশের অধিক হইত না ও আসান দেশীয়েরা মধ্যে ২ সৈন্যদিগকে পথে বিরক্ত করিত এবং নৌকাসকল আকর্ষণ করিতে সৈন্যদিগের অত্যন্ত ক্লেশকর হইত কিন্তু মীরজুমলা ভাহাদিগের সহিত সমান পরিশ্রম করাতে ও পুরায় সর্বদা সমস্তদিন পদবুজে গমন করাতে সৈন্যমধ্যে কোন কথার উত্থিতি হয় নাই অবশেষে মোগল সৈন্যেরা সিন্ধু নদী উপস্থিত হইলেন যেখানে ক্ষুদ্রপর্বতপরি একদূর্গে বিংশতি সহস্র মনুষ্য ছিল ও যেস্থান যুদ্ধোপযোগি অনেক নৌকা দ্বারা সুরক্ষিত ছিল আসানদেশীয়েরা রাত্রিনধ্যে তথাহইতে পলায়ন করিলেন অনন্তর ঐশ্বানার গরগানানক রাজধানীতে উপস্থিত হওয়াতে তৎস্থান অনায়াসে তাঁহার হস্তগত হইল তথাকার রাজা পর্জতো পরি পলায়ন করিলেন এবং অনেক পুধানলোকেরা মোগলদিগের সহিত সন্ধিকরিতে সপথ করিলেন অতএব মীরজুমলা সাইসপূর্বক মহারাজকে লিখিলেন যে তিনি চীনদেশপর্যন্ত পথ করিয়াছেন ও আগাবিবৎসরে পেকিননগরের ভিত্তিতে মুসলমানদিগের জয়পতাকা স্থাপন করিবেন মহারাজ জেঙ্কিস্থান স্তল্য তাঁহার জয়বিবেচনা করিয়া সন্তোষপূর্বক তাঁহার বিজয়ি সৈন্যাধ্যক্ষকে নূতন খ্যাতি দিলেন

কিন্তু অতঃপর এক দৈবদুর্ঘটনা উপস্থিত হইল ১৬৩২ শালে 'অভিনয় বর্ষা' আরম্ভ হওয়াতে বুদ্ধপুত্রের সকল চর জনপ্ৰাণিত হইল একারণ অশ্ব-দিগের আহারের অতিকষ্ট হওয়াতে অশ্বাশ্রয় সৈন্য সকল নিরর্থক হইল তথাকার রাজা পর্বতের গুপ্ত-স্থান হইতে বহির্ভূত হইয়া মুসলমানদিগের আহার রোধের চেষ্টাকরিতে লাগিলেন এবং শিবিরস্থে একমরক উপস্থিত হইয়া অনেকলোক সংহার করিল। যাহারা অগ্নিসর হইয়াছিল ও যাহারা পক্ষাঙ্ঘ্রিল উভয়েই ভুল্যরূপে মরিতেলাগিল। এই দ্রববহাৎ বর্ষা-কাল যাগল করিয়া বর্ষাবসানে পুনর্বার সহসীহইয়া শত্রুদিগকে তাড়নকরিলেন পরে রাজা সন্ধিপার্থনা করতে শীরজুনলা আনন্দপূর্বক তাহা স্বীকার করিলেন কারণ তিনি যয়ংপীড়িত হইয়াছিলেন ও তাহার সৈন্যেরা অনাথ্য হইয়াছিল। এইসন্ধিতে আগামদেশীয়েরা বিংশতি সহস্রতালক সুবর্ণ লক্ষ-তালক রৌপ্য ও চত্বারিংশৎ হস্তী দিলেন এবং ঐরাজা মুসলমান রাজার একপুত্রের সহিত নিজকন্যার বিবাহ দিতে ও বার্ষিক করদিতে স্বীকার করিলেন কিন্তু হিন্দুইতিহাস বেত্তারাকছেন যে শীরজুনলার সৈন্যেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হওয়াতে তিনি সমুদায় কাম-রূপ আগামদেশীয়দিগকে দিয়াছিলেন।

এইসময়ে মীরজুমলা কুচবেহারে যে অধ্যক্ষকে রাখিয়া-  
 ছিলেন তিনি পুজাদিগের পুতি অতিশয় কঠিনতা করিতে  
 লকনপুজারা প্রাচীন রাজাকে আহ্বান করিল যে তিনি  
 তাহাদিগের শাসনকর্তা হউন তাহাদিগের প্রার্থনায়  
 তিনি সম্মত হইয়া বর্তমান শাসনকর্তা নির্বিরোধে প্রে-  
 স্থান করেন এইপার্থনার এক নমুদ্র পুরণ করিলেন  
 তাহা তিনি অস্বীকারকরাতে ঐরাজা ও প্রজারা মোক্ষ  
 দিগের প্রতি আক্রমণ করাতে সুতরাং তাহাদিগের  
 পলায়ন করিতে হইল মীরজুমলার পুত্ৰাগমন অপেক্ষা  
 করিয়া তাহারা গোয়াহাটীতে রহিলেন যখন তিনি  
 গরগাহইতে তথায় আসিলেন তখন তাহার সৈন্যেরা  
 এমনত পীড়িত ছিল যে মনস্তানের মধ্যে একজনও কর্ম-  
 যোগ্য ছিল না তথাপি তাহাদিগের মধ্যে অতি বল-  
 বান সৈন্য ও কর্তাদিগকে কুচবেহারে পাঠাইলেন  
 এবং অনাশিষ্টের সহিত স্বয়ং ঢাকায় আসিলেন পরে  
 তথায় তাহার কালপূর্ণি হইল । তিনি অতিমহৎ ও  
 শক্তিমান ছিলেন নিজভাগ্য স্বয়ং বর্দ্ধিত করিয়াছি-  
 লেন তাহার বিচার সকলে যথার্থবলিত ও প্রজাদি-  
 গের প্রিয়ছিলেন আর যেসকল ইউরোপীয় লোকদি-  
 গের সহিত তিনি কখনও বিবাদ করিয়াছিলেন তাহা-  
 রাও তাহার নিমিত্ত ক্ষেদ করিয়াছিলেন এবং মহা-  
 রাজা যিনি তাহারদ্বারা রানস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন

তাহার মৃত্যুশ্রবণে অত্যন্ত শোকাবিষ্ট হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

মীরজুম্মার মরণানন্তর আরঞ্জেরব সাইন্তখাঁকে বাঙ্গালার শুবাদার করিলেন তিনবৎসরকাল দুই অন্য শুবাদার তাহারকর্ম করিয়াছিলেন তদ্বিধ ১৬৬২ খাল অবধি ১৬৮২ খাল পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গালা শাসন করিয়াছিলেন। এই সময় বিলক্ষণ বর্ণনার আবশ্যক কারণ এইকালে মোগল রাজ্যাধিকারীও ভিন্ন দেশীয় বণিক্দিগের মধ্যে বিশেষত যেখানে এক্ষণে কলিকাতানগর আছে ঐখানে সাইন্তখাঁর অধিকারের শেষে পুথমত বাসকরিলেন যেসকল ইংরাজ লোক তাহাদিগের মধ্যে অনেক বিবাদ হয়। সাইন্তখাঁ পুসিদ্ধ নুরজেহানের ভগিনীপুত্র ছিলেন।

১৬৬৩ খালে তাহার পদপুষ্টিকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মাদ্রাজের শক্ত্যানুসারে বাঙ্গালায় প্রথমে কারখানা স্থাপন করিলেন এবং বালেশ্বর ও কাশীম্বাজারে ইহার স্বরূপ কারখানা স্থাপনকরিতে উপদেশ করিলেন। ১৬৬৩ খালের প্রথমে কাশীম্বাজারে কারখানা হয় যেমহাশয় সেখানকার কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন তিনি এদেশীয় ভাষা শিক্ষাকরিয়াছিলেন তাহার নাম মারজান ১৬৭৪ খালে তিনি সংস্কৃত হইতে গ্রীভাগবতের কিয়দংশ ইংরাজী করিয়াছিলেন ইংরাজলোকের

মধ্যে প্রথমে তিনি এইপাঠ্য ভাষা শিক্ষাকরিয়ান্হিলেন।

সাইস্তর্য্য প্রথমত আরাকানদেশে মনোযোগ করিলেন তথাকার রাজ্য দেখিলেন যে সুব্তানসুজার প্রাণনাশে ও মোগলেরা বিরক্ত হইলেননা এবং আসামদেশে মীরজব্বার দূর্ভাগ্য শুনিয়া অতিশয় সাহসী হইলেন তিনি নিরাশ্রয় ইউরোপীয় লোক যাবৎ প্রাপ্ত হইলেন নিজ কর্ম্মার্থে সংগৃহ করিলেন এবং তাহাদিগের সহায়্যদ্বারা পদ্মানদীর সম্মুখস্থ উপদ্বীপ আক্রমণ করিয়া ঢাকানগরের দ্বার পর্য্যন্ত লুটকরিলেন এই নগরস্থিত লোকেরা মগেরনামে ভীত হইত বর্গিয়র নামক তৎকালে ভারতবর্ষ নিবাসী একজন ইউরোপীয় ঐরূপে আরাকান ও চট্টগ্রাম বর্ণনা করিয়াছেন। গোয়া কচিন মালাকা প্রভৃতি স্থান হইতে যেসকল নিরাশ্রয় পোর্তুগিসেরা আরাকানে আশ্রয় লইয়াছিল তাহারা ইউরোপীয় দিগের মধ্যে অতিক্রমলোক ছিল আরাকানের রাজ্য মোগলহইতে আত্মরক্ষার্থে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন তিনি তাহাদিগকে চট্টগ্রামে বাসস্থান দিলেন এবং ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া বাঙ্গলা দেশ লুট করিতে সাহস দিলেন এইরূপে তাহারা সমুদ্রে নাবিকত্বর হইল বিশপচিশ ক্রোশ পর্য্যন্ত নদীদ্বারা আনিয়া সকলগ্রাম



লুট করিত ও দখল করিত এবং পুজাদিগকে দাস করিয়া লইয়া যাইত কিঞ্চিৎ মূল্য পাইলে বৃদ্ধব্যক্তি দিগকে পরিত্যাগ করিত যুবা দিগকে লইয়া নৌকার দাঁড়ীকরিত এবং আপনারা যেকপ খৃষ্টিয়ান্‌হিন সেইকপ খৃষ্টিয়ান্‌ তাহাদিগকে করিত তাহারা এবিষয়ে অহঙ্কার করিয়াহিন যে খৃষ্টিয়ান করিতে যে মহাশয়েরা নিযুক্ত ছিলেন তাহারা দশবৎসরে যাবৎ খৃষ্টিয়ান করিয়াছেন তাহারা একবৎসরে তাবৎ করিয়াছে ।

সাইন্তুর্খা অতিবুদ্ধিমান ও পরাক্রমশালী ছিলেন তিনি অবিবাহে এক পুত্রুত বহর ও ৪৩ সহস্র সৈন্য সংগ্ৰহ করিয়া আরাকান দেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন তাহার নাবিক সৈন্যেরা উপদ্বীপ হইতে তাহাদিগকে দূরীকৃত করিল এবং সন্দীপ অতি সুরক্ষিত ছিল তথাপি অবশেষে তাহার হস্তগত হইল পরে যেনকল পোর্ট-গিনেরা চট্টগান রক্ষাকরিত তাহাদিগকে আরাকানের কর্ম ত্যাগকরিয়া মোগলদিগের অধীন হইতে আশ্রয় করিলেন এবং ভয়প্রদর্শন করিলেন যে যদি তাহারা তাহার আত্মা লঙ্ঘনকরে তবে তাহাদিগকে ভারতবর্ষ হইতে নিমূল করিয়া বহিস্কৃত করিবেন । ঐজাতিরা হুগলিতে যেপুকার ক্লেশভোগ

করিয়াছিল তাহারা তাহা অরণ করিয়া শুবাদারের  
পুস্তাবে সম্মত হইল পরে সবল ব্যক্তির তঁহার সৈন্য  
নথ্যে নিবন্ধিত হইল এবং অবশিষ্টেরা বাল বনিতা সম-  
ভিব্যাহারে ঢাকাহইতে ছয়ক্রোশদূরে একস্থানে রহিল  
ঐস্থান তদবধি এপর্যন্ত ফিরিঙ্গি বাজার খ্যাত আছে ।

সাইনুখাঁ ভূমিচর সৈন্যের সহিত ফের্নানদীর তীর  
পর্যন্ত অগুসর হইলেন যে নদী পূর্বকালে বাঙ্গালার ঐ  
দিগন্ত সীমা ছিল আরাকানদিগের সৈন্য নদীদিয়া আ-  
সিত কিন্তু যখন তাহারা মোগলদিগের অশ্বাক্রুত সৈন্য  
অধিক দেখিল তখন সর হইয়া পলায়ন করিল । ঐসময়  
যে মোগলদিগের নাবিক সৈন্যেরা আরাকানীয়দিগের  
তিনশত যুদ্ধার্থনৌকার সহিত যুদ্ধকরিয়া জয়পাশ্চহই-  
ল এবং তৎক্ষণাৎ চট্টগাম আক্রমণ করিল তৎস্থান  
যদ্যপিও সুরক্ষিত ছিল তথাপি তাহার রক্ষকেরা যুদ্ধ-  
নৌকা সকল ছিন্নভিন্ন দেখিয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়া ঐন-  
গর পরিত্যাগ করিল মোগলেরা তাহাদিগের পশ্চাৎ  
বর্ভা হইয়া দুই সহস্রলোক আয়ত্ত করিয়া নিজদাস করি-  
লেন । ইহা কথিত আছে যেক্ষুদ্র ও বৃহৎ দ্বাদশ শতহই-  
তেও অধিক কানান ঐদুর্গমধ্যে প্রাপ্ত হইল কিন্তু যেখন  
পুষ্টির আশাছিল তাহা কিঞ্চিৎ দৃশ্য হইল না । এই  
রূপে ১৩৬৬ শালে চট্টগাম নগর ও তৎপুদেশ আরাকা-  
নীয় দিগের বিহস্ত হইয়া বাঙ্গালার এক অংশ হইল ।

সাইন্সখাঁ ১৬৭৭ খাল পর্য্যন্ত সুসিদ্ধিপূর্কক এদেশ  
 শাসন করিয়া আগুার শুবাদারীকর্মে নিযুক্ত  
 হইলেন। তাঁহার অধিকারের প্রথমত ইউরোপীয়  
 বাণিজ্য বাজালায় উন্নতিশীল ছিল ইউরোপিয়  
 দিগের প্রতি তিনি বন্ধুত্বব্যবহার না করাতে  
 তাঁহারা তাঁহাকে নিন্দা করিতেন কিন্তু কদাপি  
 তাঁহার দোষ দেখাইতে পারেননাই। যোগেনেরা  
 সন্দেহ প্রযুক্ত ইংরাজদিগকে জাহাজের সহিত হুগ-  
 লি পর্য্যন্ত যাইতে দিতেন না তাঁহাদিগের নদী  
 মুখে নোঙ্গরকরিয়া থাকিতে হইত এবং তথাহইতে  
 সুলুপদ্বারা দুব্য আনয়ন ও প্রেরণ করিতে হইত ইহা-  
 তে অত্যন্ত অসুসার হওয়াতে তাঁহারা সাইন্সখাঁর  
 নিকটে আবেদন করিলেন যে জাহাজের সহিত একে-  
 বারে কারখানায় যাইতে পারেন তিনি তাহাতে অনু-  
 জ্ঞা করিলেন একারণে কোর্ট আবডিরেটরেরা ১৬৬৮  
 শালে অনেক ভাড়াটে কর্ণধার করিতে আচ্ছাকরি-  
 লেন অক্ষণকার নাবিক বিধানের আদি এইছিল।  
 ১৬৬৪ শালে ফরাসীরা কলবর্টনামক সঙ্গম নদীর  
 উপদেশক্রমে এক ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি করিলেন  
 ১৬৭২ শালে কতিপয় ফরাসীর নৌকা হুগলিতে  
 আসিয়া উপস্থিত হইল চন্দ্রনগরে বাসের সময় এই  
 আনন্দের হির করিতে পারি। তিনবৎসর পরে অর্থাৎ

১৬৭৫ শালে ওলন্দাজেরা হুগলিতে কারখানা স্থাপন করিতে অনুমতি পাইলেন ইহার পূর্বে তাঁহারা কেবল বালেশ্বরে ছিলেন কিঞ্চিৎকালপরে হুগলিতে নদীর ভাঙ্গন আরম্ভ হওয়াতে তাঁহারা হুগলি হইতে এক ক্রোশ দূর চুচুড়াগুানে বাসকরিতে আচ্ছা পাইলেন ১৬৭৬ শালে দিনেমারেরা বাঙ্গালাতে আসিয়া বাণিজ্য করিতে অনুচ্ছা পাইলেন যদিপিও তাঁহারা হুগলিতে বাণিজ্য করিতে পারিতেন ইহা স্থির বটে তথাপি তাঁহাদিগের প্রধান কারখানা বালেশ্বরেই ছিল। এইরূপে সাইস্তখাঁর অধিকার কালে ইউরোপীয় দিগের বাণিজ্য পূর্বকাল অপেক্ষা অতিবিপুল হইল।

সািস্তখাঁ যে পর্য্যন্ত বাঙ্গালা শাসন করিয়াছিলেন তাবৎ কাল ইউরোপীয়দিগের বন্ধ ছিলেন এমন নহে যখন তিনি স্থানান্তর কৃত হইলেন তখনও তাঁহাদিগের মজলচেষ্টা করিয়া ছিলেন যখন এক নূতন শুবাদার আসিতেন ইংরাজ দিগের তখনি নূতন আচ্ছাপত্র লইতে হইত এবং তাহাতে অধিকক্লেশ ভোগ করিতে হইত ও প্রতিবারে যোগল কর্ম্মাধ্যক্ষদিগকে অধিক অর্থদান করিতে হইত যখন সািস্তখাঁ বাঙ্গালা হইতে যাত্রাকরিলেন তখন ইংরাজী কারখানার কর্তা বাণিজ্যার্থে চিরন্তন আচ্ছা প্রার্থনায় তাঁহার সহিত মহারাজের নিকটে এক দূত প্রেরণ করিলেন ইহা অধিক ক্লেশে কেবল

সাইন্তুখাঁর দ্বারা পুণ্ড হইল যখন ইহার সম্বাদ আসিল ইংরাজেরা তাহার পুতি অতিশয় আদর পুকাশ করিতে তিনশত কামান করিলেন ।

১৬৭৮ শালে আরঞ্জের তাঁহার তৃতীয় পুত্র মহাম্মদ আজিমকে বাজারার শুবাদার করিলেন এইসময়ে আসাম দেশীয়েরা পুনরায় পূর্বাঙ্গিগে বিরক্ত করিতে লাগিল নূতন শুবাদার তাহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিতে স্থির করিয়া ইংরাজ ও ওলন্দাজ দিগকে যুদ্ধোপযোগি মনুষ্যদিগে কহিলেন তাহাতে তাঁহারা ক্রমা পুর্থনা করিয়া মনুষ্যের পরিবর্তে অধিক নৃশিখাদিতে স্বীকার করিলেন রাজকুমার ও সম্মত হইলেন পরে তিনি আসামে উপস্থিত হওয়াতে রাজার নৈনে/রা তাঁহার সম্মুখ হইতে পলায়ন করাতে তিনি বোধকরিলেন যে তদ্দেশ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল এবং আরাকান দেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধার্থে পিতার অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন তৎকালে আরঞ্জের নূতন যুদ্ধকরিবার উচিত সময় ছিলনা তিনি হিন্দু দিগের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া রাজপুতানার প্রধান লোকদিগের সহিত তথা মারহাট্টার প্রধান শিবজীর সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন অতএব পত্রকে লিখিলেন যে তিনি অবিলম্বে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইবেন তাহাতে মহাম্মদ আজিম চাকাহইতে পঞ্চবিংশতি দিনে বারানসীতে উপস্থিত

হইলেন তৎকালে এমনত শীঘ্রগমন অতি আশ্চর্য্য বোধ হইত

সাইন্তু খাঁ ১৬৭২ শালে পুনর্বীর বাঙ্গালার শুবাদার হইলেন। আরজেব হিন্দুদিগের নিগূহকরিতে তাঁহার নিকটে আচ্ছাপাঠাইলেন যদ্যপিও তাঁহার স্বভাব অতি নম্র ছিল তথাপি হিন্দুদিগকে নষ্ট করিতে তিনি বাধ্য হইলেন আগমন মাত্রে যেসকল লোকেরা হিন্দু ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেন তাঁহারদিগের কর নিয়ম করিলেন তাঁহার ভৃত্যবর্গেরা হুগলিতে ইউরোপীয় লোকহইতে সেইকপ কর প্রার্থনা করিল কিন্তু ওলন্দাজেরা ও ইংরাজেরা তাহা নিবারণ করিলেন নবাবের ব্যবহারের নিমিত্তে কতিপয় পারসীক অশ্ব উপঢৌকন দেওয়াতে তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। ঐ সময়ে অনেক হিন্দুদিগের মন্দির নষ্ট করিতে লাগিলেন এবং শ্রীযুক্ত মল্লীকটনু রায় অতিপ্রধান হিন্দুছিলেন বলপূর্ব্বক অর্থলইবার কারণ তাঁহার পাদে বেড়া দিলেন এইসকল কর্ম্মদ্বারা আরজেব ও তাঁহার নায়েব অতি ঘৃণিত হইলেন।

বাঙ্গালায় কোম্পানির বাণিজ্য তৎকালে বড় উদ্ভন্ন হইয়াছিল চিরকাল বাণিজ্য করিতে মহারাজ হইতে অনুজ্ঞা পত্র পাইয়াছেন একারণ কোর্ট অব ডিরেকটরেরা বাঙ্গালার মাদ্রাজ দেশীয় অধীনতা নুত্বকরিতে স্থির করিলেন ১৬৮১ শালে তাঁহার এক অপরাধীন কারখানা

নিৰ্মাণ করিসেন ও হাজেস সাহেবকে তাহার প্রধান  
কর্তাকরিলেন এবং তাহার সহিত বিংশতি পদাতিক  
ও একজন আত্মদায়ক রক্ষার্থে পাঠাইলেন ভারত-  
বর্ষে ইংরাজ দিগের সেনাগমন এই প্রথমে হইল পরে  
ক্রমে দুইনক পর্য্যন্ত সংখ্যা হইয়াছিল ইহার পূর্বে  
জাহাজ সকল প্রথমে মাদ্রাজে আত্মানইয়া বাঙ্গালায়  
আসিত কিন্তু অতঃপর তর্যতিরেকে গঙ্গাদিয়া আসিতে  
লাগিল এবং সর্বাগে এক জাহাজে ত্রিংশতকামান  
ধাকিত।

এই সময়ে অন্যান্য গুপ্ত বণিক্ দিগের উপদ্রোহদ্বারা  
কোম্পানিতে অতি বিরক্ত হইয়াছিলেন ইংল-  
ণ্ডের রাজা কোম্পানিকে যে আত্মাপত্র দিয়া-  
ছিলেন তাহাতে তাহাদিগের লোক ব্যতীত অন্য  
কোন ব্যক্তির পূর্ষদেশে বাণিজ্য করিতে ক্ষমতা ছিল  
না কিন্তু এখানে বাণিজ্যদ্বারা অধিকলাভ হওয়াতে  
অন্যান্য বণিকেরা ঐ আত্মা অন্যথাকরিতে ক্রমিক  
চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কোম্পানিকে তুচ্ছ করিয়া  
ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতেন এইসকল উপদ্রোহ নিবা-  
রগার্থে অনেক চেষ্টাহইয়াছিল কিন্তু সকল কিছুই হইল  
না অবশেষে কোর্ট আর ডিরেকটরেরা দেখিলেন যে  
তাহাদিগের গঙ্গায় প্রবেশ নিবারণ হইলেই বাঙ্গালায়  
বাণিজ্য নিবারণ হইতেপারে একারণ গঙ্গার মুখে দুর্গ

নিৰ্মাণ কৰিতে নবাবের আজ্ঞাপ্ৰাৰ্থনা কৰিতে ছগলি  
 হিত কৰ্মাকে জানাইলেন কিন্তু সাইফুখাঁ বুঝিলেন  
 যে ইহা হইলে সমুদায় নদী তাহাদিগের অধীনে  
 থাকিবে একারণ অস্বীকাৰ কৰিলেন। ঐসময়ে বেহাৰে  
 অনেক উপদ্রোহ উপস্থিত হইল তাহাতে পাটনা  
 হিত যে কোম্পানির নিযুক্তলোক তাহারপুতি এমত  
 সন্দেহ হইল যে তিনিই এবিষয় উত্থাপন কৰিয়াছেন  
 এইৰূপে ইংৰাজদিগের পুতি নবাবের চিত্তভঙ্গ হও-  
 য়াতে মহারাজ যে বাৰ্ষিক তিন সহস্ৰ মদ্রা শুল্লুনিৰ্দ্ধা-  
 রণ কৰিয়াছিলেন তাহার পরিবৰ্ত্তে তিনি আজ্ঞা  
 কৰিলেন যে কোম্পানির সকল দুবো শতকরা সাদ্ধ  
 তিনমদ্রা শুল্লুকদিতে হইবে যখন নবাবের এই অহি-  
 তেচ্ছা বিদিত হইল তখন তাহার ভৃত্যেরা ইংৰাজ  
 দিগের বিরক্ত কৰিতে আরম্ভ কৰিল কাশাঘাজাৱের  
 ফৌজদার কোম্পানির নিযুক্ত জাব চাণক সাহেবকে  
 অকাৰণে সাদ্ধলক্ষ মদ্রা পাঠাইতে আজ্ঞাকৰিলেন  
 যেমদ্রা কোম্পানিৱা তন্ত্ৰবায়দিগের নিকটে ধাৰি-  
 তেন এবং ত্ৰিচছাবিংশত সহস্ৰমদ্রা অধিকদিতে আজ্ঞা  
 কৰিলেন তিনি তাহাতে অস্বীকাৰ কৰিয়া নবাবের  
 নিকটে অভিযোগ কৰিলেন এবং তাহার ভৃত্যদিগকে  
 উৎকোচ পুদান কৰিলেন কিন্তু বিফল হইল। নবাব  
 এই সকল বিষয় মহারাজের নিকটে এমত স্পষ্টৰূপে



জানাইলেন। যে তিনি ইংরাজদিগের উপরি অত্যন্ত  
ক্রুদ্ধ হইলেন এইকপে তাঁহাদের বাণিজ্য সৰ্ব্বতোভাবে  
বিশৃঙ্খল হইল তাঁহাদিগের জাহাজ সকল অর্ধেক  
হইতেও অল্পভার লইয়া পুত্যাগমন করিল এইবিবাদ  
দ্বারা ওলন্দাজ দিগের নিজবাণিজ্য বৃদ্ধি করিতে অনেক  
উপকার হইল এই সময়ে তাঁহারা চুচুড়ায় বসতি সূর-  
ক্ষিত করিলেন ১৬৮৭ শালে ঐ দুর্গ সমাপ্ত হইল  
তাহাতে চারি বরুজ ছিল এবং এতদ্দেশীয় কোন  
আক্রমণে ভয় ছিল না। ঐ দুর্গের নাম গস্তাবসরহিন ওল-  
ন্দাজেরা ঐ স্থানে দৃঢ়তর রাজকীয় কার্যের নিয়ন  
করিলেন কিন্তু তৎকালে ইংরাজেরা বাঙ্গালায় থাকিতে  
পারেন কিনা এমত সন্দিগ্ধ হইলেন। চুচুড়ার অধীনে  
ওলন্দাজ দিগের আর দুই স্থান ছিল এক বরনগর  
অপর ফলতা ফলতাতে প্রায় তাঁহাদিগের জাহাজ  
নোঙ্গর করিয়া থাকিত।

অতঃপর ইংরাজেরা দেখিলেন যে তাঁহাদিগের  
দুই গতি আছে এক বাণিজ্য ত্যাগ করুন অথবা  
শক্তিপ্রকাশ করুন ইহার শেষ বিষয়ে স্থিরপ্রতিজ্ঞ  
হইয়া ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেম্সের নিকটে  
প্রার্থনা করাতে তিনি বাঙ্গালার নবাব ও তাঁহার  
প্রভু মহারাজ আরঞ্জিবের সহিত যুদ্ধ করিতে অনু-  
মতি দিলেন নিকল্‌সন্ নামক নাবিক টৈমনার্থ্য-

ক্ষেত্র অধীনে দশখান যুদ্ধজাহাজ প্রেরিত হইল তাহাতে ছয়শত সৈন্য ছিল এবং এই কর্তার প্রতি আস্থা ছিল যে কোম্পানির ভূত্যাগ ও সম্পত্তি জাহাজে লইয়া চট্টগ্রামে যাইবেন ও তৎস্থান আক্রমণ করিয়া সুরক্ষিত করিবেন এ কারণে তাঁহার সহিত দুইশত কামান প্রেরিত হইয়াছিল তাঁহার প্রতি অপর আস্থা ছিল যেমোগল দিগের চিরন্তনশত্রু আরাকানের রাজার সহিত সন্ধি করিবেন হিন্দুজমিদার দিগের সাহায্য করিবেন ও কর আদায় করিবেন এবং মাদ্রাস স্থাপন করিবেন ফলত রাজ্য আরম্ভ করিবেন।

কিন্তু এই সকল বাসনা বিপরীত হইল ইংরাজদিগের হিন্দুস্থান শাসন করিবার সময় অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই এবং তাঁহাদিগের মানস অন্যথাকরিতে সকল বিষয়ের ঘটনা হইল। সমুদ্র মধ্যে একঝড় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের নৌকাসকল ছিন্ন ভিন্ন করিল এবং বিপরীত বায়ুদ্বারা কতিপয়পোত আসিতে অক্ষম হইল কিন্তু কতিপয় জাহাজ গম্ভায় উপস্থিত হইয়া হগলি গমনোদ্যত হইল এবং ইহারি অল্পকাল পূর্বে মাদ্রাজস্থিত কর্তা মহাশয় তথায় চারিশত পদাতিক প্রেরণ করিয়া ছিলেন এইসকল সমুদ্র ও ভূমিতে উপক্রমদ্বারা নবাব অতিশয় ভীত হইলেন একারণ তিনি ইংরাজ দিগের সহিত মিল করিতে সচেষ্ট হইয়া মধ্যস্থতা দ্বারা তাঁহা-

দিগের যে বিষয় প্রাপ্য হয় তাহা দিতে স্বীকার করিলেন কিন্তু তাঁহারা যষ্টিলক্ষ মুদ্রা প্রার্থনা করিলেন এইরূপ সন্ধি প্রস্তাব কালে এক দৈবঘটনাদ্বারা সমুদায় তাঁহাদিগের কর্মদুষ্করিণাম পাইল।

১৬৮৬ শালের ২৮ অক্টোবর হুগলির বাজারে তিনজন ইংরাজদিগের পদাতিক নবাবের সৈন্যের সহিত বিবাদ করিয়া বিশেষ রূপে প্রহৃত হইল তাহাতে তাহাদিগের সাহায্যার্থে কতিপয় সৈন্য প্রেরিত হইল এবং তৎপরে অপর এক প্রস্তুত প্রেরিত হইল অবশেষে সমুদায় ইংরাজ সৈন্যদিগের গমনে নগরের বহিস্থিত নবাবের সৈন্য সকল আহৃত হওয়াতে বিলক্ষণ যুদ্ধ হইল। যষ্টিজন মোগল সৈন্য মারাপড়িল এবং অনেকের কোন২ অবয়বে আঘাত হইল। এই যুদ্ধ সময়ে নাবিক সৈন্যাদ্যক্ষ নিকলসন জাহাজ হইতে নগরমধ্যে কামানাবাত করিতে লাগিলেন তাহাতে পঞ্চশত অটালিকা ধ্বংস হইল তাহার মধ্যে এক কোম্পানির গুদাম যাহাতে ত্রিশলক্ষ মুদ্রার দুব্য ছিল তাহাও নষ্ট হইল এই সকল ঘটনার ফৌজদার অতিশয় ভীত হইয়া যাহাতে যুদ্ধ নিবারণ হয় এমন চেষ্টা করিলেন তাহাতে ইংরাজেরা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সাহায্যদ্বারা তাহাদিগের সেরা সকল নৌকায় আরোপণ করিলেন এবং ঐ ফৌজদার মহারাজ হইতে যে

পর্যন্ত কোন আত্ম প্রাপ্ত নাহয়েন তদবধি ইংরাজ  
দিগকে পূর্ববৎ বাণিজ্য করিতে অনুমতি করিলেন  
নবাব এই সকল সম্বাদ অবগত হইয়া পাটনা মান্দা  
ঢাকা এবং কাশীমাজার এই কয়েক স্থানে শাখা-  
স্বরূপ কারখানা রোধ করিতে আত্ম করিলেন  
এবং এতদ্দেশ হইতে ইংরাজদিগকে বহিকৃত করিতে  
হুগলি নগরে পদাতিক ও অধাকট সৈন্য প্রেরণ  
করিলেন

হুগলিহিত অধিকৃত আপনার প্রাণ শঙ্কায় ২০ ডিসেম্বর  
কোম্পানির সম্পত্তি লইয়া বরনগরস্থিত ওলন্দাজ  
দিগের কারখানা হইতে দুইক্রোশ দক্ষিণে সূতানটি  
নামক গ্রামে পলায়ন করিলেন যেস্থানে এক্ষণে কলি-  
কাতা নগর হইয়াছে ঐমাসের মধ্যে তিনজন নবাবের  
মন্ত্রী হুগলিতে আসাতে চানক সাহেব তাঁহাদিগের  
সহিত সম্প্রীতি করিতে তথায় গমন করিলেন এক সন্ধি  
দ্বারা ইংরাজ দিগের পূর্ববৎ লভ্য প্রাপ্ত হইল কিন্তু নবা-  
বের মানস ছিল যে উপযুক্ত সময় পাইয়া কোম্পানিকে  
একেবারে নষ্ট করিবেন ১৬৮৭ শালে ফিব্রুয়ারি মাসের  
পুথমে ইংরাজদিগকে তাড়াইতে হুগলিতে অনেক  
সৈন্য আসিল চানক সাহেব সূতানটাত্তে ও আত্মরক্ষা  
না দেখিয়া তৎস্থান পরিত্যাগপূর্বক সকল নিজলোক  
ও সম্পত্তি জাহাজে লইয়া ইঞ্জিলিতে যাত্রা করিলেন

এবং গমনকালে তানার দুর্গধ্বংস করিয়া মোগলদিগের জাহাজ গুহণ করিলে।

নদীমুখে ইঞ্জিলী উপদ্বীপ এমনত কুৎসিত স্থান ছিল যে ইংরাজ দিগের কোনমতে মনোনীত নহে ঐস্থান নিম্ন জলময় ও দীর্ঘতৃণদ্বারা আচ্ছাদিত ছিল এবং তথায় একবিন্দু উত্তম জল ছিল না তথাপি চার্ণক সাহেব সেই স্থানে ছাউনি করিয়া দুর্গকরিলেন তাহাতে তিনমাসের মধ্যে অর্ধেক সৈন্য মারাপড়িল মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহার অনুবর্তী হইয়া তৎস্থানে নানামতে আক্রমণ করিলেন কিন্তু প্রতিবারে পরাজিত হইলেন তথাপি ইংরাজ দিগের সৌভাগ্যাশা এমনত মঙ্গল হইল যে গুলী-ঝুকালের মধ্যে তাঁহাদিগের বাঙ্গালার পরিত্যাগ করিতে হইবে এইরূপ বোধহইল ইতিমধ্যে শুবাদার সন্ধি প্রস-  
 ত্ত করিতে দূতপ্রেরণ করিলেন চার্ণক সাহেব আনন্দ পূর্ষ-  
 ক তাহাতে সম্মত হওয়াতে ১৬৮৭ শালের ১৬ আগষ্ট  
 এক সন্ধি নিষ্পত্তি হইল তাহারদ্বারা এদেশের স্থানে  
 কারখানা রাখিতে ইংরাজদিগের প্রতি অনুমতি হইল  
 এবং তাঁহাদিগের ভাণ্ডার ও জাহাজাদি মেরামত করি-  
 বার কারণ উনুবেড়ে দত্ত হইল এবং শতকরা সাড়ে তিন  
 টাকা করিয়া কর দিতেন তাহা রহিত হইল। আর চার্ণক  
 সাহেব যে সকল মোগল দিগের জাহাজ গুহণ করিয়া  
 ছিলেন তাঁহাকে ও তাহা প্রতিদান করিতে হইল ঐটি

ইংরাজদিগের উদ্ভাবস্থা হইবার কারণ পশ্চাৎ বর্ণিত হইতেছে । বাঙ্গালায় বিপদ আরম্ভাবধি কোর্ট আব ডিরেকটরেরা বলপূর্ব্বক সমুদায় নিষ্পত্তি করিতে স্থির করিয়া সুরতস্থিত অধ্যক্ষেরপ্রতি তথাকার কারখানা তুলিয়া মহারাজের সহিত সমুদ্রে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে আজ্ঞাকরিলেন । সুবতে কোম্পানির কারখানা ভংগগাৎ রহিত হইল ভারত বর্ষের তীরে যেসকল জাহাজছিল ও আসিতে লাগিল কোম্পানির লোকে তাহা বলপূর্ব্বক গৃহণকরিতে লাগিল সুরত হইতে ধার্মিক নুসলমানেরা জাহাজ দ্বারা নক্সাতীর্থে গমনকরিতেন অতএব মোগলদিগের যুদ্ধার্থ জাহাজের প্রধানকর্ম্ম তীর্থযাত্রিদিগের রক্ষাই ছিল কিন্তু ইংরাজেরা ঐস্থান রক্ষাকরিয়া সমুদ্রে প্রাধান্য পাইয়া তৎপথ রোধকরিলেন । অতএব আরজেব নিজ দর্প খর্ব্ব করিয়া ইংরাজদিগের সহিত সন্ধিকরিতে বাধ্য হইলেন সন্ধি সমাপন হইলে চার্লক-সাহেব ইঞ্জিনীহইতে উনুবেড়ে তথাহইতে সুতানুটী আসিলেন

কিন্তু নবাবপূর্ব্ববৎ দুরাচার অবিলম্বে আরম্ভ করিলেন তিনি তাহাদিগকে হৃগলিতে আসিতে আজ্ঞাকরিলেন এবং সুতানুটীতে পাষণ কিম্বা ইষ্টকা দ্বারা গৃহনির্মাণ করিতে নিষেধকরিলেন তাহাদিগে-

স্ব দুব্য লুটকরিতে নিজসৈন্যের প্রতি ইজিত করিলেন তথা স্বয়ং চার্লকসাহেব হইতে এমত অধিক মূদ্রা প্রার্থনাকরিলেন যেতিনি নবাবকে সন্তুষ্টকরিতে অক্ষম হইলেন এবং সৈন্য্য ভাবপ্রযুক্ত বাধাদিতেও অক্ষম হইলেন অতএব নবাবের সান্ত্বনার্থে ও সুতানুটীতে ক্রমাগত বাসের অনুজ্ঞার্থে নিজসভার দুইজনকে চাকর পাঠাইলেন বহুক্লেশপূর্ব্বক তাঁহারা মনোবাঞ্ছা পূর্ণকরিলেন এমত সময়ে তাহারদিগের ব্যাপার পুনবার অন্ধকৃতহইল।

কোট আবডিরেকটরেরা হুগলির সমুদ্র তথা সৈন্য্যদিগের ইজিতীতে পলায়ন শুরব করিয়া অধিক সৈন্য্যপ্রেরণ করিলেন তাঁহারা প্রতিজ্ঞাকরিলেন যে যদি তাঁহারা দুর্গ ও মূদ্রালয় স্থাপন করিতে না পারেন তবে বাণিজ্য মোচনপূর্ব্বক একেবারে এতদেশ ত্যাগ করিবেন অতএব কাপ্তানহীথ সাহেবের সহিত দুইপোত পাঠাইলেন তাহার একেতে চতুঃষষ্টিকামান ছিল তাঁহার প্রতি এমত আজ্ঞা করিলেন যেযদি বাঞ্ছিতফলপ্রাপ্ত নাহয়েন তবে সমুদায় ভৃত্যবর্গ লইয়া মাদুজে প্রস্থানকরিবেন কাপ্তান হীথ সাহেব অতিস্বচ্ছানুযায়ী ছিলেন আশ্রবাসনামত ভিন্ন করিতেন না ১৩৮৮ খালের আক্টোবর মাসে তিনি বাঙ্গালায় আসিয়া কোম্পানির ভৃত্যবর্গকে সরকারি

সম্পত্তি লইয়া জাহাজে আরোহণ করিতে আজ্ঞা করিলেন পরে ৮ নবম্বর বালেশ্বরে জাহাজ চালাইলেন চার্নকসাহেব তাঁহার অতিভর্য্য নিবারণার্থে বিবিধ চেষ্টা করিলেন কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না যখন তিনি বালেশ্বরেরপথে উপস্থিত হইলেন তথাকার শুবাদার দুইজন কোম্পানির কর্ম্মাধ্যক্ষকে প্রতিভূত্বকপে আটক করিয়া রাখিলেন যদিপিও এই দুইজন বন্দী ছিলেন এবং দুইজন নায়েব ঢাকায় নবাবের হস্তগত ছিলেন তথাপি হীথসাহেব ২২ নবম্বর বালেশ্বরে সৈন্য অবতরণ করিয়া ঐস্থান লুট করিলেন ঐদিবসে তথাকার শুবাদার ঢাকায় নবাবের নিকটে নায়েবেরা যে সন্ধি স্থির করিয়াছিলেন তাহার প্রতিকপ পত্র পাইলেন যাহাতে স্থির ছিল যে মোগলদিগের আরাকান দেশ আক্রমণ করিতে ইংরাজেরা সাহায্য করিবেন। হীথ সাহেব তদ্দেশ লুটকরিয়া চট্টগ্রামে চলিলেন এবং যেকপ তিনি আশা করিয়াছিলেন তাহাতে অধিক দুর্ঘটনা দেখিলেন অতএব ইংরাজেরা যে সকল দুঃখ ভোগকরিয়াছেন তাহা ঢাকায় নবাবকে লিখিতে সম্মত হইলেন কিন্তু ঐশ্বেচ্ছানুযায়ী মহাশয় পত্র প্রেরিত হইলে উত্তরাগমন অপেক্ষা না করিয়া সকল জাহাজ আরাকানে চালাইলেন তথায় উপস্থিত হইয়া রাজার নিকটে সম্বাদ পাঠাইলেন যে যদি



তিনি তাঁহার রাজ্যে ইংরাজদিগের বসতি করিতে দেন  
তথ্যে ইংরাজেরা নোগলদিগের আক্রমণ করিতে  
তাঁহার সহিত যুক্ত হইবেন তাহার উত্তর চতুর্দশ  
দিবস পর্য্যন্ত না আসাতে হীথসাহেব অধৈর্য্য হইয়া যে  
পঞ্চদশ পোত তাঁহার ছিল তাহাতে শাসনকর্তা ও সমু-  
দায় সভাসৎ এবং কোম্পানির ভূত্যবর্গ ও বাণিজ্যদ্রব্য  
সমুদায় লইয়া মাদ্রাজে গমন করিলেন। ইংরাজেরা  
এতদ্দেশে বাণিজ্য আরম্ভ করিলে পর প্রায় পঞ্চাশ  
বৎসরপরে এইরূপে তাঁহাদিগকে বাঙ্গালা পরিত্যাগ  
করিতে হইল। মাদ্রাজ ও বোম্বেদেশ অতি সুরক্ষিত  
থাকাতে তৎস্থান ব্যতিরেকে নিজরাজ্যমধ্যে মহা-  
রাজ সমুদায় ইংরাজদিগের কারখানা নষ্টকরিতে  
ও তাঁহাদের দ্রব্য আটক করিতে আজ্ঞা করিলেন।

নবাবসাইসুখাঁ মহারাজার আজ্ঞাপ্রতিপালনার্থে  
বাঙ্গালা হিউ কোম্পানির দ্রব্য সকল আটক করি-  
লেন এবং কথিত আছে যে ঢাকাস্থিত দুইকম্বাধ্যক্ষের  
পায়ে বেড়ি দিলেন কোনও গুল্লে এমনত লিখিত আছে  
যে এই সকল বিষয় তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোন  
নায়েবে করিয়াছিল। অনন্তর সাইসুখাঁ বাদ্বক্য  
প্রযুক্ত বাঙ্গালার অধ্যক্ষতা কর্ম পরিত্যাগ করিতে  
প্রার্থনা করিলেন। যদিও তিনি ইংরাজদিগের  
সহিত কঠিন ব্যবহার করিয়াছিলেন তথাপি এদেশীয়

লোকের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার রাজ্য কালে একটাকায় অষ্ট মোন চাউল বিক্রীত হওয়াতে এইসুখদায়ক সময় পূজাদিগের চিরস্মরণীয় করিবার কারণ ঢাকানগরের দ্বার উচ্চকরিয়া তদুপরি একমুদ্রিতপটক স্থাপিত করিলেন তাহাতে লিখিত ছিল যে এনত নুলভ শস্যনা করিতে পারিলে কোন ভবিষ্যৎ নবাব এনগর মধ্যে পুবেশ করিতে পারিবেন না।

#### ষষ্ঠ অধ্যায়

১৬৮২ শালে ইব্রাহিম খাঁ ঐ কক্ষে নিযুক্ত হইলেন দিল্লীর নিকটে এক খাল করাতে যে আলি মর্দানের নাম সুগর্ভীয় তুল্য হইয়াছিল ইব্রাহিম তাঁহার পুত্র ছিলেন তিনি অতি নম্রতাপূর্বক অপক্ষপাতে বিচার করিতেন কিন্তু যুদ্ধবিষয়ে চতুরতা নাথাকাতে অতিদুর্গম বাঙ্গালার অধ্যক্ষতা কক্ষের উপযুক্ত ছিলেন না তাঁহার অগুণত শুবাদার যে দুই ইংরাজ দিগের নায়েবকে কারাগারে রাখিয়া ছিলেন তিনি প্রথমত তাঁহাদিগকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিলেন তথাপি ইংরাজ ও মোগলদিগের মধ্যে বিবাদ নিবৃত্ত হইল না ইংরাজেরা সমুদ্রে পুভূত পাইয়া ভারত বর্ষ হইতে যে সকল নৌকা যাত্রা করিত তাহা সমুদায় বলক্রমে গৃহণ করিতেন অত

এব পুনর্বার মক্কাতীর্থে গমন রুদ্ধ হইল সুতরাং আরঞ্জের অনেক সন্ধি পুস্তাবের পরে ইংরাজ দিগের পূর্ব অপকার বিস্মৃত হইয়া তাঁহাদিগকে পূর্ববৎ বাস দিতে স্থির করিয়া বোম্বের শাসন কর্তার সহিত এক সন্ধি করিলেন এবং ইব্রাহিম খাঁ যখন বাঙ্গালায় নিযুক্ত হইলেন তৎকালে তাঁহার পুতি ইংরাজ দিগকে আশ্বাসন করিতে উপদেশ করিলেন অতএব ঐ মহাশয় মাদ্রাজে চার্নক সাহেবকে মহারাজের অভিপায় অবিলম্বে লিখিলেন এবং পূর্বাশ্রয় না দেখিয়া অনেক ভাবি মঞ্চল করিতে পুতিজ্ঞা করিয়াছিলেন চার্নকসাহেব ঐ লিখনানুসারে সমুদায় ভূতাবর্গের সহিত ১৬৯০ শালের ২৪ আগষ্ট সূতানুটীতে জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন আমরা ঐ দিবস অবধি কলিকাতা নগরের উন্নতি গণনা করিতে পারি। পরবৎসরে দিল্লীহইতে মহারাজের আজ্ঞা আসিল যে ইংরাজেরা যে সকল অপরাধ করিয়াছেন তাহার ক্ষমার্থে তাঁহারা অতি নম্রতাপূর্বক আবেদন করিয়াছেন অতএব মহারাজ তদনুসারে পূজাদিগের পুতাত্ত্বিক অনুগৃহমধ্যে তাঁহাদের ক্ষমা করিলেন এইরূপে তিন সহস্রমুদ্রা বার্ষিক করপুদানে বাণিজ্য করিতে ইংরাজেরা নূতন অনুজ্ঞা পাইলেন অনন্তর বাসস্থান সুরক্ষার নিমিত্তে ব্যগু হইলেন কারণ

তঁাহারা দেখিলেন যে তদ্ব্যতিরেকে আপদ মোচন নাই  
অপর কোর্ট আবডিরেকটরেরা পুধান অধ্যক্ষের পুতি  
আজ্ঞা দিরাছিলেন যে একদুর্গ নির্মাণার্থে অনুমতি  
নইতে চত্বারিংশৎ সহস্র মুদ্রাপর্যন্ত দিবেন এবং কহি-  
য়াছিলেন যদি একদুর্গ ও মুদ্রালয় স্থাপন করিতে না  
পারেন তবে বাজ্বালার কর্মের বাহন্য করিতে  
তঁাহাদিগের যত্ন নাই কিন্তু নোগলদিগের রাজ-  
নিয়মানুসারে সন্দেহ পুযুক্ত ইংরাজদিগকে তদুভ-  
য়ের একেও অনুমতি হইল না। কলিকাতা নগরোপ-  
ত্যক্ষের দুইবৎসর পরে চার্লসসাহেব লোকান্তর গমন  
করিলেন এসিয়া দেশের মধ্যে ইউরোপীয়দিগের  
পুধান নগর কলিকাতার সৃষ্টিকর্তা ঐ মহাশয় এক্ষণে  
ঐ নগরের বড় গিরিজার অঙ্গন মধ্যে নিখাত আছেন  
ঐকপ বারাকপুরের উন্নতির আদিকারণ তিনি ছিলেন  
অতএব তঁাহার নামানুসারে অদ্যাবধি এদেশীয়লো-  
কেরা ঐস্থানকে চানক বলিয়া থাকেন॥

অতঃপর নির্বিবাদে কর্ম চলিল বাজ্বালায় বাণিজ্য  
যদ্যপিও সংক্ষিপ্ত তথাপি দৃঢ়ভাবে ছিল এই সময়ে  
কোম্পানির দেখিলেন যেযাবৎ তঁাহারা অতিক্রম  
সূতানুটী গ্রামমধ্যে বদ্ধ আছেন তাবৎ কোন কর্ম  
করিতে পারিবেন না ১৬৯৪ শালে ঐস্থানের মাসিক  
রাজস্ব একশত ষষ্টি মুদ্রার অধিক ছিল না অতএব

তাহারা নিকটবর্ত্তিকতিপয়গ্রামপ্ৰাপ্ত হইতে এবং তথা হইতে রাজস্ব উৎপন্ন করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইলেন কারণ তাহা হইলে অধিক রক্ষার সম্ভাবনা করিতে পারেন। ইতিমধ্যে কাপ্তান কিডসাহেব কোম্পানির অধীনতা ব্যতিরেকে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে অনেক উদ্রলোকদ্বারা পেরিত হইয়া নাবিক তত্ত্বর হইলেন এবং মক্কাগমনোদ্যত অনেক তীর্থ যাত্রির সহিত দুইখান মোগলদিগের জাহাজ বলপূর্ব্বক গৃহণ করিলেন ইহাতে মহারাজ অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া কোম্পানি ও অন্য ইংরাজ বণিক দিগের মধ্যে বিশেষ জ্ঞান না করিয়া সমুদায় কোম্পানির কারখানা আক্রমণ করিতে এবং তাঁহাদের বাণিজ্য রোধ করিতে আজ্ঞা করিলেন বাঙ্গালার শুবাদার ইব্রাহিম খাঁ কলিকাতায় উদ্রলোকদিগকে রক্ষাকরিয়া গুপ্তভাবে ক্রমাগত বাণিজ্য করিতে অনুমতি করিলেন।

১৬২৫ শালে এক দৈবঘটনাদ্বারা ইংরাজেরা ও অপর ভিন্নদেশীয়েরা নিজহ মানস সম্পূর্ণ করিলেন অর্থাৎ আপনহ কারখানা সুরক্ষিত করিলেন যে মানস সিদ্ধি করিতে উৎকোচদ্বারা ও বিনয়দ্বারা অনুজ্ঞা হয় নাই। বর্দ্ধমান অঞ্চলে জেহ ও বেদেহ নামক দুই গুণের অধিপতি শোভাসিংহসংজ্ঞক এক হিন্দু জমিদার তথা-কার রাজার সহিত অকৌশল হওয়াতে বিদ্রোহাচারী

হইয়া উড়িস্যাস্থিত পাঠানদিগের প্রধানরহিমখাঁকে তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে আন্তান করিলেন অনন্তর তাঁহাদিগের সৈন্যেরা পরস্পর গিলিত হইয়া রাজার সহিত যুদ্ধ করাতে রাজা পরাজিত হইয়া মারাপড়িলেন তাঁহার সম্পত্তি ও পরিজন ঐ উপদ্রোহকারিদিগের হস্তগত হইল তাঁহার পুত্র জগৎরায় ঢাকায় পলায়ন করিয়া নবাবের নিকটে আবেদন করাতে তিনি ঐবিদ্রোহাচারিদিগকে জয়করিতে তিন সহস্র লোকের সহিত তথায় গমন করিতে যশোহরের ফৌজদারের প্রতি আজ্ঞাকরিলেন। ইব্রাহিমের দুর্বল শাসনকালে এতদেশের রাজত্বকর্মের নিয়ম ছিল না কারণ এমনত অস্পষ্টসৈন্য ও অতি ক্রোশে সংগৃহীত হইল ঐ সৈন্যেরা হস্তগিতে উপস্থিত হইয়া শত্রুদিগকে দেখিবামাত্র ভীত হইয়া পুনর্বার নদী সত্তরণপূর্বক পলায়ন করিল এমনহুও নানা বিধপন যুক্ত নগর শীঘ্র উপদ্রোহকারিদিগের হস্তগত হইল।

ওলন্দাজ ও ফরাসীরা তৎক্ষণাৎ এবং ইংরাজেরা কিঞ্চিৎপরে শুবাদারের পক্ষে হইলেন। যখন এই উপদ্রোহ আরম্ভ হইল তাঁহারা নিজস্ব সম্পত্তিরক্ষার্থে অর্থ দ্বারা কতিপয় পাক সংগৃহ করিলেন এবং কারখানা রক্ষাকরিতে শুবাদারের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন তিনি তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিতে অনুজ্ঞা দেওয়াত

তাহারা তদনুসারে স্ববাসস্থানদুর্গ করিলেন ইহার পূর্বে চুচুড়ায় ওলন্দাজদিগের কারখানা দুর্গদ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল এতৎকালে উত্তমরূপে শুধরান হইল কলিকাতায় ইংরাজেরা সুতানুটিগানের সুরক্ষার্থে ষাটৎ সর্বতোভাবে দুর্গ নির্মাণনাইয়া তাবৎ পর্য্যন্ত প্রত্যেক জনকে দিব্যাত্রি পরিশ্রম করাইলেন এইরূপে লালদীঘী ও গজার মধ্যস্থানে প্রাচীন দুর্গ নির্মিত হয় প্রায় বিংশতি বৎসর হইল তাহার চিহ্ন দূরীকৃত হইয়াছে ১৬৯৫ শালে ইংরাজেরা রক্ষোপযোগি দুর্গ করিয়াছিলেন পরে মোগলেরা সম্মাদ না পয়েন এমত গুপ্তভাবে ক্রমে নূতনৎ যোগ করিলেন।

ঐ উপদ্রোহকারিরা হুগলি আক্রমণ করিয়া অতি সাহসী হইয়া দেশ লুট করিতে চতুর্দিগে সৈন্য পাঠাইলেন হত ভাগ্য প্রজারা দলেৎ চুচুড়ায় উপস্থিত হইয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হইল এই সকল উপদ্রোহের শেষ করিতে ওলন্দাজেরা দুই খান যুদ্ধ জাহাজ হুগলিতে প্রেরণ করিলেন ঐ জাহাজে এমত গোলা বর্ষণ করিল যে বিদ্রোহাচারিরা ভরায় তৎস্থান পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রগানে পলায়ন করিল। শোভা সিংহ নবদ্বীপ লুট করিতে তথাহইতে রাহিমখাঁকে প্রেরণ করিলেন।

বর্দ্ধমানের যে সকল লোক বদ্ধ হইয়াছিলেন তাহার মধ্যে ঐ রাজার এক পরম সুন্দরী কন্যাকে শোভাসিংহ

আত্মভোগার্থে রাখিয়াছিলেন অতএব রহিমখাঁ  
 যাত্রাকরিলে পারে তিনি ঐ সুখভোগ করিতে প্রিয়  
 করিলেন কিন্তু তিনি তাঁহাকে আনিচ্ছন করিবানাত্রে  
 ঐ বালিকা এক তীক্ষ্ণ ছুরিকা বহিষ্কৃত করিয়া অগ্নে  
 তাঁহার উদরে নিমগ্ন করিয়া পশ্চাৎ নিজোনরে প্রতিষ্ঠা  
 করিলেন ঐ আঘাতে শুভসিংহ শীঘ্র প্রাণত্যাগ  
 করিতে সকল উপদ্রোহকারিরা রহিমখাঁকে পুষ্যন  
 করিলেন তাহাতে তিনি এক দেশ হইতে অপর দেশে  
 অনন্তর অন্য দেশ ক্রমে জয় করিতে লাগিলেন  
 তাঁহার উপদ্রোহ শবণ ব্যতিরেকে শুবাদার এক দিন  
 যাপন করেন নাই তথাপি এবিষয়ে তাঁহার চৈতন্য  
 হইল না যখন তাঁহার ভৃত্যেরা যুদ্ধ করিতে উপরোধ  
 করিতেন তিনি তাঁহাদিগকে উত্তর করিতেন যে যদি  
 শত্রু দিগকে কিছু না বলা যায় তাহারা স্বয়ং হিন্ন ভিন্ন  
 হইবে যদি যুদ্ধ করা যায় তবে পরমেশ্বর সৃষ্ট জীব সক-  
 লের হিংসা করিতে হয় এই কারণে তাঁহার আনন্দাদারা  
 তাহাদিগের সাহসবৃদ্ধি হওয়াতে এক প্রস্তুত সৈন্য  
 নূরসিদাবাদে উপস্থিত হইয়া তথাস্থিত মোগল দিগের  
 পক্ষ সহস্র সৈন্যকে পরাজিত করিয়া ঐ নগর লুট  
 করিল অপর এক প্রস্তুত সৈন্য কলিকাতায় আসিল  
 কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাড়িত হইল। ১৬৯৭ শালের মার্চ  
 মাসে তাহারা রাজমহল অধিকার করিয়া মালদা



গমনকালে বিপুল ধনযুক্ত ইংরাজ দিগের কারখানা লুট করিল এইসময়ে তাঁহারা যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন তাহার বার্ষিক রাজস্ব যষ্টি লক্ষ মূদ্রা ছিল এবং তাঁহাদের দ্বাদশ সহস্র অশ্বাকট ও ত্রিশশত সহস্র পদাতিক ছিল।

এই অদ্ভুত ঘটনার সম্বাদ যখন প্রথমে মহারাজ আরঞ্জাবের নিকট উপস্থিত হইল তিনি সুতরাং অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন এবং অবিলম্বে নিজ পৌত্র আজিম ওষাণকে শুবাদার করিলেন ও ইব্রাহিমকে আজ্ঞা করিলেন যে তাঁহার সাহসীপুত্র জবদস্ত খাঁকে সৈন্য সকল দিবেন এই শক্তিমান সৈন্যাদ্বারা তৎক্ষণাৎ সৈন্যসংগৃহ করিয়া বিদ্রোহকারিদিগের অনুেষণার্থে ভগবানগোলা পর্য্যন্ত আসিলেন প্রথমদিনে শত্রুদিগের কামান সকল বিফল করিলেন দ্বিতীয়দিনে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন তাহাতে রহিম খাঁ তাড়িত হইয়া মুরসিদাবাদ হইতে প্রথমত বর্জ্যমান অনন্তর উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন জমিদারেরা পুনর্বার মোগলদিগের পক্ষে হইলেন অতএব দেশে নির্বিরোধ হইবার উপক্রম হইল।

নূতন শুবাদার আজিম ওষাণ পাটনায় আসিয়া জবদস্ত খাঁর সাহসিক কর্ম্ম শুনিয়া বিবেচনা করিলেন

যে তাঁহার করিবার কারণ কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না একারণ যুদ্ধের আপদে পুনবার মম্ব হইতে তাঁহাকে বারণ করিলেন জবদস্ত খাঁ বুঝিলেন যে এই আজ্ঞা হিংসা প্রযুক্ত হইয়াছে একারণ কক্ষ পরিভ্রমণ করিতে প্রার্থনা করিলেন তাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন জবদস্ত খাঁ নিজ অনুবর্তী ও অধীন সৈন্য ৮ সহস্র সৈন্য আপনার সহিত লইলেন এই সকল বাহ্যলোভিত সৈন্যের সারভাগ সমন করিলে বোধ হয় এদেশের রক্ষা প্রায় ছিল না আজিম ওষাণ বর্দ্ধনানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং জমিদারদিগের ও অপর লোকের সহিত সম্প্রীতি করিলেন। রহিম খাঁ জবদস্তকে লৌহবৎ কঠিন জ্ঞানে যেকণ ভয় করিতেন রাজপুত্রকে রেসম তুল্য কোমল জ্ঞানে একপা তুচ্ছবোধ করিলেন অতএব রাজসভা যে সময়ে আনন্দ ভোগে মগ্ন ছিল তৎকালে তিনি লুণ্ঠি ও নদীয়া লুট করিয়া বর্দ্ধমানের অতি নিকটে উপস্থিত হইলেন।

আজিম ওষাণ বর্দ্ধনানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ঠান্ডা সাহেবকে তাঁহার নিকটে নায়েব পাঠাইলেন তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে কলিকাতার নিকটস্থ গুাম ও গোবিন্দপুর গৃহণ করিতে আজ্ঞা পায়েন একারণ রাজপুত্রের উপায়নার্থে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা এবং তাঁহার দেওয়ানের নিমিত্তে ৮ শতটাকার বনাত লইলেন। আজিম

শুধাণের মানস কেবল অর্থ সংগ্ৰহ ব্যতিরেকে ছিল না অতএব উপঢৌকন বিনা কার প্রতি কোন অনুগ্ৰহ করিতেন না। তিনি ইংরাজদিগের নায়েবকে সমাদরপূর্বক গৃহণ করিয়া অর্থ লইলেন ১৬৯৮ শালের জুলাইমাসে এসকল ভূমিক্রয় করিতে আজ্ঞাদিলেন যে স্থানে এক্ষণে নগর হইয়াছে পরবৎসর কোর্ট আবডি-রেক্টরের বাজালায় এক রাজ্যাংশ করিলেন এবং সর-চারলস আইয়র সাহেব দর্গ সম্পন্ন করিয়া ইংলণ্ডায় রাজার নামানুসারে কোর্ট উইলিয়াম নাম রাখিলেন।

রহিম খাঁ পনকার যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছেন ইহা শুনিয়া রাজপুত্রের অবিলম্বে তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে গমন উদ্ভিতছিল কিন্তু তিনি তাহানা করিয়া এক দূত পাঠাইলেন যেদূত তাঁহার নিকটে কহিল যে যদি তিনি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া আপনার কর্ম দেখেন তবে রাজপুত্র তাঁহাকে ক্ষমাকরিবেন তাহাতে ঐ বিরুদ্ধাচারী উত্তর করিল যে যদি তাঁহার প্রধান মন্ত্রী খাওয়াজা আনবাশকে পাঠান তবে তিনি অধীন হইবেন রাজপুত্র অসম্বুদ্ধিপ্রযুক্ত তাহাই করিলেন বিদ্রোহাচারির তাঁবুতে ঐমন্ত্রির আগমনকালে অতি সম্মান হইল কিন্তু প্রস্থানকালে তিনি খণ্ড২রূপে কাটা পড়িলেন অনন্তর রহিম খাঁ দেখিলেন যে রাজপুত্রের কেমনতে শুভাশা নাই একারণ যখন তিনি

সুরক্ষিত নাথাকেন এমন সময়ে তাঁহার সৈন্য আক্রমণ করিতে স্থির করিলেন এক প্রস্তুত বৃহৎ পাঠান সৈন্য আজিম ওষাণের সৈন্যস্থান আক্রমণ করিল ভয়প্রযুক্ত তিনি দ্রিৱদারোহণ করিবারাত্রি অতি প্রচণ্ডরূপে তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিল। যদি হামিদ খাঁ নামক একজন সেনাপতি চতুরতা প্রকাশ না করিতেন তবে তিনি নিশ্চিতরূপে মারাপড়িতেন হামিদ খাঁ উচ্চৈশ্বরে কহিলেন যে আমিই রাজপুত্র রহিনখাঁর সহিত বাহ্যযুদ্ধ করিতে প্রার্থনা করি তাহাতে এক শুনুল যুদ্ধ করিয়া অবশেষে হামিদখাঁ শত্রুর মস্তকচ্ছেদ করাতে তাঁহার সৈন্যেরা প্রভুর নাশ দেখিয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিল এই উদার হামিদ এই কন্মো পারিতোষিকস্বরূপ এক উপাধি পাইয়া ফৌজদারীকন্মো নিযুক্ত হইলেন। আজিম ওষাণ কিছু কাল বন্ধনানে থাকিয়া এক নূতন বাজার করিয়া আজিমগঞ্জ তাহার নাম রাখিলেন তথা হইতে শতকরা মুসলমানদিগের সাক্ষী দুই হিন্দুদিগের পঞ্চ ও খ্রীষ্টিয়ানদিগের সাক্ষী তিন মুদ্রা মাসুল স্থির করিলেন ইংরাজেরা কিন্তু এনিয়মে বদ্ধ ছিলেন না কারণ তাঁহারা মহারাজের আজ্ঞানুসারে তিন সহস্র মুদ্রা বার্ষিক শুল্ক দিতেন অপর কথিত আছে যে তিনি একেপ স্থলজ শুল্ক স্থির করিয়াছিলেন।

এই সময়ে কলিকাতায় ইংরাজদিগের বাসস্থান দীর্ঘও পরিপাটী হইয়াছিল তাঁহারা যেতিন গুনের সনন্দ পাইয়াছিলেন ঐতিন গুণ নদী তীরে সাদ্ধ ক্রোশ দীর্ঘ এবং অন্ধ্র ক্রোশ বিস্তৃত ছিল নিজস্ব সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্তে এতদেশীয় অনেক ধনি হিন্দুলোকেরা তৎস্থানে আসিয়া গৃহনির্মাণ করিয়া বাসকরিতে উপ-দিষ্ট হইয়াছিলেন তাহাতে হৃগলিস্থিত কৌজদার সন্নিধি হইয়া ভয় প্রদর্শনার্থে ঐ নূতন নগরে একজন কাজি রাখিতে স্থির করিলেন কিন্তু এক উপঢৌকনদ্বারা তাঁহার মানস ফিরিল ॥

আমরা এক্ষণে মুরসিদকুলি খাঁর বর্ণনা করি তাঁহার আর একনাম ছিল জাফর খাঁ তিনি মুরসিদাবাদ নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং মুসলমানদিগের যে সকল শুবাদার বাজালায় আসিয়াছিলেন সকল অপেক্ষা শক্তিমান ছিলেন তিনি এক দরিদ্র বৃদ্ধের পুত্র ছিলেন হাজি সফিয়ানামক একজন মুসলমান বণিক তাঁহাকে বাল্যকালে ক্রয়করিয়া রুদ্র করিলেন এবং ইম্পাহান দেশে লইয়া উত্তমরূপে বিদ্যাব্যব-হার প্রভৃতি শিক্ষা করাইলেন ঐ উপকারিব্যক্তির পরলোক হইলে তিনি দেকানদেশে গিয়া বেরারের দেওয়ানের নিকটে কর্মে নিযুক্ত হইলেন তথায় তিনি কর্মোপযোগি জ্ঞান ও বুদ্ধিবত্তা এমনত প্রকাশ

করিলেন যে নহারাজ আরঞ্জের সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে হাইদ্রাবাদের দেওয়ান করিলেন তিনি তৎকর্ত্তেও অতি বিশ্বাসের পাত্র হইয়া ১৭০১ শালে বাঙ্গালার দেওয়ান হইলেন অকবরের রাজ্য অবধি আরঞ্জের ও তাঁহার পূর্ববর্ত্তি নহারাজদিগের রাজ্য কালে বাঙ্গালায় নাজিম ও দেওয়ান এই দুইজন পরস্পর দমনে থাকিবেন এনিমিত্তে তাঁহাদিগের দস্তুরখানা সতন্ত্র হইয়াছিল। সৈন্যদ্বারা দেশরক্ষাকরণ বিরোধ ভঙ্গকরণ এবং কোন নিয়মকল্পণ এই সকল কৰ্ম্ম নাজিমের কর্ত্তব্য ছিল দেওয়ান সমুদায় রাজস্ব আদায় ও ব্যয় করিতেন নাজিম আত্মবেতন ও সৈন্যদিগের ব্যয় দেওয়ান হইতে পাইতেন কিন্তু তন্নিমিত্তে তাঁহাকে অনঙ্কুরা লিখিয়া পাঠাইতে হইত। দেওয়ান নাজিম হইতে ক্ষুদ্র কৰ্ম্ম করিতেন কিন্তু তথাপি অতি সম্মানিত ছিলেন।

মুরসিদকুলি খাঁ কৰ্ম্মপ্রাপ্তি কালে রাজসভা টাকায় থাকিতে তথায় গমন করিলেন এবং রাজস্বের অতিশয় অনিয়ম থাকাতে শুধরিবার কারণ যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন তিনি রাজকীয় খনব্যয়ে এমনত সাবধান ছিলেন যে রাজকুমার ও তাঁহার সভান্ত্রলোকে রাযাবৎ খন প্রার্থনা করিতেন তিনি তাবৎ কোনমতে দিতেন না একারণ রাজপুত্র তাঁহার হস্ত হইতে মক্ত

হইবার চেষ্টা করিলেন। একদিবস দেওয়ান সভায় যাইতেছেন এমনকালে রাজপুত্রের কতিপয় সৈন্য নিজঃ বেতনের আপত্তি করিয়া তাঁহার পথ রোধ করিল তিনি শিবিকা হইতে অবরোহণ করিয়া কোষ হইতে অসি বহিষ্করণপূর্ব্বক ভৃত্যাদিগকে বস্ত্ররোধ ভঙ্গ করিতে আজ্ঞাকরিলেন সৈন্যেরা তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইল। দেওয়ান রাজবাটী উপস্থিত হইয়া রাজপুত্রের সম্মুখে কহিলেন যে এই কুমন্ত্রণার মূল কারণ তিনিই হইয়াছেন অনন্তর ছোরা ধরিয়া কহিলেন যে যদি তুমি আমার প্রাণ প্রার্থনা কর আমি যুদ্ধকরিতে প্রস্তুত আছি নতুবা এমত কৰ্ম্ম আর কদাচ করিবে না। রাজপুত্র মহারাজের কঠিন স্বভাব জানিয়া অতি ভীত হইলেন এবং কহিলেন যে তিনি এবিষয়ে কোন দোষী নহেন কিন্তু দেওয়ান তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া এই বিষয় বিস্তারিতরূপে লিখিয়া মহারাজের নিকটে পাঠাইলেন মহারাজ রাজপুত্রকে এমত কঠিনরূপে লিখিলেন যে যদি তিনি দেওয়ানের শরীরে কিম্বা সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করেন তবে তিনি যথোচিত দণ্ড ভাগী হইবেন এবং মহারাজ তাঁহাকে বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া বেহারে বাস করিতে আজ্ঞা করিলেন অতএব তিনি রাজ মহলে গমন করিলেন কিন্তু তথাকার বায়তে শরী-

রের পীড়া হওয়াতে ১৭০৩ শালে পাটনায় গমন করিলেন এবং তাঁহার নামদ্বারা তদবধি ঐ স্থানের নাম আজিমাবাদ হইল।

১৭০০শত বৎসরের পরে পার্শ্বিয়ামেন্টে নানক সমাজ দ্বারা এক নূতন ও বিপক্ষ কোম্পানি ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে উদ্যত হইলেন তাঁহাদের নাম ইংলিশ কোম্পানি রহিল এবং পুরাতন কোম্পানি লাগুন কোম্পানি নামে বিদিত হইল। ঐ নূতন কোম্পানির ভারতবর্ষের নানা স্থানে এবং হুগলিতে অধ্যক্ষপূরণ করিলেন এইরূপে উভয় কোম্পানির মধ্যে এমত শত্রুতা হইল যে উভয় পক্ষের অতিশয় হানি জন্মাইল এবং প্রায় পঞ্চ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডীয় রাজসভাকে উভয় পক্ষের মিল করিতে হইল। ঐ উভয় কোম্পানি তদবধি উত্তর কালে ইউনাইটেড ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে বিদিত হইল ॥

১৭০৩ শালে মুরসিদখাঁ এক বৎসরের রাজস্বের হিসাব পরীক্ষার করিয়া মহারাজের সম্মুখে দেখাইতে দেখানে গমন করিলেন আরঞ্জেশ সিংহাসনোপবিষ্ট হওনাবধি বাঙ্গালা ও বেহার দেশে কদাচ এমত অধিক উৎপন্ন হয় নাই অতএব দেওয়ানের চতুরতা দ্বারা তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বাঙ্গালা



ও উড়িস্যার নায়েব নাজিম করিলেন এবং অতি সম্মুখজনক এক পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন তাহাতে আজিমওষণ অতি ক্ষুণ্ণ হইলেন কিন্তু তিনি মহারাজের স্বভাব জানিতেন একারণ সুতরাং সম্মত হইলেন ॥

১৭০৭ শালের ২১ ফিব্রুয়ারি মহারাজ আরঞ্জের একাধিক নবতি বর্ষ বয়স্ক হইয়া লোকান্তর গমন করিলেন তাঁহার জীবদ্দশায় মোগলদিগের রাজ্য বৃদ্ধিশাল হইয়া তদবধি হ্রস্ব হইতে আরম্ভ হইল তিনি তিন পুত্রের মধ্যে আপন রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন আজিমওষণের পিতা জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন মহারাজের মৃত্যুর পরদিনে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র আজিম সাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দিল্লী গমন করিলেন আজিমওষণ পিতামহের পাঁড়া শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে রাজ্যের নিমিত্তে বিবাদ করিতে বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিলেন তিনি এক প্রস্তুত সুশিক্ষিত সৈন্য ও স্বয়ং সংগৃহীত অষ্ট কোটি মুদ্রা সমভিব্যাহারে লইলেন । যখন তিনি শুনিলেন যে তাঁহার পিতামহের পরলোক হইয়াছে ও পিতৃব্য একাকী রাজ্য ভোগ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তখন পিতাকে সিংহাসনে স্থাপন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন তিনি প্রথমত আগ্রা অধিকার করিলেন এবং

বাহাদুর। ইহাতে বার্ষিক রাজস্ব এক কোটী মুদ্রা দিল্লী  
 যাইতে ছিল তাহা পথিমধ্যে আটক করিলেন অনন্তর  
 আরঞ্জের প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রের সৈন্যেরা আগ্রার  
 নিকটে জাজোর বিস্তৃত ভূমিতে যুদ্ধ করিল তাহাতে  
 আজিম সাহ ও তাঁহার দুই পুত্র সম্পূর্ণরূপে পরাজিত  
 হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে মারা পড়িলেন ঐ বিজয়া বেহাদুর  
 সাহ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন  
 ঐ দিনের বিজয় কেবল আজিম ওষাণের চেষ্ঠা দ্বারা  
 সম্পন্ন হওয়াতে তাঁহার পারিতোষিকস্বরূপে পিতা  
 তাঁহাকে পুনর্বার তিন দেশের শুবাদার করিলেন  
 এবং মুরসিদ কুলিখাঁকে বাহাদুর নায়েব রাখিতে  
 উপদেশ করিলেন রাজকুমার ভবিষ্যৎকালের সন্তান  
 সায়দ বংশীয় দুই বন্ধু দিগকে উচ্চ করিতে এই সময়  
 পাইয়া সায়দ আবদুল্লা খাঁকে এলাহাবাদের ও সায়দ  
 হুসিন খাঁকে বেহারের শাসনকর্তা করিলেন ।

১৭১২ শালে বেহাদুর সাহ পঞ্চবৎসর রাজত্ব করিয়া  
 লাহোরে পঞ্চত্ব পাইলেন তাঁহার পুত্রেরা তৎকালে  
 তাঁহার নিকটে তাঁবুতে প্রত্যেকে রাজ্যের নিমিত্তে  
 ব্যাগু হইলেন এবং সহমানে নিষ্পত্তি করিতে অশক্ত  
 হইয়া যুদ্ধের দ্বারা এবিষয়ের সমাধা করিতে স্থির  
 করিলেন যে যুদ্ধ হইল তাহাতে আজিম ওষাণ এক-  
 পক্ষে অপরপক্ষে সকল ভ্রাতারা হইলেন ঐ যুদ্ধে

আজিম ওষাণ পরাজিত হইলেন এবং যে  
হস্তির উপরে তিনি আরুঢ় ছিলেন ঐ হস্তী এক কামা-  
নের গোলায় আহত হইয়া প্রভুর সহিত রাবী  
নদীতে মগ্ন হওয়াতে উভয়ের প্রাণ নষ্ট হইল। মোই-  
শউদ্দিন আজিম ওষাণের একপুত্রকে নষ্ট করিয়া  
জেহান্নর সাহ নাম গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে  
উপবিষ্ট হইলেন। বাঙ্গালার ইতিহাস বর্ণনার পূর্বে  
দিল্লী সংক্রান্ত বিষয় সমাপ্ত করি।

১৭০৭ শালে যখন আজিম ওষাণ পিতার সহিত  
যুক্ত হইতে এতদেশে পরিত্যাগ করেন তখন আপ-  
নার পুত্র ফররুকের অধিকৃতস্বরূপে বাঙ্গালায় রাখিয়া  
গিয়াছিলেন ঐরাজকমার পরবৎসরে মুরসিদাবাদে  
গিয়া রাজকীয় কর্মে মনোযোগ না করিয়া শুবাদা-  
রের সহিত সৌহাদ্যপূর্বক পঞ্চবৎসর বাস করি-  
লেন পরে ১৭১২ শালে বেহাদর সাহ ও তাঁহার  
পুত্রের মৃত্যু হইলে ফররুক দিল্লীর রাজ্যপ্রাপ্তি বিষয়ে  
মুরসিদ কুলিখাঁর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন ঐনবাব  
তাহা অস্বীকার করিয়া সহজে বাঙ্গালা পরিত্যাগ  
করিতে পরামর্শ দিলেন ফররুক পাটনায় উপস্থিত  
হইয়া এক সরাইতে রহিলেন তাঁহার পিতাইহতে  
উন্নতি পাইয়াছিলেন যে সায়দ হুস্বিন আলি তৎ-  
কালে তিনি বেহারের শুবাদার ছিলেন ফররুক

সেই পিতার পুত্র হইয়া তাঁহার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন হুস্বিন আলি জেহান্দর সাহের শক্তিতে ভীত হইয়া তাহা অস্বীকার করিলেন ফরফর তাঁহাকে অনুগৃহ করিয়া একবার দর্শন দিতে প্রার্থনা করাতে তিনি তাহা অস্বীকার করিতে না পারিয়া এসরাইতে আসিলেন ফরফর তাঁহাকে এক বিরলগৃহে লইয়া কহিলেন যে লাহোরের যুদ্ধের পরে তাঁহার পিতৃব্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে বিনাপরাধে মারিয়াছেন অতএব মৃত্যু কিম্বা বন্ধন ব্যতিরেকে ঐ মহারাজ হইতে তাঁহার অন্যকোন আশা নাই। এইরূপে রাজ্যপ্রাপ্তির কারণ হাসিন আলির সাহায্য প্রার্থনা করিলেন কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা দ্বারা হুস্বিনের মানস ফিরিল না ইতিমধ্যে ফরফরের বালিকা কন্যা তিরস্করিণীর পক্ষাৎ হইতে আসিয়া তাঁহার পাদে পড়িল এবং পিতা ও তাঁহার পরিবারের প্রতি দয়া প্রার্থনা করিল এবং তাঁহার পিতৃানহের নিকটে যে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা স্মরণ করিতে কহিল। এবং অপর নিবেদন করিল যে তিনি ঐ ভাবিবদ্ধার সম্মান বাঁহার আজ্ঞা আছে যে কদাচ কৃতোপকারী ভুলিবেনা অতএব সে আজ্ঞায় কিরূপে মনোযোগ না করিবেন এই আবেদনকালে আজিম ওষানের পত্নী বহির্গমন করিয়া বিনয় করিতে

লাগিলেন এবং যবনিকামধ্যে অপর রমণীয়া উঠেঃ  
 স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হুসিন আলি এই  
 সকল মায়াবোধ করিতে অক্ষম হইয়া ফরফরের  
 প্রতি বদন করিয়া কহিলেন আমি জীবন পর্য্যন্ত  
 তোমাকে দিতেপারি অতএব তোমার কর্ম্মে তাহা  
 নিমগ্ন করিলাম। হুসিন পরদিনে তাঁহাকে পাট-  
 নায় লইয়া হিন্দুস্থানের মহারাজ বলিয়া ঘোষণা  
 করিলেন আলাহাবাদের শুবাদার সাইদ আবদুল্লা এ  
 বিষয় শুনিয়া চমৎকারজ্ঞানপূর্ব্বক তাঁহার উপকা-  
 রির পুত্র ফরফরের পক্ষে সাহায্য করিতে স্থির  
 করিলেন এইরূপে দুইভাই তাঁহাকে সিংহাসনে  
 স্থাপন করিতে সচেষ্টক হইলেন ইতিমধ্যে বাঙ্গালার  
 বার্ষিক কর আলাহাবাদে উপস্থিত অওয়াতে সাইদ  
 আবদুল্লা আটক করিলেন সাইদ ফরফর রাজ্য  
 প্রাপ্ত হইলে অনেক বৃদ্ধির সহিত দিতে স্বীকার করিয়া  
 পাটনাস্থিত বণিক্লোক হইতে বহুধন ঋণ করিলেন  
 এই উপায়দ্বারা তিনি বারাগসীযাত্রা করিলেন এবং  
 তথায় ঐকপ নিয়মদ্বারা বণিক্লোক হইতে কিয়ৎ  
 মুদ্রা লইলেন অনন্তর সৈন্য বৃদ্ধি করিতে আলাহা-  
 বাদে উপস্থিত হইলেন তথায় আবদুল্লার সহিত  
 মিলিত হইয়া দুইভ্রাতায় পঞ্চবিংশতি সহস্র অশ্বা-  
 কট ও একপ্রস্তুত গোলন্দাজ সংগৃহ করিলেন পরে

১৭১৩ শালের জানুয়ারি মাসে জেহান্দর সাহের ও ফরফরের সৈন্যেরা আগুার নিকটে যুদ্ধ আরম্ভ করিল সমস্ত দিন ব্যাপিয়া যুদ্ধের পর জেহান্দর সাহের সৈন্যেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হওয়াতে কিঞ্চিৎ পরে তিনি স্বয়ং মারা পড়িলেন এবং ফরফর সূতরাং সর্বত্র মহারাজরূপে বিদিত হইলেন নূরসিদ কুলিখাঁর সহিত যদি বিরোধ করিতে বিশিষ্ট হেতু ছিল তথাপি পূর্ব প্রাপ্তকর্মে নিযুক্ত রাখিলেন নূরসিদ পূর্বগত তিন মহারাজের নিকটে যেকপে বার্ষিক কর পাঠাইয়া ছিলেন ইহাঁর নিকটেও সেইরূপে পাঠাইলেন ॥

নূরসিদকুলিখাঁ মানুদ্রিক বাণিজ্য দ্বারা বাঙ্গালার অতি উন্নতি দেখিয়া মোগল দিগকে এবং আরবীয় দিগকে ঐ বাণিজ্য করিতে উৎসাহান্বিত করিলেন এবং ভিন্ন দেশীয় বিশেষত ইংরাজলোক দিগের কারখানা সুরক্ষিত দেখিয়া ঈর্ষান্বিত ছিলেন একারণ স্বশক্তিতে স্থিরতর হইবা নাহে ইংরাজেরা রাজকুমার সুজা হইতে ও মহারাজ আরঞ্জিব হইতে যে সকল সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তিনি তাহা অমান্য করিয়া এতদেশীয় লোকের ন্যায় শুষ্ক বা পুনঃ উপায়ন প্রদান করিতে আচ্ছা করিলেন এই আপত্তিতে ইংরাজেরা ক্রুদ্ধ হইয়া দুইজন প্রধান ভৃত্য ও এতদেশীয় কুমন্ত্রণায় পট আরমানিদেশীয়

খুজীসরহান্দ নামক একজন এবং তাঁহাদিগের চিকিৎসক স্বরূপ উলিয়াম হামিলটন সাত্বে এই চারি জনকে দিল্লীস্থ মহারাজের নিকটে দৌত্যকৰ্ম করিতে পাঠাইলেন তাঁহারা যে সকল উপায়ন দ্রব্য সমভিব্যাহারে লইলেন সে বহুমূল্য এবং দুর্লভ তাহার মূল্য পুায় তিনলক্ষ মুদ্রা ছিল কিন্তু ঐ আরমানি দেশীয় মহাশয় দিল্লীতে সম্বাদ পাঠাইলেন যে তাঁহারা দশলক্ষ টাকার দ্রব্য লইয়া চলিলেন তাহাতে তাঁহাদের মেঘে দেশে দিয়া যাইতে হইবে তত্ত্বস্থানের শাসনকর্তাদিগের প্রতি নিজঃ লোক দ্বারা তাঁহাদিগকে নিরুদ্ধে পাঠাইতে মহারাজ ফরকর আছা করিলেন । সায়দ বংশীয় যে দুই ভ্রাতা ফরকরকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহারা তৎকালে রাজসভায় অতি প্রধানপদস্থিত ছিলেন কিন্তু মহারাজ তাঁহাদিগ দ্বারা যাদৃশ উপকৃত হইয়াছেন তাদৃশ সম্মান করিতেন না রাজসভায় খোজা হুস্বিন্ নামক আর একজন মহারাজের প্রিয়পাত্র ছিলেন তাঁহাকে মহারাজ খান দৌরান অর্থাৎ অর্থব্যয়ের কৰ্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ঐ দূতেরা রাজসভায় উপস্থিত হইয়া নিয়মিত নম্রিদিগের নিকটে নিবেদন না করিয়া ঐ মহাশয়ের নিকটে নিবেদন করিয়াছিলেন ॥

যখন ঐ দূতেরা বাঙ্গালা ও পশ্চিম দেশ দিয়া অতি প্রাগজ্যপূর্বক গমন করিলেন তখন বাঙ্গালার শুবাদার তাঁহাদিগের পুতি জঁষানিত হইলেন তাঁহাদের মানস ইংরাজ দিগকে তাঁহার কতৃৎ হইতে মোচন করিবেন তিনি ইহা জানিয়া ঐ মানন বিফল করিতে পুতিছা করিলেন এবং যদি এক দৈব ঘটনা না হইত তবে ঐ পুতিছা সফল করিতেন রাজপুত বংশীয় রাজা অজিত সিংহ নামক এক হিন্দুরকন্যাকে মহারাজ বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন ঐ কন্যাও দিল্লীতে আনীত হইল ইতিমধ্যে মহারাজের দৃঢ়তর পীড়া হইল কোন বৈদ্যেরা উপশম করিতে না পারাতে সুতরাং বিবাহ তৎকালে রহিত হইল পরে খোজা হুসিনের পরামর্শানুসারে ইংরাজি চিকিৎসক হামিলটন সাহেব আহত হইয়া মহারাজকে সুস্থ করিলেন তাহাতে মহারাজ চিকিৎসকের ইচ্ছানুসারে পারিতোষিক দিতে স্বীকার করিলেন ঐ মহাশয় বটন সাহেবের উত্তম রীতির অনুযায়ী হইয়া যে নিমিত্তে এই দূতেরা আগমন করিয়াছেন তাহাই মহারাজের নিকটে প্রার্থনা করিলেন মহারাজ তাহা করিতে স্বীকার করিলেন কিন্তু বিবাহোৎসবে ছয়মাস যাপন হওয়াতে তন্মধ্যে তাহাদের নিবেদনপত্র ক্ষত হইল না। ইংরাজদিগের



প্রার্থনা হিন্দু যে কলিকাতাস্থিত অধ্যক্ষের স্বাক্ষরিত  
 ছাড়পত্রে যে২ দ্রব্য নির্দিষ্ট থাকিবে তাহা এতদ্দেশীয়  
 নৃত্যেরা রোধ বা অনুসন্ধান না করেন এবং মুর-  
 সিদাবাদস্থিত মন্ডালয়ে তিন দিন কোম্পানির  
 টাকা মুদ্রিত হইবে যেসকল এতদ্দেশীয় বা উইরোপীয়  
 লোকেরা ইংরাজদিগের ঋণী আছেন তাঁহারা কলি-  
 কাতাস্থিত অধ্যক্ষের অধীনতায় আসিবেন এবং কলি-  
 কাতার চতুর্দিকে অষ্টত্রিংশৎ গ্রাম বা নগর ইংরাজেরা  
 ক্রয় করিতে পারেন। মন্ত্রিরা এই সকল প্রার্থ-  
 নায় প্রথমত অনেক আপত্তি করিলেন কিন্তু অব-  
 শেষে সকলি দত্ত হইল ইংরাজদিগের আগমন  
 কালে তাঁহারা কথিত হইলেন যে ঐ সনন্দে কেবল  
 উজির স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা পুনঃ২  
 প্রার্থনা করিলেন যে মহারাজ স্বাক্ষর করেন কিন্তু ঐ  
 বিষয় নিষ্পত্তির কারণ তাঁহাদিগকে দুইবৎসর  
 অপেক্ষা করিতে হইল এবং যদি সুরতস্থিত ইংরাজ  
 দিগের অধ্যক্ষ তথাকার কারখানা ত্যাগ করিয়া  
 বোম্বে পলায়ন না করিতেন তবে বোধ হয় ঐ সনন্দে  
 মহারাজের মুদ্রা দুলভ হইত। মন্ত্রিরা ঐ বৃত্তান্ত অব-  
 গত হইয়া পুনর্বার যদি ইংরাজেরা মোগলদিগের  
 জাহাজ ও তীর্থযাত্রিদিগকে রোধ করেন একারণ  
 ভীত হইয়া ত্বরায় সম্পন্ন করিলেন।

ঐ দূতেরা ১৭১৭ শালে সুসিদ্ধ হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন মুরসিদকুলিখাঁ তাঁহাদের সুসিদ্ধিতে ক্রুদ্ধ হইলেন। ইংরাজদিগকে যে অষ্টত্রিংশ গুণের অনুজ্ঞা দত্ত হইয়াছিল তাহা কলিকাতার দক্ষিণ নদীর উত্তর তীরে পঞ্চকোশ বিস্তৃত ছিল সুতরাং ইংরাজদিগের ঐ নদীর কত্বে ও সামুদ্রিক বাণিজ্যে প্রভুত্ব হইতে পারে মুরসিদ ঐ সনন্দের অন্যবিষয় দিতে সম্মত হইলেন কিন্তু ভূমি বিষয়ে বাধা করিতে উদ্যত হইয়া সকল জমিদারকে লিখিলেন যে যদি তাঁহারা একঅঙ্গুলি ভূমি ইংরাজদিগকে প্রদান করেন তবে যথোচিত দণ্ডভাগী হইবেন এইরূপে সমুদায় আশা বিফল হইল কিন্তু অন্যান্য বিষয় যাহা প্রাপ্ত হইল তাহাতেও বিস্তর উপকার হইল। দূতদিগের প্রত্যাগমনের পর এতদেশীয় ও ইউরোপীয় কলিকাতাহিত লোকেরা এক প্রকার স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলেন ঐ স্বাধীনতা স্থানান্তরিত লোকেরা অজ্ঞাত ছিলেন চণ্ডিগ হইতে বণিকেরা তথায় আসিয়া বাসগৃহ ও দপ্তরখানা নির্মাণ করিলেন অবিলম্বে পুায় তিন লক্ষ মোন জাহাজে বোঝাই হইল এইরূপে কলিকাতা ভারতবর্ষের মধ্যে চনৎকৃত বাণিজ্য স্থান হইল।

১৭১৮ শালে দিল্লী হুজুরাজসভাদ্বারা মুরসিদ কুলিখাঁ বেহার বাঙ্গালা ও উড়িস্যা এই তিন দেশের নাজিন

ওমেওয়ান কৃত হইলেন আকবরের অধিকারের পর  
মোগল রাজ্যমধ্যে এমনত শক্তি কোন ব্যক্তি পুাপ্ত হন  
নাই। পরবৎসর হতভাগ্য করকর কোন নিষ্ঠুরব্যক্তি  
দ্বারা নারাপড়াতে মহম্মদ সাহ মহারাজ হইলেন  
নূতন মহারাজের রাজ্যপুাপ্তিকালে যেকপ করিতে  
হয় নাজিম তদনুৰূপ উপায়ন ও বার্ষিক কর পুরণ  
করিয়া নিজকৰ্ম্মে দৃঢ়ীকৃত হইলেন।

তিনি অষ্টাদশ বৎসর পর্য্যন্ত বিনাবাধায় বাঙ্গালা  
শাসন করিয়া রাজস্ব আদায় বিষয়ে উপযুক্তরূপে  
রীতি পরিভর্ন করিয়াছিলেন তৎকৰ্ম্মে নিযুক্ত যে  
সকল প্রাচীন জাইগিরদার ছিলেন তাঁহাদিগের  
অধিকাংশকে তিনি পদচ্যুত করিয়াছিলেন তিনি এ-  
তদ্দেশকে ত্রয়োদশ চাকলায় বিভক্ত করিয়াছিলেন  
তাহার মধ্যে দুই চাকলা উড়িস্যার অন্তর্গত ছিল এবং  
পঞ্চ চাকলা গজার পশ্চিমভাগে অপর ছয় চাকলা  
পূর্বভাগেছিল এই সকল বৃহৎ অংশমধ্যে ক্ষুদ্র  
জমিদারী ভাগ ছিল এই রূপক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিভাগের  
রাজস্ব আদায় করিতে জমিদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন।  
দিনাজপুর নবদ্বীপ রাজসহাই পুভূতি স্থানের হিন্দু  
রাজা সকল তাঁহার দ্বারা কৃত হইয়াছেন তাঁহাদিগের  
পূর্বপুরুষেরা পুথমত ভিন্ন চাকলার পুদেশ হইতে  
রাজস্ব আদায় করিতে নিযুক্ত ছিলেন পরে ক্রমে

খনবান্ ও শক্তিমান্ হইলেন অবশেষে ঐ অধিকার  
 পৈতৃক বলিয়া ক্রমাগত হইল এইরূপে ১৭২৫ শালে  
 রামজননামক এক ব্রাহ্মণের হস্তে রাজসহাই অর্পিত  
 হইল পুায় ঐসনয়ে রামনাথনামক এক ক্ষুদ্র কিন্তু  
 ক্ষমতাপন্ন জমিদারের নিকটে দিনাজপুর বিন্যস্ত  
 হইল রঘুরামনামে এক ব্রাহ্মণের নিকটে নবদ্বীপ  
 সমর্পিত হইল। বীরভূম ও বসন্তপুরে সেরূপ হইল না  
 সের সাহের সহিত যে পাঠান বংশীয় মুসলমানেরা  
 আসিয়াছিলেন তাহাদিগের সম্ভান এক জেনের হস্তে  
 বীরভূম নিক্ষিপ্ত হইল তিনি সরকারে অতি অল্প  
 রাজস্ব দিতেন কারণ তথাকার পাশ্চাত্য পর্য্য-  
 তীয় দস্যুদিগকে নিবারণার্থে তাহার একপুস্তত  
 সৈন্য রক্ষা করিতে হইল। বসন্তপুর ক্ষুদ্রপর্বতময়  
 ও ক্লেশজনক স্থান ছিল একারণ যে পরিবারে সহস্র  
 বৎসর হইতে অধিক কাল পর্য্যন্ত তৎস্থান শাসন  
 করিয়াছিল তাহাদিগের হস্তেই দত্ত হইল। নবাব  
 পুংয় হিন্দুদিগকে রাজস্ব আদায় করিতে নিযুক্ত  
 করিতেন কারণ তাহারা সুবোধ ও উত্তম হিন্দাবী  
 ছিলেন।

এই সকল বিষয় জমিদারদিগের হস্তগত করিবার  
 পূর্বে তিনি নিজলোকদ্বারা উত্তমরূপে অনুসন্ধান  
 করিলেন এবং তাহাদিগের বিবরণদ্বারা করের পরি-

বর্ত্ত করাতে পুায় একাদশ লক্ষমুদ্রা অধিক পাই-  
 লেন। ১৭২২ শালে তাঁহার রাজস্বের খাতাসমাপ্ত  
 হইল মোগলদিগের এতদেশ জয়ের পর এই খাতা  
 তৃতীয় হইল এবং তাহাতে এককোটি দ্বিচত্বারিংশৎ  
 লক্ষ অষ্টাশীতি সহস্র মুদ্রা নির্দিষ্ট হইল এবং সমু-  
 দয় হইতে ত্রয়স্বিংশৎলক্ষ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক  
 রাজকীয় কর্ম্মার্থে অর্থাৎ দেওয়ানী ফৌজদারী ও  
 জনস্থিত সৈন্যরক্ষা এই সকল বিষয়ে ব্যয় হইত  
 এবং যেস্থান হইতে এই ধন উৎপন্ন হইত তাহাকে  
 জাইগিরবলা যাইত। ব্যয়াবশিষ্টে বাঙ্গালার উৎপত্তি  
 ১০২৬০০০০ মুদ্রা ছিল এবং যে সকল স্থান হইতে এই অর্থ  
 উৎপন্ন হইত তাহাকে খন্সাবলা যাইত। মুরসিদকুলি  
 খাঁ প্রতিবৎসর এইধন যথাক্রমে দিল্লীস্থ মহারাজের  
 ভাণ্ডারে প্রেরণ করিতেন অতএব যে কেহ মহারাজ  
 হইউন তিনি এইতিন প্রদেশের শুবাদার ছিলেন।  
 সমুদায় নগদ টাকা নিয়মমতে বৎসর অতীত হইবা  
 মাতে দুইশত বা অধিক গো-শকটে নিবিষ্ট করিয়া  
 নবাব স্বয়ং ও মন্ত্রিরা মুরসিদাবাদ হইতে কিয়দূর  
 পর্য্যন্ত রক্ষক দিগের সহিত যাইতেন পরে একজন  
 নায়েব কোষাধ্যক্ষের নিকটে অর্পিত হইত যিনি  
 তিনশত অশ্বাকৃ ও পঞ্চশত পদাতিকের সহিত  
 দিল্লীতে লইয়া যাইতেন এইক্রমে পঞ্চদশ বৎসর ও

ময় মাস কালের মধ্যে তিনি যে প্রায় সাত্ত্বি ষোড়শ কোটীমুদ্রা লিলীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার লিখন অদ্যাপি আছে ।

দেশরক্ষার্থে ও রাজস্ব আদায় করিতে যেসকল সৈন্য ছিল । তাহা দুইসহস্র অশ্বাকৃৎ এবং চারিসহস্র পদাতিক হইতে অধিক নহে তাঁহার পূর্বে নাজির নিজ রক্ষার্থে তিন সহস্র অশ্বাকৃৎ সৈন্য রাখিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহাদিগকে বিদায় করিয়া বৎসরে দশ লক্ষ মুদ্রা রক্ষা করিলেন তিনি সমুদায় হিসাব আপনি দেখিতেন কোন জনক এবিষয়ে বিশ্বাস করিতেন না । রাজস্বের আদায়ে তিনি অতি কঠিন ছিলেন ঐসকল ক্ষুদ্র বা বৃহৎ রাজ্যাংশে যে সকল জমিদারেরা নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারা কেহ এক টাকা বা কী রাখিতে সমর্থ হইতেন না তাঁহার শক্তিতে সকলে এমনত ভীত ছিল যে একবার সম্বাদ দিবানাত্রে সমুদায় বকেয়া আদায় হইত যদি কোন হিন্দুনোকেরা শঠতা করিত তিনি তাহাদিগকে অপরিবারে মুসলমান করিতেন এবং রাজস্ব আদায় করিতে যেসকল ভৃত্যেরা নিযুক্ত ছিল তাহারা প্রজার প্রতি অতিশয় ক্রুরতা প্রকাশ করিত কিন্তু এবিষয় তাঁহার জ্ঞান পূর্বক ছিল কিনা তাহাতে সন্দেহ হয় যে জমিদারদিগের বকেয়া থাকিত তাহাদিগের প্রতি নাজির

অহম্মদনামক একব্যক্তি নানা পুকার ক্লেশ জনক কর্ম করিতেন কিন্তু ক্রুরতা বিষয়ে নবাবের দোহিত্রী পতি সায়দরেজাখাঁ সর্বোৎকৃষ্ট ছিলেন তিনি রাজ-ষের আদায় কারণ এক পুষ্করিণী খনন করিয়া বিষ্ঠা মূত্র ও নানা প্রকার অতিদুর্গন্ধ দ্রব্য দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন যে জনিদারদিগের কর বাকী থাকিত তাঁহাদের গলায় রজ্জু দিয়া ঐস্থান মধ্যে টানাটানী করিতে আজ্ঞা করিতেন এবং ঐ মহাশয় পরিহাস পূর্বক তৎস্থানকে বৈকুণ্ঠ কহিতেন ।

মুরসিদকুলিখাঁ সপ্তাহে দুইদিন বিচার করিতেন তাঁহার বিচার এমনত পক্ষপাত বিহীন ছিল যে হিন্দু স্থান মধ্যে সুখ্যাত হইল তিনি একমাত্র স্ত্রী বিবাহ করিয়াছিলেন এবং কদাচ পুরী মধ্যে যণ্ড রাখেন নাই তিনি সর্বদা দূর্ভিক্ষ নিবারণে সমতৃ ছিলেন একারণ কদাচ ধান্যাদি স্থানান্তর করিতে দিতেন না স্বয়ং মুসলমান শাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন এবং বিদ্বান্ লোকদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেন তাঁহার হৃদয় সর্বলোকের প্রতি দানশীল ছিল এবং তাঁহার ব্যবহার শঠতাশূন্য ছিল তিনি অতি সামান্য দ্রব্য আহার করিতেন কদাচ সুভোগে রত হইতেন না কেবল তাঁহার জীবন বিষয়কর্ম্মে সর্বতোভাবে নিমগ্ন ছিল ॥

১৭২৪ শালে জীবনের শেষাবস্থা বুঝিয়া অতি

সুদৃশ্যরূপে নিজ গোরস্থান নির্মাণ করিতে আচ্ছা করিলেন। তিনি যেপদ স্বয়ং ভোগ করিলেন ঐপদে নিজ দোহিত্র সফরাজখাঁকে স্থাপন করিতে যথেষ্ট চেষ্টাকরিলেন কিন্তু ঐ বালকের পিতা সুজাউদ্দিনখাঁ যিনি তৎকালে উড়িস্যার শাসনকর্তা ছিলেন স্বয়ং শুবাদারী প্রাপ্ত হইতে স্বশুরের চেষ্টা বিফল করিতে উদ্যোগ করিলেন তাহাতে তাঁহার পরমবন্ধু দিল্লী-হিত একপ্রধান মন্ত্রী মুরসিদকুলিখাঁর পরলোক হইলে তৎকর্ত্ত তাঁহাকে দিতে মহারাজের আচ্ছা করাইয়া তাঁহার যত্ন সফল করিলেন। মুরসিদকুলিখাঁ পরবৎসরে ইং ১৭২৫ শালে লোকান্তর গত হইলেন তিনি চতুর্বিংশতি বৎসর বাঙ্গালা শাসন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে অষ্টাদশবৎসর তাঁহার উপরি কর্তৃত্ব করিবার লোক ছিল না সুজাউদ্দিননবাবের পারীরিক কুশলসম্বাদ প্রতিদিন প্রাপ্ত হইবার কারণ মুরসিদাবাদে দূত স্থাপন করিয়াছিলেন যখন শুনিলেন তাঁহার ব্যাবি হইতে মুক্ত হইবার আর সম্ভাবনাই তৎকালে তিনি মুরসিদাবাদে আসিতে বাত্নাকরিলেন এবং পার্শ্বমাধ্য নবাবের মৃত্যু সম্বাদ ও মহারাজ হইতে তৎকর্ত্তে নিষোগ পত্র পাইয়া ত্বরাপূর্ব্বক মুরসিদাবাদে আসিয়া দেখিলেন যে তাঁহার পুত্র ঐ গদী অধিকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন কিন্তু যখন ঐ



বালক জানিলেন যে তাঁহার পিতা দিল্লীস্থ রাজসভার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তখন বিবেচনা পূর্বক ঐ ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন সুজা উদ্দিন সুতরাং ১৭২৫ শালে বাঙ্গালার নাজিম ও দেওয়ান হইলেন। মুরসিদ কুলিখাঁ যদিও ইংরাজদিগের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন ও তাঁহা দিগের বাধুর ব্যাঘাত সর্বদা করিতেন তথাপি তাঁহারা কোর্ট অব ডিরেকটরের প্রতি যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা দ্বারা বোধহইতেছে যে তাঁহারা তাঁহার মৃত্যুতে অতি দুঃখিত হইয়াছিলেন ॥

সপ্তম অধ্যায়।

সুজাউদ্দিন তুরকীয় খোরাসান বংশোদ্ভব ছিলেন তাঁহার জন্ম ভূমি দেকান দেশান্তর্গত বুরহান পুরছিল তিনি বাল্যকালে মুরসিদ কুলিখাঁর সহিত সৌহার্দ্য করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিলেন যখন মুরসিদ বাঙ্গালার দেওয়ান হইলেন তখন জামতাকে উড়িস্যায় মায়েব পাঠাইলেন অনন্তর মিরজা মুরসিদ নামক এক জন সুজার কুটুম্ব হাজি আহম্মদ ও মিরজা মহাম্মদ আলি এই দুই পুত্রকে সুজার নিকটে রাখিলেন তাঁহারা দুই ভ্রাতা বিশেষত মিরজামহম্মদআলি বাঙ্গালার ইতিহাস মধ্যে অতি সুখ্যাত হইলেন ঐ ব্যক্তি মুরসিদ কুলিখাঁর মৃত্যুর পরে পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত আলি বর্দি খাঁ নাম গৃহণ করিয়া রাজকীয় শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন

তাহারা দুই ভ্রাতা সরকারি কর্মে নিযুক্ত হইয়া স্বকীয় ক্ষমতা প্রযুক্ত সূজার নিয়ম সকল সর্বজন মনোনীত করিতেন।

মোগল রাজ্যের নিয়ম ছিল যে সরকারের যে কোন লোক যাবদ্বন্দ্ব সঞ্চয় করিবেন তাহার মৃত্যু হইলে সমুদায় মহারাজগাণি হইবে অতএব সূজা মৃতশুবাদার তাহার শ্বশুর যাবৎ সম্পত্তি রাখিয়া ছিলেন সমুদায় গৃহণ করিয়া একষষ্ঠি লক্ষমুদ্রা দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন বোধ হয় তত্বুল্যধন আপনিও রাখিলেন এইবৃহৎ উপাধনদ্বারা মহারাজ তাহার শুবাদারী কর্ম দৃঢ়তর করিলেন কিন্তু বেহারদেশে অপর একজন শুবাদার করিলেন। সূজা নিজপুত্র সফরাজখাঁকে বাঙ্গালার দেওয়ান করিলেন এবং রায় আলমচাঁদনামক একহিন্দুকে রায়রায়ান উপাধি দিয়া তাহার নায়েব করিলেন অনন্তর সমুদায় আবশ্যক কার্য বিবেচনা করিবার কারণ এক সভা স্থাপন করিলেন তাহাতে হাজিআহম্মদ মিরজা মহাম্মদ আলি আলমচাঁদ এবং মহারাজের বণিক্ জগৎ সেট এই কয়েক জন ছিলেন। তিনি দয়াপূর্বক রাজত্ব করিতে আরাম্ভ করিলেন তাহার পূর্বগত শুবাদার যে সকল জমিদার দিগকে বাকী প্রযুক্ত বদ্ধ রাখিয়া ছিলেন তিনি তাহাদিগকে মুক্ত করিলেন। এইরূপ নম

স্বভাব থাকিলেও তিনি প্রথম বৎসরে বাঙ্গালার  
ও উড়িস্যার রাজস্বইহাতে এককোটি অষ্টাধিক চত্বারিংশ-  
শত লক্ষ মুদ্রা দিল্লীতে পুরণ করিতে গমর্থ হইলেন কিন্তু  
উহার মধ্যে তাঁহার স্বশ্রুতের ধন অবশ্যই ছিল।

মুর্সিদেব মৃত্যুর এক বৎসর পরে ১৭২৬ শালে  
বিচারার্থে মাদ্রাজে যে কপ নগরাধ্যক্ষের বিচারস্থান  
ছিল সেই কপ কলিকাতায় হইল তাহাতে ইং রাজ  
জাতীয় একজন নগরাধ্যক্ষ ও কতিপয় মণ্ডল ছিলেন।  
যৎকালে ঐ কপ ধর্ম্মাধিকরণ মাদ্রাজে স্থাপিত হয়  
তৎকালে কোর্ট অব ডিরেকটর দিগের ইচ্ছা ছিল যে  
কতিপয় তদ্দেশীয় ও পোর্তুগিস এবং আরমেনিয়ানেরা  
তাহাতে নিযুক্ত থাকেন কিন্তু তাঁহারা সকলেই ঐ কর্ম্ম  
অস্বীকার করিলেন। এবং কলিকাতায় ঐ অধিক  
রণের বিষয়ে তাঁহারা যে উপদেশ করিয়াছিলেন তাহার  
মধ্যে আছা করিলেন যে উহার আড়ম্বরী সহজ  
রূপে সংক্ষিপ্ত হইবে নতবা অধিক বিলম্ব হইলে যথার্থ  
বিচারে ও ঘৃণা হইবে ॥

সুজাউদ্দিন মুরসিদেব ন্যায় পরিমিতাচার ত্যাগ  
করিলেন তিনি অতি আড়ম্বরীতে ও সুভোগে রত ছিলেন  
মুরসিদ কুলিখাঁর পুরী অতিক্রম বোধ করিয়া তিনি  
এক নূতন উজ্জল পুরী নির্মাণ করিলেন এবং তদ্ব্যকপে  
অশ্বাকৃৎ ও পদাতিক সৈন্য পঞ্চ সহস্র হইতে পঞ্চ

বিংশতি সহস্র করিলেন কিন্তু তথাপি তাঁহার শাসন প্রথমতঃ এমনত বিবেচনাপূৰ্ব্বক ও ধীর ছিল যে সকল লোক কহিতেন যে তাঁহার সৌভাগ্য উপযুক্ত বটে ।

তাঁহার পদপ্রাপ্তির দুই বৎসর পরে বেহারের শুবাদার দোষী হওয়াতে পদচ্যুত হইলেন এবং ঐ শুবা পুনর্ব্বার বাঙ্গালার সহিত মিলিত হইল নূজা উদ্দিন নিজপুত্র সফরাজ খাঁকে ঐ শুবায় নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু তাঁহার পত্নী পুত্রকে বিদেশে পাঠাইতে অস্বীকার করাতে মিরজা মহাম্মদ আলি তথায় পুরিত হইলেন আলিবর্দিখাঁ নামে তিনি সুবিদিত ছিলেন এবং তৎ সময়ে তাঁহার ভ্রাতৃকমতাপন্ন জন কেহ ছিলেন না তিনি তদবধি ১৭৪০ শাল পর্য্যন্ত একাদশ বৎসর ক্রমিক বেহার শাসন করিলেন । প্রথমতঃ পাটনায় আসিয়া দেখিলেন রাজকীয় কর্ম্ম সকলি নিয়ম শূন্য হইয়াছে জমিদারেরা অবাধ্য হইয়াছেন ও চতুর্দিগে দস্যুরা দেশ লুটকরিতেছে অতঃপর এত অতিসাহসী আবদুল করিমখাঁর অধীনে এক পুস্তত পাঠান সৈন্য সংগ্রহ করিলেন পরে তাহাদের সাহায্য দ্বারা ও যে সৈন্য তিনি আনিয়াছিলেন তাহাদের সাহায্য দ্বারা দেশের সুনিয়ম করিলেন তিনি জমিদার দিগ হইতে অধিক নুদ্রা আদায় করিয়া সৈন্য বৃদ্ধি করিলেন পরে যখন সম্পূর্ণরূপে চেষ্টা সিদ্ধি হইল

তখন আবদুল করিমখাঁর অতিশয় অহঙ্কার হওয়াতে তাঁহার প্রাণদণ্ড করিলেন এবং কথিত আছে যে এই কর্মদ্বারা অবাধ্য ব্যক্তির ভীত হওয়াতে তাঁহার শক্তি দৃঢ়তর হইল।

প্রায় এই সময়ে আফ্রিয়ার মধ্যস্থ নিদরলগু নিবাসি কতিপয় বণিক্ লোকেরা পূর্বদেশে বাণিজ্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া আস্তেন্দদেশে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপনাকরিতে জর্মনিস্থিত মহারাজ হইতে আজ্ঞা পাইলেন তাঁহারা বাঙ্গালায় অনেক জাহাজ প্রেরণ করিয়া বহুলাভজনক বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন কিন্তু তাহাতে ইংরাজেরা ও ওলন্দাজেরা হিংসক হইয়া এতদেশ হইতে তাঁহাদের মূলোৎপাটন করিতে চেষ্টায় রত হইলেন ঐ নূতন বণিকেরা চন্দ্রনগরের বিপন্নীত পারে বাঁকী বাজার নামক এক স্থানে দুর্গ করিলেন পরে ১৭৩৩ শালে তাঁহারা বাঙ্গালা হইতে তাড়িত হইলেন এবং তাঁহাদের দুর্গভগ্ন হইয়া সমভূমি হইল।

সুজা উদ্দিন মুরসিদ কুলিনামক জামাতাকে ঢাকা অঞ্চলের নায়েব নাজিম করিলেন তিনিও মীরহুসুবা নামক একজনকে নিজ দেওয়ান করিলেন ঐজন পারসীকের অন্তর্গত সেরাজ দেশে জাত এবং হুগলিতে দালালীকর্ম করিতেন তিনি লিখিতে বা পড়িতে

জানিতেননা কিন্তু উৎকৃষ্ট বুদ্ধিজীবী ছিলেন যখন তিনি ঢাকায় নিযুক্ত ছিলেন তৎকালে ত্রিপুরার স্বাধীন রাজার ভ্রাতৃপুত্র পিতৃব্যের সহিত বিরোধ করিয়া একজন মুসলমান জমিদারের নিকটে আশ্রয় লইলেন ঐ জমিদার তাঁহাকে মীরহুসেইনের নিকটে সোপারোধ করিলেন তাহাতে দেওয়ান ত্রিপুরা জয় করিতে উত্তম অবসর বুঝিয়া এক প্রস্তুত সৈন্যের সহিত বুদ্ধপুত্র নদ পার হইয়া রাজা সতর্ক হইবার পূর্বে ঐদেশে প্রবেশ করিলেন রাজা সুতরাং পর্ত মধ্য পলায়ন করিলেন মীরহুসেইন তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রকে ঐসিংহাসনে স্থাপিত করিয়া তথাকার রাজস্বের অধিকাংশ বাঙ্গালার শুবাদারকে দিতে প্রবৃত্ত করিলেন ঐরাজ্য অতিপূর্ষকালাবধি স্বাধীন হইয়াছিল কিন্তু তদবধি মুসলমান রাজ্যে যুক্ত হইল পর বৎসর মুরসিদকুলি উড়িস্যার নায়েব শুবাদার হইয়া মীরহুসেইন দেওয়ানকে সমভিব্যাহারে লইলেন তাঁহার নিয়মদ্বারা তদ্দেশের ব্যয় হ্রাস ও রাজস্ব বৃদ্ধি হইল এতৎ পূর্ষশুবাদারের অধিকার কালে ক্ষুদ্র রাজার অপকার করাতে তিনি জগন্নাথ বিগ্ৰহ লইয়া উড়িস্যার সীমা চিল্ক দীঘী পারে গিয়াছিলেন তাহাতে তীর্থ যাত্রিকেরা যে প্রায় নয় লক্ষমুদ্রা কর দিতেন তাহা রহিত হওয়াতে রাজস্বের ন্যূনতা হইল মুরসিদকুলি

ও তাঁহার দেওয়ান প্রথমতঃ উড়িস্যায় গিয়া রাজ্য  
ইহাতে ঐ বিগৃহ আনিয়া পুরীতে স্থাপন করিলেন  
তাহাতে তীর্থ যাত্রিকেরা পূর্ববৎ তথায় আসাতে  
ঐ কর উৎপন্ন হইল।

নূরসিদ কুলির উড়িস্যায় পরিবর্তকালে সুজাউদ্দিন  
তাঁহার পুত্র সর্ফরাজখাঁকে গালিবআলি নাম দিয়া  
ঢাকার নায়েব করিলেন এবং জস্বন্তরায়কে তদে-  
শের দেওয়ান করিলেন ঐ ক্ষমতাপন্ন মহাশয় পূর্ব  
নাজিম নূরসিদকুলিখাঁর নিকটে থাকিয়া তত্ত্ব  
দয়ালু দানশীল ও কর্মে মনোযোগী হইয়াছিলেন তিনি  
সকলদোষ নিবারণ করিলেন এবং তাঁহার নৈপুণ্য  
দ্বারা ঐ দেশ ধনযুক্ত ও উজ্জ্বল হইল এবং অপক্ষ-  
পাতে বিচার হওয়াতে জস্বন্তরায়ের ও তাঁহার প্রভুর  
চরিত্র সমুদায় দেশে সুখ্যাত হইল। ইহাপক্ষে উক্ত  
আছে যে যখন সাইস্তখাঁ ঢাকায় থাকিয়া বাঙ্গালা  
শাসন করিয়াছিলেন তৎকালে ঢাকায় অষ্টমন চাউল  
করিয়া চিরম্মরণার্থে নগরে দ্বার নির্মাণ করিয়া তাহাতে  
লিখিয়াছিলেন যে এতদপেক্ষা চাউলের ন্যূনমূল্য না  
করিয়া কোন ব্যক্তি দ্বার খুলিবে না। জস্বন্ত রায় তাহা  
করিয়া সর্বসাধারণের প্রতি ঐ দ্বার খুলিতে আজ্ঞাকরি-  
লেন। অনন্তর শুবাদার সুজা উদ্দিন বাদ্যক্য প্রযুক্ত  
কর্মে অধিক মনোযোগদিতে অক্ষম হওয়াতে তাঁহার

পুত্র সর্ফরাজ অধিক মনোযোগ করিতে লাগিলেন  
 তিনি অধিক বিবেচনা না করিয়া গালিব আলিকে ঢাকা-  
 হইতে আশ্বান করিয়া মরদ আলি নামে এক জন বালক  
 কুটুম্বকে তৎকর্ত্তে প্রেরণ করিলেন ঐ মরদ আলি রাজ  
 বল্লভকে সহিত লইয়া নিজ পেসকার করিলেন তাঁহারা  
 অতিশয় দৌরাভ্য করাতে জনবস্তুরায় ঘৃণা পূর্বক তৎ  
 কৰ্ম পরিত্যাগ করিয়া মরসিদাবাদে আসিলেন। মরদ  
 আলির ও রাজবল্লভের দমনাভাব হওয়াতে তাঁহারা  
 নানা প্রকার দৌরাভ্য করিয়া দেশের দুর্দশা করিলেন॥

সূজাউদ্দিনের রাজ্যকালে ভিন্নদেশীয়েরা অর্থাৎ  
 ইংরাজ ফরাসি ও ওলন্দাজেরা নিবির্বোধে বহুধন  
 উপার্জন করিলেন তাঁহারা মহারাজ হইতে ও পূর্ক  
 গত শুবাদার হইতে যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন  
 তিনি তাহাতে কোনবাধা করেন নাই কেবল এক  
 বিবাদ ঘটয়াছিল যে হুগলির ফৌজদার ইংরাজ  
 দিগের একখান রেসমের নৌকা আটক করাতে  
 তাঁহারা কিয়ৎ পদাতিক প্রেরণ করিয়া তাহা উদ্ধার  
 করিলেন এই বিষয় শুবাদারের নিকটে মহৎ  
 অপকার বলিয়া নিবেদন করাতে কলিকাতায় ও  
 অন্যান্য কারখানায় এতদেশীয় যে সকল লোকেরা  
 খাদ্য দ্রব্য আহরণ করিত তিনি তাহাদিগকে  
 তৎকর্ত্তে নিষেধ করিলেন ইংরাজদিগের সতরাং



অধিক মুদ্রা দান করিয়া তাঁহার ক্রোধ নিবারণ  
 করিতে হইল । ঐ সময়ে ইংরাজদিগের বাণিজ্যের  
 অতিশয় বৃদ্ধিহইল কিন্তু উত্তমরূপে নির্বাহ না করাতে  
 বৎসরে শতকরা অষ্ট মুদ্রা লভ্য হইল কিন্তু তুলনাজ  
 দিগের শতকরা পঞ্চবিংশতি মুদ্রা লভ্য হইল  
 কোম্পানির অধ্যক্ষের নিজঃ বাণিজ্যে এমত রত  
 ছিলেন যে তাঁহাদের প্রভুর লভ্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ  
 মনোযোগ করিতে পারিতেন না কলিকাতাস্থিত প্রধান  
 অধ্যক্ষদিগের মাসিক বেতন তিনশত টাকার অধিক  
 ছিল না কিন্তু তথাপি তাঁহারা অতিশয় সুভোগে নিরত  
 ছিলেন তাঁহাদের নিজ বাণিজ্যের লভ্য হইতে ঐবিষয়ের  
 নিষ্পত্তি হইত সৰ্ব্বপুধান ও অনেক তাঁহার অধীন  
 ব্যক্তিরও ছয়অশ্বের শকটে আরোহণ করিতেন  
 এবং তাঁহাদের ভোজন কালে নানাবিধ বাদ্য হইত  
 অতএব কোর্ট আবডিরেকটর দিগের ঐসকল ভৃত্য  
 দিগের পুতি তদবস্থায় থাকাপুষ্ট তিরস্কার করিয়া  
 লিখিতে হইল । ১৭৩০ শালহইতে ১৭৪২ শালপর্যন্ত  
 চন্দ্রনগরে ফরাসি দিগের কারখানার অধ্যক্ষ ডপলি-  
 ক্স ছিলেন পূর্বেগত অধ্যক্ষ সকল অপেক্ষা তিনি  
 অতিশয় বিষয় বৃদ্ধি করিয়া ছিলেন ঐ অধ্যক্ষতা পুষ্টির  
 পূর্বে তিনি স্বয়ং মহৎ বণিক ছিলেন এবং আপনার  
 সাহসদ্বারা বাণিজ্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং প্রায়

দ্বাদশ নিজ জাহাজ দ্বারা ভারতবর্ষের নানাস্থানে বাণিজ্য করিতেন তাঁহার অধ্যক্ষতা কালে চন্দ্র নগরে দুই সহস্র ইষ্টকালয় নির্মিত হয় এবং বাঙ্গালায় করাসিদিগের অতিশয় প্রভুত্ব বৃদ্ধি হয় ॥

১৭৩৭ শালের ১১ আক্টোবর রাত্রিকালে ভাগীরথীর মুখ অঞ্চলে অতিশয় ঝড় হয় নদীর শতক্রোশ পর্যন্ত বিনক্ষণ অনুভব হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতা লোকদিগের অসম্ভব ক্রেশ ভোগ করিতে হইল এবং তৎকালে দৃঢ়তর ভুকম্প হইবাতে ঐ নগরের অপরিমিত হানি হইল দুইশত গৃহ নষ্ট হইয়াছিল ও অতি চমৎকৃতগিরিজার চূড়া ভগ্ন না হইয়া ভূমিমধ্যে মগ্ন হইল। জাহাজ সুলুপ ও নৌকা সমুদায়ে প্রায় বিংশতি সহস্র নষ্ট হইল নদীস্থিত নয়খান ইংরাজদিগের জাহাজের মধ্যে অষ্টখান নাবিক লোকের সহিত নষ্ট হইল দুই সহস্রমনি নৌকা সকল বৃক্ষোপরি উৎক্ষিপ্ত হইল এবং নদী হইতে এক ক্রোশ পর্যন্ত দূরে ক্ষিপ্ত হইয়াছিল প্রায় তিন লক্ষ প্রাণী মষ্ট হইল নদীর জল স্বাভাবিক অবস্থা হইতে ষড়্বিংশতি হস্ত উচ্চ হইয়াছিল এই দুঃখভোগানন্তর পরবৎসরে তদনুসরণ দূর্ভিক্ষ হইল তাহাতে কলিকাতাস্থিত শাসনকর্ত্তা অতি উদ্যুক্ত হইয়া এতদেশীয় দরিদ্র ব্যক্তিদিগের অনেক সাহায্য করিলেন তাহাদের রাজস্ব ক্ষমা করিলেন ভাবিকর্ম্মের

আশায় অগ্রে ধন প্রদান করিলেন চাউলের মাসুল নিবৃত্ত করিলেন এবং সরকারি ধন হইতে অনেক খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া দীনদিগকে বিতরণ করিলেন ।

সুজাউদ্দিন চতুর্দশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলেন ঐ কাল অতিসৌভাগ্য যুক্ত ছিল তিনি যথার্থ বিচার ও দয়া ও দাতৃত্বের মূর্তি স্বরূপে বর্ণিত আছেন । যে সকল ব্যক্তিদিগের অপকার করিয়াছেন এমনত বুঝিলেন তিনি মৃত্যুর পূর্বে তাহাদিগহইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন তিনি নিয়মানুসারে এক কোটি হইতেও অধিক মুদ্রা দিল্লাতে পাঠাইতেন একারণ কর্মে স্থিরতর ছিলেন তিনি আপনার শেষাবস্থা দেখিয়া নিজপুত্র সরফরাজ খাঁকে আস্থান করিয়া প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে তিনি হাজি আহম্মদ ও জগতসেট ও রায়রায়ান এই কয়েক ব্যক্তির পরামর্শ শুনিবেন । অনন্তর রাজত্বকর্মে নিযুক্ত করিলেন । মোগলদিগের এতদেশ জয়ের পর প্রথমত ঐ সুবাদার নিজ উত্তরাধিকারী স্থির করিলেন ঐ সময়ে পারসীকদেশীয় নাদির সাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করাতে সমুদায় মোগলরাজ্য স্বমূলে কম্পিত হইল অতএব মহারাজ গৃহকর্মে অতিশয় ব্যগ্ন হইয়া দূর দেশীয় কর্মে মনোযোগ করিতে অক্ষম হইলেন ১৭৩২ শালে সুজাউদ্দিন লোকান্তর গতহইলেন ॥

সরফরাজখাঁ বিনা বাধায় সিংহাসনে উপবিষ্ট

হইয়া স্বপদের দূততা প্রার্থনায় দিল্লীতে দূত প্রেরণ করিলেন তৎকালে নাদিরসাহ ঐ হতভাগ্য নগর জয়করিয়া অবশিষ্ট রাজস্ব প্রার্থনায় বাঙ্গালাতে পত্র পাঠাইলেন সরফরাজখাঁ সুজাউদ্দিনের নামের পত্র পাইয়া রাজকর পাঠাইলেন ও ঐ বিভাগের নামে মুদ্রা মুদ্রিত করিতে আজ্ঞাকরিলেন তাঁহার পিতা যে রায় আলমচাঁদ ও জগৎ সেট ওহাজি আহম্মদ এই নত্নিদিগকে সোপারোপ করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের রাখিয়া ছিলেন কিন্তু স্বয়ং বিষয় কর্ম অপেক্ষা সাধনায় অধিক রত ছিলেন হাজি আহম্মদের ভ্রাতা আলিবর্দিখাঁ তৎকালে বেহারের শুবাদার ছিলেন এবং এ তিন দেশে তাঁহার তুল্য শক্তিমান লোক কেহ ছিল না দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত বাঙ্গালার শুবাদার হাজি আহম্মদের পরিবারের বিদ্রোহী তিন চারি ভদ্রলোককে বিশ্বাস করিলেন তাঁহারা তৎপরিবারের বিদ্রোহার্থে কুমন্ত্রণাদ্বারা প্রভুকে ক্রুদ্ধ করিলেন পরে ঐ শুবাদারের ব্যবহারদ্বারা আলি বর্দি ও তাঁহার পরিবারেরা স্পষ্টরূপে দেখিলেন যে তাঁহারা আর তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হইবেন না অনন্তর সরফরাজখাঁ অবিলম্বে হাজিকে বিরক্ত করিতে আরম্ভ করাতে তিনি নিয়মগুরুক পাটনায় ভ্রাতার নিকটে সমুদায় সম্বাদ পাঠাইলেন এবং জগৎ সেটও তাঁহাইতে স্বতন্ত্র হইলেন কারণ সরফরাজখাঁ

কানুকতা প্রযুক্ত একদিন জগৎসেটের পরম সুন্দরী পুত্র বধূকে দেখিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন এইরূপে ঐ পরাক্রমশালি পরিবারের সকলেই তাঁহার রাজত্বের বিপক্ষ হইলেন এবং তৎকালেই তিনি হাজিআহম্মদের পরিবার মধ্যে এক বিবাহ ভঙ্গ করিয়া ঐ কন্যাকে নিজপুত্রের সহিত বিবাহ দিতে চেষ্টা করিলেন অনন্তর তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিতে ষড়যন্ত্র হইল আলিবর্দিখাঁ দেখিলেন যে যাবৎ সর্ফরাজখাঁ রাজত্ব করিবেন তাবৎ তাঁহার পরিবারের পক্ষে রক্ষা নাই অতএব তৎপদ স্বয়ং প্রাপ্তহইবার কারণ দিল্লীতে সুযোগ করিতে লাগিলেন তিনি সর্ফরাজখাঁর সমুদায় সম্পত্তি ও বার্ষিক কর হইতে অধিক কোটি মুদ্রা প্রেরণ করিতে স্বীকার করিলেন নাদিরসাহ ভারতবর্ষ হইতে গমন করিলে দশমাস পরে তথা সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর ত্রয়োদশ মাস পরে তিনি মহারাজ হইতে সনন্দ পাইলেন পরে ভোজপুরে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য সংগ্রহ করিলেন অনন্তর পদাতিকেরা কিয়দুর গমন করিলে তিনি সেনাপতিদিগকে একত্র আহ্বান করিয়া মুসলমানদিগকে কোরাণস্পর্শ পূর্বক ও হিন্দুদিগকে গজাজল স্পর্শ পূর্বক শপথ করাইলেন যে তাঁহারা অন্তিমকাল পর্য্যন্ত ধনেপ্রাণে তাঁহার পক্ষে থাকিবেন এইরূপ দিব্য নিম্পন্ন হইলে তিনি কহিলেন যে

তাঁহার পরিবারের প্রতি যে অপকার কৃত হইয়াছে  
 তাঁহার প্রত্যপকারার্থে তিনি মুরসিদাবাদে গমন  
 করিবেন তৎক্ষণাৎ সৈন্যদিগকে বাঙ্গালায় গমন  
 করিতে আজ্ঞা হইল আলি বর্দি তৎসময়ে শুবা-  
 দারের নিকটে পত্র পাঠাইলেন যে তাঁহার পরিবার  
 যে কয়েক জনের অপমান হইয়াছে তাঁহাদের স্থানা-  
 স্তর করিতে তিনি আসিতেছেন কিন্তু তথাপি তাঁহার  
 আজ্ঞাবহ প্রজাই আছেন আলিবর্দি তাঁহার সহিত  
 যুদ্ধার্থে আসিতেছেন এই সম্বাদ শুনিয়া সরকার  
 চমৎকৃত হইলেন এবং অতিবিলম্বে তাঁহার সৈন্যেরা  
 একত্র হইয়া রাজধানী হইতে অনতিদূর জরিয়াতে  
 যাত্রাকরিল তাঁহার বিপক্ষ যত অগুসর হইতেছিলেন  
 তত পুনঃ২ লিখিতেলাগিলেন যে যদি তিনি চারিপাঁচ  
 প্রিয়লোক ত্যাগ করেন তবে তিনি তাঁহার অতিবশীভূত  
 প্রজা থাকিবেন কিন্তু যখন অস্ত্রধারি প্রজার আজ্ঞা  
 রাজাকে শুনিতে হয় তখন রাজ্য ত্যাগ করিতে হয়  
 যদি তাঁহার নুতন বন্ধুরা মৃত্যুভয়ে বিপরীত পরামশ  
 না দিতেন তবে সরকারাজ্জ এমনত দুর্বল ছিলেন যে তিনি  
 ঐ বিদ্রোহাচারির আজ্ঞা শুনিতেন অনন্তর উভয়  
 পক্ষীয় সৈন্যেরা পরস্পর দৃষ্টিগোচর হইবানাত্রে এক  
 ভয়ানক যুদ্ধ করিলেন দৈবাৎ এক বন্দুকের গুলিদ্বারা  
 সরকারাজ্জ যুদ্ধক্ষেত্রে নারা পড়াতে তাঁহার সৈন্যেরা

পলায়ন করিল আলিবর্দি ক্রমে মুরসিদাবাদে আসিয়া  
তাঁহার পরমোপকারির সিংহাসনে আরোহণ করিলেন  
ঐজরিয়ার যুদ্ধ ১৭৪১ শালে জানুয়ারি মাসে হইয়াছিল ॥  
অষ্টম অধ্যায় ।

আলিবর্দিখাঁ যখন বাঙ্গালা বেহার ও উড়িস্যা  
এই তিনদেশের শুবাদার হইলেন তখন পঞ্চাষটি  
বর্ষ বয়স্ক ছিলেন তিনি মহারাজের সনন্দদ্বারা  
বাঙ্গালার রাজত্ব পাইলেন ইহা কেবল নামমাত্র কিন্তু  
নিজ অস্ত্রবলদ্বারা যথার্থরূপে পাইলেন । নদিরসাহের  
আক্রমণদ্বারা মহারাজ্য এমত নষ্ট হইয়াছিল যে  
তৎকালে দিল্লীস্থ সিংহাসনে ছিলেন যে দুর্বল মহাম্মদ  
সাহ তিনি যদি অপর শুবাদার নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা  
করিতেন তথাপি তাঁহার সেক্ষপ করিতে উপায় ছিল না  
সে যাহা হউক বাঙ্গালার পরম সৌভাগ্য ছিল যে এমত  
দক্ষ মনুষ্য সর্বাধ্যক্ষ হইলেন তিনি যুদ্ধ ও সন্ধি এই  
উভয়রাজকর্মে বিংশতি বর্ষ অপেক্ষা অধিক কাল  
নিযুক্ত ছিলেন এবং মন্ত্রণায় ও যুদ্ধশক্তিতে তুল্যরূপে  
পারগ ছিলেন আমরা এক্ষণে যেসকল দুঃখদায়ক সময়ের  
বর্ণনা করিব তাহাতে তদ্রূপ মনুষ্যের আবশ্যক হয় ।

তিনি মুরসিদাবাদে আসিয়া সরকারাজখাঁর পরিবার  
ও অনুগত লোকদিগকে প্রাণে আঘাত নাকরিয়া  
অতিশয় স্নেহ করিতে লাগিলেন । মুরসিদকুলিখাঁ

বিবেচনা করিয়াছিলেন যে তাঁহার মরণোত্তর মূদ্রা রত্নীও অপর অস্থাবর ধন মহারাজ গৃহণ করিবেন একারণ নিজ পরিবারের উপকারার্থে কিয়ৎ স্থাবর জগ্ন করিয়া স্বনায়ে লিখিয়া রাখিলেন তাঁহার মরণোত্তর যখন যাবৎ সম্পত্তি দিল্লীতে প্রেরিত হইল তখন এই সকল স্থাবর তাঁহার জামাতার অধিকানে ছিল তাঁহার লোকান্তর হইলে তৎপত্নী সর্ফরাজের মাতা প্রাপ্ত হইলেন আলিবর্দি এই ধনে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে এমনত সম্ভ্রম করিতেন যে কদাচ অনুজ্ঞাব্যতিরেকে তাঁহার সম্মুখে বসিতেন না এইরূপ সুবোধপূর্ণক ব্যবহার করিয়া শত্রুদিগের সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। এবং যে এক কোটি মূদ্রা দিল্লীতে পাঠাইতে স্বীকার করিয়াছিলেন তৎসময়েত কিয়ৎ উপায়ন ও সর্ফরাজখাঁর সম্পত্তির কিয়দংশ প্রেরণ করিলেন এইরূপে মহারাজকে স্বপক্ষে রাখিলেন তাঁহার নিজ পুত্র ছিল না নিজ ভ্রাতা হাজি আহম্মদের তিন পুত্রের সহিত তিন মুহিতার বিবাহ দিয়াছিলেন তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ নয়াইস মহাম্মদ ঢাকার অধ্যক্ষ হইলেন ও কনিষ্ঠ জিনউদ্দিন বেহারের গুবাদার হইলেন তাঁহার পুত্রকে আলিবর্দি নিজ উত্তরাধিকারিত্ব রূপে পোষ্যপুত্র করিয়া সেরাজ উদ্দৌলা



নাম দিলেন এবং মধ্যমকে উড়িস্যা জয় হইলে তথাকার সুবাদারী দিতে স্বীকার করিলেন ।

সুজাউদ্দিন তাঁহার জানাতা মুরসিদকুলির হস্তে উড়িস্যা নিঃক্ষেপ করিয়াছিলেন তাঁহার সহিত মীরতুবিব নামক দক্ষ মন্ত্রী ছিলেন । তিনি আলিবর্দীর পরম মৌভাগ্য হওয়াতে অধীন হইতে চেষ্টিত ছিলেন কিন্তু তাঁহার ভাৰ্য্যা ও সাহসী জানাতা বাখর আলি বিপরীত পরামর্শ দিলেন তাঁহার। সর্ফরাজের মৃত্যু-জন্য প্রত্যপকার করিতে ও বহুধনবৃদ্ধ বাজাঙ্গা প্রাপ্তিকারণ চেষ্টা করিতে অতিশয় অনুরোধ করিলেন তিনি তদনুসারে যে সন্ধিস্থির হইয়াছিল তাহা ভগ্ন করিলেন আলিবর্দি ইহা শুনিয়া তাঁহাকে অবিলম্বে উড়িস্যা ত্যাগ করিতে আজ্ঞা করিলেন তাহাতে মুরসিদ সকল সেনাপতিদিগকে একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার। তাঁহার পক্ষে থাকিবেন কি না প্রধান সেনাপতি আবেদ আলি কহিলেন যে তিনি তাহা-দিগের পুত্ৰ ভক্ততায় বিশ্বাস করিতে পারেন অনন্তর সৈন্য সকল বাজাঙ্গায় যাত্রাকরিয়া বালেশ্বর উদ্ভীর্ণ হইল এবং অতি দুর্ভেদ্য স্থান দেখিয়া শিবির করিল তদনন্তর আলিবর্দি বার সহস্র সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিলেন যদি মুরসিদ কুলি বিবেচনাপূর্বক ঐ দুর্গমধ্যে থাকিতেন তবে

আলিবর্দি কে অবশ্যই লজ্জার সহিত পুত্ৰ গমন করিতে  
 হইত কারণ তাঁহার খাদ্যদ্রব্যের অপুত্তল হইতে ছিল  
 কিন্তু তাঁহার জামাতা বাথর আলি বন্ধার্থে উত্তেজনা  
 করাতে সৈন্য সকল বহির্গত হইয়া যুদ্ধে নিযুক্ত  
 হইল ইতিমধ্যে ঐ আবেদ আলি বিশ্বাসঘাতপূর্বক  
 পুত্ৰকে ত্যাগ করিয়া আলিবর্দির নিকটে আনাতে  
 তিনি সম্পূর্ণ ক্রোধে জয় করিতে শক্ত হইলেন নূরসিদ কুনি  
 যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত  
 হইলেন এবং তথায় দেবযোগে এক সুরত দেশীর বণিক-  
 কে জাহাজে আরোহণ করিতে দেখিয়া তিনি বন্ধুবর্গের  
 সহিত তাহাতে আরোহণ করিয়া মাসুলিপাটানে  
 চলিলেন কিন্তু তাঁহার পত্নী ও অপর পরিবার  
 ও ধন কটকে থাকাতে অতিশয় উদ্বিগ্ন ছিলেন কিন্তু  
 রতিপুরের হিন্দুরাজা তাঁহার সৌভাগ্যকালে যে অনুগৃহ  
 পাইয়াছিলেন বিপৎকালে ও তাহা বিশ্বরণ হইলেন না  
 আলিবর্দি কটকে আসিবার পূর্বে তিনি নিজ সৈন্যের  
 সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ উপকারির পরিবার  
 ও সম্পত্তি লইয়া নিরাপদে দেকানদেশে গিয়াছি-  
 লেন ঐ স্থানে শুবাদারের গমন সম্ভাবনা ছিল না

আলিবর্দি একমাস কটকে থাকিয়া রাজকীয় কার্যের  
 নিয়ম করিলেন পরে দ্বিতীয় ভ্রাতৃপুত্র সায়দ আহ-  
 মদকে শাসনকর্তা করিয়া নূরসিদাবাদে আগমন করি-

লেন কিন্তু ঐ বালক কুমন্ত্রণায় রত হইয়া সকল কর্ম নষ্ট করিলেন এক দুষ্টস্বভাব ফকীর তাহাকে বশ করিয়া কুপথ গামী করিলেন তাহাতে প্রজারা আক্রান্ত হইয়া অস্থির হইল। মির্জাবাখর এতাবৎকাল পর্য্যন্ত নিরবলম্বে ভ্রমণ করিতেছিলেন যদি কোন বিষয়ে রাজ-কর্মের স্বলন হয় তবেই সুযোগ করিবেন তিনি এই সময়ে দূতদ্বারা প্রজাদিগের মন প্রদীপ্ত করাতে ঐ নগরে এক রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইল তাহাতে প্রজারা মির্জাবাখরকে আশ্রয় করিয়া সায়দ আহম্মদকে কারাগারে রাখিলেন সুতরাং উড়িন্যায় আলিবর্দীর অধিকার নষ্ট হইল।

তিনি এই বিপরীত ঘটনা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং বোধ করিলেন যে দেকানের শাসনকর্তা নাজিম উনমুল্ক গুপ্তভাবে মির্জাবাখরকে সহায় দিয়াছেন অতএব যে সৈন্যের সহিত ঐদেশ জয় করিয়াছিলেন তাহার তিনগুণ সৈন্য লইয়া হুড়াপুড়ক তদেশের সীমাপর্য্যন্ত আগত হইলেন তথায় আসিয়া যে ব্যক্তি তাহার ভ্রাতৃপুত্রকে উদ্ধার করিবে তাহাকে লক্ষ মদ্রাদিতে স্বীকার করিলেন অনন্তর মহানদীতীরে মির্জাবাখর ও আলিবর্দি যুদ্ধকরাতে আলিবর্দি পুনর্বার জয়ী হইলেন মির্জাবাখর সায়দ আহম্মদকে এক শকটোপরি রাখিয়া গুরুবস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া পঞ্চ

শত বর্ষাধারিলোক তাহার চতুর্দিকে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন এবং তাহাদিগের পুতি আজ্ঞা ছিল যে যদি যুদ্ধে পরাজয় হয় তবে তাহারা অস্ত্রাঘাতদ্বারা তাঁহাকে নষ্ট করিবে এই লোকেরা আজ্ঞাবাক্য শ্রবণ নাহু করিয়াছিল যখন সাইদআহাম্মদ শকট হইতে অবরোহণ করিলেন তখন কোন জন কোন অপকার করিল না একজন মোগল তাঁহাকে হত্যা করিতে এই শকটে নিযুক্ত থাকিয়া স্বয়ং মারাপড়িয়াছিলেন । আলিবর্দিখাঁ আনন্দাশ্রমেত তাঁহাকে লইয়া কতিপয় দিবস যাপন করিলেন পরে তাঁহার মাতাপিতার আনন্দার্থে মুরসিদাবাদে পাঠাইলেন তাঁহার সহিত সৈন্যের কিয়দংশ ও পাথের দ্রব্যাদি অনেক পাঠাইলেন অনন্তর এক নূতন শুবাদার তথায় স্থাপন করিয়া স্বচ্ছন্দ রূপে পঞ্চসহস্র অশ্বাভি সৈন্য ও সেনাপতিদিগের সহিত মৃগয়া করিতে পুত্যাগমন করিলেন ।

যেসকল দুর্ঘটনা বাজালায় অনেকশত বৎসর পর্যন্ত ছিল তাহা এইসময়ে ঘটিবার উপক্রম হইল প্রায় শতবৎসর পূর্বে মারহাটারা তাঁহাদের চতুর্দিক জয় করিয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে নূতন সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন যে সকল দেশ অধিকারে রাখিতে না পারিতেন তাহা সর্বদা লটকরিতেন এবং

কিছুকাল পূর্বে তাঁহারা একপ লুট না করেন একারণ  
 নিকটস্থ জমিদারেরা রাজস্বের চতুর্থাংশ দিতে স্বী-  
 কার করিয়াছিলেন বাঙ্গালাদেশে তদবধি তাঁহা-  
 দের আক্রমণ হয় নাই কিন্তু অনন্তর তাঁহারা একপ  
 করিতে স্থির করিলেন। আনিবর্দি অম্পসহচর সো-  
 কের সহিত যখন মেদিনীপুর নগরে উপস্থিত হইলেন  
 তৎকালে নাগপুরের রাজা রঘুজীর সেনাপতি ভাস্কর  
 পণ্ডিতের অধীনে পঞ্চবিংশতি অশ্বাকৃৎ মারহাটার  
 সৈন্য হুটাৎ তৎস্থানে আসিল শুবাদারের এমতদূত-  
 মার উপযুক্ত আহরণ কিছুনা হইল না তিনি সৈন্যের  
 কিয়দংশ বিদায় করিয়াছিলেন এবং অনেক অংশ  
 মরসিদাবাদে গিয়াছিল কেবল কতি সহস্র অশ্বাকৃৎ  
 ও পদাতিক সমভিব্যাহারে ছিল তিনি তৎক্ষণাৎ  
 শিবির ভঙ্গ করিয়া হরাপূর্বক বর্দ্ধমানে যাত্রাকরি-  
 লেন কিন্তু তিনি এক দিগদিয়া তথায় উপস্থিত হইবা-  
 না ত্রে মারহাটারা অপর দিকদিয়া ঐস্থানে আসিয়া  
 অগ্নি প্রদান করিলেন অনন্তর তাঁহাদিগের সেনাপতি  
 সম্বাদি পাঠাইলেন যে দশনক্ষ মূদ্রা পাইলে তাঁহারা  
 কান্ত হইবেন কিন্তু শুবাদার একপ নিয়মে সন্ধি তুচ্ছ  
 করিয়া ঐ অম্প সৈন্য সংগৃহ করিয়া মারহাটাদিগের  
 প্রতি আক্রমণ করিলেন মারহাটারা চতুর্দিকে বেষ্টন  
 করিয়া তাঁহার তাঁবু ও পাথেয় দ্রব্য অপহরণ করি-

লেন ঐ যুদ্ধে তাঁহাকে সৈন্য হইতে পৃথক হইয়া কতি-  
 পয় অনুযায়ির সহিত রাত্রিকালে মাঠন্থে বিশ্রাম  
 করিতে হইল ঐদিবস তাঁহার প্রতি তাঁহার প্রধান  
 সেনাপতিদিগের যেকূপ সাহায্য করা উচিত ছিল  
 তাঁহারা তাহা করেন নাই ইহাতে তিনি তাঁহাদিগের  
 প্রতি কৃতঘ্নতা সন্দেহ করিয়া সন্ধি নিমিত্তে পরদিন মার-  
 হাউদিগের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন ভাঙ্গরপণ্ডিত  
 ঐ দূতকে কহিলেন যে তোমার প্রভু এক্ষণে সমুদায়  
 পাথেয় দ্রব্য হারাইয়াছেন এবং তাঁহার সৈন্যেরা  
 ও সেনাপতিরা অসমুপ্ত হইয়াছেন অতএব তিনি  
 কদাচ আনার হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন না যদি তিনি  
 এককোটীমুদ্রা ও সমুদায় হস্তী পুদান করেন তবে তিনি  
 ভারতবর্ষের মধ্যে এক প্রধান রাজা একারণ তাঁহার  
 প্রাণ রক্ষা করিব। আলিবর্দি এইরূপ আপত্তিতে ক্রুদ্ধ  
 হইয়া কহিলেন যে যাবৎ তিনি জীবদ্দশায় থাকিবেন  
 এক্ষণে অপযশঃ প্রকাশক কর্ম্ম কদাচ করিবেন না কিন্তু  
 তাঁহার অবস্থায় কোনমতে মঙ্গল ছিল না তাঁহার শত ২  
 সৈন্যরাশত্রপক্ষে যাইতেছিল এবং সেনাপতিরাও  
 শিথিল হইয়া মারহাউদিগের সহিত সন্ধি করিতে  
 চেষ্টিত ছিল অতএব এইদূর্যটনায় আলিবর্দিকে সুতরাং  
 নত হইতে হইল তিনি রাত্রিকালে বালক দৌহিড় সেরাজ  
 উদ্দৌনার হস্ত ধরিয়া অনলোক ব্যতিরেকে পদব্রজে

প্রধানসেনাপতি মুস্তাফাখাঁর তাঁবুতে চলিলেন তাঁহাকে  
আস্থান করিয়া কহিলেন ওহে বাকীব অবগ কর আমি  
জানি তোমার অসন্তোষ হইয়াছে যদি আনার জীবন  
প্রার্থনা কর তবে এক্ষণে তাহা গৃহণ কর এবং আমাকে  
ও আনার দোহিত্রকে একেবারে নষ্ট করিয়া ভয় হইতে  
মুক্ত হও যদি তুমি প্রাচীন বন্ধতা কিছু অরগ কর তবে  
পুনর্বার আনার সহিত মিলিত হও ও চল একত্রে  
মারহাটাদিগের সহিত যুদ্ধ করি ইহাতে মুস্তাফা অন্যান্য  
অসমুদ্র সেনাপতি দিগকে আস্থান করিলেন ও তাঁহারা  
একে২ সকলেই শপথ করিলেন যে তাঁহারা জীবনান্ত  
পর্যন্ত তাঁহার পক্ষে থাকিবেন পরদিন প্রাতঃকালে  
আলিবর্দ্দি শত্রুদিগের মধ্যদিয়া পথ করিয়া কাটো-  
য়ায় যাইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং তাঁহারা সমস্ত  
দিন অশ্রমে যুদ্ধ করিতে২ চলিলেন রাত্রি হইলে মার-  
হাটার পুনর্বার নূতন আক্রমণ করিলেন মীরহুবাব  
আহত হইয়া তাঁহাদের হস্তে পড়িলেন এবং আলি-  
বর্দ্দি তাঁহাকে অতিশয় ঘৃণা করাতে তিনি তাঁহা-  
দিগের কস্ম নিযুক্ত হইয়া অনেক বৎসর বাঙ্গালার  
দুঃখজনক হইয়াছিলেন শুবাদারের সৈন্যেরা অতি  
ক্লেশে একত্র থাকিয়া পরদিন পুনর্বার যাত্রা করি-  
লেন কিন্তু যুদ্ধ ব্যতিরেকে এক অঙ্গুলি গমন করিতে  
পারেন নাই তাঁহাদের তাঁবু ও পাথেয় দব্য কানান

ধনক ও খাদ্যদ্রব্য কিছুই ছিল না। রাত্রিকালে যখন শত্রুরা ত্যাগ করিত তখন বৃক্ষগুলে শয়ন করিতেন কিন্তু শত্রুপক্ষের অশ্বাকড় সৈন্যেরা চতুর্দিকে বেষ্টিত থাকাতে তাঁহাদের সুস্থতা প্রায় ছিল না। খাদ্য দ্রব্যের অভাবপ্রযুক্ত তাঁহারা পত্রগুল ভক্ষণ করিতেন সাত জন ভদ্রলোকেরা তিন পোয়া তঞ্চুল পাইয়া পরম সুভোগ বোধ করিলেন অনন্তর কাটোয়া দৃষ্টিগোচর হওয়াতে তাঁহারা বোধ করিলেন যে তথায় বিশ্রাম ও অধিক খাদ্যদ্রব্য পাইবেন কিন্তু ভাকর পূর্বেই তাঁহার অশ্বাকড় সৈন্য পাঠাইয়া অগ্নিদানপূর্বক ভা-  
স্থানের গৃহাদিদখ ও শস্য নষ্ট করিয়াছিলেন। আলি-  
বর্দি তথায় উপস্থিত হইয়া আবশ্যক দ্রব্যের কারণে নুরসিদাবাদে লেখাতে তথাহইতে অধিক দ্রব্য আসিল।

এ স্থানে শুবাদারের এইরূপ ব্যবহার দ্বারা মার-  
হাট্টারা চমৎকৃত হইল এবং অনুমান করিল যে অপর  
বৃহৎ উপযোগি দ্রব্যের সহিত সৈন্য আসিবে  
তাহাতে তিনি অতিভয়ানক হইবেন অনন্তর ১৭৪২-  
শালের বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে ভাস্করপণ্ডিত  
তাঁহার প্রভুর নিকটে প্রত্যগমন করিতে নিশ্চয়  
করিলেন কিন্তু তাঁহার নূতন বন্ধু মীরহুসীব বাজালা  
পরিভ্রমণের পূর্বে আর কিঞ্চিৎ অধিক লইতে ইচ্ছুক



ছিলেন অতএব কতিসহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্যের সহিত  
 একদিবসে কাটোয়া হইতে মুরসিদাবাদে যাইলেন  
 আলিবর্দি তাঁহার পশ্চাৎ আসিলেন কিন্তু তিনি  
 আসিবার পূর্বে মীরজুবীর নগরের বহির্দেশ লুট  
 করিয়া এই ধনী বণিক জগৎ সেটের বাটীহইতে প্রায়  
 দুইকোটি টাকা লইয়া পলায়ন করিলেন তাঁহার অদর্শন  
 প্রযুক্ত মারহাট্টা সেনাপতি বর্ষাগমনে ভীত হইয়া  
 বীরভূমিপর্যন্ত গমন করিয়াছিলেন মীরজুবীর তথায়  
 তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া পুনর্ব্বার কাটোয়ায়  
 আসিতে উত্তেজনা করিলেন তৎস্থান এই ঋতুপর্য্যন্ত  
 প্রধান সেনাপতির আবাস হইল আলিবর্দি ভাগীরথীর  
 পূর্ব্বপারে রহিলেন এবং মুরসিদাবাদ নিবাসি ব্যক্তিরা  
 স্বরক্ষায় সন্ধিষ্ঠ হইয়া গঙ্গাপারে নিজ নিজ সম্পত্তি  
 প্রেরণ করিলেন শুবাদারের পরিবার মধ্যে অনেকেই  
 সেইরূপ করিলেন মীরজুবীর মারহাট্টাদিগের সহিত  
 আসিয়া লুট করিলেন এবং বালেশ্বর হইতে  
 রাজমহল পর্য্যন্ত দেশ নিজঅধীন করিলেন তিনি  
 কলিকাতার নিকট আসাতে ইংরাজেরা দুর্গ নেরা-  
 মত করিলেন এবং শত্রুহইতে উত্তমরূপে রক্ষিত হইবার  
 নিমিত্তে আবাসের চতুর্দিকে এক খাল খনন করিলেন  
 যে খাল এক্ষণে অদৃশ্য হইয়াছে তথাপি তাহার  
 নান মারহাট্টাখাল অদ্যাপি আছে ॥

অনন্তর শুবাদার মারহাউদিগের দূরীকরণার্থে অদ্রুত চেষ্টা করিলেন তিনি নূতন সৈন্য সংগৃহ করিলেন এবং গোলন্দাজদিগকে নিয়ম মতে রাখিলেন এই সকল উদ্যোগের মধ্যে বাকী রাজস্বের আদায় কারণ দিল্লী হইতে দূত আসিল আলিবর্দি মহারাজকে লিখিলেন যে মারহাউরা এদেশের তৃতীয়াংশ অধিকার করিয়াছে এবং তাহাদের নিবারণার্থে যে সৈন্য রক্ষা করিতে হইল তাহার ব্যয়নিমিত্তে অবশিষ্ট রাজস্বের আবশ্যক হয় অতএব স্বাভাবিক কর পাঠাইতে তিনি অশঙ্ক। মহারাজ অনুসন্ধানবারা দেখিলেন যে উহা সত্য বটে একারণ অযোধ্যার শুবাদারের পুতি আশ্রয় করিলেন যে তদ্দেশে সাহায্যার্থে তিনি অগুসর হইবেন কিন্তু তিনি পাটনায় আসিয়া এমত লক্ষণ পুকাশ করিলেন যে আলিবর্দি তাঁহার আগমন অপেক্ষা পুত্যাগমনে অধিক আনন্দিত হইলেন। মহারাজ মারহাউদিগের পুধান সেনাপতি বাল্যজিরায়কে লিখিলেন যে তিনি বাঙ্গালায় গিয়া নাগপুরের মারহাউদিগকে দূরীকরেন নহুবা অন্যান্য দেশের চতুর্থাংশ তাঁহাকে দিতে সমর্থ হইবেন না।

আলিবর্দি সৈন্য সংগৃহ করিয়া বর্ষাবসানে কাটোয়ায় যে স্থানে মারহাউরা ছিলেন তথায় চলিলেন তিনি রাত্রিযোগে নৌকাসম্মতরণদ্বারানদী পার হইয়া পুভাত-

কালে শত্রুদিগের পুতি আক্রমণ করাতে তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল এবং পুথমত পাশ্চাত্য পক্ষতে অনন্তর মেদিনীপুরে পলায়ন করিল আলিবর্দি তাহাদের বিশ্রাম করিতে না দিয়া ক্রমাগত অনুবর্তী হওয়াতে তাহারা বালেশ্বরে অনন্তর ছিলু দীঘীপার হইয়া সর্বতোভাবে এতদেশ হইতে বহির্ভূত হইল ॥

কিন্তু তাহার নূতন উপদ্রোহ ঘটিল তিনি বিজয় পূর্বক মুরসিদাবাদে আসিয়া দেখিলেন যে দুইপ্রস্থত নূতন মারহাট্টাদিগের সৈন্য ঐ নগরের নিকটস্থদেশ সকল লুটকরিতেছে সেনাপতি ভাস্করের উপদেশানুসারে নাগপুরের রাজা রঘুজী একপ্রস্থত নূতন সৈন্যের সহিত এতদেশ আক্রমণ করিতে আসিতেছিলেন অতএব আলিবর্দিগা যখন উড়িস্যায় তাহার সেনাপতির পুতি আক্রমণ করিতেছিলেন তখন ঐ মহাশয় স্বয়ং অন্যদিক্দিয়া বাঙ্গালায় আসিয়া রাজধানীর অতি নিকটে শিবির করিয়াছিলেন এবং বাল্যজিরায় মহারাজের প্রার্থনায় নাগপুরের মারহাট্টা দিগকে তাড়না করিতে আসিলেন কিন্তু আলিবর্দি তাহার সাহায্য নাপাইলে অধিক সন্তুষ্ট হইতেন তিনি ভগলপুর উত্তীর্ণ হইলে আলিবর্দি তাহার সহিত সাক্ষাৎকরিতে চলিলেন অতিবক্ততাপূর্বক পুথম দর্শনের পরে শুবাদার রঘুজীকে তাড়াইতে ঐ নূতন বন্ধুর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন

কিন্তু বাল্যজী রায়ের বাজালা রক্ষাকরা ব্যতিরেকে লুট করিতে মানস ছিল অতএব তিনি কহিলেন যে বেহার দেশীয় রাজস্বের চতুর্থাংশ আমি অনেক বৎস-  
রাবধি পাইনাই তাহা দেহ তাহাতে তিনি যাবৎপূাপ্য কহিলেন শুবাদারকে তাহা সমুদায় দিতে হইল কিন্তু তিনি পূাপ্তহইলেও অন্য মারহাট্টানৈন্যের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিলেন না আলিবর্দিকে সূতরাং একাকী যাইতে হইল ঐসনয়ে রঘুজী বাল্যজীর সহিত শুবাদারের সন্ধি শুনিয়া শিবির ভঙ্গকরা উচিত বুলিলেন পরে আলিবর্দীর আগমননাত্রে তাঁবু ভঙ্গ করিয়া পার্বত্যপরি পলায়ন করিলেন বাল্যজী এই পলায়ন শুনিবামাত্রে ঐ স্বদেশীয় সৈন্যের অনুরোধে শীঘ্র আসিয়া সম্পূর্ণ-  
রূপে পরাজয় করিলেন তাহারা যে সকল দ্রব্য লুট করিয়াছিলেন তাহা তাঁবুদপো ছিল সকলি তাহার হস্তগত হইল তাহারা দ্বারায় এতদ্দেশ হইতে পলায়ন করিলেন বাল্যজী স্বদেশীয় মারহাট্টাদিগের ঐ ধন পূাপ্ত হইয়া ও আলিবর্দি হইতে চতুর্থাংশ পূাপ্ত হইয়া স্বদেশে গমনের উচিত সময় বোধ করিলেন ॥

১৭৪৪ শালের বর্ষাকাল গত হইলেই ভাস্কর পণ্ডিত মবল বিংশতি সহস্র সৈন্যের সহিত বাজালা আক্রমণ করিতে প্রেরিত হইলেন তাহার পুতি আজ্ঞা ছিল যে গত বৎসরে শুবাদার বাল্যজীকে যাবৎ ধন দিয়াছেন

যদি তাবৎ তাঁহাকে দেন তবে তিনি ক্লান্ত হইবেন আলি-  
বর্দি পুনঃ আক্রমণদ্বারা ক্লান্ত হইয়া স্থির করিলেন  
যে ধূর্ততাপূর্ব্বক শত্রুনাশ করিবেন নিজ সেনাপতি  
মুস্তাফাখাঁর নিকটে কহিলেন যে তিনি এই পুতারণায়  
সাহায্য করেন তিনি পুথমত অস্বীকার করিলেন কিন্তু  
অবশেষে তাঁহাকে বেহাররাজ্য পুদান করিতে স্বীকার  
করাতে তিনি সন্মত হইলেন অনন্তর আলিবর্দি তাঁহা-  
কে ও অপর সেনাপতিকে মারহাউদিগের নিকটে  
পাঠাইলেন তাঁহারা ভাস্কর পণ্ডিতকে কহিলেন যে  
যদি তিনি একদিবস শুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে  
গমন করেন তবে তাঁহার পুর্থনীয় পুদান করিবেন  
তিনি লোভদ্বারা অন্ধ হইয়া তাহাতেই সন্মত হইলেন  
সাক্ষাৎ করিবার দিবসে তাঁবুর চতুর্দিকে অস্ত্রধারী  
মনুষ্য স্থাপিত হইল ভাস্কর ও তাঁহার পুথান সেনা-  
পতির দূরাতার শঙ্কা করিয়া খড়্গপাণি হইয়া আলি-  
বর্দির তাঁবতে আসিলেন তাঁহারা আসিবামাত্র আলি-  
বর্দিখাঁ সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তিনবার  
কহিলেন মহাসাহসিক ভাস্কর কোন মহাশয় অনন্তর  
তিনি নিদ্রিষ্ট হইবামাত্র উঠেঃস্বরে কহিলেন এই  
দস্যুদিগকে নষ্ট কর তাঁহার লোকেরা অজ্ঞ হইয়া তৎ-  
ক্ষণে মারহাউসেনাপতিদিগের উপরি পড়িল  
তাঁহারা পুণঃসাক্ষাৎে বহুযত্ন করিলেন কিন্তু অবশেষে

পরাজিত হইয়া পুতৌকে কাটা পড়িলেন তথায় এই ব্যবহার দেখিয়া মুস্তাফা নিজ সৈন্য লইয়া কাটোয়ায় নারহাউ সৈন্যের নিকটে চলিলেন এবং শুবাদারকে তাঁহার অনুবর্তী হইতে উপদেশ করিলেন কিন্তু তিনি ভাস্করের মস্তক দেখিয়া চক্ষুরানন্দ না করিয়া যাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না তাহা নিষ্পন্ন হইলে তিনি মুস্তাফার সাহায্যার্থে চলিলেন কিন্তু কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে শত্রুরা পলায়ন করিয়াছে কারণ সেনাপতি দিগের নৃত্য শুনিবানাত্রে তাহারা ভ্রায় স্বদেশে প্রস্থান করিয়াছিল ॥

### নবম অধ্যায়

অনন্তর শুবাদার বিশ্রাম পাইলেন কিন্তু তাঁহার নিজ শিবির মধ্যে অতি ভয়ানক শত্রু উপস্থিত হইল এপর্যন্ত মুস্তাফা তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁহার সাহসদ্বারা তিনি বাঙ্গালার রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া ছিলেন ও নারহাউদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন কিন্তু তদনন্তর মুস্তাফা প্রজাস্বরূপে আর থাকিতে পারিলেন না জমিদারদিগের কোন প্রার্থনা করিতে হইলে শুবাদারকে না বলিয়া তাঁহার নিকটে নিবেদন করিতেন তাহাতে শুবাদার বোধ করিলেন যে তাঁহার ভৃত্য তাঁহার প্রভু হইয়াছেন মুস্তাফা বেহার দেশের রাজ্য দান প্রতিজ্ঞা শীঘ্র সম্পন্ন করিতে কহিলেন

শুবাদার তাহা না দিবার মানস করিলেন তিনি স্বয়ং করিলেন যে বেহারদেশের উপায়দ্বারা তিনি স্বয়ং সরফরাজকে দমন করিয়া বাঙ্গালা জয় করিয়াছেন সেইরূপ মুস্তাফাও তদ্দেশনাথ্রে সমুপস্থিত না থাকিয়া বাঙ্গালা গৃহণে ইচ্ছা করিবেন অতএব উভয়পক্ষে ঈর্ষা উপস্থিত হইল মুস্তাফা অস্ত্রধারী সৈন্য ব্যতিরেক কদাচ রাজসভায় যাইতেন না অনন্তর স্পষ্টরূপে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে তিনি শুবাদারের কর্ম পরিত্যাগ করিবেন ও তাহার পূর্বাশ্রয় প্রার্থনা করাতে হিসাব না দেখিয়াই সপ্তদশ লক্ষমুদ্রা দত্ত হইল পরে তিনি শুবাদারের সেনাপতিদিগকে পুতুত্যাগ করাইয়া এই রাজ্য তাহাদিগের মধ্যে বিভাগ করিতে উদ্যম করিলেন কিন্তু তাহারা আলিবর্দীর সহিত মিত্রতা রক্ষা করাতে তিনি অষ্টসহস্র অশ্বারূঢ় ও তাবৎ পদাতিক লইয়া বাঙ্গালা পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজমহল লুট করিয়া মুন্সের অধিকার করিয়া পাটনায় শিবির করিলেন তথাকার শুবাদার জিনউদ্দিন যে অস্পষ্টসৈন্য সংগৃহ করিতে ক্ষম হইলেন তাহার সহিত যুদ্ধার্থে আসিলেন কিন্তু মুস্তাফাও নগর গৃহণ করিতে পারিতেন যদি তাহার হস্তীনা আহত হইত তিনি হস্তীহইতে অবরোহণ করাতে সৈন্যেরা প্রভুকে নাদেখিয়া ভীত ও আহত হইয়া পলায়ন করিল কিন্তু সপ্তদিনপর্য্যন্ত দুইসৈন্যের

মধ্যে ক্রমিক দ্বন্দ্ব হইল অষ্টমদিবসে মুস্তাফা ঐ নগরে পুনরার আক্রমণ করিলেন তাহাতে তাঁহার নয়নে এক বাণ বিদ্ধ হওয়াতে তথাহইতে অযোধ্যারাজ্যে পলায়ন করিলেন ॥

মুস্তাফা যখন প্রভুর বিদ্রোহ করিতে স্থির করিয়াছিলেন তৎকালে বাঙ্গালা আক্রমণার্থে তাঁহার সাহায্য করিতে মারহাটাদিগকে আসান করিয়াছিলেন রঘুজী তাহাতে ইচ্ছাপূরুষ্ট তাঁহার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের মৃত্যুর প্রতিহিংসাকারণ ও অধিক লুট পাইবার কারণ ক্রোধে দক্ষপ্রায় হইলেন অতএব এক প্রস্তুত অধিক সৈন্যের সহিত বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া মুরসিদাবাদের নিকটে আসিলেন আলিবর্দী মুস্তাফার অনুসন্ধানে গিয়াছিলেন কিন্তু মারহাটাদিগের আগমন শুনিয়া সত্বরে ফিরিয়া আসিলেন মুস্তাফাও বেহারে আসিয়া নূতন বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইতে উদ্যোগ করিলেন অতএব শুবাদার দুই শত্ৰু আসাতে অতিশয় বিপত্তিতে পড়িলেন তিনি নিজ জামাতা জিনউদ্দিনকে উপদেশ করিলেন যে মুস্তাফার প্রতি মনোযোগ রাখিবেন ও তাঁহার বাঙ্গালার আগমনরোধ করিবেন অনন্তর কালবিলম্বার্থে রঘুজী এদশ আক্রমণ না করেন এতদর্থ দূত প্রেরণ করিলেন তাহাতে রঘুজী অহঙ্কারপূর্বক উত্তর করিলেন যে



তাহার দুঃখের মূল্য তিন কোটী টাকা দিতে হইবে  
 শুবাদার তাহা একেবারে অস্বীকার না করিয়া দুইমাস  
 পর্য্যন্ত আশায় রহিলেন ইতিমধ্যে জিনউদ্দিন মুস্তাফার  
 সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে মারাতে তাহার সৈন্যেরা  
 ছিন্ন ভিন্ন হইল ॥

শুবাদার এই জয়শ্রবণে এক শত্রু হইতে আপনাকে  
 মুক্ত দেখিয়া মারহাটাদিগের নিকটে অহঙ্কারপূর্ব্বক  
 উত্তর পাঠাইবাতে উভয়পক্ষে বর্ষাবসানে যুদ্ধ করিতে  
 প্রস্তুত হইলেন পরে অনেকবার যুদ্ধ হইল তাহাতে  
 রঘুজী জয় পাইলেন এবং শুবাদারের সেনাপতি  
 সন্নৈরখাঁ ও সরদারখাঁ এই দুইজনের বিশ্বাসঘাতকতা  
 না থাকিলে রঘুজী বন্দী হইতেন। কাটোয়ায় এক নিষ্পা-  
 ত্তিকারি যুদ্ধ হওয়াতে মারহাটারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত  
 হইল তাহাদের অনেক লোক মারা গড়িল এবং অবশিষ্ট  
 লোকেরা স্বদেশে পলায়ন করিল অনন্তর আলিবর্দি  
 যে দুই সেনাপতিরা মারহাটাদিগের সহিত মিল  
 করিয়াছেন এমত বুঝিলেন ঐ বিশ্বাসঘাতকদিগকে  
 বিদায় করিলেন তাহারা ছয় সহস্র অনুগতলোকের  
 সহিত বেহারের অন্তঃপাতি দুর্ব্বদ্ধনামক স্থানে গমন  
 করিল। অতঃপর যে অল্পকাল বিরোধ শূন্য হইল  
 তন্মধ্যে শুবাদার তাহার দুই দৌহিত্র জিন উদ্দিনের  
 পুত্রদিগের বিবাহ ঘটাপূর্ব্বক সমাপ্ত করিলেন।

কটক অঞ্চলে তৎকালেও নারহাউদিগের অধিকার ছিল আলিবদ্দি তথাহইতে তাহাদিগকে তাড়াইতে প্রতিক্ষা করিয়া উত্তম সেনাপতি মীরজেফরকে যুদ্ধার্থে পাঠাইলেন জেফর মেদিনীপুরে গিয়া সুভাগে রত রহিলেন এবং শত্রুরা আগমন করিলে তিনি বর্ধমানে আসিলেন কিন্তু ঐসৈন্যের এক সেনাপতি আউউল্লাখাঁ যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজয় করিলেন কিন্তুকালে পূর্জাবধি এক মহন্ত তাঁহাকে শুবাদার হইবার আশা দেওয়াতে তিনি এই বিজয়বারা তাঁহার প্রভুকে পদচ্যুত করিতে ষড়যন্ত্র করিলেন মীরজেফরকে বেহার দেশ দিতে স্বীকার করিয়া তাঁহার পক্ষে আনিলেন কিন্তু ঐ সেনাপতি উত্তম বর্দ্ধদিগের পরামর্শদ্বারা ঐ নানস ত্যাগ করিলেন আলিবদ্দি এইবিশ্বাসঘাতকতা অবগম্যত্রে তুরাপুর্সক তথায় গিয়া মীরজেফর ও আউউল্লাখাঁ উভয়কে কন্মহইতে বিদায় করিয়া দিলেন এবং এই দুই সেনাপতি ও কিয়দংশ সৈন্যহীন হইলেও তিনি যুদ্ধদ্বারা নারহাউদিগকে দমন করিয়া ১৭৪৮ শালের বর্ষাকালের পূর্বে মুরসিদাবাদে আসিলেন

অনন্তর নূতন বিশ্বাসঘাতকতা উপস্থিত হইল তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র বেহারের শাসনকর্তা জিনউদ্দিন কিঞ্চিপূর্বে রাজধানীতে আসিয়া রাজসভার সৌন্দর্য্য-

দ্বারা নোহিত হইয়াছিলেন তিনি ভুতাদিগের অক্ষ-  
 মতা ও পিতৃব্যের বান্ধব্য অরণ করিয়া বুঝিলেন যে  
 অস্পষ্টেষ্ঠাদার বান্ধব্যের শুবাদার হইতে পারিবেন  
 অতএব তিনি আলিবর্দিকে লিখিলেন যে দুইসেনা-  
 পতি সনসেরখাঁ ও সর্দারখাঁকে তিনি বিদায় করি-  
 য়াছেন তাহারা দুর্বল্যেতে ক্রমিক সৈন্যবৃদ্ধি করি-  
 তেছে অতএব তাহাদের পরাজয় অথবা রাজসরকারে  
 নিয়োগ করাউচিত তাহাতে যদি তাঁহার আজ্ঞা  
 হয় তবে তাহাদিগকে তাহাদের অন্তর্গত লোকের  
 সহিত সৈন্যমধ্যে নিবিষ্ট করেন তাঁহার মানস ছিল  
 যে সৈন্যবৃদ্ধি করিয়া সিংহাসনের নিমিত্তে বিবাদ  
 করেন ইহাতে শুবাদার অনিচ্ছা পূর্বক সম্মত হইলেন।  
 জিনউদ্দিন ঐ সেনাপতি দিগকে নিজ্জকন্মে প্রবেশার্থ  
 জ্ঞান করিতে তিন প্রস্তুত দূতপেরণ করিলেন অনন্তর  
 সন্ধি নিয়ম স্থিরহইলে তাঁহার বহুসৈন্যের সহিত  
 গজাতীর পর্য্যন্ত আসিলেন এবং ঐ শাসনকর্ত্তাকে  
 নদীপার হইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে  
 অনুরোধ করাতে তিনি যাইলেন ও তাঁহারা তাঁহাকে  
 সনাদপূর্বক গৃহণ করিলেন এবং তিনি তাঁহাদিগের  
 ও তাঁহাদের সৈন্যদিগের পার হইবার কারণ নৌকা  
 আহরণ করিতে আজ্ঞা করিলেন অনন্তর ঐ শাসন  
 কর্ত্তার নিকটে একবার ঐ সেনাপতিদিগের সাক্ষাৎ

করিতে দাইবার দিন স্থির হইল কিন্তু তাঁহার গুণি  
 তাঁহাদিগের বিশ্বাসনাথাকাতে তিনি কেবল গৃহস্থিত  
 ভূত্যের সহিত থাকিয়া তাঁহাদিগের গৃহস্থ করিতে  
 স্বীকার করিলেন পুথনদিনের সাক্ষাৎকার নিব্বিরোধে  
 হইল দ্বিতীয়দিনে ক্রমে তাঁহাদের উপস্থিত রাজ  
 পুরী পরিপূর্ণ হইল এবং শাসনকর্তার হাতে যে  
 সকল সেনাপতিরা আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগের  
 তিনি তাম্বুল বিতরণ করিতে লাগিলেন ইতিমধ্যে  
 তাঁহাদের একজন একাঘাতে তাঁহাকে মারিয়াফেলিলেন  
 পুরী মধ্যে তৎক্ষণাতঃ রাজবিদ্রোহের ঘোষণা হওয়াতে  
 তাঁহার ভূত্যেরা কৃপাণপাশি হইয়া বহির্গত হইলেন  
 কিন্তু ঐ বঞ্চক দিগের নিবারণ করিবার সময় উত্তীর্ণ  
 হইয়াছিল তাঁহার তন্মধ্যে নগর অধিকার করিয়া  
 ছিলেন ।

সমসেরখাঁ পুরীলুট করিয়া নৃতশাসন কর্তার পিতা  
 হাজি আহম্মদের অনৈষণার্থে লোক প্রেরণ করিলেন  
 ঐ বৃদ্ধের নিমিত্তে একত্র তপ্পাসি অশ্ব প্রস্তুত হইয়াছিল  
 তিনি তাহারারা পলায়ন করিতে পারিতেন কিন্তু  
 ধন ও স্ত্রীলোকদিগকে পরিত্যাগ করিতে অনমর্থ হইয়া  
 বিলম্ব করাতে দুয়াচারিরা তাঁহাকে আটক করিল  
 অনন্তর সপ্তদশ দিবস পর্যন্ত ধন প্রকাশার্থে তাঁহার  
 অতিশয় যত্ন করাতে তিনি অবশেষে দুঃখে প্রাণত্যাগ

করিলেন পরে বিদ্রোহ কারিরা প্রায় সমুদায় তালুকটার স্বর্ণ ও রূপ্য পাইলেন এবং তিনি যত্নশীল কাতর হইয়া ক্রমেই যে সকল গুপ্তস্থান প্রকাশ করিয়া ছিলেন তাঁহারা বাটীর সেইসকল স্থান খনন করিয়া বহু মূল্যের তুপা পাইলেন জিন উদ্দিনের পত্নী ঐ বন্দক পাঠানদিগের হস্তে পড়িলেন এই সকল লুট দ্রব্যদ্বারা তাঁহারা সৈন্য বৃদ্ধি করিয়া চত্বারিংশ সহস্র অশ্বারুঢ় ও তাবৎ পদাতিক সৈন্য আচ্ছাদীনে প্রাপ্ত হইলেন ॥

আলিবর্দীখাঁ যখন শুনিলেন যে তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্র নারাপড়িয়াছেন ও তাঁহার কন্যা বন্দী হইয়াছেন এবং বেতারদেশ নষ্ট হইয়াছে তখন অতিশয় শোকাবিষ্ট হইলেন পাটনায় এতদূর ঘটনার কালে তাঁহার পুরাতন শত্রু নার হাউরা নীরুজীবীর অধীনে আসিয়া বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া রাজনগরকে কম্পান্বিত করিল কিন্তু ঐ বুদ্ধশুবাদারের মনের বৈলক্ষণ্য কিছুমাত্র হয় নাই তিনি স্বয়ং যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন মুরসিদাবাদ নিবাসি লোক দিগকে আপন স্বয়ং ও পরিবার নদীপারে লইয়া রক্ষাকরিতে উপদেশ করিলেন অতএব যে সকল লোক পলায়নে শক্ত ছিলেন তাঁহারা সকলেই ঐ নগর পরিত্যাগ করিলেন

শুবাদার পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারুঢ় ও অষ্ট সহস্র পদাতিক সৈন্য সংগৃহ করিয়া ঐ দ্রোহিদিগের সহিত

যুদ্ধার্থে গমন করিলেন মারহাউরা তৎক্ষণাৎ ইচ্ছা পরিবর্ত করিলেন তাঁহারা তদেদশ লুট নাকরিয়া শুবাদারের আগমনের পূর্বে পাঠানদিগের সহিত মিলিত হইবার আশায় পর্ত্তীয় দেশাদিয়া শীঘ্র চলিলেন সমসেরখাঁ ও সর্দারখাঁ নিজসৈন্যের সহিত পাটনা হইতে বারে আসাতে মারহাউদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল আনাদের বোধ হইতেছে যে ঙ্গিন উদ্দী-  
নের মৃত্যু পাটনা লুট ও বাঙ্গালায় আগমন কেবল মীর হুসৈবের কল্পনানুসারে হইয়াছিল কারণ তথায় উপস্থিতি মাত্রে তিনি ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রধান উভয়ে তাঁহাদের তাঁবুনধ্যে ঐ দুইজন পাঠান সেনা-  
পতিকে লইয়া তাঁহাদিগের মস্তকোপরি সম্মুগ্ধজনক মুকুট অর্পণ করিলেন যেকপ প্রধান ব্যক্তির অধীন লোকের প্রতি করিয়া থাকেন পরদিন মীরহুসৈব ঐ সেনাপতিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহাদি-  
গের আবাসে গমন করিলেন তাঁহারা স্বাভাবিক বিন-  
য়ের পরে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আটক করিলেন।  
এবং কহিলেন যে তাঁহারা কেবল তাঁহার প্রার্থনায় এই দুঃসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যে বিষয় স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন অর্থাৎ শাসন কর্ত্তাকে মারিয়া পাটনা অধিকার করিয়াছেন এবং তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া যুদ্ধকরিতে প্রস্তুত আছেন

কিন্তু তাঁহাদের প্রাপ্য এক্ষণে প্রার্থনা করেন তাহাতে যদি তিনি চত্বারিংশৎলক্ষ মুদ্রা নাদেন তবে তাঁহারা কদাচ তাঁহাকে ত্যাগ করিবেননা মীর হুবীব নিরুপায় হইয়া জনরব করিলেন যে শুবাদারের সৈন্য তাঁহান হস্তগত আছে এই জনরব জন্ম গোলযোগ হওয়াতে দুইলক্ষ মুদ্রা মাত্র দান মোচন পাইলেন উভয় পক্ষে এইরূপ বিবাদ শুবাদারের শুভদায়ক হইল কারণ ঐ বিবাদ দ্বারা পরদিবসীয় যুদ্ধে ঐ উভয় সৈন্যের একা হইল না ঐ যুদ্ধে শুবাদার সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইলেন এবং ঐ উভয় বিদ্রোহিরা নারাপড়িলেন ও তাঁহাদের মৃত্যু হইয়া শুবাদারের হস্তি পাদে বদ্ধ হইল । ইহা যথার্থ বটে যে ঐ যুদ্ধকালে সনুদায় মহারাষ্ট্রীয়েরা বাঙ্গালি সৈন্যের বাম পার্শ্বে অগুসর হইল কিন্তু যখন সকল বিপক্ষ সৈন্যেরা বিদ্রোহ কারি-  
 দিগের প্রতি আক্রমণ করিল তখন তাহারা এক খাড়া মধ্যস্থ হইল মীর হুবীব শুবাদারের জয় দেখিয়া কোন আঘাত না করিয়া যুদ্ধ স্থান হইতে পলায়ন করিলেন অনন্তর আলিবর্দি শত্রুবিজয় পূর্বক পাটনায় প্রবেশ করিয়া রিপুদিগদ্বারা যে কন্যা ও দৌহিত্রেরা রুদ্ধ হি-  
 লেন তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন তিনি এইবিষয়ে অতি মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছিলেন নিজ সেনাপতি দিগের সন্মুখপ্রযুক্ত পারিতোষিক দিয়া বিদ্রোহ-

কারিদিগের স্ত্রীপুত্রাদিকে দুর্বঙ্গ হইতে আনিলেন এবং তাঁহাদিগের প্রতি অধিক দয়া প্রকাশ করিয়া ইচ্ছাচারি করিলেন নীরহবীৰ যে পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের পক্ষে গিয়াছিলেন তদবধি অষ্টবৎসর আলিবর্দীর আজ্ঞাক্রমে তাঁহার পরিবারেরা কারাগারে রুদ্ধ ছিলেন আলিবর্দী এই উত্তম সময়ে তাঁহাদিগের স্বাধীন করিতে ঐ বিপক্ষের তাঁবুতে রক্ষক লোক সমভিব্যাহারে নিরুদ্ধে পাঠাইলেন তিনি জিন-উদ্দিনের পুত্র তাঁহার দৌহিত্র সেরাজ উদ্দৌলাকে বেহারের শাসনকর্তা করিলেন ও রাজা জানকীরামকে তাঁহার নায়েব করিলেন অনন্তর নিজ ভ্রাতৃপুত্র সায়দ আহম্মদকে পুরণীয়ার ফৌজদারী কর্মে নিযুক্ত করিলেন এইসকল নিয়োগানন্তর পাটনা হইতে নিজ রাজধানীতে আসিলেন অতি অস্পকাল পূর্বে তিনি আউউল্লাখাঁর ও মীরজেফরখাঁর অপরাধ মার্জনা করিয়া পুনর্বার অনুগৃহ করিয়াছিলেন যখন ঐ বিদ্রোহাচারি সেনাপতিদিগের সহিত যুদ্ধার্থে চলিলেন তখন আউউল্লাকে মুরসিদাবাদের কতৃৎপদে রাখিয়াছিলেন কিন্তু তিনি আউউল্লার স্বাক্ষরিত পত্র পথিমধ্যে রোধকরিয়া দেখিলেন যে তাহাতে তিনি বিপক্ষের সহিত শীঘ্র মিলকরিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন অতএব এই দ্বিতীয়বার অবিশ্বাসের কর্মে শৃবা-



দার অতিশয় ক্রুদ্ধহইয়া আজ্ঞাকরিলেন যে তাঁহার প্রত্যাগমনের পূর্বে এই বঞ্চক নগর হইতে দূরীকৃত হয় অতএব এই দুরাত্মা প্রায় সপ্ততি লক্ষ নগত টাকা ও নানাবিধ রত্ন লইয়া মুরসিদাবাদ হইতে প্রস্থান করিলেন যখন তিনি ভগলপুরের দ্বিতীয় ফৌজদার ছিলেন তখন এই খন উপার্জন করিয়াছিলেন অতএব এইরূপে আমরা আলিবর্দীর রাজত্বের অবস্থা বোধ করিতে পারি যে তিনি যে সকল কৰ্ম্মকারি লোকদিগকে নিযুক্ত করিতেন তাঁহাদিগের প্রতি নিজ অধীন দেশলুট করিয়া ধনসঞ্চয় করিতে অনুমতি থাকিত তাহাতে কৰ্ম্মকারিরা বর্দ্ধিষ্ণু হইতেন ও দরিদ্র প্রজারা মারাপড়িতেন।

আলিবর্দী কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া উড়িস্যা-হইতে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে তাড়াইতে পুনর্বার সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন তাঁহার উপস্থিতি নাথৈ তাহারা পলায়ন করিল তিনি সাক্ষাৎ যুদ্ধে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিলেন না কেবল পরতোপরি ও বনমধ্যে তাড়া তাড়ি করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন কিন্তু তাঁহার আগমন নাথৈ মীরহাবীব-বন হইতে বহিভূত হইয়া পূর্ববৎ লুট আরম্ভ করিলেন আলিবর্দীকে সূতরাং পুনর্বার সৈন্য লইয়া অগুসর হইতে হইল তিনি এপর্যন্ত বর্ষাকালের পূর্বে ভাগী

রথীতীরে আসিতেন কিন্তু তৎকালে ঐ দস্যুদিগ  
হইতে তদ্দেশ উদ্ধার করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হইয়া  
মেদিনীপুরে বর্ষাকাল পর্য্যন্ত শিবির করিতে স্থির  
করিলেন কিন্তু যখন এই সকল উদ্যোগ সম্পূর্ণ হইল  
তখন ঐ হতভাগ্য শুবাদার নূতন বিশ্বাসঘাতক  
কর্ম্মদ্বারা ভীত হইলেন ॥

তিনি নিজ দৌহিত্র সেরাজ উদ্দৌলাকে তাঁহার  
পিতা অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন এবং ঐ বালক  
তাঁহার অতিশয় স্নেহদ্বারা ভুষ্টস্থভাব হইয়াছিলেন  
কতিপয় দুরাচারি মনুষ্য তাঁহাকে বশীভূত করিয়া  
ঐ প্রিয় মাতামহের প্রতি মন বিরত করিয়া দিলেন  
এবং তাঁহার রাজ্য লইতে চেষ্টা করিবার উদ্যোগী  
করিয়া দিলেন তিনি তাহাদের পরামর্শে রত হইয়া  
আলিবর্দিকে তাঁহার দুষ্ট ব্যবহার নিমিত্তে তিরস্কার  
করিয়া এক পত্র লিখিলেন এবং ঐ সকল অনুগত  
লোকের সহিত পাটনায় চলিলেন তাঁহার ঐ স্থানের  
শাসনকর্ত্তা নামমাত্র ছিল তিনি তথায় সৈন্য সংগ্ৰহ  
করিয়া মাতামহের সহিত যুদ্ধার্থে গমনকরিতে  
স্থির করিলেন আলিবর্দি এইযাত্রা শুনিয়া হতজ্ঞান  
হইয়া অতিশয় ভীত হইলেন কারণ যদি  
তিনি পাটনায় আক্রমণ করেন তাহাতে তাঁহার  
প্রিয় দৌহিত্র পাছে মারাপড়েন তিনি সৈন্যতাগ

করিয়া সম্বরে মুরসিদাবাদে আসিলেন কিন্তু তথায়  
 একদিন মাত্র থাকিয়া ঐ বালকের অন্ত্রেষণার্থে চলি-  
 লেন । সেরাজ উদ্দৌলা পাটনার সম্মুখে আসিয়া  
 জানকীরামকে ঐস্থান ত্যাগ করিতে আজ্ঞাকরিলেন  
 ঐ নায়েব শাসনকর্তা জানিতেন যে যদি তিনি ঐ  
 নগর ত্যাগ করেন তবে শুবাদারের অসন্তোষ হইবে  
 কিন্তু যদি ঐ বালক মারা পড়েন তবে শুবাদার তাঁহাকে  
 কদাচ ক্ষমাকরিবেন না তাহাতে তাঁহার পরম সন্তোষ  
 হইল যে সেরাজ উদ্দৌলা ভীত হইয়া অতিদূরে রহি-  
 লেন তাঁহার ষষ্টিজন সাহসী অনুগত লোকেরা ঐ  
 নগরের চতুর্দিকে যে এক মূন্ময়ভিত্তি ছিল তাহার  
 কিয়দংশ ভগ্ন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন কিন্তু  
 তথাকার রক্ষকেরা বাধা দেওয়াতে বীরভল্য যুদ্ধ করিয়া  
 অবশেষে মারা পড়িলেন তাঁহাদের প্রভু পশ্চাৎ  
 আসিয়াছিলেন কিন্তু যুদ্ধকালে অতিদূরে এক গৃহমধ্যে  
 পলায়ন করিয়াছিলেন ঐ নায়েব শাসনকর্তা তথা হইতে  
 তাঁহাকে কোন আঘাত ব্যতিরেক রুদ্ধ করিয়া নিরা-  
 পদে পুরীমধ্যে আনিলেন । আলিবর্দি এই বৃত্তান্ত  
 শুনিয়া আনন্দমধ্যে এমত ক্রুদ্ধ হইলেন যে নিজ  
 ভৃত্যদিগকে উপহাস করিলেন তিনি ঐ বিদ্রোহাচারি  
 দৌহিত্রকে দেখিতে এমত ব্যগ্ৰ হইলেন যে কোন  
 উপপাতি তাহার উপপত্নীকে দেখিতে তাদৃশ কদাচ

হয়েন নাই যখন সমাজদর্শন হইল আনিবর্দি তাঁহার  
 দুরাচর নিমিত্তে কোন ভৎসনা না করিয়া তাঁহার গল  
 দেশ ধরিয়া সর্বান্তে চুষন করিলেন দৌহিত্র প্রাপ্তি-  
 জন্য অতিশয় আনন্দ হওয়াতে তাঁহার জ্বর হইল  
 ও তাহাতে জীবন প্রায় ক্ষয় পাইল ইতিমধ্যে উড়িস্যা  
 স্থিত মহারাষ্ট্রায়েরা ও গীরহবীব তাঁহার বিপদ সময়  
 শুনিয়া পুনর্বার বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে উদ্যোগ  
 করিলেন অতএব উত্তমরূপে সুস্থ হইবার পক্ষেই আনি-  
 বর্দিকে সঠৈন্যে মেদিনীপুরে যাত্রা করিতে হইল তথায়  
 তিনি মহারাষ্ট্রায়েদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণ  
 রূপে পরাজিত করিয়া উড়িস্যা পর্য্যন্ত তাহাদের  
 অন্তে যণার্থে চলিলেন কিন্তু তাহারা সর্বদাই তাঁহার  
 হস্ত হইতে মুক্ত হইত একারণ সঠৈন্যে মুরসিদাবাদে  
 প্রত্যাগমন করিলেন ।

যুদ্ধশ্রমে উভয় পক্ষেই ক্লান্ত হইল ঐ দশবৎসর পর্য্যন্ত  
 যুদ্ধের মধ্যে প্রথম বার ভিন্ন সকল বারেই শুবাদার  
 বিজয়ী হইয়া ছিলেন কিন্তু তথাপি মহারাষ্ট্রায়েরা  
 এদেশের যে দুরবস্থা করিয়াছিলেন তাহা দেখিতে  
 অসহিষ্ণু হইলেন তাঁহাদের উপদ্রোহদ্বারা রাজস্বের  
 এমত হানি হইয়াছিল যে তিনি তাঁহার রাজত্বের  
 প্রথনাবধি দিল্লীতে এক নুদ্রা প্রেরণ করিতে পারেন  
 নাই মহারাষ্ট্রায়েরা ভাগীরথীর পশ্চিম কটক হইতে

রাজমহল পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ প্রতিবৎসর লুট করিতেন সকল গ্রামে অগ্নি পুদান করিতেন পুজা দিগকে মারিতেন ও শস্য সকল নষ্ট করিতেন অতঃ-  
 এব পুজাদিগের দুঃখ যৎপরো নাস্তি এমনত হইয়াছিল  
 একারণ তাঁহারা শুবাদারের নিকটে আসিয়া কহিলেন  
 যেযদি তিনি তাঁহাদিগের বার্ষিক শস্যনাশ নিবারণ  
 করেন তবে তাঁহারা নিয়মিত রাজস্ব হইতে অধিক  
 দিতে স্বীকার করেন আলিবর্দি পুজাদিগের ও  
 আপনার শোক নিবারণার্থে ইচ্ছুক হইলেন তৎকালে  
 তিনি পঞ্চসপ্ততিবর্ষবয়স্ক ছিলেন ও অতিশয় পরি-  
 শ্রমদ্বারা ক্ষীণ হইয়াছিলেন এবং দশবৎসর যুদ্ধ  
 করিলেন অতঃপরে মরণের পূর্বে রাজ্যের নিয়ম  
 করিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা ও মীর-  
 জীব সর্বদা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অত্যন্ত ক্লান্ত  
 হইয়াছিলেন তাঁহাদের নিকটে সন্ধি নিমিত্তে এক  
 দূত প্রেরিত হইবানাত্রে তাঁহারা শুবাদারকে অধিক  
 প্রশংসা করিলেন কিন্তু তিনি চিরন্তন যুদ্ধ প্রযুক্ত  
 তাহাতে সন্মত হইয়াছিলেন তিনি বাঙ্গালার চৌট  
 বলিয়া প্রতিবৎসর দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে  
 দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদিগের  
 পূর্ব প্রাপ্য পরিশোধার্থে রাজস্ব দিবার কারণ নায়ব  
 শাসনকর্তার স্বরূপে নীরজীবের হস্তে উড়িস্যা দেশ

রাখিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং সুবর্ণরেখা-  
নদী বাঙ্গালার দক্ষিণ সীমা স্থির করিলেন যে মহা-  
রাষ্ট্রায়েরা কদাচ সে নদী পার হইবেন না অতঃপর  
মীরহুসেইন বাদশাহ পূর্ণ হইল তিনি আলিবর্দীর দর্প  
খর্ব্ব করিয়া উড়িস্যার পুত্ৰ হইলেন কিন্তু ঐ বিভব  
ভোগ অধিক কাল হইল না ঐ সন্ধির পরবৎসরে তাঁহার  
মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুদিগের তাঁহার আবশ্যকতা না থাকাতে  
তাঁহার শঠতাপূর্ব্বক তাঁহাকে মারিলেন অনন্তর চারি  
বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৭৫৫ শালে আলিবর্দী জীবনের  
শেষকর্ম্ম মধ্যে উড়িস্য দেশ একেবারে মহারাষ্ট্রীয়-  
দিগকে পুদান করিলেন ॥

তিনি এইরূপে ১৭৫১ শালে মহারাষ্ট্রীয় দিগের সহিত  
সন্ধি করিয়া কিঞ্চিৎ কাল সুস্থ হইলেন তাঁহার বয়স  
যদ্যপিও অধিক হইয়াছিল তথাপি তিনি যুবাপুরু-  
ষের ন্যায় যুদ্ধজন্য অপকার শুধরিতে পুস্ত  
হইলেন যে সকল গ্রাম দখল হইয়াছিল তাহা পুনর্ব্বার  
সংস্থাপন করিলেন যে সকল লোক পলায়িত ছিল  
তাঁহাদিগকে পুনরাশ্রয় করিলেন কৃষকদিগকে আগামি  
ধন দান করিলেন অর্থাৎ কর্ম্মকরিবার পূর্ব্বই ধন  
দিলেন এবং সর্ব্বশক্তিদ্বারা কৃষিকর্ম্মের উৎসাহ  
বৃদ্ধি করিলেন । তিনি নিজরাজ্যের পুথন দশ বৎসর  
যুদ্ধবিষয়ে যেক্রপ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন

শেষ পক্ষ বৎসর নির্বিরোধকালেও সেইরূপ বুদ্ধি  
প্রকাশ করিয়াছিলেন তিনি সুনিয়মপূর্ব্বক কৰ্ম্মে  
মনোযোগ করিতেন পুতিদিন পুতি মুহূর্ত্তে কিঞ্চিৎ  
নিয়মিত কৰ্ম্ম কর্তব্য ছিল এইরূপ সৰ্ব্বদা যত্নদ্বারা  
এতদেশ সৰ্ব্বত্র হইল এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের অপকার  
প্রায় বিনষ্ট হইল ॥

মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধির পরে ১৭৫৬ খাল  
পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য মধ্যে বর্ণনার উপযুক্ত কিছুই  
ঘটে নাই অনন্তর তিনি অধিকযত্নপূর্ব্বক যে মাহা-  
শ্বেয়ার মন্দির করিয়াছিলেন তাহা একেবারে নষ্ট  
হইল আলিবর্দীর ভ্রাতৃপুত্র নেয়াইস মহম্মদ তাঁহাকে  
পোষ্যপুত্র করিয়াছিলেন তাঁহার ঐ দৌহিত্র ইক্বাম-  
উদ্দৌলা ঐ বৎসরের প্রথমে মরাত্তে মহাম্মদ বিবে-  
চনাশূন্য হইলেন এবং আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে  
শুবাদারের অপর দৌহিত্র সেরাজউদ্দৌলা মাতা-  
মহের আদরদ্বারা সম্পূর্ণরূপে দুষ্টচরিত্র হইয়াছি-  
লেন তিনি সকল দুষ্কৰ্ম্মই রত ছিলেন এবং কোন  
জন তাহাতে কোন বিপরীত কথা বলিতে সমর্থ  
হইত না তিনি কান্নুকসহচরদিগের সহিত মুরসিদা-  
বাদের সকল পথে আড়ম্বরীপূর্ব্বক বিহার করি-  
তেন এবং জীপুরুষ সাধারণ সকলের প্রতি নানা  
প্রকার উপদ্রোহ করিতেন নগরের প্রজারা তাঁহাকে

আসিতে দেখিলে উকৈঃস্বরে কহিতেন হে পরমেশ্বর  
আমাদিগকে ইহা হইতে রক্ষা কর। তাঁহার প্রিয় ও  
নির্বোধ বৃদ্ধ মাতামহ অশীতি বর্ষ বয়স্ক হইয়া এই  
সকল দৌরাভ্যের কোন সম্বাদ লইতেন না তাহাতে  
সুতরাং ঐ দুরাচারী অধিক সাহসী হইলেন তিনি  
ঢাকার নায়েব শাসনকর্তা হুস্বিনকুলিখাঁর প্রতি  
বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে সপরিবারে মারিতে প্রতিজ্ঞা  
করিলেন এই ইচ্ছা সাফল্যার্থে প্রথমতঃ একব্যক্তি অনু-  
গত লোককে ঐ নগরে প্রেরণ করিয়াছিলেন ঐ লোক  
তথায় সেই মহাশয়ের তাগিনেয়কে সর্বলোকের  
সমন্বে দিবাভাগে মারিয়াছিলেন অনন্তর সেরাজ  
উদৌলা মাতামহের নিকটে হুস্বিন কুলিখাঁকে মারি-  
বার অনুমতি পুর্থনা করিলেন আলিবর্দি উত্তর করি-  
লেন যে তাঁহার পুত্রে নেয়াইস মহম্মদের অনুজ্ঞা ব্যতি-  
রেকে ইহা করা যাইতে পারে না এবং এই দৌরাভ্য  
করিতে নিষেধ না করিয়া এবিষয় তাঁহাকে নাদেখিতে  
হয় এই মানসে মুরসিদাবাদ পরিত্যাগপূর্বক মৃগয়া  
করত রাজমহলে চলিলেন তাঁহার বৃদ্ধপত্নী সেরাজ  
উদৌলার মাতামহী নেয়াইসের নিকটে স্বয়ং গিয়া  
তাঁহার নির্দোষ বন্ধু এবং ভৃত্যকে মারিতে অনুজ্ঞা  
পুর্থনা করিলেন নেয়াইসের পত্নী জন্মিতী বেগম  
অন্যান্যলোকের পুর্থনামধ্যে ঐ বিষয়ে নিজ পুর্থনা



পুকাশ করিলেন নেয়াইস এই সকল লোকের নিবে-  
দনদ্বারা পরাজিত হইয়া অনুমতি করিলেন সেরাজ  
উদ্দৌলা ঐ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাটী  
গমনকালে হুসিন কুলিখাঁর গৃহের নিকটে গিয়া  
তাঁহাকে বাহিরে আনিয়া নিজসমক্ষে টুকরাং করিয়া  
কাটিতে আত্মা করিলেন এবং ঐ সময়ে তাঁহার এক  
অঙ্কভ্রাতাকে আনাতে তাহাকেও ঐরূপ করিলেন  
মুসলমান ইতিহাসবেত্তা কহেন যে এই সকল অনঙ্গত  
হত্যাতে আলিবর্দির পরিবারে পরমেশ্বরের শাপ  
হইল কিঞ্চিদনন্তর নেয়াইস মরিলেন দুইমাসমধ্যে  
তাঁহার ভ্রাতা সায়দ আহম্মদ পুরণীয়ার শাসনকর্তা  
মরিলেন আলিবর্দি দৌহিত্রের চরিত্রদ্বারা ভৎসিত  
হইয়া এবং দুই ভ্রাতৃপুত্রের মরণে শোকাভূত হইয়া  
১৭৫৬ শালের ২ আপিলে লোকান্তরগত হইলেন ॥

আলিবর্দির যুদ্ধে ও সন্ধিতে অসাধারণ ক্মতা ছিল  
এবং লোকযাত্রায় উত্তম শক্তি ছিল ইহার স্পষ্ট প্রমাণ  
এই যে তিনি পঞ্চসপ্ততি বর্ষবয়সে উড়িস্যানধ্যে  
সৈন্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অনুবর্তী হইয়াছিলেন  
বাহ্যলার রাজ্যপ্ৰাপ্তির পর দশ বৎসরপর্য্যন্ত ভিন্ন-  
দেশীয় শত্রু বা নিজ বঞ্চকসেনাপতিদিগের সহিত  
যুদ্ধে ক্রমিক নিযুক্ত ছিলেন অনন্তর অন্তিম পঞ্চবর্ষ-  
মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না তাহাতেও তাঁহার কর্ম

অতিশয় পুশংসনীয় ছিল তাঁহার সেনাপতি নৃসিংহা-  
 খাঁ কলিকাতার ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিতে  
 পুনঃ ২ উত্তেজনা করিতেন তাহাতে তিনি সর্বদাই  
 উত্তর করিতেন যে স্থল মধ্যে তাঁহার অধিক কর্তব্য  
 আছে ও এসময়ে সমুদ্রে অগ্নি দিলে কে নির্বাণ করিবে  
 তিনি আর বলিতেন যে ইংরাজদিগের সমুদ্রে যে  
 সামর্থ্য আছে তাঁহাদের সহিত বিরোধ করিলে সেই  
 শক্তিবারা এতদেশীয় বণিকদিগের সামুদ্রিক বাণিজ্য  
 নষ্ট হইবে তাঁহার রাজ্যকালে ফরাসিরা ওলন্দাজেরা  
 ও ইংরাজেরা নিৰ্বিরোধে সুরক্ষিত ছিলেন কেবল  
 দুইবার মহারান্নীদিগকে তাড়াইতে ধনের আবশ্য-  
 কতা হওয়াতে তিনি তাঁহাদিগহইতে সাহায্য লইয়া-  
 ছিলেন তাঁহার মনে উদয় হইত যে তিনি যে রাজ্য  
 পাইয়াছেন তাহা তাঁহাদের হস্তগত হইবে যেহেতু  
 তাঁহার দৌহিত্র ইংরাজদিগের অহিতৈষী ছিলেন তাহা  
 তিনি জানিতেন একারণ তাঁহার ভয়পূকাশ করিলেন যে  
 তাঁহার মরণোত্তর ইউরোপীয়েরা হিন্দুস্থানের নিকট-  
 পর্যন্ত অধিকার করিবেন তাঁহার রাজ্যমধ্যে এক মহৎ  
 ভ্রম এই ছিল যে অতিশয় কুকর্মান্বিত দৌহিত্রের পুতি  
 হতজ্ঞান হইয়া সুহ করিতেন কিন্তু অত্যন্ত বিলম্বে  
 তিনি ঐ ভ্রম বুঝিতে পারিলেন যখন তিনি মরণশয্যায়  
 ছিলেন তখন তাঁহার কোন ভ্রাতৃ তাঁহার উত্তরাধি-

কাজির নিকটে তাঁহাকে সোপারোধ করিতে পার্থনা করিলেন তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে আমার মরণোত্তর সেরাজ উদ্দৌলাকে যদি তাঁহার মাতামহীর সহিত তিন দিবসপর্য্যন্ত নির্বিরোধে থাকিতে দেখহ তবে তোমার আপনার শুভাশা করিতে পারিবে ॥

### দশম অধ্যায়

ঐ সময়ে অতিশয় গোলযোগ উপস্থিত ছিল আলি-বর্দিখাঁ অতিসাহসিক যোদ্ধা ও উত্তম রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন মহারাষ্ট্রীয়েরা বাজালা জয় করিতে না পারেন এনিমিত্তে দশবৎসরপর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন এবং তাহাতে পুনঃ২ তাঁহাদিগকে পরাজয় করিলেন কিন্তু তথাপি অবশেষে তাঁহাকে সন্ধিপুর্ষক পুতিবৎসর রাজস্ব কপে দ্বাদশলক্ষ মুদ্রা দিতে স্বীকার করিতে হইল তাঁহার মৃত্যুর পূর্ষবৎসরে তাঁহার রাজ্য তিন গুবার মধ্যে উড়িস্যা একেবারে ত্যাগ করিতে হইল অনন্তর তাঁহার সিংহাসনে চতুর্বিংশতি বর্ষ বয়স্ক অহঙ্কারী ক্রুর দুর্বল ও দুরাচারী এক বালক আকট হইলেন তাঁহার কেবল আত্মসুখ ব্যতিরেকে অন্য কোন অভিপ্ৰায় ছিল না অতএব বাজালা ও বেহার তাঁহার অধিকারে রাখা অসাধ্য হইল ঐ সুখ্যাত আলিবর্দি মরাতের মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনর্বার উপদ্রোহ করিতে আরম্ভ করিল এবং এতদ্দেশ ঐ ক্রুরদিগের হস্তগত

হইবার নানা পুকার সুযোগ হইল কিন্তু ঈশ্বরীয় ইচ্ছা তাহার বিপরীত হইল বাঙ্গালার রাজ্য ও অবশেষে হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্য অতঃপরে ইংরাজদিগের হইবার উপক্রম হইল আলিবর্দীর মৃত্যুকালে ইংরাজদিগের ভারতবর্ষের পুণ্ড্র হইবার কোন আশা ছিল না তাঁহারা যেকপে ক্রমে২ এতদেশ জয় করিতে পুণ্ড্র হইলেন তাহা আমরা বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করি।।

১৭৫৬ শালের ১০ আশ্বিনে সেরাজউদ্দৌলা বাঙ্গালার ও বেহারের রাজা হইলেন তৎকালে দিল্লীর মহারাজ এমত ক্ষীণাবস্থায় ছিলেন যে নূতন শুবাদার তাঁহা হইতে অনুজ্ঞাপত্র প্রার্থনা নিরাবশ্যক বুঝিলেন শুবাদার রাজ্যের প্রথমতঃ তাঁহার পিতৃব্য নেযাইস মহম্মদের পত্নীর সমস্ত ধন অপহরণ করিতে সৈন্য প্রেরণ করিলেন ঐ রমণীর স্বামী ষোড়শ বৎসরপর্যন্ত ঢাকার শাসনকর্তা থাকিয়া অপরিমিত ধন সঞ্চয় করিয়া লোকান্তরগত হইলে তিনি পতিধনে অধিকারিণী হইয়াছিলেন ঐ ধনরক্ষার্থে তিনি যেসকল সৈন্য রাখিয়া ছিলেন তাহারা আবশ্যকসময়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল সুতরাং সমুদায় সম্পত্তি নির্বিরোধে শুবাদারের পুরীতে প্রেরিত হইল এবং ঐ রমণী বাসস্থান হইতে দূরীকৃত হইলেন রাজবল্লভ ঢাকায় নেযাইস মহম্মদের নায়েব থাকিয়া মুসলমানদিগের রাজ্যকালে যেকপ

রীতি চলিত ছিল তদনুসারে সমুদায় দেশ লুট করিয়া অধিক ধন সংগৃহ করিয়াছিলেন আনরা বর্ণনা করিয়াছি যে ১৭৫৬ শালের প্রথমে নেয়াইসের মৃত্যু হয় আলিবর্দি তখন সিংহাসনে ছিলেন কিন্তু তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল রাজবল্লভ তৎকালে মুরসিদাবাদে থাকাতে সেরাজ উদ্দৌলা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কারাগৃহে স্থাপন করিয়া ঢাকায় তাঁহার সম্পত্তি আটক করিতে চর প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাস ঐ সম্বাদ শুনিয়া সমুদায় ধন ও পরিবারশোক নৌকায় তুলিয়া গঙ্গানাগর অথবা জগন্নাথ তীর্থে গমনস্থলে কলিকাতায় আসিলেন ১৭ মার্চ তথায় আসিয়া তথাকার শাসনকর্তা ডেক্‌নাহেবদ্বারা ঐ নগরে বাস করিতে অনুজ্ঞাত হইলেন এবং পিতার মোচন সম্বাদ যেপর্যন্ত না শ্রবণ করেন তাবৎ তথায় থাকিতে স্থির করিলেন সেরাজ উদ্দৌলা ঐ ধন বিহীন হওয়াতে অতিশয় বিরক্ত হইয়া কলিকাতায় দূত প্রেরণ করিলেন যে কৃষ্ণদাস শাঘু দুরীকৃত হইবেন ঐ মনুষ্য কোন বিশ্বাস জনকলিপিব্যতিরেকে আশাতে ডেক্‌নাহেব তাঁহাকে নগর হইতে বহির্ভূত করিলেন ॥

অনন্তর ইউরোপ হইতে সম্বাদ আসিল যে অতি অল্পকালের মধ্যে ইংরাজদিগের ফরাসিদের সহিত যুদ্ধ হইবে ফরাসিরা নীতীয়ে অতিবলবান্ ছিলেন

এবং ইংরাজদিগের কলিকাতায় যে সৈন্য ছিল কন্দু-  
নগরে তাঁহাদের তাহার দশগুণ ছিল অতএব ইংরাজেরা  
দুর্গ শুধরিতে আরম্ভ করিলেন এবং এই সন্নাচার তৎ-  
কালে সিংহাসনস্থিত দুরন্ত বালকের কর্ণগোচর শীঘ্র  
হইল শুবাদার সর্দদাই ইংরাজদিগের দেবী ছিলেন  
তিনি কঠীনরূপে ডেক্ সাহেবকে একপত্র লিখিলেন  
তাঁহাতে আজ্ঞা করিলেন যে নূতন দুর্গ কদাচ করিবেন  
না ও পুরাতন দুর্গ ভগ্ন করিবেন এবং অবিলম্বে কৃষ্ণ  
দাসকে সমর্পণ করিবেন।।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে সেরাজ উদ্দৌলার পিতৃবা-  
সায়ত আহম্মদ আলিবর্দির দৃই এক মাস পূর্বে মরি-  
য়াছিলেন ও তাঁহার সন্মুদায় ধন সৈন্য এবং পুরণীয়ার  
রাজহ নিজপুত্র শোকতজ্জকে দিয়াছিলেন এবং  
তিনিও তাঁহার পিতৃবাপত্র শুবাদার হইবার কিঞ্চৎ  
পূর্বে রাজকীয় কর্মে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন উভয়েই  
ভ্রান্তরূপে কর্কশ হ্রস্ব ও নিবুদ্ধি ছিলেন অতএব তাঁহারা  
পরস্পর নিজপূর্বক অধিক কাল থাকিতে পারিবেন  
না ইহা স্পষ্ট হইল। সেরাজ উদ্দৌলা পদপ্রাপ্তিমাত্রে  
মাতামহের সন্মুদায় ভূতা ও সেনাপতি দিগকে বিদায়  
করিয়া অতিসম্পটস্বভাব যুবাশ্রয় দিগকে অনুগৃহ  
পাত্র করিলেন তাহারা সর্দদা তাঁহাকে দূকর্ম সাহস  
প্রদান করিত তাহারা প্রতিদিন অবিচার ও নিষ্ঠরতা

করিতে অনুরোধ করিত এইরূপে কোন মনুষ্যের ধন ও কোন স্ত্রীলোকের সমুদয় রক্ষা পাইতনা। এতদেশীয় প্রধান লোকেরা এই সকল উপদ্রোহ সহ্য করিতে অশক্ত হইয়া তাঁহার পরিবর্তে অন্যকোন লোককে এইসিংহা সনে নিযুক্ত করিতে পারেন এমত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন তাঁহাদের দৃষ্টি শোকতজস্কের প্রতি হইল। যদ্যপিও তিনি সেরাজ উদ্দৌলা অপেক্ষা উত্তম ছিলেন না তথাপি তাঁহারা নজলের আশা করিয়াছিলেন। অবিলম্বে যড়যন্ত্র হইল এবং তাঁহাকে এই সকল দেশের নাজিম করিতে মহারাজার অনুজ্ঞাপত্র প্রার্থনায় দিল্লীতে দূত প্রেরিত হইল। এই নিবেদন পত্রে প্রতি বৎসর মহারাজকে এককোটি মুদ্রা পাঠাইতে স্বীকার ছিল অতএব সুসিদ্ধ হইল।

সেরাজ উদ্দৌলা এই যড়যন্ত্র জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ নিজ সৈন্য সংগৃহীত করিয়া পুরণীয়ার প্রতি চলিলেন ও জ্যেষ্ঠতাপত্রকে নষ্ট করিতে স্থির করিলেন যখন সৈন্যেরা রাজমহল পর্যন্ত গিয়া গঙ্গাপার হইবার উদ্যোগ করিতেছিল তখন সেরাজ উদ্দৌলা কলিকাতার শাসনকর্তা ডেকন সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার উত্তর পাইলেন তাহাতে দৃঢ়রূপে লিখিত ছিল যে তিনি শুবাদারের আজ্ঞামতে চলিবেননা এই উত্তর প্রাপ্তিমাতে তাঁহার অসীমক্রোধ হইল পরে

ইংরাজদিগকে রাজ্যের অপকারিদিগের আশ্রয় দান-  
জন্য ও তাঁহার রাজ্যে তাঁহারা আত্মরক্ষা করিয়াছেন  
এজন্য দোষী করিয়া তাঁহাদের মূলোৎপাটন করিতে  
ভয় দেখাইলেন এবং তথাকার শিবির ভঙ্গপূর্বক  
নিমেষমাত্র বিলম্ব না করিয়া কলিকাতায় যুদ্ধার্থে  
যাত্রা করিতে আজ্ঞা করিলেন আগমনকালে কাশীম-  
বাজারের কারখানা লুট করিলেন এবং যে সকল ইউরো-  
পীয় লোকদিগকে তথায় পাইলেন তাহাদিগকে কারা-  
লয়ে স্থাপন করিলেন ॥

কলিকাতায় ইংরাজেরা যষ্টি বর্ষহইতেও অধিক  
কালপর্যন্ত নির্বিরোধে থাকাতে মনোযোগের  
অপত্যপ্রযুক্ত তাঁহাদের দুর্গ নষ্ট হইতে ছিল তাঁহারা  
এমত আপৎশূন্য হইয়াছিলেন যে তিথির অশীতি-  
হস্তমধ্যে গৃহনির্মাণ করিয়াছিলেন তৎকালে তাঁহা-  
দের রক্ষক একশত সপ্ততি মনুষ্য ছিল তাহার মধ্যে  
যষ্টিজনমাত্র ইউরোপীয় । তাঁহাদের বারুদ পুরা-  
তন ও নষ্টপ্রায় হইয়াছিল কামান সকল মলিন  
হইয়াছিল । সেরাজউদ্দৌলা ঐ নগরের আক্রমণার্থে  
চত্বারিংশৎ বা পঞ্চাশৎসহস্র সৈন্যের সহিত ও উত্তম  
একদলগোলেন্দাজের সহিত আসিতেছিলেন ইংরা-  
জেরা দেখিলেন যে কোনমতে বাধাদিবার উপায় নাই  
একারণ সন্ধিপ্রার্থনায় পনঃ পত্র প্রেরণ করিলেন



এবং অধিক টাকা দিতে স্বীকার করিলেন কিন্তু শুবাদার কিছু শুনিলেন না তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে একে বারে তাঁহাদের শেষ করিবেন অতএব কোন উত্তর না পাঠাইয়া ক্রমিক আসিতেছিলেন । ১৬ জুন তাঁহার অগুসর সৈন্যেরা চিতপুরে উপস্থিত হইল কিন্তু ইংল্লাজেরা গড়ের বহির্ভাগে কতিপয় সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহারা ঐ সৈন্যমাধ্যে এমনত গোলা বর্ষণ করিল যে তাহারা তথাহইতে পলায়ন করিয়া দমনদমায় শিবির করিল ।।

১৭ তারিখ শুবাদারের সৈন্যেরা নগর বেষ্টিত করিয়া পরদিন চতুর্দিকে আক্রমণ করিল পরে ভিত্তির নিকটস্থ গৃহসকল অধিকার করিয়া এমনত ভয়ানক অগ্নি রক্ষা করিল যে কোন জন দুর্গোপরি বহিভূত হইতে পারিল না ঐ দিবসে অধিক লোক মারা পড়িল এবং অনেকে আহত হইল মুসলমানেরা গড়ের বহিঃস্থ অধিকার করাতে ইংরাজদিগের গড়মাধ্যে প্রস্থান করিতে হইল রাত্রিকালে দুর্গের চতুর্দিকস্থ কতিপয় বৃহৎগৃহে অগ্নিপ্রদান করাতে অতিশয় উত্তাপ হইল কন্ডবোর অবধারণার্থে যুদ্ধসভা পুস্তত হইল সেনাপতির কন্ডব্য স্থির করিতে নাপারিয়া ফিলেন যে পলায়ন ব্যতিরেকে রক্ষা নাই এতদেশীয় বহুলোক দুর্গমাধ্যে থাকাতে যে খাদ্যদ্রব্য ছিল তাহা

সপ্তাহের অধিক হইতে পারে না অতএব দুর্গের ধারে  
যে সকল নৌকা ছিল তদুপরি পরদিন প্রাতঃকালে  
প্রথমতঃ স্ত্রীলোকদিগকে তুলিয়া গারে পরুষেরা  
অরোহণ করিয়া এনগর পরিত্যাগ করিতে স্থির করি-  
লেন কিন্তু ঐ দুর্গ মধ্যে এনত কোন প্রধান লোক ছিলেন  
না যে ঐ যাত্রা নির্বাহ করেন সকলেই আত্মা করিতে  
ইচ্ছুক ছিলেন আত্মা শুনিতে কেহই ছিলেন না ঐ সময়ে  
স্ত্রীলোকেরা নৌকার উঠিলেন দুর্গস্থিত লোকেরা ও  
নৌকাস্থিত লোকেরা তল্যক্রমে ভীত হইলেন তীর-  
স্থিত প্রত্যেকেই বেগে ধাবমান হইলেন নাবিকেরা  
শীঘ্র নৌকা বাহির করিতে লাগিলেন সকলেই আপন-  
২ রক্ষাচিন্তা করিয়া যে নৌকা প্রথমে পাইলেন তাহাতেই  
উঠিলেন শাসনকর্তা ডেকসাহেব ও সেনাপতিরা  
প্রথমতঃ পলায়ন করিলেন অতি অল্পকালের মধ্যে  
সমদায় নৌকা প্রস্থান করিল কতিপয় জাহাজের নিকটে  
ও কতিপয় হাওড়ায় চলিল কিন্তু অর্দ্ধেক অপেক্ষা  
অধিক সৈন্য ও ভদ্রলোকেরা পশ্চাৎ পড়িয়া রহিলেন  
যখন শাসনকর্তার পলায়ন বিদিত হইল অবশিষ্টেরা  
একত্র হইয়া হালওএল সাহেবকে পুত্ৰ করিলেন । পলা-  
য়িত লোকেরা যেসকল জাহাজে ছিলেন সেসকল জাহাজ  
নদীর এক ক্রোশ দূরে গিয়া নোঙ্গর করিয়াছিল ১২  
জুন বিপদের পুনর্ব্বার আক্রমণ করিয়া তাড়িত হইল

অতএব তথায় আসিয়া সৈন্যদিগের উদ্ধারার্থে জাহাজে  
 ইঙ্গিত পেরিত হইল এবং তাহা অনায়াসে সম্পন্ন  
 হইত কিন্তু যে দুইদিনপর্য্যন্ত দর্গ স্ববশে ছিল তন্মধ্যে  
 পোতস্থিত লোকেরা যাহাদের পরিত্যাগ করিয়া  
 আসিয়াছিলেন তাহাদের রক্ষার্থে কোন চেষ্টা করিলেন  
 না তাহাদের একমাত্র আশা ছিল যে রায়লজজ্জ নামক  
 জাহাজ চিতপুরে নোঙ্গর করিয়াছিল হালওএল সাহেব  
 ঐ জাহাজকে গড়ের ধারে আসিতে আত্মা করিয়া  
 দুইজন ভদ্রলোককে পাঠাইলেন কিন্তু ঐ জাহাজ  
 আসিবার কালে পথিমধ্যে ভূমিতে এসত রুদ্ধ হইল  
 যে পুনর্বার তাহার মোচন হইল না এইরূপে ঐ হতভাগ্য  
 সৈন্যদিগের শেষ আশাও নষ্ট হইল ১৯ তারিখ রাত্রি  
 কালে বিপক্ষেরা দুগের চতুর্দিকস্থ অবশিষ্ট গৃহসকলে  
 অগ্নিপ্ৰদান করিল ২০ তারিখ পূর্বাংগে দূতের  
 আক্রমণ করিল হালওএল সাহেব তাহাদের বাধার  
 ছেঁড়া বিকল দেখিয়া শুবাদারের সেনাপতি মাণিক-  
 চন্দ্রের নিকটে সন্ধিনিমিত্তে এক পত্র পাঠাইলেন  
 দুইপ্রহর চতুর্থ ঘণ্টার সময়ে শত্রুদিগের এক  
 জন দাহনিবারণার্থে ইঙ্গিত করাতে ইংরাজেরা  
 বোধ করিলেন যে সেনাপতিহইতে উত্তর আসিয়া  
 থাকিবে একারণ কামানে অগ্নিদান রোধ করিলেন  
 কিন্তু তাহারা এইরূপ করিবামাত্র বিপক্ষেরা

ভিত্তির নিকটে আসিয়া তাহাতে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিল একঘণ্টার মধ্যে দুর্গে তাঁহাদের অধিকার হইল অনন্তর তাঁহারা তথাকার গৃহসকল লুট করিতে প্রবৃত্ত হইলেন পঞ্চমঘটিকার সময়ে সেরাজ উদ্দৌলা এক দোলায় আসিলেন তাঁহার সম্মুখে ইউরোপীয়েরা আনীত হইল হালওএল নাভেবের হস্ত বদ্ধ ছিল কিন্তু সুবাদার তাহা মোচন করিতে আজ্ঞা করিয়া কহিলেন যে তাঁহার মস্তকের এক গাছি কেণ কেহ স্পর্শ করিবেন। এবং কহিলেন কি আশ্চর্য যে অতিঅল্প মনুষ্য চারিশতগুণে অধিকসৈন্যের সহিত এতাবৎ কালপর্যন্ত্য বুদ্ধ করিল তিনি সহজমূর্তিতে দরবার আরম্ভ করিয়া কৃপদানকে তাঁহার নিকটে আনিতে আজ্ঞা করিলেন ইংরাজদিগের প্রতি আক্রমণের এক প্রধান কারণ এই ছিল যে তাঁহারা ঐ মনুষ্যকে আশ্রয় দিয়াছিলেন অতএব বোধ হইয়াছিল যে ঐ ব্যক্তির কঠিন দণ্ড হইবে কিন্তু নবাব তাহাব্যতিরেকে তাঁহাকে এক সম্মানজনক পারিচ্ছদ দিলেন।

এবং ষষ্ঠঘটিকার পরে সপ্তম ঘটিকার মধ্যে প্রত্যাগমন করিলেন ও এতদ্দেশীয় একসেনাপতির অধীনে ঐ দুর্গ সমর্পণ করিলেন তথায় ঐ সময়ে একশত ছয়চল্লিশ জন ইউরোপীয় বন্দী ছিলেন তাহার মধ্যে একজন স্ত্রী লোক ও ছাদশজন আহত সেনাপতি

ছিলেন ঐ অধিকৃত মহাশয় রাত্রিকালে তাঁহাদিগকে  
 নিরুদ্ধগে রাখিতে স্থান অন্ত্রেষণ করিতে লাগিলেন  
 অপরাধি নৈন্যদিগের আসেধের নিমিত্তে ঐ দুর্গমধ্যে  
 এক গৃহ ছিল তাহার দৈর্ঘ্য দ্বাদশ হস্ত ও বিস্তার নয় হস্ত  
 মাত্র এবং বায়ু গমনার্থে প্রতিদিগে এক২ গবাক্স  
 ছিল এই ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে অতিগীষ্মসময়ে মুসলমানেরা  
 সমুদায় ইউরোপীয়দিগকে রুদ্ধ করিলেন সুতরাং ঐ  
 রজনীতে অসম্ভব ক্লেশ হইল বন্দীর অবিলম্বে অনিবার্য  
 পিপাসাগু হইলেন এবং রক্ষকদিগহইতে যে  
 জলপ্রাপ্ত হইলেন তাহাতে কেবল হতজ্ঞান করিল  
 প্রতিজন নিঃশ্বাসনিঃক্ষেপার্থে গবাক্সদ্বারের নিকটে  
 যাইতে বিবাদ করিতে লাগিলেন এবং একেবারে এই  
 যাতনারশেষ করিতে রক্ষকদিগের নিকটে প্রার্থনা  
 করিলেন যে তাঁহাদিগকে দক্ষ করেন একে২ অনেকেই  
 মরিয়া পড়িলেন অবশিষ্টেরা ঐশবসনুহোগরি  
 দাঁড়াইয়া নিঃশ্বাস, নিঃক্ষেপের স্থান পাইলেন তদ্বারা  
 অম্পলোক বাঁচিয়া ছিল পরদিন প্রাতঃকালে যখন  
 দ্বার মোচন হইল একশত ছয়চল্লিশ লোকের মধ্যে  
 কেবল ত্রয়োবিংশতি জীবদ্দশায় ছিলেন বাক-  
 হোল নামে হত্যা অর্থাৎ বাঙ্গালিরা গর্ভদ্বারা  
 মারিয়াছিলেন সে এই ঐ কলিকাতার লটে বহু  
 ক্লেশদিয়াছিল এবং সকলদেশে সকলমন্ডলের অভি-

নব ভুল্য ঐদুঃখের স্মরণ আছে ও প্রায় এই বিষয়ের  
 নিমিত্তে সেরাজ উদ্দৌলা জুরতায় রাক্ষস ভুল্য হইয়া-  
 ছেন কিন্তু তিনি পরদিন প্রাতঃকালাবধি এই ঘোর-  
 তর ব্যাপারের কিছুই জানিতে ননা সমুদায় দোষ নাকি-  
 চাঁদনামক হিন্দু করিয়াছিলেন কারণ ঐ নিশিতে  
 দুর্গ তাঁহার আধীনে ছিল ২১ জুন প্রভাতে নবাব ঐ  
 অবস্থা শুনিয়া অতিশয় অসম্মতি প্রকাশ করিয়া-  
 ছিলেন। যেসকললোক ব্লাকহোলে রুদ্ধ হইয়াও বাঁচিয়া-  
 ছিলেন হালওএল সাহেব তন্মধ্যে একজন ছিলেন  
 শুবাদার তাঁহাকে আহ্বান করিয়া ধনস্থান প্রকাশকরি-  
 তে কহিলেন কিন্তু তথায় পঞ্চাশৎ সহস্র মদ্যু নাত্র পাও-  
 য়াতে শুবাদারের আশ্চর্য বোধ হইল। সেরাজ উদ্দৌলা  
 নয়দিবসপর্যন্ত কলিকাতার নিকটে থাকিয়া ঐ স্থানেই  
 নামআলিনগর রাখিয়ামুরসিদাবাদে প্রত্যাগমনকরি-  
 লেন ২ জুলাই তিনি গঙ্গাপার হইয়া ওলন্দাজদিগকে  
 ও ফরাসিদিগকে আনুকূল্য করিতে কহিলেন ও  
 যদি তাঁহারা অস্বীকার করেন তবে তিনি ইংরাজদি-  
 গের প্রতি যেকণ ব্যবহার করিয়াছেন সেইকণ করি-  
 বার ভয় দেখাইলেন ওলন্দাজেরা সাদ্ধ চারি লক্ষ মদ্যু  
 ও ফরাসিরা সাদ্ধ তিন লক্ষ মদ্যু দিয়া নিস্তার পাইলেন  
 যেবৎসরে কলিকাতা অধিকার হইল ও ইংরাজেরা  
 বাঙ্গালাহইতে দূরীকৃত হইলেন সেই বৎসরে অর্থাৎ

১৭৫৬ শালে ডেনেরা ভূমির সনদ পাইয়া খ্রীষানপন্ন  
নগর আরম্ভকরিলেন ॥

শুবাদার জয়দ্বারা প্রকল্প হইয়া মুরসিদাবাদে আসিয়া  
পূর্ণীয়ার শাসনকর্তা তাঁহার জ্যেষ্ঠতাপুত্র শোকৎ-  
জঙ্গের প্রতি নূতন আক্রমণ করিতে স্থির করিলেন  
তাঁহার সহিত বিরোধোৎপাদন করিতে আপনাত্মক এক  
ভৃত্যকে তথাকার কৌজদার করিয়া জ্যেষ্ঠতাপুত্রকে  
আক্রমণ করিলেন যে তিনি ঐ ব্যক্তিকে তৎকর্তব্য করিতে  
স্থাপন করিবেন তাহাতে ঐ ব্যক্তক ক্রোধে উদ্ভূতপ্রায়  
হইয়া উত্তর লিখিলেন যে তিনি ব্যতীত অন্যত্র এতদ্দেশের  
শুবাদার হইয়া দিল্লীহইতে নিয়োগ পত্র পাইয়াছেন  
এবং নবাবকে আক্রমণ করিলেন যে তিনি মুরসিদাবাদ  
পারিত্যাগ করিয়া অভিলষিত স্থানে গমনকরেন সেরাজ  
উদ্দৌলা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া একনিমেষ বিলম্ব ব্যতি-  
রেকে সৈন্যদিগের সহিত একত্র হইয়া পূর্ণীয়ায় যাত্রা  
করিতে আক্রমণ দিলেন শোকৎজঙ্গ ও নিজসৈন্যদিগের  
প্রেরণ করিলেন কিন্তু তিনি যুদ্ধ কিছ্রমাত্র জানিতেননা  
ও কোনজনের পরামর্শশুনিতেননা তাঁহার সেনাপতিরা  
সৈন্যের সহিত অগুসর হইয়া এক দৃঢ়স্থানে উপস্থিত  
হইলেন ঐ স্থানের সম্মুখে এক মাঠ ছিল ও তাহাতে  
কেবল একমাত্র সেতু ছিল তথায় সৈন্যেরা শিবির করিল  
কিন্তু তাহাদের কোমকর্তা ছিল না সুতরাং প্রকৃতকর্তব্য

কোনপ্রস্তাব হয় নাই সেনাপতিদিগের যে স্থান ভাল  
 বোধ হইল সেই স্থানে নিজ সৈন্য স্থাপন করিলেন  
 অবশেষে সেরাজউদ্দৌলার সৈন্যেরা ঐ মাঠের সম্মুখে  
 আসিয়া শত্রুদিগের প্রতি কামান করিতে আরম্ভ  
 করিল বহু কামানদ্বারা শোকত জঙ্গের সৈন্যেরা অত্য-  
 ন্তবিরক্ত হইল তাহাতে তিনি নিবৃদ্ধিতা প্রযুক্ত অশ্বা-  
 ক্রাট সৈন্যদিগকে মাঠ উত্তীর্ণ হইয়া সংগৃহীত করিতে  
 আজ্ঞা করিলেন তাহার। বহুকৌশে জলকর্দম পার হইয়া  
 শুকভূমিতে উপস্থিত হইবামাত্র সেরাজউদ্দৌলার  
 সৈন্যেরা চতুরতা পূর্বক তাহাদের আক্রমণ করিল এই  
 তুমুলযুদ্ধকালে শোকতজঙ্গ স্ত্রীলোকদিগের সহিত  
 আনন্দভোগ করিতে তাবুমধ্যে গিয়া মদ্যপানে এনত  
 নত হইলেন যে সহজরূপে বসিতে শক্তি রহিল না  
 তাহার সেনাপতিরা পশ্চাৎ আসিয়া সৈন্যদিগের  
 আধিপত্য করিতে অনুরোধ করিলেন অনন্তর তাহাকে  
 এক গজোপরি বসাইলেন ও একভৃত্যকে তাহার  
 অবলম্বনার্থে নিযুক্ত করিলেন এইরূপে তিনি মাঠের  
 ধারপর্যন্ত আসিবামাত্র বিপক্ষের সৈন্য হইতে  
 এক গোলা আসিয়া কপালে লাগাতে তিনি হাওদার  
 উপরে মরিয়া পড়িলেন সৈন্যেরা তাহার নিপাত  
 দেখিয়া শ্রেণী ভঙ্গ করিয়া পলায়ন করিল দুই দিবস পরে  
 শুবাদারের সেনাপতি মোহনলাল পুরণীয়া অধিকার



করিয়া তাহাতে প্রাপ্ত প্রায় নবতিলক্ষ মৃদু ও শোকত-  
জ্জ্বের রমণীসকল নুরসিদাবাদে পাঠাইলেন সেরাজ-  
উদ্দৌলা এই যুদ্ধে হতসাহস হইয়া রাজমহলের অধি-  
ক গমন করেন নাই কিন্তু তাঁহারাই বিজয় হইল এমত  
বিশ্বাস করিয়া বিপুল আড়ম্বরীপূর্বক নুরসিদাবাদে  
আসিলেন ॥

আমারা এক্ষণে ইংরাজদিগের বিষয় বর্ণনাকরি  
কলিকাতা আক্রমণ করাতে তাঁহাদের একেবারে সর্ব-  
নাশ হইয়াছিল ডেক সাহেব লজ্জিতরূপে স্বদেশীয়  
লোকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া মাদ্রাজহইতে সাহা-  
য্যপ্রার্থনায় দূত প্রেরণ করিয়া নদীমুখে পোতো-  
পরি বন্ধ লোকের সহিত ছিলেন কিন্তু তথায় রোগদ্বারা  
অধিক লোক নারা পড়িল ॥

কলিকাতায় যেদুর্ঘটনা হইয়াছিল তাহার সম্বাদ মাদ্রা-  
জে যাইবামাত্র তৎকাল শাসনকর্তা ও প্রধান সভা  
ভয়ে নিমগ্ন হইলেন তাঁহারা সকলবিষয়েই বিপদ দেখি-  
লেন কারণ ফরাসিদিগের সহিত যুদ্ধের সম্ভাবনা পুতি-  
দিন পূৰ্ব হইতে ছিল কিন্তু পণ্ডিচরিতে ফরাসিরা যদ্য-  
পিও অতিবলবান ছিল ও যদ্যপিও নিজসৈন্য অতি  
অল্প ছিল তথাপি তাঁহারা বাঙ্গালায় সাহায্য পুথমতঃ  
কর্তব্য স্থির করিলেন তাঁহারা তৎক্ষণাৎ কতিপয়  
পোত পুস্ততপুরঃসর কিয়ৎ সৈন্য সংগৃহ করিলেন

ওয়াটসন সাহেব নাবিক সেনাপতি হইলেন এবং  
 কর্ণেল ক্লাইব সাহেব ভূমিচরসেনার অধ্যক্ষ হইলেন  
 তিনি ত্রয়োদশ বৎসরপূর্বে ও অষ্টাদশবৎসর বয়ঃ ক্রমে  
 ভারতবর্ষে সভ্যকর্মো নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন  
 পরে তিনি রণেচ্ছক থাকাতে যুদ্ধকর্মো প্রবিষ্ট হইয়া  
 মহৎযোদ্ধা স্বরূপে খ্যাত হইলেন বাদশাহীয়া আসি-  
 বার সময়ে তাঁহার বয়স একত্রিশবৎসর ছিল তিনি  
 বয়সে বালক কিন্তু ব্যবহারে অতিপ্রাচীন ছিলেন !  
 মাদ্রাজে উদ্যোগ করিতেই অধিককাল যাপন  
 হইল ১৭৫৬ শালের আক্টোবর মাসের পূর্বে  
 জাহাজ সকল বাহির হইতে পারে নাই পরে উত্তর  
 পূর্বদেশ হইতে বায়ু হওয়াতে তাঁহাদের কলিকাতার  
 অনিতে ছয় সপ্তাহ হইল এবং সকল জাহাজ  
 আসিলেও দুইখান অতিবিলম্বে আসিল কলিকাতা  
 নগর উদ্ধারার্থে যে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল তাহা  
 সমুদায়ে নয় শত ইউরোপীয় ও পঞ্চদশ শত এতদে-  
 শীয় সিপাই ছিল ২০ ডিসেম্বর তাঁহারা ফলতায় আসি-  
 লেন ২৮ তারিখ মায়াপুর পর্য্যন্ত আসিলেন ঐ  
 স্থানে তৎকালে মোগলদিগের এক দুর্গ ছিল ক্লাইব  
 সাহেব রাত্রিযোগে সমুদায় সৈন্য অবতারণ করিলেন  
 কিন্তু তথাকার পথপ্রদর্শকেরা তাঁহাকে কুপথে  
 লইয়া গিয়াছিল একারণ তাঁহারা ঐ দুর্গের নিকট

বাইবার পূর্বে সুবোধ্যয় হইল শুবাদারের সেনাপাত্ত  
 মাণিকচাঁদ অচিন্তনীয়রূপে কলিকাতাহইতে আসিয়া  
 তাঁহাদের প্রতি আক্রমণ করিলেন তাঁহার সৈন্যেরা  
 যদি উচিত কর্তব্য করিতে পারিত তবে ইংরাজেরা পরা-  
 জিত হইতেন ক্লাইব সাহেব অবিলম্বে বিপক্ষের প্রতি  
 কামান ছুড়িতে আরম্ভ করিলেন পরে একগোলা মাণিক-  
 চাঁদের হাওদার মধ্যদিয়া যাওয়াতে তিনি অতিশয় ভীত  
 হইয়া কলিকাতায় পলায়ন করিলেন অনন্তর শকাব্দ-  
 যুক্ত তৎস্থলেও থাকিতে অসমর্থ হইয়া পঞ্চাশত লোক  
 লক্ষক রাখিয়া তরাপুর্ষক মুরসিদাবাদে পুত্র নিকটে  
 গমন করিলেন ক্লাইব সাহেব স্থলপথে কলিকাতায়  
 চলিলেন কিন্তু তাঁহার আগমনের পূর্বে জাহাজসকল  
 আসিয়া দুইঘণ্টার মধ্যে ঐ স্থান জয় করিয়াছিল  
 এবং ১৭৫৭ শালের ২ জানুয়ারি তথাকার লোক  
 সকল নাবিক সেনাপতির অধীন হইল এইরূপে এক  
 মনুষ্যের নাশব্যতিরেকে কলিকাতা পুনঃ প্রাপ্ত  
 হইল ॥

### । একাদশ অধ্যায় ।

ক্লাইব সাহেব উত্তমরূপে জানিতেন যে নবাবকে  
 ভয়প্ৰদর্শন না করিলে তিনি কদাচ সন্ধি করিবেন না  
 অতএব কলিকাতা পুনরাধিকারের দুইদিবসপরে তৎ-  
 কালে প্রধানবাণিজ্যের ও অধিকধনের স্থান হুগলি-

নগর লুট করিতে জাহাজ ও সৈন্য পেরণ করিলেন। ইহা বোধ হইতেছে যে কলিকাতা অধিকারের পরে তিনি মুরসিদাবাদে সেট্‌দিগের নিকটে সমাচার পাঠাইয়াছিলেন যে তাঁহারা ইংরাজদিগের ও নবাবের মধ্যস্থ হইয়া সন্ধি নিষ্পন্ন করেন এবং ইহাও উক্ত আছে যে সেরাজউদ্দৌলা প্রথমতঃ আনন্দের সহিত তাঁহাদের পরামর্শ শুনিতেন কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে ক্লাইব সাহেব হুগলি স্থিত বাণিজ্যস্থান অধিকার করিয়া লুট করিয়াছেন তখন অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় যাত্রা করিতে সৈন্যদিগের প্রতি আজ্ঞা করিলেন তিনি ৩০ জানুয়ারি সন্মানে হুগলিতে নদীপার হইয়া ২ ফিব্রুয়ারি ক্লাইবের শিবির হইতে পাদকোশমধ্যে আসিয়া নগরের পশ্চাৎভাগে তাঁবু ফেলিলেন ক্লাইবের সৈন্য তৎকালে সপ্তশত ইউরোপীয় ও দ্বাদশ শত এতদেশীয় ছিল কিন্তু নবাবের সৈন্য প্রায় চত্বারিংশিৎ সহস্র ছিল সেরাজউদ্দৌলা আসিবানাত্রে ক্লাইব সাহেব সন্ধিপ্রস্তাব করিতে তাঁহার নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন এবং সামঞ্জস্য করিতে ইচ্ছা জানাইলেন এইরূপে নবাবের নিকটে দূত প্রেরিত হইল তাহাতে যদ্যপিও তাঁহার সন্ধিবিরক উক্তি ছিল তথাপি তাঁহারা স্পষ্টরূপে দেখিলেন যে তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা সে-

রূপ নহে তাঁহার আগমনে কলিকাতার চতুর্দিকস্থ  
 লোকেরা ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন ইংরাজদিগের  
 খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইতে লাগিল অতএব ক্লাইব সাহেব  
 নবাবের পুতি একবার আক্রমণ করা উচিত বুঝিয়া  
 ৪ ফিব্রুয়ারি রাত্তিকালে নাবিকসেনাপতির জাহাজে  
 গিয়া তাঁহাহইতে ছয়শত নাবিক লোক লইয়া রাত্তি  
 দুইপুহর একঘণ্টার সময়ে তাহাদিগের সহিত তীরে  
 অবতরণ করিলেন দ্বিতীয় ঘটিকার সময়ে সনদায়  
 সৈন্যেরা অস্ত্রধারী হইল এবং চতুর্থ ঘটিকায় নবাবের  
 শিবিরের পুতি ধাবমান হইল ক্লাইব সাহেব সনদায়ে  
 সাদ্ধত্রয়োদশ শত ইউরোপীয় ও অষ্টশত সিপাহীর  
 সহিত বিংশতিগুণে অধিক সৈন্য আক্রমণ করিতে  
 সাহসপূর্বক গমন করিলেন শীতান্ত্রে যেক্ষণ হইয়া  
 থাকে সেইরূপ এই প্ৰভাতকালে এমনত বিবিড় কুজঝটিকা  
 হইল যে কোন মনুষ্য সম্মখে ছয়হস্তপর্যন্ত দেখিতে  
 পাইতনা এইরূপসময়ে ইংরাজেরা যুদ্ধ করিতে  
 বিপক্ষের শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন তাঁহাদের  
 সর্বসমেত দুইশত বিংশতি লোক মারা পড়িল ও  
 আঘাত পাইল কিন্তু নবাবের ইহাহইতে অতি অধিক  
 অংশ নষ্ট হইল এই সাহসপূর্বক আক্রমণে নবাব  
 অসম্ভবভীত হইয়া দেখিলেন যে কিরূপ সাহসিক  
 শত্রুর সহিত তিনি যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন এবং

তৎক্ষণাৎ চারি ক্রোশ দূরে শিবির নাড়িয়া লইলেন ক্লাইব পুনর্বার আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিলেন কিন্তু সেরাজউদ্দৌলা যুদ্ধে মনঃপীড়া পাইয়া সন্ধি করিতে সম্মত হইয়া ৯ ফিব্রুয়ারি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন ঐ সন্ধিবারা ইংরাজেরা পৃথিবৎ সমুদায় ক্ষমতা পাইলেন তাঁহাদের বাণিজ্য দ্রব্য এদেশে আনিতে পথিমধ্যে শুল্ক রহিত হইল এবং কলিকাতা সুরক্ষিত করিয়া নুদ্রালয় স্থাপন করিতে অনুমতি পাইলেন এবং নবাব যেসকল দ্রব্য লইয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে প্রতিদান করিতে হইল ও যেসকল দ্রব্য নষ্ট হইয়াছিল তাহার মূল্য দিতে হইল এইসকল সন্ধি নিয়ম নবাবের পক্ষে অতি অনুকূল ছিল কারণ তিনি বুঝিলেন যে ইংরাজেরা বিজয়ী হইয়াছেন কিন্তু ক্লাইব সাহেব জানিতেন যে ইউরোপে ইংরাজদিগের ফরাসিদের সহিত বৃদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে এবং তাঁহার যাবৎ সৈন্য ছিল চন্দ্রনগরে ফরাসিদিগেরো তাবৎ ছিল অতএব তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার পূর্বে নবাবহইতে সম্পূর্ণরূপে আপনাকে মুক্ত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন ॥

ঐ উভয় জাতির মধ্যে যুদ্ধের সমাচার কলিকাতায় আসিলে ক্লাইব ফরাসিদের নিকটে প্রস্তাব করিলেন যে ভারতবর্ষে উভয় জাতির পক্ষপাতশূন্য থাকেন অর্থাৎ কেহ কাহাকে আক্রমণ করিবেনা চন্দ্রনগরের

শাসনকর্তা উত্তর করিলেন যে তিনি এই প্রস্তাবে  
 লিপ্সিত হইতে নিতান্ত ইচ্ছুক আছেন কিন্তু যদি কোন  
 ফরাসিদের অধিক সম্ভ্রান্ত সেনাপতি আইসেন তবে  
 তিনি এসন্ধি ভঙ্গকরিতে পারেন ক্লাইব দেখিলেন যে  
 এমন কোন ব্যবস্থা নাই যাহাতে নির্ভর করা যায়  
 ও ফরাসিদিগের এতাবৎ অধিক সৈন্য যেপর্য্যন্ত  
 চন্দ্রনগরে থাকিবে তাবৎ কলিকাতার রক্ষা কোনমতে  
 নাই এবং তিনি জানিতেন সেরাজউদ্দৌলা কেবল  
 ভয়প্রযুক্ত সন্ধি করিয়াছেন অতএব পুথন অবসর  
 হইবানাত্রে যুদ্ধোদ্যোগ করিবেন সর্বদা ফরাসিদিগের  
 সহিত বন্ধুতা করিবার চেষ্টায় ছিলেন এবং তাঁহা-  
 দের সাহায্যার্থে কিয়ৎ পদাতিক পুরণ করিয়া-  
 ছিলেন সে যাহা হউক ক্লাইব নবাবের অনুজ্ঞা ব্যতি-  
 রেকে তৎস্থান আক্রমণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না কিন্তু  
 এইরূপ করিতে অনুজ্ঞার্থে নবাবের নিকটে যে সকল  
 প্রার্থনা হইয়াছিল তাহা তিনি ছলত সম্পন্ন করিতেন না  
 অবশেষে নাবিক সেনাপতি ওয়াটসন্ সাহেব তাঁহাকে  
 একপত্র লিখিলেন যে তাঁহার যেকণ আশা ছিল তদন-  
 সারে সৈন্য আসিয়াছে অতএব তাঁহার রাজ্যে এমন  
 যুদ্ধ পুঞ্জলিত করিবেন যে সনুদায় গঙ্গার জলে নির্বাণ  
 করিতে পারিবে না ইহাতে সেরাজউদ্দৌলা অতিশয়  
 ভীত হইয়া ১৭৫৭শালের ১০মার্চ নমুতাপুর্ষক এক পত্র

লিখিলেন তাহার তাৎপর্য এই যে যাহা উক্তম বোধ  
 হয় তাহাই করহ ক্লাইব সাহেব এই উত্তরকে করাসিদের  
 আক্রমণার্থে অনুমতি স্বরূপ মানিয়া তৎক্ষণাৎ সন্মানে  
 ভূমিপথে চলিলেন এবং নাদিকসেনাপতি ওয়াটসন্  
 সাহেব জাহাজের সহিত নদীদিয়া গিয়া ঐ নগরের পূর্ব-  
 ভাগে নোঙ্গর করিয়া রহিলেন ক্লাইব সাহেব তাহার  
 স্বাভাবিক সাহসের সহিত যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন কিন্তু  
 তৎস্থানের পরাভব পূর্য পোতদ্বারাই হইল ভারতবর্ষ-  
 মধ্যে ইংরাজেরা এপর্য্যন্ত যত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার  
 সর্বাধিক ইহা অতিক্রম হইয়াছিল নয়দিবসপর্য্যন্ত  
 • বেষ্টনের পরে ঐ স্থান অধীন হইল এবিষয়ে এক কিম্ব-  
 দন্তী আছে যে ইংরাজেরা উৎকোচদ্বারা করাসিদের  
 সেনা ও সেনাপতিদিগকে নষ্ট করিয়া ধূর্ততাপূর্ব্বক  
 চন্দ্রনগর নাশ করিয়াছেন ইহার মূল কারণ পশ্চাৎ  
 লিখিত হইতেছে । ইংরাজদিগের জাহাজের আগমন  
 রোধ করিবার নিমিত্তে করাসিদের শাসনকর্তা নদী-  
 মধ্যে কিয়ৎ নোকা মগ্ন করিয়াছিলেন তাহাতে কেবল  
 একস্থানে অতি অগুশস্ত বস্তু ছিল ও তাহা অতি অস্পন্দ-  
 কে জানিত তরগীষনামক একজন করাসিদের সেনাপতি  
 কোন কারণবশত শাসনকর্তারি নাদদ্বারা ঘৃণিত হইয়া  
 ক্লাইবের পক্ষে আসিয়া ঐ পথের উপদেশ করি-  
 লেন পরে ঐ ব্যক্তি ইংরাজদিগের কন্ঠে নিযুক্ত



থাকিয়া কিঞ্চিৎখন উপাভিজিত করিয়া ফ্রান্সদেশে বৃদ্ধপিতাকে তাহার কিয়দংশ পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু তাহার পিতা তখন বিশ্বাসঘাতকহইতে আসিয়াছে বলিয়া ফিরিয়া পাঠাইলেন তাহাতে তরুণীয় এমত দুঃখিত হইলেন যে তিনি নিজদ্বারে গাত্রনার্জনী গলায় দিয়া পুণত্যাগ করিলেন ॥

সেরাজ উদ্দৌলার সহিত সন্ধিদ্বারা ইংরাজেরা মুদ্রালয় ও দুর্গ করিতে অনুমতি পাইলেন কিন্তু ঐ বিষয়ের নিমিত্তে পূর্বে ষষ্টিবর্ষপর্য্যন্ত বৃথা যত্ন করিয়াছিলেন যে প্রাচীন দুর্গ নবাব অনায়াসে অধিকার করিয়াছিলেন তাহা গুপ্তভাবে নির্মিত হইয়াছিল ঐ সন্ধির পরে ক্লাইব সাহেব এমত দুর্গ আরম্ভ করিলেন যে ঐতদ্দেশীয় কোন সৈন্য তাহা অধিকার করিতে না পারে ১৭৫৭ শালে তিনি অদ্যাপি স্থিত এই দুর্গ দৃঢ়তরূপে আরম্ভ করিলেন তিনি যখন ইহার কম্পনা করিলেন তখন তাহাতে কিপর্য্যন্ত ব্যয় হইবে তাহা চিন্তা করেন নাই যদিপিও তাহাতে ক্রমে ২ দুইকোটি মুদ্রাব্যয় হইল তথাপি একবার আরম্ভ করিয়া তাহার কোন অংশ পরিবর্ত করিতে পারেন নাই এবং ঐ বৎসরে এক মুদ্রালয় স্থাপিত হইল তাহাতে ১৭৫৭ শালের ১০ আগষ্ট ইংরাজি মুদ্রা প্রথম আরম্ভ হইল ॥

ক্লাইব সাহেব বলপূর্ব্বক ইংরাজদিগের মঙ্গল

স্থাপন করিয়া স্পষ্টরূপে দেখিলেন যে ঐ উপায়-  
 দ্বারাই তাহা রক্ষাকরিতে হইবে তিনি প্রথমতই বুঝি-  
 লেন যে ইংরাজেরা স্থিরতর থাকিতে পারিবেন না  
 তাহাদের অবশ্যই অগুসর হইতে হইবে একারণ  
 করাসিরা পুনর্বার বাঙ্গালায় পাদপ্রক্ষেপ করিতে না  
 পারেন এমন করিতে চিন্তিত ছিলেন। দেকানদেশ-  
 স্থিত বুসিনানক একজন করাসি সেনাপতি অনেক  
 জয় করিয়া অতিশয় শক্তিমান হইয়াছিলেন সেরাজ-  
 উদ্দৌলা মখে ইংরাজদিগের সহিত বন্ধুতা প্রকাশ  
 করিয়া বুসিকে আশ্বাস করিতেছিলেন ক্রাইব সাহেব  
 তাহার পত্র পথিমধ্যে আটক করিয়াছিলেন নবাব  
 ইংরাজদিগদ্বারা অপমানগুষ্ট হইয়া তাহাদের ক্ষমা  
 করিতে অশক্ত ছিলেন তাহার ক্রোধ ক্রমে ২ অপরি-  
 নিত হইল তাহার সভাস্থিত ওয়াটস সাহেবকে একদিন  
 আসেধ করিবার ভয় দেখাইলেন পরদিন তাহাকে  
 সম্মুখজনক পরিচ্ছদ প্রেরণ করিলেন এবং এক  
 দিন ক্রোধে ক্রাইব সাহেবের পত্র ছিন্ন করিলেন  
 পরদিন তাহার নিকট নম্রতা স্বীকার করিয়া লিখিলেন  
 এইরূপে ইংরাজেরা দেখিলেন যে যাবৎ ঐ ইচ্ছানুযায়ী  
 বালক বাঙ্গালায় রাজা থাকিবেন তাবৎ তাহাদের  
 পক্ষে নষ্টন নাই তাহারা আত্মরক্ষার নিমিত্তে কি  
 করিবেন এইরূপ চিন্তায় যখন নিমগ্ন ছিলেন তখন

নবাবের সভাস্থিত অধিকৃতলোকেরা  
 তাঁহাদের নিবেদন করিলেন যে নবাবের লোভ ও  
 ক্রুরতাবারা তাঁহাদের মন তাঁহাইতে পৃথক্  
 হইয়াছে ও তাঁহাদের ধন মান এবং জীবন বিপদ  
 সাগরে মগ্ন হইয়াছে তাঁহারা পূর্ববৎসরে শোকত-  
 জলকে সিংহাসনে স্থাপন করিতে একমত্য করিয়া-  
 ছিলেন কিন্তু সে আশায় নিরাশা হইয়াছেন তথাপি  
 তাঁহারা বিপদভয় নাকরিয়া সেরাজউদ্দৌলাকে  
 পদচ্যুত করিতে স্থিরপুতিজ্ঞ হইয়া ইংরাজদিগের  
 সাহায্য প্রার্থনায় গুপ্তভাবে লোকপেরণ করিলেন। যে-  
 হেতু হিন্দুদিগের বোধ আছে যে তাঁহাদের জমিদারেরা  
 সেরাজউদ্দৌলাহইতে রক্ষার্থে ইংরাজদিগের আশ্রয়  
 করিয়াছিলেন এইহেতু উচিতবোধে স্থিরতা-  
 পূর্বক লিখিতেছি যে বর্ধমান নবদ্বীপ রাজসাহি  
 পুভূতির কোন জমিদারেরা এইচক্রমধে ছিলেন না  
 তাঁহারা কেবল রাজস্ব আদায় করিতেন একপ কৰ্ম  
 করিতে কিকপে পারেন। এই পুসঙ্গের পুধান  
 মহারাজের বণিক্ অতিপরাক্রান্ত সেটেরা সৈন্য-  
 দিগের আচ্ছাদায়ক ও ধনাধিপ মীরজেফর এবং  
 ওমিচাঁদ ও খোজা ওয়াজিদনামক দুইধনী বণিক্  
 এই কয়েক লোক ছিলেন ইহঁরাই সেরাজউদ্দৌলাকে  
 পদচ্যুত করিয়া তৎপদে মীরজেফরকে স্থাপনার্থে

ইংরাজি সৈন্য আনিতে ক্লাইবসাহেবকে আহ্বান করেন এবিষয়ে ইংরাজেরা দেখিলেন যে তাঁহাদের সাহায্যব্যতিরেকেও পরিবর্ত হইবে তাহাতে যদি সহায়তা করেন তবে অবশ্য কিঞ্চিৎ লভ্য হইবে সভাস্থিত প্রায় সকলেই ক্ষীণবুদ্ধি এই ঘটনাস্থে যুক্ত হইতে ত্বর করিলেন নাবিক সেনাপতি ওয়াটসন্ সাহেবও বিবেচনা করিলেন যে এদেশে এপর্য্যন্ত যে সকল লোকেরা ক্ষুদ্র বণিক ছিল তাহারা যে দেশের অধিপতিকে পদচ্যুত করিতে যায় ইহাও বড় সাহসিক উদ্যোগ বটে কিন্তু ক্লাইবসাহেবের অন্তঃকরণ অতি বলবৎ ও সাহসিক ছিল তাঁহার মনেই কেবল বিপদচিন্তার উদ্ভাপ হইল ॥

তিনি মুরসিদাবাদস্থিত ওয়াটসন্ সাহেব দ্বারা আশ্রিত মে দুইমাসপর্য্যন্ত নবাবের আমলাদিগের সহিত এই গুপ্তপ্রস্তাব এমত গুপ্ত ভাবে চালাইলেন যে সেরাজউদ্দৌলা একেবারে প্রকৃত সময় ভিন্ন পূর্বে কদাচ সন্দেহ করেন নাই যখন তাঁহার বোধ হইল তখন নীরঞ্জেফরকে আহ্বান করিয়া কোরাণম্পর্শে শপথ করাইলেন যে তিনি তাঁহার বিশ্বাসী থাকিবেন সমুদায় বিষয় প্রস্তুত হইলে ওমিটাদ এই প্রস্তাব নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তিনি অতি ধনী ও তথাপি অতি-শয় লোভী ছিলেন যাবদ্বন প্রাপ্ত হইবে তাহার বি-

শতিতনভাগ তাঁহাকে দিতে স্বীকার করিয়াছিল কিন্তু তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট নাইইয়া একদিবস মায়ণ কালে ওয়াটস সাহেবের নিকটে আসিয়া কহিলেন যে যদি তাঁহাকে ত্রিশ লক্ষ মূদ্রা অধিক দিতে স্বীকার না লিখিয়া দেন তবে তিনি তৎক্ষণাৎ শুবাদারের নিকটে গিয়া সমুদায় চাকরী প্রকাশ করিবেন তাহাতে ওয়াটস সাহেবের ও এতক্ষণস্থিত অন্যান্যলোকের তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশহইতে পারিত ওয়াটস সাহেব কালবিলম্বার্থে ঐ বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিকে সাত্বনা করিতে চেষ্টা করিয়া অবিলম্বে কলিকাতায় সম্বাদ লিখিলেন ব্রাইব সাহেব ঐ সমাচার শ্রবণে হতভ্রান হইয়া একপ কুৎসিতউপায়দ্বারা পনচেষ্টা করাতে ওনিটাদকে সকলের শত্রু দেখিলেন এবং কোন চাকরীদ্বারা তাঁহার পরাভব করা উচিত বুঝিলেন পরে ওয়াটস সাহেবকে স্বীকার করিতে আত্মা করিলেন এবং দুইপুস্তক সন্ধিপত্র করিলেন তাহার একেতে ওনিটাদকে ত্রিশ লক্ষ মূদ্রা দিতে স্বীকার ছিল অপরে ছিল না ঐ পুস্তোক্ত পত্র তাঁহার মনস্তৃষ্টি নিগিত্তে তাঁহাকেই দর্শিত হইল পরে মীরজেকরের সহিত এক নিয়ন হির হইল যে ইংরাজদিগের ঠৈন্য আসিবা মাজে তিনি পুতু ঠৈন্য ত্যাগ করিয়া নিজঅধীনঠৈন্যের সহিত তাঁহাদের পাশে আসিবেন ॥

এইরূপে সমুদায় পুস্তক হইলে ক্লাইব সাহেব নেরাজ উদ্দোনাতে এক পত্র লিখিলেন তাহাতে ইংরাজদিগের পুতি তিনি যেহ অপকার করিয়াছিলেন তাহা নির্দিষ্ট ছিল অর্থাৎ তাঁহাকে সন্ধিভঙ্গদোষে অপরাধী করিলেন তিনি লিখিলেন যে নবাব ইংরাজদিগের নষ্টদ্রব্যের যে মূল্য দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা দিলেন না তিনি ফরাসিদিগকে ইংরাজদিগের দুরী করণার্থে আশ্রয় করিয়াছিলেন অতএব রাজসভাস্থিত প্রধান ব্রাহ্মদিগের বিবেচনাদ্বারা এই সকল বিবাদ ভঙ্গ করিতে হয় মুরসিদাবাদে চলিলেন এই লিখিয়া পত্র সমাপ্ত করিলেন শুবাদার এই লিখনের ধারানুসারে বিশেষতঃ ক্লাইবের আগমনসম্বাদে ভীত হইয়া সসৈন্যে পলায়ী চলিলেন ক্লাইব ১৭৫৭ শালের জুনমাসের প্রথমে সসৈন্যে বহির্ভূত হইয়া ১৭ তারিখে কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়া পরদিন তথাকার দুর্গ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিলেন ১৯ তারিখে অতিশয় বর্ষা আরম্ভ হইল পরে ক্লাইব অগুসর হইয়া নবাবের সহিত সম্মেলন করিবেন কিম্বা পুত্রাগমন করিবেন এবিষয়ে সন্ধিভঙ্গ সন্দেহ হইলেন কারণ নীরজেফরের কোন চিহ্ন পাইলেন না তাহাহইতে এক পত্রমাত্রও প্রাপ্ত হইলেন তা তিনি এক যুদ্ধীয় সভাপুস্তক করিলেন তাহাতে সকল সেই যুদ্ধ তাগ করিতে স্থির করিলেন ক্লাইব পুথনত

তাঁহাদের বিবেচনা গ্রাহ্য করিয়াছিলেন কিন্তু বিলক্ষণ-  
 রূপে বিবেচনা করিয়া অবশেষে সমুদায় বিপদ গুপ্ত  
 করিয়া ও যুদ্ধ করিতে স্থির করিলেন তিনি উত্তম রূপে  
 দেখিলেন যে যদি এতাবৎপর্যন্ত অগুর হইয়া গুপ্ত-  
 গমন করেন তবে বাজালায় ইংরাজদিগের মজল আছে  
 বারে মগ্ন হইবে ২২ জুন সূর্যোদয় কালে সৈন্যোবা মগ্ন  
 পার হইতে আরম্ভ করিল দুইপুহর চতুর্থদিকায়  
 সময়ে সমুদায় লোক অপরতীরে উত্তীর্ণ হইয়া  
 অবিশ্রামে চলিয়া রাত্রি দুইপুহর এক ঘটিকার সময়ে  
 পলাশীর নিকৃঞ্জে উপস্থিত হইল পুভাতকালেই যুদ্ধ  
 আরম্ভ হইল ক্লাইব সাহেব মীরজেকর ও তাঁহার  
 সৈন্যকে বাগু হইয়া অনুরোধ করিতে লাগিলেন কিন্তু  
 তৎকালেও তাঁহাদের দশন হইল না। নব খের পাঞ্চ-  
 দশ সহস্র অশ্বাকৃৎ ও পাঞ্চত্রিশ সহস্র পদাতিক  
 ছিল তিনি কতিপয় স্তাবকলোকদ্বারা বেষ্টিত হইয়া  
 সেনাদিগের পশ্চাৎভাগে তাঁবুमध्ये ছিলেন যখন  
 মীরমদন যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন তখন মীরজেকর  
 সৈন্যে তাঁহার নিকটে থাকিয়া ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন  
 না পরে প্রায় দুইপুহরের সময়ে এক কামানের  
 গোলা মীরমদনের পুতি বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহার  
 পাদদ্বয় ছিন্ন করাতে তিনি মবাবের তাঁবুमध्ये  
 হইয়া তাঁহার সম্মুখে পুণ্য ত্যাগ করিলেন নবাব

তখন অতিশয় ভীত হইয়া সকলভৃত্যদিগের চাহরী  
শব্দা ধরিতে লাগিলেন তিনি মীরজেকরকে  
আহ্বান করিয়া তাঁহার পাদে উষ্ণীষ রাখিয়া অতি-  
নম্রতাপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন যে তাঁহার মাতাম-  
হের নিমিত্তে তিনি তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া আবশ্যিক  
সময়ে তাঁহার পক্ষে থাকেন জেফর প্রভুভক্ত থাকিতে  
প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার প্রমাণস্বরূপে নবাবকে গরা-  
মর্শ দিলেন যে অদ্য অধিক বেলা হইয়াছে অতএব  
সৈন্যদিগকে পুত্যাগমন করিতে আজ্ঞা করুন আগামী  
দিনে পরমেশ্বরের আশীর্বাদে আমরা সৈন্য আনিয়া  
যুদ্ধোদ্যোগ করিব নবাবের সেনাপতি মোহনলাল  
ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হইয়াছেন  
এমতসময়ে প্রত্যাগমনের আজ্ঞা পাইয়া অসম্মতি-  
পূর্ব্বক তাহা মানিলেন তাঁহার প্রস্থানদ্বারা সৈন্য-  
দিগের মনোভঙ্গ হওয়াতে তাহারা চতুর্দিকে পলা-  
য়ন করিল ক্লাইবসাহেব এইরূপে অনায়াসে সম্পূর্ণ  
জয়পূর্ণ হইলেন। সেরাজউদ্দৌল। এক উষ্ট্রোপরি আরো-  
হণ করিয়া দুইবহন অশ্বারূঢ়ের সহিত তাবৎরাত্রি  
গমন করিয়া পরদিন অষ্টঘণ্টার সময়ে মুরসিদাবাদে  
উপস্থিত হইলেন পরে সকল সেনাপতি ও মন্ত্রীদি-  
গকে তাঁহার শনিকটে আসিতে সমাচার দিলেন কিন্তু  
তাঁহারা নিজঃ গৃহে গমন করিয়াছিলেন তাঁহার



শ্বশুরও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন তিনি সমস্তদিন পুরীমধ্যে প্রায় একাকী থাকিয়া হতাশপ্রায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন । কতিপয় আত্মাদিত শকটোপরি নিজ পত্নী ও প্রিয়পাত্রদিগকে আরোপণ করিয়া তাহাঙ্গে যাবৎ স্বর্ণ ও রত্ন থাকিতে পারে তাবৎ লইয়া রাত্রি দুইপুহর তিন ঘণ্টার সময়ে ভগবান্‌গোলায় পলায়ন করিলেন পরে ফরাসিদিগের সেনাপতি ল। সাহেবের নিকট যাইবার মানসে তথায় নৌকা আরোহণ করিয়া চলিলেন তাঁহাকে পাটনাইহতে আসিতে পূর্বেও এক পত্র লিখিয়াছিলেন ।

এই যে পলাশীর যুদ্ধে ভারতবর্ষের শুভাদৃষ্ট হইল তাহাতে ইংরাজদিগের বিংশতি ইউরোপীয় সৈন্য ও পঞ্চাশৎ সিপাই হত ও আহত হইল । যুদ্ধের পরে মীরজেফর ক্লাইবসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই বিজয়নিমিত্তে তাঁহার বন্দনা করিলেন অনন্তর উভয়ে একত্র হইয়া মুরসিদাবাদে চলিলেন এবং মীরজেফর রাজপুরী অধিকার করিলেন পরে নগরের প্রধানলোকেরা ও রাজকীয় আমলারা তথায় আসিয়া দরবার আরম্ভ করিলেন ক্লাইবসাহেব আসনহইতে উঠিয়া মীরজেফরের হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইলেন এবং বাজালা বেহার ও উড়িস্যার নবাব বলিয়া অভিবাদন করিলেন অনন্তর তাঁহারা

অনেক ইউরোপীয় ভদ্রলোক ও ক্লাইবসাহেবের দেওয়ান রামচাঁদ মুনসী নবকৃষ্ণের সহিত ধনাগারে যাইয়া দেখিলেন স্বর্ণ ও রজতে দুইকোটি মূদ্রাহইতেও অধিক ছিল তৎকালের ইতিহাস লেখকে বলেন যে উহা কেবল বাহ্য কোষ ছিল কিন্তু তথায় অন্তঃপুরমধ্যে যে গুপ্ত ভাণ্ডার ছিল তাহা ক্লাইবসাহেব নাজানিতে পারেন এইপ্রকারে যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত ছিল ঐস্থলে স্বর্ণ রজত ও রত্নতে প্রায় অষ্টকোটি মূদ্রা ছিল এবং ঐ ইতিহাস-বেত্তা কহেন যে নীরজেফর ইমরবেগখাঁ রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণ এইকয়েক জনে ঐ ধন সামঞ্জস্য করিয়া লইলেন এবং ইহাও অযথার্থ বোধ হয় না কারণ রামচাঁদের মাসিক বেতন তৎকালে ষষ্টিমূদ্রা ছিল কিন্তু তিনি দশবৎসরপরে এককোটি পঞ্চাশতিলক্ষ মূদ্রা রাখিয়া মরিলেন তথা নবকৃষ্ণ মুনসীর মাসিক বেতন ষষ্টিমূদ্রার অধিক ছিল না তিনি কিঞ্চিৎপরে রাজা নবকৃষ্ণ হইয়া মাতৃশ্রাদ্ধে নয়লক্ষ টাকা ব্যয় করিলেন ॥

অতঃপরে ইংরাজদিগের দুর্ভাগ্য ঘুটিল ১৭৫৬ শালের জুনমাসে তাঁহাদের কারখানা লুট হইল বাগিচ্য রোধ হইল এবং অধ্যক্ষেরা জুরতাপূর্ব্বক হত হইলেন ও তাঁহাদের বাঙ্গালায় স্থিতিরোধ হইল কিন্তু ১৭৫৭ শালের জুনমাসে তাঁহারা কেবল ঐ কারখানা পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন এমত নহে প্রধান শত্রু সেরাজউদ্দৌলা-

কেও পরাভব করিয়া আপনাদের মনোনীত নবাব করিলেন এবং তাঁহাদের বিপক্ষ করাসিদের বাজাজা হইতে তাড়াইলেন কেবল মুরসিদাবাদে ধনাগার হইতে ক্ষতি শুধরাণ কর্তব্য ছিল তাহাতে সরকারের ক্ষতিনিমিত্তক কোম্পানীকে কোটীমুদ্রা দত্ত হইল কলিকাতার লুটদ্বারা যে সকল ভদ্র ইংরাজদিগের সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল তাঁহাদের পঞ্চাশৎ লক্ষমুদ্রা ও এতদেশীয়লোকদিগের বিংশতিলক্ষ মুদ্রা এবং অরমানীয়দিগের সপ্তলক্ষমুদ্রা দত্ত হইল এতদ্ভিন্ন স্থলজলচরসৈন্যদিগের অধিক পারিতোষিক দত্ত হইল এবং যেসকল সরকারের সেনাপতিরা মীর জেফরকে নবাব করিলেন তাঁহারাও এবিষয়ে বঞ্চিত হইলেন নাই ক্রাইব সাহেব ষোড়শলক্ষ পাইলেন ও অন্যান্য সভাপতিরা অল্প অংশ পাইলেন এবং ইহা স্থিরীকৃত হইল যে ইংরাজদিগের পূর্বে যেরূপ ক্ষমতা ছিল তাহা তাঁহারা সকলি পাইবেন মহারাষ্ট্রীয়খালের মধ্যে ও তাহার বাহিরে দ্বাদশশত হস্তপর্যন্ত সন্মুদায় ভূমি তাঁহাদের হইল এবং কলিকাতার দক্ষিণ কুলপার্যন্ত জমিদারী কোম্পানীর হইল তথা করাসিরা কদাচ বাজালায় থাকিতে পারিবেন নাই ইহা স্থির হইল।

সেরাজউদৌলা ভগবানগোলাহইতে প্রস্থান করিয়া পত্নীদুহিতাপুত্রতির আহ্বারার্থে পাক করিতে রাজ-

মহলে অবতরণ করিলেন তিনি পূর্বে যে এক ফকীরের  
 অপকার করিয়াছিলেন তাহার নিকটে যাইবানাত্রে  
 ঐ ফকীর তাঁহার অনুেষণার্থীলোকদিগের সম্বাদ করি-  
 লেন তাহারা তৎক্ষণাৎ আসিয়া তাঁহাকে ধরিল তিনি  
 এক সপ্তাহপূর্বে যেসকল লোকের সহিত আলাপ  
 করেন নাই তাহাদের নিকটে অতিশয় বিনয় করিলেন  
 কিন্তু তাহারা তাঁহার রোদনে বধির হইয়া সকল স্বর্ণ  
 রত্ন অপহরণ করিয়া তাঁহাকে পুনবার মুরসিদাবাদে  
 আনিল সেরাজউদ্দৌলার ঐ নগরে আগমন কালে  
 মীরজেকর অধিক পরিমাণে আফিনসেবা করিয়া  
 স্বাভাবিক নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন তাঁহার অতিদুরাত্মা  
 পুত্র মীরন তাঁহার আগমন শুনিয়া নিজগৃহের নিকটে  
 আসেধ করিতে আচ্ছা করিলেন পরে দুই এক ঘণ্টার  
 মধ্যে বন্ধুলোকদিগের নিকটে পুষ্টাব করিলেন যে  
 তথায়গিয়া তাঁহার হত্যা করেন কিন্তু তাহারা একে  
 অস্বীকার করিল অবশেষে আলিবর্দির পুতিপালিত  
 মহান্মদবেগনামক এক দুরাত্মা ঐ দুষ্টক্রিয়া স্বীকার  
 করিল ঐজন হতভাগ্যরাজার গৃহে যাইবানাত্রে তিনি  
 তাহার বৃত্তান্ত জানিয়া অতিখেদজনক স্বরে কহিলেন  
 হুস্নিনকুলিখাঁর হত্যার প্রায়শ্চিত্তার্থে আমি অবশ্য  
 নরিব এইবাক্য সমাপ্ত হইবানাত্রে ঐ গুপ্তঘাতক  
 ছুরিকা বাহির করিয়া পুনঃ আঘাতদ্বারা তাঁহাকে

হিম্ন করিলেন এইকণে হসিনকুলির প্রতিকল হইল  
 এই শেষউক্তি করিয়া তিনি নৃত হইয়া তাহার পাদে  
 পতিত হইলেন এইরূপ মৃত্যুর পরে তাঁহার শরীর  
 টুকরা২ করিয়া ছিন্ন-হইল ও অবতপুর্ষক হস্তির  
 উপরে আরোপিত হইয়া নোকাকীর্ণ রাজপথদিয়া  
 গোরস্থানে প্রেরিত হইল এই সময়ে এক আশ্চর্য্য  
 ঘটনা হয় অর্থাৎ অষ্টাদশ মাস পূর্বে সেরাজউ-  
 দৌলা যেখানে হসিনকুলিখাকে কাটিয়া ঐ নির্দোষী  
 ব্যক্তির রক্তপাত করিয়াছিলেন সেইস্থানে ঐ হস্তি-  
 পক কোন কারণবশত কিঞ্চিৎ কাল হস্তিস্তব্ধ করাতে  
 ঐ বিদ্ধশরীরহইতে কিয়ৎ রক্তবিন্দু পতিত হইল ।

### দ্বাদশ অধ্যায় ।

তিন দেশের সর্বত্র মীরজেফরের পুত্র এককালে  
 স্বীকৃত হইল কিন্তু শাঘু সকলে বোধ করিল যে তিনি  
 কর্মোপযুক্ত বুদ্ধিমান নহেন এবং অতি দুর্বল ও নিষ্ঠুর  
 ও শোষক ছিলেন পুর্ষবর্হি শুবাদারদিগের অধীনে  
 যে সকল হিন্দু আমলারা অধিক ধন সঞ্চয় করিয়াছি-  
 লেন তিনি প্রথমত তাঁহাদের ঐ ধন অপহরণ করিতে  
 ইচ্ছুক হইলেন তিনি প্রথমে রাজারায়দুলভনামক  
 প্রধানমন্ত্রির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ঐ মহাশয়ের  
 যেকণ ধন ছিল সেইরূপ ছয় সহস্র নিজসৈন্য ছিল  
 এবং যেসকল মহাশয়রা মীরজেফরকে সিংহাসনে

স্থাপন করেন তন্মধ্যে তিনি সৰ্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ছিলেন সেরাজউদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিতে যখন ষড়-যন্ত্র হইয়াছিল তখন রায়দুল্লভ ষড়যন্ত্রকারিদিগের নিকটে প্রস্তাব করেন যে সেরাজউদ্দৌলার পরিবর্তে মীরজেফরকে নবাব করা উচিত হয় মীরজেফর তথাপি এক্ষণে তাঁহার সৰ্ব্বনাশের চেষ্টা করিলেন মীরজেফর তাঁহাকে এমনত বিদেষী বোধ করিলেন যে তিনি সেরাজউদ্দৌলার কনিষ্ঠভ্রাতার পক্ষে আছেন এইরূপ সন্দেহ প্রযুক্ত ঐ নির্দোষী যে সেরাজউদ্দৌলার ভ্রাতা তাহার প্রাণনাশ করিলেন দুৰ্লভ কেবল ইংরাজদিগের শরণাগত হইয়া প্রাণরক্ষা পাইলেন । নবাব বহুকালাবধি বেহারের নায়েব শাসনকর্তা রাণ-নারায়ণের সম্পত্তি অপহরণ করিয়া তৎপদে নিজ ভ্রাতাকে স্থাপন করিতে স্থির করিলেন কিন্তু ক্রাইষ্ট সাহেব কহেন যে তাঁহার ভ্রাতা তাঁহা অপেক্ষাও নির্বোধ ছিলেন । মেদিনীপুরের শাসনকর্তা রাজারাম-সিংহ নবাবের প্রতি ভৎসিত হইলেন কারণ নবাব তাঁহার ভ্রাতাকে কারাগারে রোধ করিয়াছিলেন পুরণীয়ার নায়েব শাসনকর্তা আদলসিংহ রাজসভার কুমন্ত্রণাদ্বারা রাজবিদ্রোহী হইয়াছিলেন এইরূপে জেফরের রাজ্যপ্ৰাপ্তির পর পঞ্চমাসের মধ্যে তিন প্রদেশে তিন বিদ্রোহ উপস্থিত হইল মীরজেফরকে সুতরাং

ক্লাইবসাহেবের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইল কারণ তাঁহার পুতি বাজালায় সকলের বিশ্বাস ছিল তিনিও বিশ্বাসের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন যেহেতু তিনি যুদ্ধব্যতিরেকে ঐ তিন বিবাদ ভঙ্গ করিলেন। নবাবের অতিশয় বিনয়পুষ্ট তিনি ইংরাজিসৈন্যের সহিত পাটনায় গমনোদ্যত হইয়া মুরসিদাবাদে উপস্থিত হইলেন নবাব ইংরাজদিগকে যাবদ্ধন দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন তাহার অধিক অংশ অদত্ত থাকাতে ক্লাইব সাহেব রাজধানীতে আসিয়া তাহার পরিশোধার্থে নিয়ম করিতে কহিলেন তাহাতে নবাব তাঁহাকে বর্দ্ধমান নব্বদ্বীপ ও লুগলি এই কয়েক স্থানের রাজস্ব ধার্যা করিয়া দিলেন এই বিষয়ের অবধারণ হইলে এতদ্দেশীয় ও ইংরাজিসৈন্য ঐকমত্যে পাটনায় চলিল রামনারায়ণ ক্লাইবের নিকটে আসিয়া কহিলেন যে যদি ইংরাজেরা তাঁহাকে রক্ষা করেন তবে তিনি ঐ প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবেন ক্লাইব তাঁহার অধীনতা গৃহণ করাইতে নবাবের সমীপে যথেষ্ট হেতুবাদ করাতে অবশেষে নবাব স্বীকার করিলেন রামনারায়ণ তৎক্ষণাৎ তাঁবুতে আসিয়া মীরজেফরের সম্মান করিয়া স্বপদে দৃঢ়ীকৃত হইলেন অনন্তর ক্লাইব ও নবাব উভয়ে রায়দুর্লভের সহিত মুরসিদাবাদে আসিলেন রায়দুর্লভ দেখিলেন যে যাবৎ ইংরাজেরা তথায় আছেন তাবৎ তাঁহার আত্মরক্ষা

আছে। এইরূপ তাঁহাদের কর্মের পরিণাম হওয়াতে মীরণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন কারণ তাঁহার ও তাঁহার পিতার মানস ছিল যে পরাক্রান্ত হিন্দুদিগের দমন করিয়া তাঁহাদের সম্পত্তি অপহরণ করেন কিন্তু এইযুদ্ধ-যাত্রা দ্বারা তাঁহাদের শক্তি স্থিরীকৃত হইল তাঁহারা উভয়েই ক্লাইবের শক্তিতে অহিতজ্ঞান করিতেন জেফ-র নামনাতে তিনদেশের শুবাদার ছিলেন কিন্তু সেকপ নামর্থ্য ছিল না সকলবিষয়ের কর্তা ক্লাইব সাত্বে ছিলেন দুইবৎসর পূর্বে ইংরাজেরা যেসকল প্রধান লোকদিগকে নবাবের নিকটে উত্তমকথা কহিবার নিমিত্তে ধনপ্রদান করিতেন সম্পত্তি তাঁহাদের ইং-রাজদিগের উপাসনা করিতে হইল মুসলমানেরা দেখি-লেন যে বিজ্ঞহিন্দুলোকেরা শক্তিহীন নবাবের উপাসনা না করিয়া কোন প্রার্থনা করিতে হইলে ক্লাইবের অনুবর্তী হইতেন তিনিও এমত বিবেচনাপূর্বক ও পরিমিতরূপে ব্যবহার করিতেন যে যাবৎপর্যন্ত তিনি কর্তৃনিষ্পাদক ছিলেন তাবৎ কোন বিরোধ ছিল না ॥

সম্পত্তি বাঙ্গালানামধ্যে এক নূতন শত্রু উপস্থিত হইল দিল্লীস্থ হতভাগ্য নাহারাজের পুত্র নাহআলম পিতার সহিত বিরোধ করিয়া প্রয়াগ ও অযোধ্যার শুবাদারের সহিত মিল করিয়া কিয়ৎ মৈন্যের সহিত বেহার দেশ আক্রমণ করিতে আসিলেন ঐ দুই শুবাদারের এতদ্দেশে



প্রভু হইয়া কি না ইহা দেখিতে যেকণ মানস ছিল যুব-  
 রাজের সাহায্য করিতে সেকণ ছিল না যুবরাজ ক্লাই-  
 বকে পুনঃ ২ পত্র লিখিলেন যে যদি তিনি তাঁহার ইচ্ছায়  
 সাহায্য করেন তবে তাঁহাকে কোন ২ প্রদেশ প্রদান  
 করিবেন তাহাতে ক্লাইব উত্তর লিখিলেন যে তাঁহার  
 ভক্তি মীরজেকরের নিকটে বদ্ধ আছে অপর মহারাজ  
 তাঁহার বিদ্রোহাচারিপুত্রকে আসেধ করিয়া পাঠা-  
 ইতে ক্লাইবের প্রতি আজ্ঞা লিখিলেন তৎকালে মীর-  
 জেকরের সৈন্যেরা বেতনাতাবপ্রযুক্ত এমনত অবাধ্য  
 হইয়াছিল যে ঐ আক্রমণনিবারণার্থে যুদ্ধোপযুক্ত  
 ছিল না অতএব ক্লাইবের নিকটে নিবেদন করাতে  
 ১৭৫৮ শালে তিনি অবিলম্বে পাটনায় যাত্রা করিলেন  
 কিন্তু তাঁহার উপস্থিতির পূর্বেই ঐ ব্যাপারের প্রায়  
 নিষ্পত্তি হইয়াছিল প্রয়াগের শুবাদার ও যুবরাজ  
 নয়দ্বিবসপর্যন্ত পাটনা বেষ্টিত করাতে তৎস্থানের  
 অধিকার হইত কিন্তু তাঁহারা শুনিলেন যে ইংরাজেরা  
 আসিতেছেন ও অযোধ্যার শুবাদার প্রয়াগের শুব-  
 দারের অভাবকালে সূযোগ পাইয়া তাঁহার রাজধানী  
 বেষ্টিত করিয়াছেন এইসম্বাদ শুনিয়া তিনি যুবরাজকে  
 স্বকীয় উপায় করিতে রাখিয়া স্বরাজ্যরক্ষার্থে সত্বরে  
 চলিয়া যুদ্ধে নারা পড়িলেন অনন্তর যুবরাজের সৈন্যেরা  
 তাঁহাকে ত্বরায় পরিত্যাগ করিল কেবল তিনশত

মনুষ্য দুঃখভাগী হইতে তাঁহার অনুযায়ী রহিল তিনি অতিশয় দূরবস্থাগুস্ত হইয়া ক্লাইবের নিকটে ভিক্ষা করাতে ক্লাইব দানশীলতা প্রযুক্ত তাঁহাকে দুইসহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিলেন মীরজেফর এইরূপে নির্ভয় হইয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপে ক্লাইবকে ওমরানাম দিয়া এক নিষ্কর জাইগির প্রদান করিলেন কলিকাতার ঐ জমিদারির নিমিত্তে কোম্পানিতে রাজস্ব দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন উহার বার্ষিক রাজস্ব তিন লক্ষমুদ্রা নির্দিষ্ট ছিল ॥

কিয়ৎকালপরে মীরজেফর ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতায় আসাতে ক্লাইব অতিমান্যতা পূর্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন মীরজেফরের তথায় স্থিতিকালে ওলন্দাজদিগের পঞ্চদশশত সেনার সহিত সপ্ত যুদ্ধজাহাজ আসিয়া নদীমুখে নোঙ্গর করিল ইহা শীঘ্র প্রকাশ পাইল যে তাঁহারা নবাবের অনুমতি-ব্যতিরেকে আসেন নাই তিনি ইউরোপীয় সৈন্য আনিয়া ইংরাজদিগের পরাক্রম রোধ করিবার কারণ কিয়ৎকালাবধি চুচুড়ায় ওলন্দাজদিগের সহিত বন্ধুতা করিতে ছিলেন এবং এইসকল ছলনা আলিবর্দিখাঁর অনগুহপাত্র খোজা ওয়াজিদনামক একজন কাশ্মীর-দেশীয় বণিকদ্বারা সম্পন্ন হয় তিনি সমুদায় লবণের একচেটিয়া করিয়াছিলেন এবং এমত ধনবান ছিলেন যে প্রত্যহ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইত এবং একবিষয়ে

নবাবকে পঞ্চদশলক্ষমুদ্রা উপায়ন দিয়াছিলেন তিনি পূর্বে মুরসিদাবাদে ফরাসিদের অধ্যক্ষ ছিলেন পরে চন্দ্রনগরের লুটদ্বারা তাঁহাদের সর্বনাশ হইলে ইং-রাজদিগের পক্ষে আসিলেন তিনি সেরাজউদ্দৌলার অতিবিশ্বাসী থাকিলেও যেসকল মহাশয়েরা তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে ইংরাজদিগের আহ্বান করিয়াছিলেন তিনি তন্মধ্যে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ঐ রাজপরিবর্ত্ত হইলেও ইংরাজদিগের নিকটে তাঁহার আশাপূরণ না হওয়াতে তাঁহাদের নিবারণার্থে ওলন্দাজদিগের এক প্রস্তুত বৃহৎসৈন্য আনিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন তৎকালে চুচুড়ায় সভা দুই অংশে বিভক্ত হইল এক অংশের প্রধান বিসভম্‌নামক তাঁহাদের শাসনকর্ত্তা ক্লাইবের বন্ধু ছিলেন এবং তিনি চিরস্থায়ি নিर्वিরোধের ইচ্ছুক ছিলেন বর্গেটসাহেব অপরাংশের প্রধান ছিলেন তাঁহার পক্ষের লোকেরা অতি দুরাত্মা ও চুচুড়ার মধ্যে পরাক্রান্ত ছিল। ইংরাজেরা ওলন্দাজদিগের রক্ষার্থে নদীতটে তাঁহাদের জাতীয় নাবিকলোক নিবারণ করিয়াছিলেন অতএব তাঁহাদের নিমিত্তে এতদেশীয় আপদ নিবারণ করিবার আশায় অধিক সৈন্যপ্রার্থনায় বটবীয়কে লিখিলেন ॥

এই সৈন্যগমনে ক্লাইব বৃহৎবিপত্তিতে পড়িলেন ইংরাজেরা ও ওলন্দাজেরা বন্ধুভাবে ছিলেন এবং

ওলন্দাজদিগের যে সৈন্য ছিল তাহার তৃতীয়াংশমাত্র তাঁহার ছিল কিন্তু ক্লাইব স্বাভাবিক নিৰ্ভর শক্তি-পূরঃসর যুদ্ধ করিতে উদ্যুক্ত হইয়া কহিলেন যে ভারত-বর্ষস্থিত সরকারি আমনারা নিজগলায় রজ্জু দিয়া কষ্ম করেন তিনি বাঙ্গালায় করাসিদিগের শক্তি নাশ করিয়া ওলন্দাজদিগের শক্তি হ্রাস করিতে নিশ্চয় করিয়াছিলেন এবং মীরজেফরকে কহিয়াছিলেন যে ওলন্দাজি সৈন্যদিগের শীঘ্র প্রস্থান করিতে আজ্ঞা করেন তাহাতে নবাব উত্তর করিয়াছিলেন যে তিনি স্বয়ং ছুগলিতে গিয়া তদ্বিষয় নিষ্পন্ন করিবেন কিন্তু তিনি তথায় আসিয়া ক্লাইবকে লিখিলেন যে ওলন্দাজদিগের সহিত নিয়ম করিয়াছেন তাঁহারা সুসময়ে জাহাজ বিদায় করিবেন ক্লাইব সহজেই এই চাতুরী বুঝিয়া নদীগর্ভে ওলন্দাজি নৌকার আগমন রোধ করিতে মনস্থ করিয়া কলিকাতার দক্ষিণে তানানামক স্থানে উত্তম রক্ষা করিলেন কিন্তু প্রথমে দ্বন্দ্ব করিতে উদ্যোগ করিলেন না। ওলন্দাজেরা জাহাজ আনিয়াই দুর্গ আক্রমণ করিলেন পরে তথায় ব্যাঘাত পাইয়া সপ্তশত ইউরোপীয় ও অষ্টশত মলয়দেশীয় সৈন্য অবতারণ করিয়া গঙ্গার পশ্চিমতীরদিয়া পদ-বুজে চুচুড়ায় গমন করিলেন ক্লাইব পূর্বেই এই স্থান ও চন্দ্রনগরের মধ্যে শিবির করিতে তাঁহার ক্ষুদ্র সৈন্য

কর্নেল ফর্দ সাহেবের সহিত পাঠাইয়াছিলেন ওলন্দাজি সৈন্য। অগুসন হইয়া চুচুড়ার এককোশদক্ষিণে শিবির করিল ফর্দ সাহেব দুইজাতির বিরোধ নাদেখিয়া আক্রমণ করিবার পূর্বে সভার আজ্ঞার্থে লিখিলেন ক্লাইব সাহেব তাসক্রীড়া করিতেছিলেন এমনত সময়ে এই পত্র পাওয়া সীসকলেখনী দ্বারা তদা সিনে পশ্চাদুক্তরীতিতে উত্তর লিখিলেন প্রিয়তম ফর্দ অবিলম্বে যুদ্ধ কর আশি পরদিনে সভার অনুমতি পাঠাইব ফর্দ এই আজ্ঞা শুনিবামাত্র ওলন্দাজি সৈন্যের প্রতি আক্রমণ করিয়া একদণ্ড মধ্যে তাহাদের ছিন্ন ভিন্ন করিলেন পুায় তৎসমকালে তাহাদের যেসকল জাহাজ নদী মধ্যে আনিয়াছিল তাহা ইংরাজেরা অধিকার করিলেন সুতরাং এই সাহসিককর্মের শেষ হইল চুচুড়ার যুদ্ধের শেষ হইবামাত্রে ছয় সাত সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্যের সহিত রাজপুত্র গীরগ আসিলেন যদি ওলন্দাজেরা জয়ী হইতেন তবে তিনি অবশ্যই তাহাদের সহিত যুদ্ধ হইতেন কিন্তু তদভাবে তিনি তাহাদের অনেবণার্থে ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইলেন কর্ণেল ফর্দ যুদ্ধাবসানে চুচুড়া বেষ্ঠন করিলেন এই নগর বহুকাল স্বাধীন থাকিতে পারিত না কিন্তু ওলন্দাজেরা সম্বরে ক্লাইবের নিকটে ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন তাহারা যুদ্ধের ব্যয় দিতে এবং ক্লাইবও তাহাদের জাহাজ ফিরিয়া

দিতে সম্মত হইলেন অতঃপরাক্রাইব সাহেব ধনে মানে  
বিপুল হইয়া এবং তিন বৎসরপর্য্যন্ত অধিক পরি-  
শ্রমদ্বারা শারীরিকসুস্থতাপূর্ণ হইয়া বনশিটটি  
সাহেবের হস্তে রাজকীয়কর্ম সমর্পণ করিয়া ১৭৩০  
শালের ফিব্রুয়ারিমাसे ইংলণ্ডে গমন করিলেন ॥

কিন্তু এতদেশীয় বিরোধের নিষ্পত্তি হইল না  
প্রাচীন নবাব মীরজেফর নিজপুত্র মীরণের হস্তে রাজ-  
কীয় শক্তি অর্পণ করিলেন ঐ নূতন নবাব অহঙ্কারদ্বারা  
আমলালোকদিগকে ও অপকারদ্বারা পুজনোক-  
দিগকে তৃষ্ণ করিতেন তাঁহার দুরাচারদ্বারা সকল  
লোকে সেরাজউদ্দৌলার দোষবিষ্মরণ হইল সর্বসাধা-  
রণের অসন্তোষদ্বারা দিল্লীস্থ মহারাজের পুত্র সাহআলম  
দ্বিতীয়বার বেহারে আসিতে সাহস করিলেন এবং  
পুরণীয়ার শাসনকর্ত্তা কাদিম হসিন্‌খাঁ নিজসৈন্যের  
সহিত তাঁহার পক্ষে আনুকূল্য করিতে উদ্যোগ করি-  
লেন যুবরাজ বেহারের সীমা কর্মনাশানদীপার হইয়া  
শুনিলেন যে সামুজের উজির জুরতম ইমাদউলমল্ল  
তাঁহার পিতাকে মারিয়া হিন্দুস্থানের সমুট হইয়া অযো-  
ধ্যার শুবাদারকে উজির অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী করিয়াছেন  
কিন্তু তিনি শক্তিহীন ও পুজাহীন মহারাজ ছিলেন  
তাঁহার রাজধানীও শত্রুহস্তে ছিল সুতরাং নিজরাজ্যে  
পলায়িত ব্যক্তিতুল্য ছিলেন। যুবরাজ পাটনা আক্রমণ

করিলে ঐ সাহসী রামনারায়ণ তৎস্থানের একপ্রকার  
রক্ষা করিয়া অতিশয় বিনয়পূরঃসর মুরসিদাবাদে  
নিখিলেন যে তাঁহার সাহায্যার্থে সৈন্য প্রেরিত হয়  
তৎকালে কর্ণেল কালিয়দ সেনাপতি হইয়াছিলেন তিনি  
ইংরাজি সৈন্য লইয়া নবাবি সৈন্য ও মীরণের সহিত  
একত্র হইয়া চলিলেন তৎকালে ঐ সর্বস্বঘণিত দুরাত্মা  
দুইজন সেনাপতির প্রাণনাশ করিয়া ছুরিকা দ্বারা স্বহস্তে  
অন্তঃপূরস্থিত দুই রমণীর শিরশ্ছেদ করিলেন আলি-  
বর্দির দুইবিধবা দুহিতা নেওয়ারিসমহম্মদ ও সায়েদ-  
আহম্মদের পত্নী জস্বতীবগম ও এমানবেগম কিয়ৎ-  
কালপর্য্যন্ত ঢাকায় অজ্ঞাতবাসে ছিলেন মীরণ এই  
যুদ্ধযাত্রাকালে তাঁহাদের প্রাণনাশার্থে আজ্ঞা পাঠাই-  
লেন ঢাকার শাসনকর্ত্তা তাহা করিতে অধীকার করাতে  
মীরণ একজন নিজভৃত্য পাঠাইলেন ও তাহার প্রতি  
আজ্ঞা করিলেন যে তাঁহাদের মুরসিদাবাদে আন-  
য়নহলে নোকায় আরোপণ করিয়া তাঁহাদের নোকা  
মগ্ন করিবে এবং ঐ দুরাত্মা প্রভুর আজ্ঞা কৃতজ্ঞতা-  
পূর্ব্বক সুসিদ্ধ করিল যখন নোকানজ্জনার্থে ঘাতকেরা  
ছিপি খুলিতে ছিল তখন কনিষ্ঠা ভগিনী অধোলিখিত  
খেদোক্তি করিল হে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমরা  
উভয়ে পাপি ও দোষি বটে কিন্তু মীরণের কোন অপ-  
কার করি নাই বরঞ্চ এই সংসারে সে জন সকল

বিষয়ে আশাদিগদ্বারা উপকৃত হইয়াছে। মীরণ গমন  
কালে আরক অর্থাৎ আরণ রাখিবার বহিতে তিনশত  
লোকের নান নিখিলেন যে প্রত্যাগমন হইলে তাহাদের  
হত্যা করিবেন কিন্তু তাঁহার আর প্রত্যাগমন হইল না।

কর্ণেল কালিয়দ যেপর্যন্ত না যাইতে পারেন রাস-  
নারায়ণকে তাবৎ মহারাজের সহিত সংগ্রাম করিতে  
নিষেধ করিলেন কিন্তু তিনি ঐ পরামর্শ না শুনিয়া যুদ্ধ  
করাতে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন পাটনারজা-  
শূন্য হওয়াতে মহারাজ এক আঘাতেই অধিকার  
করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি দেশ লুট করিয়া কান  
যাপন করিলেন ইতিমধ্যে কালিয়দ সাহেব সৈন্যের  
সহিত আসিয়া তৎক্ষণাৎ শত্রুদিগের প্রতি গমন  
করিতে পুস্তাব করিলেন তাহাতে মীরণ কহিলেন যে  
২২ ফিব্রুয়ারির মধ্যে তারা শুদ্ধি হয় না ২০ তারিখে  
মহারাজ ঐ মিলিত সৈন্য আক্রমণ করাতে মীরণের  
পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্যেরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া  
পলায়ন করিল কিন্তু কালিয়দ স্থিরতর হইয়া সাহস-  
পূর্বক মহারাজকে আক্রমণ করিয়া শীঘ্র তাঁহার  
সৈন্যদিগকে তাড়াইলেন সাহআলম ঐ রাত্রিতে  
শিবির ভঙ্গ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে পঞ্চকোশান্তে  
পলায়ন করিলেন পরে তাঁহার সেনাপতি পরত-  
মধ্যদিয়া গমন করিয়া অকস্মাৎ মুরসিদাবাদ অধিকার



করিতে পরামর্শ দিলেন এবং তদনুসারে তাঁহারা শীঘ্র যাত্রা করিলেন কিন্তু মীরণ ক্ষতগামিলে কোদ্বারা এবিপদ পিতাকে জ্ঞানাইলেন অনন্তর মাহারাজ পার্শ্বত হইতে বহির্ভূত হইয়া রাজধানীহইতে পঞ্চদশ ক্রোশ দূরে আসিলেন কিন্তু শীঘ্র আক্রমণ নাকরিয়া তথায় বিলম্ব করাতে কালিয়দ সাহেব তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া উপস্থিত হইলেন উভয়পক্ষীয় সৈন্যেরা পরস্পর দর্শনযোগ্যস্থানে রহিল পরে মহারাজের নিকটে ইংরাজেরা যুদ্ধপুস্তাব করিলে তিনি ঝটিতি ভীত হইয়া পুনর্বার পাটনায় গমনপূর্বক তৎস্থানে দৃঢ়রূপে বেষ্টিত করিলেন এবং পুরণীয়ার শাসনকর্তা কাদিম-হসিনখাঁ তৎকালে সাহায্য করিবার সন্মাদ পাঠাইয়া সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মহারাজ নয়দিবসপর্যন্ত পাটনা আক্রমণ করাতে ঐ নগর অবশ্য তাঁহার হস্ত-গত হইত ইতিনধ্যে কাপ্তান নব্বু অতিঅল্প সৈন্যের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন তিনি কর্ণেল কালিয়দদ্বারা প্রেরিত হইয়া বর্ধমানহইতে ত্রয়োদশদিনে উত্তরিলেন পরে রাত্রিকালে শত্রুদিগের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া পরদিন বৈকালে তাহারা নিদ্রা যাইতেছে এমনত সময়ে আক্রমণ করাতে মহারাজের সৈন্যেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল তিনি নিজ তাঁবুতে অগ্নি প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন দুই এক দিবস পরে

কাদিনহসিন খাঁ পুরণীয়াদেশায় ষোড়শ সহস্র সৈন্যের  
 সহিত হাজিপুরে আসিয়া পাটনা আক্রমণ করিতে  
 উদ্যোগ করিলেন কাপ্তান নক্ অতিঅল্প ইউরোপীয়  
 ও এতদেশীয় সৈন্য সমুদায়ে সহস্র লোকের মধ্যে  
 লইয়া নদীপার হইয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত  
 করিলেন এই সকল যুদ্ধমধ্যে ইহা অতি সাহসিক ব্যাপার  
 ছিল এবং ইহাতেই এতদেশীয়লোকেরা ইংরাজদিগকে  
 অতিপরাক্রান্ত জানিলেন এবং রাজা শ্বেতাবরায় ও  
 ইহাতে অতিসাহসবরা থাতি হইলেন তাহার কারণ  
 ইংরাজেরা তাঁহাকে অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন  
 পুরণীয়ার শাসনকর্তা পরাজিত হইয়া মহারাজের  
 সহিত যুক্ত হইলেন অনন্তর কর্ণেল কালিয়দ ও মীরণ  
 আসিয়া পদে ২ তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন ।  
 অনন্তর বর্ষাকাল আরম্ভ হইল কিন্তু ইংরাজি সেনাপতি  
 তথাপি এই অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিলেন না ১৭৬০  
 শালের ২ জুলাই রাত্তিকালে অতিশয় ঝড় বৃষ্টি হইল  
 মীরণ এই সময়ে তাঁবু মধ্যে গল্প শুনিতেছিলেন ইতি  
 মধ্যে একবজ্রাঘাতে তিনি ও দুইজন তাঁহার সহচর  
 মারা পড়িলেন এই দুরবস্থায় কালিয়দকে শত্রু অনুেষণ  
 পরিত্যাগ করিয়া পাটনায় আসিতে হইল পরে তিনি  
 এই ঋতুপর্যন্ত তথায় সৈন্যদিগের আবাস করিলেন ॥

মীরণ অতিশয় দুরাচারী তথাপি তাঁহার পিতার

রাজত্বের প্রধান অবলম্বন ছিলেন তৎকালীন মুসল-  
মান ইতিহাসলেখকেরা কহেন যে ঐ দুর্বল ও  
সুভোগী বৃদ্ধের যে যৎকিঞ্চিৎ বিবেচনা ছিল তাহাও  
নষ্ট হইল রাজকীয়কর্মের কোন নিয়ম রহিল না  
সৈন্যেরা পূর্বপ্ৰাপ্যবেতনার্থে রাজপুরীর চতুর্দিকে  
কলবর করিতে লাগিল মীরকাসিম নানানবাবের জা-  
মাতা মহিতুত হইয়া নিজধনদ্বারা তাহাদের সন্তোষ  
করিতে পুতিজ্ঞা করিলেন পরে ইংরাজদিগের বহুবায়  
সাধ্য যুদ্ধ উপস্থিত হইল কিন্তু কিঞ্চিৎ আত্ম ও ধন ছিল না  
যে অধিকধন তাঁহারা অচিন্তনীয়রূপে পাইলেন তাহাও  
বিনা বিবেচনায় ব্যয় হইল তাঁহারা তখন নবাবের  
নিকটে আবেদন করিলেন কিন্তু তাঁহার কোম শূন্য  
হইয়াছিল সুতরাং তাঁহাদের ঋণকারণের আবশ্যক  
হইল ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেলাগিল যে একপ  
অবস্থা বহুকাল থাকিবে না নবাব মীরকাসিমকে দৌত্য  
কর্ম করিতে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন কোম্পানির  
তৎকালের প্রধান অধ্যক্ষ বনশিটর্ট সাহেব ও হষ্টিংস  
সাহেব তাঁহার বুদ্ধি বিশেষরূপে জানিলেন দ্বিতীয়বার  
দৌত্য কর্মের আবশ্যক হওয়াতে মীর কাসিম পুনঃ  
পেরিত হইলেন তাহাতে শাসনকর্তা সাহেবের স্থির  
বোধ হইল যে বাঙ্গালায় কর্মোদ্ধার কেবল ঐ মনুষ্য-  
দ্বারা হইতে পারে একারণ তাঁহাকে নায়েব নাজিমকরি-

বার পুষ্টাব করিলেন মীরকাসিম ও তাহাতে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন পরে বন্শিটার্ট সাহেব ও হুষ্টিংস সাহেব কিয়ৎসৈন্যসমভিব্যাহারে মুরসিদাবাদে গিয়া নবাবের নিকটে ঐ পুষ্টাব করিলেন কিন্তু নবাব তাহাতে অতি অসম্মত হইলেন কারণ তিনি জনিতেন যে এবিষয়ে তাঁহার জামাতা শক্তিমান হইবেন ও তিনি নিজসভায় পুতলিকা প্রায় থাকিবেন বন্শিটার্ট সাহেব নবাবের অসম্মতি দেখিয়া সন্দিগ্ধ হইলেন কিন্তু মীরকাসিম মহারাজের সহিত মিলিত হইবার ভয়প্রদর্শন করাইলেন কারণ তিনি উত্তমরূপে বুঝিলেন যে এতাবৎ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিবার পর মুরসিদাবাদে কোনমতে তাঁহার রক্ষানাই অতএব বন্শিটার্ট সাহেবকে বন্-পুতলিক ব্যবহার করিতে হইল তিনি রাজবন্দিতে ইং-রাজি সৈন্য থাকিতে আত্মা করিলেন মীরজেকর তাহা দেখিয়া অর্পণ হইলেন এবং তাঁহার পুতি আত্মা হইল যে কলিকাতায় বা মুরসিদাবাদে বাস করেন তিনি বুঝিলেন যে যদি মুরসিদাবাদে থাকেন তবে তথায় পুধান থাকিয়া সর্বশূন্য হইতে হইবে এবং জামাতাহইতে অপমান হইবে অতএব কলিকাতায় যাইতে ইচ্ছা করিলেন তিনি এক সাধারণ নর্ত্তকীকে অন্তঃপুরে রাখিয়া তাহার অতিশয় বশীভূত ছিলেন যেরমণী কিঞ্চিৎকালপরে মণিবেগননামে পুসিকা হইলেন ।

মুসলমান ইতিহাসলেখকে কহেন যে মীরজেকর ও  
ঐ নারী পুস্তানের পূর্বে অন্তঃপুরে গিয়া মুরসিদা-  
ষাদের অনেক রাজারা ক্রেনে ২ যে সকল অনুল্য  
বস্ত্রসংগৃহ করিয়াছিলেন তাহা সমভিব্যাহারে লইয়া  
মর্যাদাজনক রত্নকের সহিত কলিকাতায় আসিলেন ॥

॥ ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥

ইংরাজদিগের ইচ্ছানুসারে ১৭৬১ শালের ৪ মার্চ  
মীরকাসিম বেহার ও বাঙ্গালাদেশের সুবাদার হই-  
লেন ইহার কৃতজ্ঞতাস্বরূপে কোম্পানিকে বর্দ্ধমান  
দেশ দিলেন এবং কলিকাতার সভাপতিদিগকে বিংশ-  
শতি লক্ষমুদ্রা দিলেন ও তাঁহারা ঐ ধন পরস্পর বণ্টন  
করিয়ালইলেন। মীরকাসিম অতিশক্তিমান ও বুদ্ধিমান  
ছিলেন তিনি রাজ্যপাণ্ডিত্যে ইংরাজদিগকে মীর-  
জেকরের সৈন্যদিগকে ও নিজ ভৃত্যদিগকে যেধন দিতে  
স্বীকার করিয়াছিলেন প্রথমে উত্তমরূপে তাহার গণনা  
করিয়া পরে পরিশোধার্থে উপায় করিলেন রাজসভার  
ব্যয়লাঘব করিলেন এবং মীরজেকরের অলসরাজ্যকালে  
আমলারা যে অধিকধন লইয়াছিলেন যত্নপূর্বক তাহার  
হিসাব দেখিয়া ফিরিয়া লইলেন তিনি জমিদারদিগের  
পূর্বদেয় আদায় করিয়া সকলস্থানের নূতন মূল্য নিক-  
পণ করিলেন তাঁহার পূর্বে দুইদেশের বার্ষিক রাজস্ব  
১৪২৪৫০০০ মুদ্রা ছিল তিনি তাহাইহঁতে ২৫৬২৪০০০

মুদ্রা করিলেন তৎকালে প্রজাদিগের এমত  
 অধিক কর অসহ্য হইল এই উপায়দ্বারা শীঘ্র ভাণ্ডার-  
 পূরণ করিয়া দেয়পরিশোধ করিলেন তাঁহার নিজ  
 সৈন্যেরা নিয়মনতে বেতন পাইয়া আচ্ছাবর্তী রহিল  
 তিনি ইংরাজদিগদ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তথা-  
 পি তাঁহাদের অধীনতা মোচনার্থে বিলক্ষণ যত্ন করি-  
 লেন কারণ তিনি জানিতেন যে যদ্যপিও সম্মুখপাশ্বে  
 তাঁহাকে নবাব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তথাপি যে  
 সকল লোক তাঁহাকে পদস্থিত করেন এদেশে তাঁহা-  
 রাই যথার্থ নবাবের শক্তি এবং ঐশ্বর্য্য পাইয়াছেন  
 তিনি কলিকাতাস্থিতসভার অধীনতা মোচনে কেবল  
 বলব্যতিরেকে অন্য উপায় নাদেখিয়া সৈন্যবৃদ্ধিতে  
 মনোযোগ করিলেন তিনি অকস্মণ্য সেনাদিগের বৃদ্ধি-  
 ক্ষার করিয়া অপর সৈন্যদিগকে ইংরাজি রীত্যানু-  
 সারে সুশিক্ষিত করিলেন এবং পারসীকান্ত্রগত ইম্পা-  
 হান নামে প্রধান নগরে জাত জর্জিনখ অথবা গুগরিখাঁ-  
 নামক একজন আরনাওয়াকে সেনাপতি করিলেন  
 ঐ জন অনন্তর বুদ্ধিমান ছিলেন তিনি পুথনত বস্ত্র  
 বিক্রয় করিতেন কিন্তু যুদ্ধোপযোগি বুদ্ধি থাকাতে  
 নীরকস্মিন তাঁহাকে স্বকস্মে নিযুক্ত করিলেন তিনিও  
 দূতপূরুষক পুভুকে ইংরাজদিগের অনধীন করিতে  
 উদ্যুক্ত হইলেন তিনি বন্দুক নির্মাণ করিলেন ও কামান

নিৰ্মাণ করিতে অভ্যাস করিলেন এবং গোলন্দাজ-  
দিগকে শিক্ষিত করিলেন অতএব তাঁহার আত্মাভি-  
সৈন্য এমনত উত্তম হইল যে বাজালায় কোন রাজার  
সেকপ ছিল না মীরকাসিম ইংরাজদিগের অগো-  
চরে নিজকম্পনার সম্পূর্ণতা করিবার কারণ নুরসিদা-  
বাদ পরিত্যাগ করিয়া মুন্সেরে রাজধানী করিলেন  
তথায় তাঁহার আর্মাণীয় সেনাপতি বন্দুক নির্মাণের  
কারখানা করিলেন এবং তথাকার বন্দুকের যে প্রশংসা  
অদ্যাপি আছে সে কেবল ঐ যুবা জর্জিন খাঁহইতে  
হইয়াছে তিনি তৎকালে ত্রিশৎবর্ষবয়স্ক ছিলেন ॥

১৭৬০ শালের বর্ষাবসানে মেজর কার্ণক সাহেব  
মহারাজের সহিত যুদ্ধার্থে অগুসর হইলেন মহারাজ  
তদবধি বেহীরের ইতস্ততো ভ্রমণ করিতেছিলেন কার্ণক  
তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সন্ধি প্রস্তাবার্থে  
রাজা খেতাবরায়েঁর নিকটে সনাদ পাঠাইলেন তিনি  
তাঁহাতে অত্যন্ত সন্তোষপূষক সম্মত হওয়াতে ঐ  
ইংরাজি সেনাপতি মহারাজের তাঁবুতেগিয়া তাঁহার  
সম্মান করিলেন ইতিনধ্যে মীরকাসিম মহারাজের  
সহিত ইংরাজদিগের কথোপকথন শুনিয়া ভীত  
হইলেন এবং যদি তাঁহার পক্ষে কোন অপকার ঘটে  
তাহা নিবারণার্থে স্বয়ং পাটনায় গমন করিলেন মেজর  
কার্ণক সাহেব তাঁহাকে সাহআলমের নিকটে যাইতে

নিবেদন করিলেন কিন্তু তিনি অতিশয় অহঙ্কার পুষ্ট তাহা করিলেন না অবশেষে স্থির হইল যে ইংরাজদিগের কারখানায় উভয়পক্ষে আসিবেন তথায় এক কণিক সিংহাসন পুষ্ট হইল তদুপরি ঐ তিমরবংশীয় স্বরাজ্যে পলায়িত হিন্দুস্থানের মহারাজ বসিলেন মীরকস্মিন স্বাভাবিকপূজাপূর্ক তথায় পূবেশ করিলেন মহারাজ তাঁহাকে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িস্যার শুবাদারীতে স্থাপিত করিলেন তিনিও করস্বরূপে বিংশতি লক্ষ মুদ্রা বর্ষে ২ দিতে স্বীকার করিলেন অনন্তর মহারাজ দিল্লীতে যাত্রা করিলেন কার্ণক সাহেব কর্মনাশার তীরপর্যন্ত তাঁহার সহচর থাকিলেন তথায় বিদায়কালে মহারাজ কহিলেন যে ইংরাজদিগের যখন ইচ্ছা হইবে তখনি তিনি এই তিনদেশের দেওয়ানী তাঁহাদের দিবেন। এখানে ইহা বলা উচিত হয় যে ১৭৫৫শালে যদ্যপিও উড়িস্য মহারাজ্যীয়দিগের দত্ত হওয়াতে অন্যান্য দেশহইতে পৃথক হইয়াছিল তথাপি সুবর্ণরেখানদীর উত্তরভাগ এতদেশীয়নবাবের অধীন থাকাতে উড়িস্য নামে বিদিত ছিল ॥

কস্মিনআলি সমুদায় জমিদারদিগের সম্পূর্ণরূপে অধীন করিলেন কিন্তু পাটনার শাসনকর্তা রামনারায়ণের কিছুই করিতে পারেন নাই তিনি অতিশয় ঋনিক্রূপে বিখ্যাত ছিলেন কিন্তু যথার্থ ইংরাজদিগের



দ্বারা রক্ষিত ছিলেন তিনি তিনবৎসরপর্যন্ত হিমাব  
পরিষ্কার করেন নাই কারণ ঐসময়ে যুদ্ধার্থ সৈন্যদ্বারা  
সেবারের অনেক কতি হইয়াছিল নবাব কহিলেন যে  
নাবৎ রাননারায়ণ দেয় পরিশোধ না করেন তাবৎ ইং-  
রাজদিগের প্রাপ্য দিতে পারিবেন না তাহাতে কলিকা-  
তা স্থিতসভায় দুই অংশ হইল এক অংশ নীরকসসিগের  
বিপক্ষ হইল ও যেপক্ষে শাসনকর্তা বন্শিটার্টসাহেব  
ছিলেন সেপক্ষ তাঁহার সপক্ষ হইল পরে বন্শিটার্টসা-  
হেবের পক্ষ প্রবল হওয়াতে পাটনাস্থিত রাননারায়ণের  
স্বক্ষক ইংরাজি সৈন্যদিগের আস্থান হইল রাননারা-  
য়ণের সূতরাং শুবাদারের দয়াব্যতিরিক্ত উপায় রহিল  
না শুবাদার অবিলম্বে তাঁহাকে আটক করিয়া আনেন  
করিলেন গুপ্তধনপ্রকাশার্থে তাঁহার ভৃত্যদিগকে  
অতিশয় ক্রোধ দিলেন কিন্তু তথাপি রাজকীয় ব্যয়ো-  
পযুক্ত হইতে অধিক ধন প্রাপ্ত হইল না বন্শিটার্ট-  
সাহেবের রাজত্বমধ্যে এই এক প্রধানভুল ছিল কারণ  
এই ব্যাপারদ্বারা এতদেশীয়লোকদিগের ইংরাজদি-  
গের সহায়তায় বিশ্বাস ভঙ্গ হইল ॥

নীরকসসিগ এপর্যন্ত উত্তমরূপে রাজত্ব করিলেন  
অতঃপর কোম্পানির ভৃত্যদিগের লোভদ্বারা কিকপে  
তাঁহার পতন হইল তাহা বর্ণনা করি। ভারতবর্ষে  
কোন দ্রব্যস্থানান্তর করিতে হইলে নাসুল দিতে হইত

এবং ঐ মাসুলদ্বারা অধিকাংশ রাজস্ব উৎপন্ন হইত কিন্তু রাজস্ববৃদ্ধির এবড় কুৎসিত রীতি ছিল কারণ ইহাতে বাণিজ্যের বাঘাত হইত তথাপি ঐ রীতি তৎকালে প্রবল ছিল এবং ১৮-৩৫ শালের পূর্বাধি ইংরাজেরাও অন্যথা করেন নাই যখন ইংরাজি কোম্পানিতে উত্তম বাণিজ্যশক্তি পাইলেন তখন বার্ষিক তিন সহস্র মুদ্রাদানে তাঁহাদের মাসুল রহিত হইল কলিকাতাস্থিত প্রধান অধ্যক্ষ বেদন্তকে স্বাক্ষর করিতেন শুল্কগাহিদিগের তাহা দেখাইলে কোম্পানির দ্রব্য বিনা শুল্কে যাইত কেবল কোম্পানির বাণিজ্য এইরূপ সুগম ছিল কিন্তু ইংরাজেরা নিজমনো-  
নীত নবাবস্থাপন করিয়া এদেশে এমন বলবান হইলেন যে প্রায় কোম্পানির সকলান্তোরা নিজ ২ বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন ক্লাইবনাহেব যেপর্যন্ত এদেশে ছিলেন তদবধি তাঁহারা এতদেশীয়বাণিক্-  
দিগের তুল্য শুল্ক দিতেন কিন্তু তিনি স্বদেশে গমন করিলে এই নবাবদ্বারা দ্বিতীয় নবাব স্থাপিত হওয়াতে ইংরাজেরা পূর্বাপেক্ষা অধিক বলবান হইয়া মাসুল-  
ব্যতিরেক বাণিজ্য করিতে স্থির করিলেন বাঙ্গালার তাঁহাদের সামর্থ্য এমন অধিক ছিল যে নবাবের কোন ভৃত্য লোক তাঁহাদের প্রতিবন্ধক হইতে পারিতেন না  
অতএব ইংরাজেরা তখন ২ অধিক দুরন্ত হইলেন তাঁহা-

দেব গোমস্তারা ইচ্ছানুসারে ইংরাজি নিশান গাড়িয়া  
 এতদেশীয়বণিক্লোকদিগকে ও সরকারিআমলা-  
 দিগকে বহুবিধ স্নাতনা দিতেন কোন ইংরাজের স্বাক্ষ-  
 রিত দস্তক পাইলে স্বয়ং কোম্পানিতুল্য সমুদ্রান্ত  
 হইতেন যদি নবাবের আমলারা কোন ব্যাঘাত করি-  
 তেন ইউরোপীয় ভদ্রলোকেরা তৎক্ষণাৎ সিপাই পাঠা-  
 ইয়া তাঁহাদের কারাগারে রোধকরিতেন মাসুল ব্যাভি-  
 রেকে নিজদ্রব্য চালান করিতে হইলে নাবিক কোম্পা-  
 নির নিশান তুলিয়া দিতেন এইরূপে নবাবের শক্তি নষ্ট  
 হইল এতদেশীয় বণিকদিগের সর্বনাশ হইল এবং  
 ভদ্র ইংরাজেরা বিপুল ধনী হইলেন শুবাদারের রাজস্ব  
 অতিক্রম হইল কারণ ইংরাজেরা যেক্ষণে মাসুল  
 দিতেন না সেইরূপে তাঁহাদের ভৃত্যেরা নাম করিয়া  
 সকলেই রাজকর মুক্ত হইতেন মীর কাসিম এই সকল  
 ক্লেশবিষয়ে কলিকাতার সভায় অভিযোগ করিলেন  
 এবং যদিপি ইহার নিবারণ না হয় তবে এককালে  
 রাজ্যনাশ করিবার ভয় দেখাইলেন ॥

বন্শিটার্ট সাহেব ও হষ্টিংস সাহেব এই দোষ  
 নিবারণার্থে বিবিধ চেষ্টা করিলেন কিন্তু এই দোষদ্বারা  
 অন্যান্য সভাপতিদিগের লভ্য থাকাতে তাঁহাদের  
 যত্ন বিফল হইল পরে ঐ অবস্থার এমন বৃদ্ধি হইল  
 যে এতদেশীয়লোকদিগকে ইংরাজদিগের গোমস্তা-

কর্তৃক নিরূপিতমূলে, দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতে  
 হইল অতঃপর মীরকাসিম স্পষ্টরূপে ইংরাজদিগকে  
 শত্রুবোধ করিলেন এবং উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইবার  
 বিলম্বণ সম্ভাবনা হইল বনশিটোর্ট সাহেব তাহা  
 নিবারণার্থে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বয়ং  
 নৃক্ষে গমন করিলেন মীরকাসিম সৌহার্দ্যপূর্ব্বক  
 তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া প্রকৃতসময়ে কোম্পানির  
 ক্ষতদিগের দৌরাভ্যা ও বিনাশুলে বাণিজ্যদ্বারা দেশের  
 অপকারবিষয়ে কটুক্তিতে অভিযোগ করিলেন বন-  
 শিটোর্ট সাহেব তাঁহার সান্ত্বনার্থে সচেষ্টক হইয়া প্রস্তাব  
 করিলেন যে এতদেশীয় লোকেরা ও ইংরাজেরা তুল্য-  
 রূপে সকলদ্রব্যে শতকরা নয় টাকা মাসুল দিবেন  
 এবং কহিলেন যে কলিকাতাস্থিত সভার অনুজ্ঞা-  
 ব্যতিরেকে এমন ব্যবস্থা করিতে তাঁহার সামর্থ্য  
 নাই কিন্তু এইরূপ করিতে তিনি পরামর্শ দিবেন  
 নবাব অতিশয় অসম্মতিপূর্ব্বক তাহাতে স্বীকার  
 করিয়া কহিলেন যদি এদোষ পরিহার না হয় তবে  
 সমুদায় মাসুল রহিত করিয়া ইউরোপীয় ও  
 এতদেশীয়লোকের তুল্যতা করিবেন বনশিটোর্ট-  
 সাহেব ঐ বিষয় সভায় পুস্তাব করিতে সহরে  
 কলিকাতায় আসিলেন মীরকাসিম তাঁহাদের অনু-  
 মতি অপেক্ষা না করিয়া শুদ্ধকগুাহিদিগের প্রতি ইং

রাজদিগের প্রযোজ্য শতকরা নয়টাকা আদায় করিতে তৎক্ষণাৎ আদায় করিলেন ইংরাজেরা তাহা দিতে অস্বীকার করিয়া এতদেশীয় আমলাদিগের রুদ্ধ করিলেন এরূপ মানাদেশীয় কারখানার প্রধানলোকেরা স্বস্থান হইতে শীঘ্র কলিকাতায় আসিলেন কেবল ইষ্টিমস সাহেব ব্যতিরেকে সকলেই শতকরা নয়টাকা মাসুল বিষয়ে বন্শিটার্ট সাহেবের প্রস্তাব যুগাপূর্বক ত্যজ্য করিলেন তাঁহারা কেবল লবণ বিষয়ে সার্ব দুই মূদ্রা দিতে সম্মত হইলেন। মীরকসিম তৎকালে নেপালে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন কিন্তু তথায় সুসিদ্ধ হইলেন না তথা হইতে প্রত্যাগমনকালে শুনি-লেন যে কলিকাতার সভাপতিরা মাসুল দিতে অস্বীকার করিয়া তাঁহার আমলাদিগকে আটক করিয়াছেন তিনি তৎক্ষণাৎ বাঙ্গালা ও বেহার সনুদায় অঞ্চলে মানুল রহিত করিলেন সভাপতিরা তাহাতে অতিশয় ক্রোধা-ন্বিত হইলেন তাঁহাদের ইচ্ছা যে নবাব নিজ প্রজা-হইতে পূর্ববৎ মাসুল আদায় করিবেন ও ইংরাজদি-গকে বিনামাসুলে বাণিজ্য করিতে দিবেন ক্রোধপূর্বক তাঁহাদের কথোপকথন হইতে লাগিল ইষ্টিমস সাহেব কহিলেন যে প্রধান রাজা মীরকসিম নিজ প্রজাদি-গের ভাল কি কারণে না করিবেন তাহাতে ঢাকার কারখানার কর্তা বাটুন সাহেব কহিলেন যে এইবাক্য

নবাবের অধীনলোকের উচিত বটে কিন্তু এসভাপতি-  
 দেব যোগ্য নহে ইষ্টিংস সাহেব প্রত্যুত্তর করিলেন যে  
 অতি নির্বোধ না হইলে এমনত বাক্য বলে না ঐ আব-  
 ঞ্চক বিষয়ে সভাপতিদিগের এইরূপ স্বভাবে কণো-  
 পকথন হইল অবশেষে তাঁহাদের নির্ধারণ হইল যে  
 এতদেশীয়বাণিজ্যে পূর্বোক্ত শুল্কক নির্ধারণ করিতে  
 নীরকসসিমের প্রবৃত্তিকারণ আনিয়াট সাহেব এবং  
 হে সাহেব তথায় প্রেরিত হইবেন তাঁহারা তথায়  
 গিয়া বত্বার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং  
 প্রথমত বোধ হইল যে এবিষয়ের নিষ্পত্তি হইতে পারে  
 কিন্তু কোম্পানির ভূতামধ্যে অতিদুরন্ত ও পাটনার  
 মধ্যে প্রধান ইলিস সাহেবের দুরাচারদ্বারা সন্ধির  
 আশা নষ্ট হইল নবাব আনিয়াট সাহেবকে বিদায়  
 করিয়া ইংরাজদিগের কারাগারস্থিত নিজ ভৃত্যদি-  
 গের মোচনার্থে প্রতিভূষকপে হে সাহেবকে রাখি-  
 লেন ইলিস সাহেব আনিয়াট সাহেবকে নবাব পুন-  
 র্কার না গ্রহণ করিতে পারেন এমনত বুঝিয়া সহসা  
 পাটনা নগর অধিকার করিলেন কিন্তু তাঁহার সৈন্যেরা  
 মদ্যপানে মত্ত হইয়া বিশৃঙ্খল হওয়াতে শুবাদারের  
 অধিক সৈন্য আসিয়া ঐ নগর পুনরধিকার করিল এবং  
 ইলিস সাহেব ও অন্যান্য ইউরোপীয়েরা কারাগারে  
 বদ্ধ হইলেন কস্‌সিম আলি এই পাটনার ব্যাপার

শুনিয়া দেখিলেন যে যুদ্ধ অনিবার্য হইল একারণ  
 বহিঃস্থিত কারখানার সকল ইউরোপীয়দিগের আটক  
 করিতে ওকলিকাতার পশ্চিমধ্যে আমিয়াট সাহেবকে  
 রোধ করিতে আজ্ঞা করিলেন ঐ মহাশয় মুরসিদাবাদের  
 নিকটে যাইতেছেন এমনতসময়ে তথাকার অধিকৃতির  
 নিকটে ঐ আজ্ঞা আসাতে তিনি তাঁহাকে আশ্বাস  
 করিলেন আমিয়াট সাহেব তাহানা মানাতে মহৎ  
 কলহ উপস্থিত হইল তাহাতে তিনি মারা পড়িলেন  
 মুরসিদাবাদস্থিত জগৎসেটের গৃহের প্রধান বণিকেরা  
 ইংরাজদিগের পক্ষে আছেন একপ সন্দেহপ্রযুক্ত  
 মীরকস্‌সিন তাঁহাদের মুহুরে আনিয়া দমনে রাখি-  
 লেন ॥

আমিয়াট সাহেবের মৃত্যুসম্বাদ ও ইলিস সাহেবের  
 আর তাঁহার সহচরদিগের আসেধের সম্বাদ কলিকাতায়  
 আসিবামাত্রে সভাপতিরা তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ করিতে স্থির  
 করিলেন বন্শিটার্ট সাহেব ও হষ্টিংস সাহেব পাটনা-  
 স্থিত ভদ্রলোকেরা যেপর্যন্ত মীরকস্‌সিনের হস্তহইতে  
 মুক্ত না হইলেন তাবৎ ক্ষান্ত রাখিতে যথেষ্ট চেষ্টা করি-  
 লেন কিন্তু তাহার কোন ফল হইল না সুতরাং অধি-  
 কাংশদ্বারা ইংরাজি সৈন্যদিগের তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ করিতে  
 আজ্ঞা হইল এবং তৎকালে তাঁহারা মীরজেকরকে  
 পুনর্বার রাজ্যার্পণ করিতে স্থির করিলেন কারণ তিনি

ইংরাজদিগের বিনামাসুলে বাণিজ্যে ও এতদেশীয় বাণিজ্যে পূর্ববৎ মানুলস্থাপনে অনুমতি করিতে স্বীকার করিলেন এই বৃদ্ধ মহাশয় দ্বিমুখিত্ববৎসরক ও কুষ্ঠরোগদ্বারা গতিশক্তিহীনে তথাপি ইংরাজি সৈন্যের সহিত কলিকাতাহইতে মুরসিদাবাদে চলিলেন ॥

মীরকাসিম সৈন্যশিক্ষার্থে বহুবিধ আয়াস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সৈন্য একপ উত্তম ছিল যে এতদেশীয় কোল রাজার বদাৎ সেকপ ছিল না তাঁহার আরমাণীয় সেনাপতি জর্জিনখাঁও যুদ্ধবিষয়ে নিপুণ ছিলেন কিন্তু তথাপি দীর্ঘকাল যুদ্ধ হইল না নবাবের সেনাপতিদের পরস্পর অনৈক্য হওয়াতে ১৭৬৩ শালের ১৯ জুলাই কাটোয়ায় তাঁহার সৈন্যেরা পরাজিত হইল ২৪ তারিখ ইংরাজেরা মুতিবিলে শ্রেণীবদ্ধ নবাবের সৈন্যদিগের পরাজয় করিয়া মুরসিদাবাদ অধিকার করিলেন ২ আগষ্ট সূতির নিকটে গরিয়ায় একযুদ্ধ হইল তাহাতেও মীরকাসিমের সেনারা আঘাত পাইলেন নবাব রাজমহলের সমীপে উদয়নন্দে দৃঢ়তর শিবির করিয়াছিলেন তাঁহার সমুদায় সৈন্য তথায় গমন করিল তিনি স্বয়ং এতৎপর্যন্ত মুছেরে ছিলেন অতঃপর উদয়স্থিত সৈন্যের নিকটে যাইতে স্থির করিলেন কিন্তু যাত্রার পূর্বে এতদেশীয়



বন্দীলোকদিগের প্রাণ নষ্ট করিলেন কথিত আছে যে  
 পাটনার শাসনকর্ত্তা রাজা রামনারায়ণের গলায় বালু-  
 কাপূর্ণমোণী বন্ধ করিয়া নদীমধ্যে নিঃক্ষেপ করিলেন  
 এবং ঢাকার নায়েব শাসনকর্ত্তা রাজা রাজবল্লভ তাঁহা-  
 র পুত্র রায় রয়ান কষ্টদাসপ্রভৃতি রাজা উমৈদসিংহ  
 রাজা বনয়াদসিংহ রাজা ফতেসিংহ ও অন্যান্য-  
 দিগকে হত্যা করিলেন এবং সেটবংশীয় দুই ধনীবাণি-  
 ককে দুর্গস্থিত বুরুজহইতে নদীমধ্যে নিঃক্ষেপ করি-  
 লেন যেস্থলে ঐ হতভাগ্যেরা মরিলেন নাবিকেরা  
 অনেকক্ষণপর্যন্ত তাঁহাদের অনুষণ করিয়াছিলেন। কস্-  
 সিমআলি এইসকল হত্যা করিয়া উদয়স্থিত সৈন্যের  
 নিকটে চলিলেন আক্টোবর মাসের প্রথমে ইংরা-  
 জেরা তাঁহার শিবিরে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাজয়  
 করিলেন পরাভবের দুইএকদিবসপরে তিনি মূর্ছেরে  
 আসিলেন কিন্তু তাঁহার অনুষণার্থে যে সকল ইংরাজি-  
 সৈন্য আসিতে ছিল তাহার পরাভাবে স্বয়ং অক্ষম  
 বুঝিয়া সসন্ধ্য পাটনায় পলায়ন করিলেন যেসকল ভদ্র  
 ইংরাজেরা তাঁহার হস্তে পড়িয়া ছিলেন তাঁহাদের সম-  
 ভিষ্যাহারে লইলেন মূর্ছেরহইতে যাত্রাকরিয়া দ্বিতীয়  
 দিনে রেবানদীর তীরে উপস্থিতহইলেন দৈবাৎতক্ষণাৎ  
 তাঁহার সৈন্যমধ্যে কলরব উপস্থিত হইল সক-  
 লই মদীপার হইতে ব্যগ্ৰদৃশ্য হইল এবং কতিপয়

ননুয়া এক মৃতশরীর নিখাতার্থে লইয়া যাইতেছিল পরে  
 জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল যে ইহা প্রধান  
 সেনাপতি জর্জিনখাঁর শরীর এইবাক্য শ্রবণে নবাবের  
 সন্তোষ হইল । ইতিহাস দ্বারাবোধ হইতেছে যে দিবা-  
 বসানে তিন চারি জন মোগল বলপূর্ব্বক তাঁবুতে প্রবেশ  
 করিয়া তাঁহাকে মারিয়াছেন এবিষয়ে জনশ্রুতি হইল  
 যে তাঁহারা প্রাপ্য আদায় করিতে গিয়াছিলেন পরে  
 সেনাপতি তাঁহাদের দূরীকরণ করাতে তাঁহারা খড়্গ  
 বাহির করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন কিন্তু  
 তাঁহার নিকটে প্রাপ্য কিছুই ছিল না নয়দিবস পূর্ব্ব সমু-  
 দায় দত্ত হইয়াছিল ইহাতে স্থির এই যে কসমিম আলি  
 সেনাপতির বধার্থে তাঁহাদের প্রেরণ করিয়াছিলেন  
 তাহার কারণ খোজাপেটকুনামে বিদিত জর্জিনের এক  
 ভ্রাতা কলিকাতায় ছিলেন বন্শিটার্ট সাহেবের ও হষ্টিংস-  
 সাহেবের সহিত তাঁহার পরম বন্ধুতা ছিল অতএব  
 তিনি গুপ্তভাবে জর্জিনকে লিখিয়াছিলেন যে তিনি  
 নবাবের কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করেন ও নবাবকে আটক  
 করিতে চেষ্টা করেন নবাবের প্রধান চর এবিষয় জানি-  
 তে পারিয়া রাত্রি দুইপ্রহর একঘণ্টার সময়ে প্রভুকে  
 জাগাইয়া কহিলেন যে তাঁহার সেনাপতি এইরূপে  
 বিশ্বাসঘাতক হইয়াছেন পরে চতুর্বিংশতি ঘটিকা  
 মধ্যে তৎকালের অতিপ্রধান ঐ আরমাণীয় সেনাপতি  
 জর্জিন মারা পড়িলেন ॥

মীরকাসিম হুদা পূর্বক পাটনায় পলায়ন করাতে  
 মুন্সেফ ইংরাজদিগের হস্তগত হইল পরে তিনি  
 দেখিলেন যে তাঁহাকে ঐ রূপে পাটনাপরিত্যাগ  
 পূর্বক এদেশহইতে পলায়ন করিতে হইবে ইংরাজ  
 দিগের প্রতি তাঁহার অসীম ক্রোধ হইল তিনি পাটনা  
 পরিত্যাগের পূর্বে কারাগারস্থিত লোকদিগের নৃত্য  
 বাঞ্ছা করিয়া সেনাপতিদের প্রতি আত্মকরিলেন যে  
 তাঁহারা কারাগারে গিয়া ঐ সকল লোকদিগের প্রাণ  
 নাশ করেন তাঁহারা উত্তর করিলেন যে ঐ সকল  
 লোকের হস্তে অস্ত্র দিয়া বাহির করুন আমরা যুদ্ধ  
 করিব নতুবা আমরা হত্যাকারক নহিঁ যে বিনাপরাধে  
 তাহাদের শিরশ্ছেদ করিব পরে নবাব সমরু নানক  
 একজন ইউরোপীয় সৈন্যাধ্যক্ষকে তাহাদের সংহারার্থে  
 প্রেরণ করিলেন ঐ দুরাত্মা পূর্বে করাসিদের চিকৎসক  
 ছিল এবং তৎকালে মীরকাসিমের কর্মে নিযুক্ত ছিল সে  
 তৎক্ষণাৎ ঐ কর্মের ভার লইয়া কিয়ৎ সৈন্যের সহিত  
 তথায় গিয়া ঐ নিরাশ্রয় লোকদিগের অগ্নিদ্বারা দগ্ধ-  
 করিয়া মারিল কেবল ফুর্টিন্ সাহেব প্রাণ রক্ষা পাই-  
 লেন অন্য সকলেই মারা পড়িলেন ঐ পাটনার হত্যাতে  
 অষ্ট চত্বারিংশৎ ত্রিশ ইংরাজেরা ও সার্বশত সৈন্যেরা  
 প্রাণ হারাইলেন সমরু তৎপরে নান রাজার উপা-  
 সনা করিয়া আদেশে নার্মন দেশের রাজত্ব পাইলেন

যেসকল ভদ্র ইংরাজেরা মারাপড়িয়াছিলেন তন্মধ্যে কলিকাতার সভাপতি ইলিস্‌গাহেব হে সাহেব ও ল-  
বিস্টন সাহেব ছিলেন ১৭৬৩ শালের ৬ নবেম্বর পাটনা  
ইংরাজদিগের হস্তগত হইল ও নীরকসসিম অযো-  
ধার শুবারারের নিকটে পলায়ন করিলেন এইরূপে  
প্রায় চারিমাসের মধ্যে যুদ্ধের শেষ হইল পরবৎসর  
২২ অক্টোবর ইংরাজি সেনাপতি বক্সরে অযোধ্যার  
সৈন্যের সহিত যুদ্ধকরিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করি-  
লেন এই জয়ের পরে উজিরের সহিত যে ব্যবস্থা  
হইয়াছিল তাহা বাঙ্গালার ইতিহাস মধ্যে বলা উচিত  
নহে কেবল এই মাত্র বলি যে তিনি নীরকসসিমকে  
প্রথমতঃ আশ্রয় দিয়াছিলেন পরে তাঁহার ধন অপহরণ  
করিয়া তাঁহাকে পলায়ন করিতে অনুমতি দিলেন কিন্তু  
নবাব পুনর্বার বাঙ্গালায় উপদ্রোহ করেন নাই ॥

নীরজেকর দ্বিতীয়বার বাঙ্গালারাজ্যে স্থাপিত হইয়া  
দেখিলেন যে ইংরাজদিগের যে ধন দিতে স্বীকার  
করিয়াছেন তাহা কোনমতে হইতে পারে না তৎকালে  
তিনি অতি বৃদ্ধ ছিলেন এবং ক্রমেঃ রোগের বৃদ্ধি  
হওয়াতে ১৭৬৫ শালের জানুয়ারিমাसे চতুঃসপ্ততিবর্ষ  
বয়সে মুরসিদাবাদে প্রাণত্যাগ করিলেন তাঁহার পর-  
বর্ত্তি নবাব নির্ধারণ করা মহারাজের কর্তব্য ছিল  
কিন্তু তিনি এমনত শক্তিবহীন ছিলেন যে স্বকীয় রাজ-

খানীতে বাইবার উপায় ছিল না অতএব ইংরাজদি-  
গের যেকোন স্বৈচ্ছা হইল তাহাই করিলেন সভাপতিরা  
মণিবেগমের গর্ভজাত মীরজেফরের পুত্র নজমউদ্দৌলা-  
কে বহুধন লইয়া নবাব করিলেন তাঁহার সহিত তাঁহারা  
নূতন নিয়ম করিলেন সৈন্যদ্বারা দেশরক্ষা তাঁহাদের  
অধীন রহিল এবং দেশের ফৌজদারী ও দেওয়ানী  
বিচারার্থে নবাবদ্বারা এক নায়েব নাজিম নিযুক্ত করি-  
লেন নবাব ঐ কক্ষে দুরাত্মা নন্দকুমারকে নিযুক্ত  
করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন কিন্তু সভাপতিরা নিশ্চিত  
রূপে তাঁহাকে অস্বীকার করিলেন ভাবি শাসনকর্তা  
দিগের পাঠার্থে বন্শিটার্ট সাহেব তাঁহার দোষ বিল-  
ক্ষণরূপে লিখিলেন অবশেষে আলিবর্দির কুটুম্ব  
মহম্মদরেজখাঁ তৎকর্ত্তে নিযুক্ত হইলেন ॥

### চতুর্দশ অধ্যায় ।

কোর্টআবডিরেক্টরেরা ভারতবর্ষস্থিত ভূতুদি-  
গের দুরাচারদ্বারা ঐ সকল উপদ্রোহ অর্থাৎ মীর-  
কাসিম ও উজিরের সহিত সংগ্রাম এবং পাট-  
নার হত্যা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন তাঁহাদের  
এই ভয় ছিল যে তাঁহারা যে দেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাও  
নষ্ট হইতে পারে তাঁহারা বিবেচনা করিলেন যে ঐ  
দেশ যে জন জয় করিয়াছেন তাঁহার স্ত্রী আর কেহ  
রক্ষা করিতে পারিবেন না অতএব ক্লাইবসাহেবকে

পুনরায় যাত্রা করিল। তাঁহাদের কন্ঠের প্রতিকার করিতে প্রার্থনা করিলেন ক্লাইবসাহেব রাজাদারা তথায় মহিমাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও ইংলণ্ডে গমনোত্তর ডিরেক্টরেরা তাঁহার উপযুক্ত মর্যাদা করেন নাই এবং তাঁহার জাইগির কাডিয়ালইয়াছিলেন তথাপি তিনি ভারতবর্ষে আগমন স্থির করিলেন তিনি সম্পূর্ণ শক্তির সহিত বাঙ্গালার প্রধান সেনাপতিত্বকন্ঠে ও শাসন কর্তৃত্বপদে নিযুক্ত হইলেন ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে কহিলেন যে তাঁহাদের ভৃত্যবর্গের বাণিজ্যই দুঃখের কারণ হইয়াছে অতএব তাহা রহিত করিলেন। এক নবাবের পরে অপর নবাব স্থাপন করাতে অতীত অষ্টবর্ষের মধ্যে ভৃত্যবর্গেরা এতদেশীয়লোক হইতে দুইকোটি অপেক্ষা অধিক মুদ্রা উপায়ন পাইয়াছেন এক্ষণ উপায়ন নিবারণ করিতে কহিলেন তাঁহারা অপর আজ্ঞাকরিলেন যে যুদ্ধবিষয়ক বা বিচারবিষয়ক সকল ভৃত্যেরা নিয়মিত থাকিবেন তাঁহারা চারি সহস্রের অধিক যে উপচৌকন পাইবেন তাহা সরকারি ভাণ্ডারে পাঠাইবেন এবং কর্তা সাহেবলোকদিগের অনুজ্ঞা ব্যতিরেকে সহস্রের অধিক মুদ্রা উপহার লইতে পারিবেন না ॥

ক্লাইবসাহেব এইসকল উপদেশ লইয়া ভারতবর্ষে যাত্রা করিলেন তিনি ১৭৬৫ শালের ৩ মে কলিকাতায়

অবতরণ করিয়া দেখিলেন যে সকল বিপত্তি দ্বারা কোর্ট-  
আবডিরেক্টরেরা ভীত হইয়াছিলেন তাহার নিস্পত্তি  
হইয়াছে কিন্তু রাজকীয় কর্ম নিয়মগুন্য হইয়াছে  
সভাপতিরা অবধি কোন ব্যক্তিই কোম্পানির মঙ্গল  
দেখেন না সকল ভৃত্যদিগের ইচ্ছা ছিল যে কোন উপায়-  
দ্বারা শীঘ্র ধন সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ডে যাইতে পারেন  
সকল অংশেই অবিচার হইতেছিল এতদ্দেশীয় প্রজা-  
দিগের প্রতি এমনত দোরাঅ্য হইতে ছিল যে ইউ-  
রোপীয় নামে ঘৃণা জন্মাইল রাজসভায় শিষ্টতা বা-  
মর্যাদা কিছুই ছিল না কোর্টআবডিরেক্টরেরা গতবৎ-  
সরে আচ্ছা পাঠাইয়াছিলেন যে তাঁহাদের ভৃত্যরা  
উপায়নগ্ৰহণ নাকরেন কিন্তু এ আচ্ছা প্রাপ্তিকালে  
প্রাচীন নবাব মীরজেফর মরণ শয্যায় থাকাতে সভা-  
পতিরা এ আচ্ছা বহিতে না লিখিয়া নবাবের মরণ  
গোস্তর নূতন নবাব করিয়া তাঁহা হইতে অসংখ্যক  
উপায়ন লইলেন এবং এ পত্রে ডিরেক্টরেরা লিখিয়া-  
ছিলেন যে তাঁহাদের ভৃত্যরা নিজঃ বাণিজ্য ত্যাগ  
করিবেন কিন্তু এ আচ্ছার পরেই সভাপতিরা নূতন  
নবাবের সহিত ব্যবস্থা করিলেন যে তাঁহার বিনাশুলে  
পূর্ববৎ বাণিজ্য করিবেন । ক্লাইবসাহেব আগমন  
নাত্রে ডিরেক্টরদিগের আচ্ছাচানাইতে প্রতিজ্ঞা  
করিলেন সভাপতিরা বন্শিটার্ট সাহেবকে যেকপে

দমনে রাখিয়াছিলেন তাঁহাকে সেইরূপে রাখিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ক্লাইবের ঐ মহাশয় অপেক্ষা অধিক সামর্থ্য ছিল তিনি তাঁহাদের উপটোকন নাল-ইয়া নিয়মিত থাকিতে স্বাক্ষর করিতে অনুরোধ করিলেন যেসকল ব্যক্তির তাহা অস্বীকার করিলেন তিনি তাঁহাদের তৎক্ষণাতঃ পদচ্যুত করিলেন কেহও তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন এবং যাহারা বুঝিলেন যে এদেশ হইতে অধিক ধন পাইয়াছেন তাঁহারা গৃহগমন করিলেন কিন্তু সকলেই তাঁহার বিপক্ষ হইলেন ॥

২৪ জুন ক্লাইব কলিকাতাহইতে পশ্চিম দেশে যাইয়া সন্ধি করিতে স্থির করিলেন কারণ যুদ্ধদ্বারা সমুদায় রাজস্ব নষ্ট হইতেছিল নজুমউদ্দৌলার সহিত নূতন নিয়মপত্র করিয়া দেশের কর্তব্য ইংরাজদিগের অধীন করিলেন নবাবের ধর্ম্মাধিকরণের ব্যয়ার্থে বার্ষিক পঞ্চাশতলক্ষ মুদ্রা দিতে নিয়ম করিলেন এবং ঐ ধন মহম্মদ রেজাখাঁ রাজা দুর্লভরাম ও জগতসেট এই কয়েকলোকের পরামর্শানুসারে ব্যয় করিতে ব্যবস্থা করিলেন পরে অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধি হইল কিন্তু তাঁহার যাত্রার অতি প্রধান কল এই ছিল যে কোম্পানিতে মহারাজহইতে তিনদেশের দেওয়ানী পাইলেন আগরা পূর্বে বলিয়াছি যে ইংরাজেরা যখন প্রার্থনা করিবেন তিনি তখন ঐপদ দিবেন



একপ স্বীকার করিয়াছিলেন ক্লাইব সাহেব-প্রয়াগে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ প্রতিজ্ঞাপূরণ করিতে প্রার্থনা করিলেন তিনিও নিঃসন্দেহে তাহা করিলেন ১২ আগষ্ট মহারাজ বাহাদুর বেহার ও উড়িস্যার দেওয়ানী কোম্পানির নিমিত্তে ক্লাইব সাহেবকে দিলেন তিনিও মহারাজকে রাজস্ব হইতে প্রতিমাসে দুই লক্ষ মুদ্রা দিতে স্বীকার করিলেন। এতলে ইহা বলা উচিত যে মহারাজ স্বরাজ্যে পলায়িত থাকাতে তাঁহার নিশ্চল সিংহাসন ছিল না দুইখান ইংরাজদিগের ভোজ্যাসনযোগ্য কাষ্ঠাসন বিচিত্রবস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া তাঁহার সিংহাসন হইল মহারাজ ঐ আসনে বসিয়া দুইকোটি বার্ষিক রাজস্বসমেত তিন কোটি প্রজাদিগকে ইংরাজদিগের অধীন করিলেন এবিষয়ে মুসলমান ইতিহাসলেখক কহেন যে অন্যসময়ে একপ আবশ্যককর্মে বিজ্ঞতম মন্ত্রী ও ক্ষমতাপন্নদূতদিগকে প্রেরণ করিতে হইত এবং নানাপ্রকার বাদানুবাদ হইত কিন্তু তৎকালে পশুপালবিক্রয় অপেক্ষা ঐ মহৎকর্ম অল্পকালে হইল পলাশীর যুদ্ধের পরে ইংরাজদিগের এই ঘটনা অতি শুভদায়ক ছিল কারণ ঐ যুদ্ধের পরে তাঁহারা যথার্থ দেশের কর্ত্তা হইয়াছিলেন কিন্তু ঐতদ্দেশীয় লোকেরা তাঁহাদের কেবল বিজয়ী বোধ করিতেন পরে মহারাজের এই প্রসাদদ্বারা প্রজারা

তাহাদের যথার্থ দেশের স্বামী দেখিলেন এবং মুর-  
জিদাবাদের নবাব নিযুক্ত হইলেন অনন্তর ক্লাইব  
সাহেব ৭ সেপ্টেম্বর কলিকাতার প্রত্যগমন করি-  
লেন ॥

কোম্পানির ভূতোরী নিজঃ বাণিজ্যে নিযুক্ত থাকা-  
তে নানা প্রকার আপদ ঘটিয়াছিল অতএব কোর্ট অব-  
ডিরেক্টরেরা পুনঃ তাহা নিবারণের আজ্ঞা করিয়া-  
ছিলেন কিন্তু তাহাদের ভূতোরী সর্বদা আজ্ঞালংঘন  
করিতেন তাহাদের শেষ উপদেশে প্রায় সন্দেহ ছিল না  
কিন্তু ক্লাইবসাহেব দেখিলেন যে দেওয়ানী বিষয়ের  
ব্যবস্থায় কোম্পানির ভূতাদিগের বেতন অতি অল্প  
অতএব অযথার্থ উপায় ব্যতিরেকে অধিক লভ্য হয় না  
এ কারণ তিনি বাণিজ্য ক্রমিক রাখিলেন কিন্তু তাহার  
রীতি উত্তম করিলেন তিনি এক বাণিজ্যের সভা স্থাপন  
করিলেন তাহা দ্বারা গুবাক তবাক ও লবণ এইকয়েক  
দ্রব্যের বাণিজ্য চলিল তাহাতে শতকরা ৩৫ টাকা  
মাসুল কোম্পানির ভাণ্ডারে দিতে এবং অবশিষ্ট লভ্য  
যুদ্ধার্থক ও বিচারার্থক সকল ভূতাদিগের বন্টন করিয়া  
দিতে নিয়ম করিলেন রাজসভাপতিদের অধিক অংশ  
হইল নীচপদস্থিত ব্যক্তিদের অল্প হইল। ক্লাইব  
সাহেব ডিরেক্টরদিগকে এই কম্পনা নিবেদনকালে  
লিখিলেন যে তাহারা শাসনকর্তার বেতন বৃদ্ধি করেন

তাহা হইলে তাঁহার বাণিজ্যের আবশ্যকতা থাকে না কিন্তু এই উত্তম পরামর্শ পঞ্চদশবৎসরপর্যন্ত গ্রাহ্য হয় নাই। ডিরেক্টরেরা এই নূতন সভা শুনিয়া কটুবাক্যে নিন্দা করিয়া তাহার স্থাপনের নিমিত্তে ক্লাইবকেদোষী করিলেন এবং তাহা নিবারণের আজ্ঞা করিয়া সকল ভত্যাদিগের বাণিজ্য নিষেধ করিলেন ॥

ভারতবর্ষে রাজকীয় কর্মের অধিকব্যয়দ্বারা সমুদায় রাজস্ব অপব্যস্ত নষ্ট হইয়াছিল কোম্পানির যদ্যপিও নামমাত্রে অধিক আয় ছিল তথাপি তাহাদের সর্বদা খণ করিতে হইত তাঁহাদের ইউরোপীয় ও এতদেশীয় সকল ভৃত্যেরা নির্দয় হইয়া লুট করিতেন। যখন ইংলণ্ডে ক্লাইবের নিকটে জিজ্ঞাসা হইল যে এমত অধিক আয়সত্ত্বে কোম্পানি কিকারণে নিধন হইলেন তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যেকোন ব্যক্তিকে হিসাব করিতে নির্ভর করা যায় তিনিই সঞ্চয় করেন কিন্তু ফলতঃ সৈন্যদ্বারা অধিক ব্যয় হইত ইংরাজি সৈন্যেরা যেপর্যন্ত নবাবের নামে যুদ্ধ করিত তিনি তাহাদের পারিতোষিকস্বরূপে অধিক ধন দিতেন ঐ পারিতোষিকের নাম ছিল দ্বিগুণ বাটা সৈন্যেরা এমত অধিককালপর্যন্ত ঐ পারিতোষিক পাইয়াছিল যে পরে চিরকালের নগণ্য প্রাপ্য বোধ করিল ক্লাইব

দেখিলেন যে সৈন্যদিগের ব্যয়লাঘব নাইলে কোন  
 মতে রাজস্ব উদ্ধৃত হইবে না এবং জানিতেন যে  
 ঐ লাঘবের কল্পনায় প্রচণ্ডরূপে বাধা হইবে কিন্তু  
 তিনি এমনত দৃঢ়চিত্ত ছিলেন যে একেবারে দ্বিগুণ বাটা  
 রোধের আজ্ঞা দিলেন ইহাতে সেনাপতিদের অতি-  
 শয় অপকার হওয়াতে তাঁহারা কহিলেন যে তাঁহা-  
 দের বাহুবলদ্বারা দেশের জয় হইয়াছে অতএব তাঁহা-  
 দের উপকার করা উচিত হয় কিন্তু তাহাতে ক্লাইবের  
 মানস ফিরিল না তিনি তাঁহাদের বেতনবৃদ্ধি করিতে  
 প্রস্তুত ছিলেন তথাপি সৈন্যের ব্যয়লাঘব করিতে  
 দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন অনন্তর সেনাপতিরা তাঁহাকে  
 আপনাদের ইচ্ছায় অধীন করিতে যত্নবস্ত্র করিলেন  
 তাঁহারা গুপ্তভাবে পরস্পর সম্বাদ করিয়া একদিনে  
 কর্ম পরিত্যাগ করিতে স্থির করিলেন ক্লাইব সাহেব  
 প্রধানসেনাপতিদের কর্ম পরিত্যাগ শুনিয়া অতি  
 বিপদগুস্ত হইলেন সমুদায় সৈন্যদিগের একমতায়  
 সন্ধেহ করিয়া নানাপ্রকার বিপত্তির সম্ভাবনা করিলেন  
 তাঁহার বয়সে এমনত কঠিন বিষয় কদাচ ঘটে নাই  
 মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনর্বার দেশ আক্রমণ করিতে উদ্যোগ  
 করিলেন এবং সৈন্যেরা অধিপতিশূন্য হইল কিন্তু  
 ক্লাইব স্বভাবিক শক্তি প্রকাশ করিয়া মাদুজ স্থিত  
 সেনাপতিদিগের আসিতে আজ্ঞা করিলেন এবং

যে সকল সৈন্যাধ্যক্ষেরা অন্যান্য সুল বিদ্রোহী ছিলেন  
না তাঁহাদের পুনবার ফিরাইলেন প্রধানষড়ষষ্ঠ-  
কারিদিগের পদচ্যুতিপূর্বক আটক করিয়া ইংলণ্ডে  
পাঠাইলেন এই কঠিনব্যবহারদ্বারা সৈন্যদিগের পুন-  
র্বার অধীন করিয়া ও রাজ্যের বহুকালাবধি বিপদ  
দূর করিলেন ॥

ক্লাইব সাহেব ভারতবর্ষে বিংশতি মাস থাকিয়া  
কোম্পানির কন্ঠের সুনিয়ম করিলেন রাজকীয়ব্যয়ের  
ছাস করিলেন এবং দেওয়ানী পাইয়া বর্ষে ২ পায়  
দুই কোটী মুদ্রা আয়বৃদ্ধি করিলেন তিনি সৈন্য দিগের  
অতিভয়ানক বিদ্রোহ নিবারণ করিয়া সুশিক্ষিত  
করিলেন এই নানাপ্রকার পরিশ্রমদ্বারা শরীর অপটু  
হওয়াতে তাঁহাকে ইংলণ্ডে যাইতে হইল বাঙ্গালার  
প্রথম আগমনাবধি দশ বৎসর পরে ১৭৩৭ শালের  
ফিব্রুয়ারি মাসে জাহাজে আরোহণ করিলেন ইহাও  
তাঁহাকে বলা যাইতে পারে যে এই দশবৎসরে তিনি  
ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের সাম্রাজ্যস্থাপন করিলেন  
পূর্বোক্ত দোষ নিবারণকালে তাঁহার অনেকে বিপন্ন  
হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কেহ ২ বহুধন লইয়া  
ইংলণ্ডে গমন করিয়া তথাস্থিত ভারতবর্ষসম্পর্কীয়-  
গৃহে শক্তিপুষ্ট হইয়াছিলেন অতএব ক্লাইবের ইংলণ্ডে  
গমন হইলে তাঁহারা তাঁহাকে পার্লিয়ামেন্ট নামক

সভাতে ও ডিরেক্টরদিগের সভাতে কটুক্রিপূৰ্ব্বক  
অপমান করিলেন তিনি সকলপক্ষহইতে অকৃতজ্ঞতা  
পুকাশ দেখিলেন অতএব সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াও  
শত্রুদিগের হিংসাদ্বারা ক্ষত বিক্ষত হইয়া ১৭৭৪ শালের  
২২ নবম্বর অপঘাতমৃত্যুতে প্রাণত্যাগ করিলেন ॥

ইংরাজেরা দেওয়ানী পাইয়াছিলেন অর্থাৎ বাঙ্গলা  
বেহার ও উড়িস্যার রাজস্ব আদায় করিতে অনুমতি  
পাইয়াছিলেন কিন্তু কিরূপে কর্ম নির্বাহ করিতে হয়  
তাহা জানিতেন না কোম্পানির ইউরোপীয় ভৃত্যেরা  
এপর্যন্ত সরকারি বা স্বকীয় বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিলেন  
তাহারা ভূনিজকরের বিষয়ে কিছুই জানিতেন না পূৰ্ব্ব-  
বর্ত্তি শুবাদারেরা ঐ কর্মের ভার হিন্দুদিগের দিয়া-  
ছিলেন কারণ তাহারা ধীর ও হিসাবে পারগ ছিলেন  
ইংরাজেরা যে দেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে অন-  
ভিজ্ঞ ছিলেন বিশেষত তাহাদের এতদেশীয় ভৃত্যেরা  
তাহারা নাজানিতে পারেন এমনত বিবিধ চেষ্টা করিতেন  
অতএব তাহাদের সকলি পূৰ্ব্ববৎ রাখিতে হইল রাজা  
শ্বেতাব রায় বেহারের দেওয়ান হইয়া পাটনায় রহিলেন  
মহম্মদ রেজাখাঁ বাঙ্গালার দেওয়ান হইয়া মুরসিদা-  
বাদে রহিলেন এইরূপে ১৭৭২ শালপর্যন্ত প্রায় সপ্তবৎ-  
সর রাজ্য চলিল পরে ইংরাজেরা স্বহস্তে নির্বাহ করিতে  
আরম্ভ করিলেন ঐ কালের মধ্যে দেশ প্রায় অরাজক

কইরাছিল জমিদারেরা ও পুজারী। কোনজনের অধীন থাকিবেন তাহা জানিতে পারেন নাই।

সবাবের ও তাহার মন্ত্রীদিগের হস্তে বিচারের ভার নামমাত্র ছিৎ কিন্তু ইংরাজেরা সর্বত্র এমনত পরাক্রান্ত ছিলেন যে এদেশীয় আমলারা তাহাদের দমন করিতে পারিতেন না এবং পালিয়ামেন্টের আজ্ঞানুসারে কলিকাতাস্থিত বড় সাহেবের এমনত ক্ষমতা ছিল না যে মহারাষ্ট্রীয়খানের বহিঃস্থিত দোষীব্যক্তির দণ্ড করেন। ততএব ইংরাজদিগের দেওয়ানীপুষ্টির পরে সপ্তবৎসরপর্যন্ত দেশের গোলযোগ ও দুঃখের অবধি ছিল না ॥

রাজস্বের অনিয়মদ্বারা তক্ষরদিগের সাহসবৃদ্ধি হওয়াতে সকলজিলায় ডাকায়িতের দল হইল তাহাতে কোন ব্যক্তির বিষয়ের রক্ষা ছিল না ডাকায়িতী এমনত চলিত হইল যে ১৭৭২ শালে স্বহস্তে রাজকৰ্ম লইবার কালে কোম্পানিকে কঠিন ব্যবস্থা করিতে হইল তাহার আজ্ঞা করিলেন যে ডাকায়িতলোককে ধরিয়া তাহার নিজগুামে ফাঁসিদিবেন তাহাতে তাহার পরিবারলোক দেশের দাসস্বরূপে থাকিবে এবং ঐ গুামের প্রত্যেক লোকের অপরানুসারে অর্থদণ্ড করিবেন ॥

ঐ অরাজক কালেই প্রায় অনেক নিকরভূমি হয় মহারাজদ্বারা বাঙ্গালার রাজস্বের ভার ইংরাজদিগের

নিকটে ম্যন্ত হইলেও তাহার আদায় কলিকাতায় না-  
হইয়া মুরসিদাবাদে হইত এবং ভাণ্ডারও তথায় ছিল  
রাজস্ববিষয়ের নিষ্পত্তি মহম্মদরেজাখাঁ রাজাদুল-উ-  
রাম এবং অতিথ্যাত গজাগোবিন্দসিংহের দ্বারা রাজা  
কান্তসিংহএই তিন বাজানিদ্ধারা হইত তাঁহারা সমু-  
দায় নিয়ম করিতেন এবং কর আদায় ও প্রেরণ করিতেন  
কেবল তাঁহাদের অমনোযোগদ্বারা রাজস্বের প্রধান আ-  
দায় কারকমাত্র ছিলেন যে জমিদারেরা তাঁহারা প্রায়  
চত্বারিংশলক্ষ বিগাভূমি ব্রাহ্মণদিগকে নিষ্কর করিয়া  
দিয়াছিলেন ইংরাজদিগের দৃষ্টিপাতের পূর্বে এইরূপে  
রাজস্বের ত্রিংশৎ বা চত্বারিংশলক্ষ বার্ষিক কর নষ্ট  
হইয়াছিল এইরূপ জমিদারদিগের সরকারিধনের  
অপহরণদ্বারা এবং মুরসিদাবাদের ভাণ্ডারস্থিত  
আমলাদিগের চৌর্য্যদ্বারা দুইকোটি মুদ্রা বার্ষিক কর  
থাকিলেও ভারতবর্ষস্থিত ইংরাজদিগের রাজস্বে খন  
কিছুই ছিল না প্রত্যুত ঋণ হইয়াছিল ॥

ভূতদিগের লবণ ও অন্যান্য দ্রব্যের বাণিজ্য নিষার-  
ণার্থে কোর্টআবডিরেক্টরদিগের শেষআজ্ঞাপ্রাপ্তির  
দ্বিতীয়বৎসরে অর্থাৎ ১৭৬৭ শালে ক্লাইব সাহেবের পত্রি-  
বর্তে বরিলষ্ট বাজালার বড়সাহেব হইলেন ডিরেক-  
টরেরা আজ্ঞা করিয়াছিলেন যেদেশীয় বাণিজ্য সম্পূর্ণ-  
রূপে দেশীয় লোকেরা করিবেন তাহাতে কোম ইউ-



রোপীয় লোকেরা নিবৃত্ত থাকিবেন না কিন্তু তাঁহাদের  
 ভৃত্যদিগের বেতন অল্প থাকিতে তাঁহারা ভূমিজরাজস্ব-  
 হইতে শক্তকরা সার্ব দুইনুদ্রা যুদ্ধার্থক ও বিচারার্থক  
 সমুদায় ভৃত্যদিগের উচিতমতে বণ্টন করিয়া দিতে  
 আজ্ঞা করিয়াছিলেন কিন্তু ক্লাইবসাহেবের যাত্রার  
 পক্ষে কোম্পানির কর্মে পুনর্ব্যয় অনিয়ম হইল ভারত-  
 বর্ষে সরকারি আয় অধিক হইলে ও ব্যয় ততোধিক হইল  
 তাঁহারের শূন্যতায় পুতিদিন ভয়বৃদ্ধি হইতে লা-  
 গিল ১৭৬২ শালের আকটোবরমাসে কলিকাতায় বড়-  
 সাহেব হিসাবদ্বারা দেখিলেন যে অধিক ঋণ হইয়াছে  
 এবং আরো অধিক ঋণকরণের আবশ্যকতা হই-  
 রাইছে ভাণ্ডারপূরণের উপায় এইমাত্র ছিল যে কোম্পা-  
 নির ভৃত্যেরা যে খন উপার্জিত করিতেন তাহা  
 বড়সাহেব কোষে লইয়া লগুনে কোর্টআবডিরেক্টর-  
 হইতে দিতে আজ্ঞা পাঠাইতেন ডিরেক্টরদিগের ঐ  
 সকল হুণ্ডীর টাকা দিতে অন্য কোন উপায় ছিল না  
 কেবল ভারতবর্ষ হইতে যেসকল দ্রব্য প্রেরিত হইত  
 তাহা বিক্রয় করিয়া দিতেন পরে কলিকাতায় বড়-  
 সাহেব ও প্রধান সভা এইরূপে অধিক ঋণ করিতে  
 লাগিলেন কিন্তু স্বদেশে অতি অল্পদ্রব্য প্রেরণ করি-  
 তেন অতএব ডিরেক্টরেরা হুণ্ডীর টাকা দিতে অস-  
 মর্থ হইয়া কলিকাতার বড়সাহেবের পুতি আজ্ঞা করি-

লেন যে তিনি তদ্রূপ হুগুী নাপাঠাইয়া একবৎসরের  
 নিমিত্তে কলিকাতায় ঋণ করিবেন তাহাতে তাহাদের  
 ভৃত্যেরা করাসি ওলন্দাজ ও দিনামারদিগদ্বারা ইউ-  
 রোপে নিজস্ব ধন পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন অর্থাৎ  
 চন্দ্রনগর চুচুড়া ও শ্রীকামপুরের ভাণ্ডারে ধন দিয়া ইউ-  
 রোপের অন্যান্য কোম্পানিহইতে প্রাপ্তির আশা  
 লইতেন তাহারা ঐ ধনদ্বারা দ্রব্য ক্রয় করিয়া পাঠাই-  
 তেন ঐ দ্রব্য পুায় হুগুীর দানমোহানসময়ের পূর্বে ইউ-  
 রোপে গিয়া বিক্রীত হইত এইরূপে ভিন্নদেশীয়দিগের  
 বাণিজ্যার্থে ধনভাব ছিল না কিন্তু ইংরাজিকোম্পা-  
 নির অতিশয় দুরবস্থা হইল পরে ডিরেক্টরদিগের  
 নিবেদন থাকিলেও কলিকাতাস্থিত রাজসভাকে ১৭৬৯  
 শালে খত লিখিয়া ঋণ করিতে হইল এবং ইংলণ্ডে  
 হুগুী পাঠাইতে হইল তাহাতে লগুনে কোম্পানির  
 কর্মের শেষ হইল ॥

১৭৬৫ শালে জেফরখাঁর পরিবর্তে নজুমউদ্দৌলা  
 নাজির হইয়া পরবৎসরে মরিলেন পরে সেকন্ড-  
 দৌলা তৎপদে স্থাপিত হইয়া ১৭৭০ শালে বসন্তরোগে  
 মরিলেন তাহার ভ্রাতা নবারিকউদ্দৌলা তৎপদে  
 অভিষিক্ত হইলেন কলিকাতাস্থিত সভাদ্বারা তাহার  
 পূর্ববর্তি নবাবদিগের রাজসভার ব্যয়ার্থে যে ধন  
 নিদিষ্ট ছিল তাহাকেও তাহাই দিতে স্বীকার হইল

কিন্তু ভিরেক্টরেরা তাহার হুঁস করিয়া বৎসরে যোড়শ লক্ষ মুদ্রা দিতে আচ্ছা করিলেন ॥

বাহালার ইতিহাসমধ্যে ১৭৭০ শাল অতিদুর্ভিক্ষ নিমিত্তে চিরস্মরণীয় আছে ঐ দুর্ভিক্ষদ্বারা বাহালা-দেশ প্রায় মনুষ্যশূন্য হইয়াছিল দরিদ্রলোকের যে দুঃখ হইয়াছিল তাহার বর্ণনা করা মনুষ্যসাধ্য নহে ইহাতে তৃতীয়াংশ মনুষ্য নষ্ট হইয়াছিল এই উক্তি-দ্বারা পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন । ঐ বৎসরে ভিরেক্টরেরা মুরসিদাবাদে ও পাটনায় রাজস্বজন্য একত সভা স্থাপন করিলেন এবং আচ্ছা করিলেন যে তাহাতে ইংরাজদিগের সভা ভূত্যেরা নিযুক্ত থাকিয়া রাজস্ব-বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন এবং বিধিমতে কার্য্য নির্বাহ হয় কিনা তাহা দেখিবেন কিন্তু তথাপি রাজস্বের নির্বাহ এতদ্দেশীয়লোকের হস্তে রহিল মহম্মদ রেজাখাঁ মুরসিদাবাদে রহিলেন এবং রাজা খেতাবরায় পাটনায় রহিলেন ভূমিবিষয়ের যে কোন কাগজপত্র সকলেই তাহাদের মুদ্রাচিহ্ন ছিল ॥

বরিলষ্ট সাহেব ১৭৬৯ শালে এদেশের কর্তৃত্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে কার্টর সাহেব তৎপদ পাইলেন কিন্তু কলিকাতাস্থিত রাজস্বভার ক্ষীণতাপ্রযুক্ত কোম্পানির সর্ব্বনাশ হইবার উদ্যোগ হইল অতএব কলিকাতার পূর্ব্ববড়সাহেব বন্শিটাট ক্লাফটন্ ও কর্ণেল

কর্দ এই কয়েক সাহেবকে দোষোদ্ধার করিয়া ব্যয়লা-  
ঘবার্থ পাঠাইতে স্থির হইল কিন্তু তাঁহারা ভারতবর্ষে  
কদাচ আসিতে পারিলেন না তাঁহারা যে জাহাজে  
আরোহণ করিলেন তাহা অন্তরীপ উত্তীর্ণ হইলে পরে  
কি হইল তাহার সম্বাদ পাওয়া যায় না বোধ হয়  
তৎস্থিতলোকের সহিত সমুদ্রমধ্যে মারা পড়িয়াছে ॥

### ॥ পঞ্চদশ অধ্যায় ॥

১৭৭২ শালে কার্টার সাহেব অধ্যক্ষতা পরিত্যাগ-  
করিলে ওয়ারেন হষ্টিংস সাহেব তৎকর্ম পাইলেন  
ভারতবর্ষে কোম্পানির নিযুক্ত যে সকল মনুষ্য ছিলেন  
তাঁহাদের সকল অপেক্ষা তিনি অতি প্রধান ছিলেন  
তিনি ১৭৪২ শালে অষ্টাদশবর্ষবয়সে সভ্যকক্ষে  
আসিয়া অতিপরিশ্রমপূর্ব্বক এতদেশীয় রাজনীতি ও  
ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ১৭৫৭ শালে  
তাঁহার বয়স ষড়্বিংশতিবর্ষ মাত্র থাকিলেও ক্লাইব  
তাঁহাকে মুরসিদাবাদের দরবারে রাখিয়াছিলেন ঐ  
কর্ম তৎকালে অতি প্রধান ও কেবল বড়সাহেবের  
নীচে ছিল বন্শিটার্ট সাহেব যখন কলিকাতায় সর্কো-  
পরি হইলেন তখন তাঁহার কেবল হষ্টিংসসাহেবের  
পুতি বিশ্বাস ছিল ১৭৬১ শালের ডিসেম্বরমাসে হষ্টিংস  
সাহেব কলিকাতার সভায় আসিলেন এবং বন্শিটার্ট  
সাহেবের নতে কেবল তাঁহার মত ছিল নতুবা সকল

স্বাধীনতার মত বিপরীত ছিল সকলে সেরাণ জোর  
করিতেন তিনি সেরাণ ছিলেন না তাঁহার সহচরদের। এক  
নবার রহিত করিয়া অপর নবার স্থাপনকারী বিপুল  
ধন সঞ্চয় করিলেন কিন্তু তিনি কদাচিৎ কিঞ্চিৎ লই-  
য়াছেন এমনত সন্দেহও হয় নাই তিনি ১৭৬৫ শালে  
তাঁহার বন্ধু বন্শিটার্ট সাহেবের সহিত সখন গৃহগমন  
করিলেন তখন এমনত নিঃস্ব ছিলেন যে ভিন্নদেশীয় লোক-  
হইতে অস্পদন ঋণ করিতে হইল তাঁহার অধীন থো-  
মাসপেট্রুস তাহাও তাঁহাকে দিলেন না। ১৭৭০ শালে  
তিনি মাদ্রাজস্থিত সভায় দ্বিতীয় অধিপতি হইয়া  
আসিলেন এবং তথায় এমনত উত্তমরীতি করিলেন যে  
ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে অতিশয় ধন্যবাদ দিলেন এবং  
অখন কলিকাতায় বড়সাহেবের কক্ষখালি হইল তখন  
তাঁহার বুলিলেন যে ইষ্টিংস সাহেব হইতে তৎকালে  
অধিক উপযুক্ত কেহই নাই অতএব তিনি চম্বারিংশৎ-  
বর্ষব্যয়সে বাজার বড়সাহেব হইলেন ॥

এতদেশীয় লোকদ্বারা ভূমিজকরের নিষ্পত্তিকরায়  
ডিরেক্টরেরা যুগ করিলেন এবং ক্রমেই অস্ব  
হুসি দেখিয়া দেওয়ানী প্রাপ্তির সম্ভবৎসর পরে মধ্যার্থ  
দেওয়ান হইতে স্থিরকরিলেন অর্থাৎ ইউরোপীয় ভৃত্য  
দ্বারা রাজস্ব আদায় ও তাহার নিষ্পত্তি সহস্তুে করিতে  
আদিষ্ট করিলেন এই নূতন নিয়ম সকল ইষ্টিংস সাহেব

নিষ্পন্ন করেন তিনি ১৩ আগস্ট বড়সাহেব হইয়া ১৪ মে সভাহইতে আজ্ঞাকরিলেন যে রাজস্বের কক্ষ তাঁহার স্বয়ং চালাইবেন ইউরোপীয় যে সকল আমলারা রাজস্ব আদায় করেন তাঁহাদের নান কালেক্টর থাকিবে এবং কিয়দর্শের নিমিত্তে ভূমি ইজারা দেওয়া যাইবে পরে আজ্ঞা হইল যে চারিজন সভাপতি এক সম্প্রদায় হইয়া দেশের সর্বত্র গমন করিয়া সমুদায় নিষ্পত্তি করিবেন ঐ সম্প্রদায়ে কুঠনগরে বিস্তর পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু ভূমির কর এমন অস্পাদিতে লোকে স্বীকার করিল যে তাঁহারা নিলান করিয়া বৃদ্ধি করিতে স্থির করিলেন যদি প্রাচীন জমিদার অথবা তালুকদারেরা উপযুক্ত ধন দিতে স্বীকার করিতেন তবে তাঁহাদের পূর্ববৎ অধিকারে রাখিতেন নতবা তাঁহাদের কিঞ্চিৎমাত্র বৃদ্ধিদিয়া তৎপাদে লোকান্তর স্থাপন করিতেন এবং তৎকালে মুরসিদাবাদ হইতে কলিকাতার ভাণ্ডার আনীত হইল কারণ তাহাতে বড়সাহেবের দৃষ্টি থাকিবে এবং এই সকল পরিশ্রম দ্বারা দেশের দেওয়ানী ও ফৌজদারীকর্মের পাল্লিবর্ত্ত আবশ্যিক হইল প্রতিজিলায় দুই আদালত স্থাপিত হইল ফৌজদারী বিষয়ে কাজি ও মুফতির সহিত কালেক্টর সাহেব বিবেচনা করিতেন এবং দেওয়ানী বিষয়ে দেওয়ান ও অন্যান্য আমলার সহিত

ঐ কালেক্টর বিচার করিতেন অপর ঐ সময়ে পুনর্বিচারার্থে সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত কলিকাতায় স্থাপিত হইল সদর দেওয়ানীতে দেওয়ানী-বিষয়ের ও সদর নিজামতে কোজদারীবিষয়ের পুনর্বিচার আরম্ভ হয় ইহার পূর্বে বিচার্যবস্তুর তুরীয়-ভাগ আদালতে বিচারকর্তা লইতেন তাহা তদবধি রহিত হইল ও গুরুতর খনদণ্ড রহিত হইল এবং উত্তমর্ণ স্বেচ্ছা ক্রমে অধমর্ণকে আসেধকরিতেন তাহা রহিত হইল প্রতি পর্গনাস্থিত মণ্ডলের প্রতি দশটাকা পর্য্যন্ত অভিযোগের নির্ভর হইল ইং রাজদিগের স্বমতানুসারে বাঙ্গালায় রাজত্বের এই প্রথম উদ্যান হইল ॥

ডিরেক্টরেরা কহিয়াছিলেন যে মহম্মদ রেজার্থার দুরাচারদ্বারা বাঙ্গালায় রাজত্বের হানি হইয়াছে তাঁহার পদপ্রাপ্তি অবধি তাঁহারা তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিতেন কারণ তিনি যখন মীরজেকর আলির নায়েব হইয়া ঢাকা অঞ্চলে ছিলেন তখন সেখানে কিয়ৎ লক্ষ মুদ্রার ন্যূনতা হইয়াছিল তাহা তাঁহাদের স্মরণ ছিল এবং ১৭৭০ শালের মহাদুর্ভিক্ষকালে নিজলাভার্থে চাউলের একচেটিয়া করিয়াছিলেন একারণ কেহও তাঁহার প্রতি অভিযোগ করিয়াছিল অতএব সন্দেহ হইল যে তিনি রাজস্বহরণ ও প্রজাপীড়ন করিয়াছেন। মুরসিদাবাদে তাঁহার পদ সর্বোপরি ছিল তিনি নায়েব শুবাদার

স্বরূপে রাজস্বের সমুদায় বিলি করিতেন এবং নায়ের  
মাজিনস্বরূপে দেশরক্ষার ভার তাঁহারি ছিল ডিরেক-  
টরেরা জানিতেন যে তাঁহার ঐকপ পদনত্বে কোন দল  
তাঁহার দোষোচ্চাটন করিতে সমর্থ হইবেনা অতএব  
তাঁহাকে সপরিবারে আটক করিয়া কলিকাতায় রাখি-  
তে ও সমুদায় তাঁহার কাগজ পত্র আটক করিতে আজ্ঞা  
পাঠাইলেন হুষ্টিংস সাহেব দশদিনমাত্র সভাস্থিত  
হইয়া রাত্রিশেষে ঐ আজ্ঞা পাইয়া পরদিন প্রাতঃ-  
কালে নূরসিদাবাদস্থিত মিডিলটন সাহেবকে লিখি-  
লেন যে তিনি মহম্মদ রেজাখাঁকে কলিকাতায় পাঠাই-  
বেন মিডিলটন সাহেব তাঁহাকে সপরিবারে নৌকায়  
আরোপণ করিয়া তৎপদে প্রতিনিধি রহিলেন রেজা-  
খাঁ চিতপূরে আসিলে ঐকপ ব্যবহারের কারণ জানা-  
ইতে একজন সভাপতি প্রেরিত হইলেন এবং হুষ্টিংস  
সাহেব তাঁহাকে লিখিলেন যে তিনি ডিরেক্টর্দিগের  
অত্যন্ত আছেন একারণ তাঁহাদের আজ্ঞা মানিতে হইল  
কিন্তু বিরলে তাঁহার মঙ্গলের চেষ্টা করিবেন ॥

বেহারের নায়ের দেওয়ান শ্বেতাবরাযের প্রতি  
ঐকপ সন্দেহ থাকাতে তিনি কলিকাতায় আনীত  
হইলেন তাঁহার বিচারের শীঘ্র শেষ হইল তাহাতে  
তাঁহার কোন দোষের প্রমাণ হইল না সুতরাং তিনি  
সম্মুখপূর্বক বিদায় হইলেন তৎকালের মুসলমান



ইতিহাসলেখকে তাঁহার বিচারের বিস্তর প্রশংসা করিয়া কহেন যে অন্যান্য এতদেশীয় সবল ব্যক্তির ন্যায় অধীনলোকহইতে বলপূৰ্ব্বক ধনগৃহণ করিতেন তাঁহাকে অপরাধীস্বরূপে আনাতে যে অপরাধ হইয়াছিল তাহার মার্জ্জনার্থে সভাপতিরা তাঁহাকে সম্মুখ জনক পরিচ্ছদ দিয়া বেহারের রায়রয়ান করিলেন কিন্তু তাঁহার যে অপমান হইয়াছিল তাহাতে অতিশয় মানসিক ব্যথা পাইয়াছিলেন ইংরাজদিগের যেসকল এতদেশীয় ভৃত্য ছিল তাহার সকল অপেক্ষা শ্বেতাবরায় অধিক মান্য ছিলেন অতএব তাঁহার মানসে রাজত্বচ্যুতি কলিকাতায় পুরণ ও সম্ভাবিতদোষের বিচার সহ্য হইল না তিনি পাটনায় প্রত্যাগমনের পরে অতিক্রীণ হইয়া লোকান্তরগমন করিলেন তাঁহার পুত্র কলিয়ানসিংহ অবিলম্বে তৎপদে স্থাপিত হইলেন পাটনায় যে অতি সুখ্যাত আঙ্গুর ফল হয় তাহার আদি কারণ শ্বেতাবরায় ছিলেন তিনি পুথমে তথায় ঐ আঙ্গুরের ও খরমুজের চাস করেন ॥

মহম্মদরেজাখাঁর বিচার হইতে অধিক বিলম্ব হইল ঐ কলঙ্কিত নন্দকুমার তাঁহার দোষ দেখাইতে পুৰ্ব্ব হইলেন তিনি সৰ্ব্বপুকারদোষে দোষী ছিলেন একারণ পুথমতঃ বোধ হইয়াছিল যে তাঁহার দোষ সপ্রমাণ হইবে কিন্তু দুই বৎসরপর্য্যন্ত অনেক অনুসন্ধানের পরে

তিনি নির্দোষ হইলেন তথাপি রাজকীয় কর্ম পূরণ প্রাপ্ত হইলেন না মুরসিদাবাদহইতে তাঁহার স্থানান্তর করণের পরে তাঁহার নিজামতের কর্ম নানা অংশে বিভক্ত হইল নবাবের শিক্ষার ভার অধিবৈগম্যে রহিল এবং তাঁহার ধনব্যয়ের ভার হুষ্টিংস সাহেব নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাসকে দিলেন তাহাতে অনেক সভাপতিরা বিস্তর আপত্তি করিলেন তাঁহারা কহিলেন যে গুরুদাস অতিবালক অতএব তাঁহাকে নিযুক্ত করিলে ইংরাজদিগের অবিশ্বাসী তাঁহার পিতাকেই নিযুক্ত করা হয় হুষ্টিংস সাহেব তাঁহাদের পরামর্শনা শুনিয়া ঐ পরিবারে অনুগৃহ করিয়া ঐ কর্ম দিলেন ॥

অতঃপর ইংলণ্ডে কোম্পানির কর্ম শেষ হইল ১৭৬৭ শালে ক্লাইবসাহেবের গমনাবধি ১৭৭২ শালে হুষ্টিংসসাহেবের নিয়োগপর্যন্ত পঞ্চবৎসর ভারতবর্ষে যেকপ সুব্যবস্থা ছিল না ইংলণ্ডে ডিরেক্টরদিগের ব্যবহার ততোধিক ছিল কোম্পানি প্রায় নির্দান হইল এমত সময়ে ভাগিদিগকে শতকরা সাত দ্বাদশ শতাংশ ভাগ দিতে স্থির হইল যদি উত্তমরূপে তাঁহাদের কর্ম চলিত তবে উহা কদাচ ন্যায্য হইত না এইরূপ নির্বোধের কর্ম করিয়া ডিরেক্টরেরা পশ্চাৎ ভাগ্যের শূন্য দেখিলেন অতএব তাঁহাদের ইংলণ্ডের বণিগাপণহইতে প্রথমে চত্বারিংশৎলক্ষ পরে

বিশ্বশক্তিসঙ্গমমুদ্রা খণ করিতে হইল এবং অবশেষে খত লিখিয়া কোর্টীমুদ্রা খণ করিতে রাজমন্ত্রির নিকটে যাইতে হইল ॥

কোম্পানির এইরূপ দুরাবস্থা ব্যক্ত হইলে পার্লিয়ামেন্ট সভাপতিরা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে নিশ্চয় করিলেন তাহারা এপর্যন্ত ভারতবর্ষীয় ব্যাপারে মনোযোগ করেন নাই কোম্পানির রাজস্বদ্বারা যেমকল দোষ উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার পরীক্ষার্থে এক সনাজ স্থাপিত হইল তাহাদের সম্বাদদ্বারা সভাপতিরা বুঝিলেন যে স্বমূলে পরিবর্তন না করিলে কোম্পানির রক্ষা কোনমতে নাই পার্লিয়ামেন্টে ঐ দোষ শুধরিবার নানাপ্রকার পুস্তাব হইল ডিরেক্টরেরা ঐ প্রস্তাব সর্বশক্তিতে নিবারণ করিলেন কিন্তু তাহাদের কুব্যবহার এমনত স্পষ্ট ছিল এবং সকললোকে তাহাতে এমনত বিরক্ত ছিলেন যে তাহাদের বাধা নাশুনিয়া পার্লিয়ামেন্টে ঐ প্রস্তাব গ্রহ্য করিলেন অতএব ভারতবর্ষীয় রাজ্যের সমুদায় রীতি দেশে বিদেশে পরিবর্তিত হইল নূতন ডিরেক্টর করিবার রীতি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইল তাহাদ্বারা ইংলণ্ডের অনেক দোষ নিবারণ হইল এবং বর্ষে ২ ছয় জন ডিরেক্টরদিগকে বিদায় করিয়া তৎপদে অপর ছয় জন নিযুক্ত করিতে আজ্ঞা হইল এবং বাঙ্গালার বড়সাহেবকে সমুদায়

ভারতবর্ষের বড়সাহেব করিয়া রাজকীয়ব্যাপারে অন্যান্য রাজ্য তাঁহার অধীন রাখিতে আচ্ছা হইল অপর বড়সাহেব ও অন্য সভাসদদিগের মধ্যে যে পরস্পর প্রাধান্যের বিবাদ হইত তাহাতে বড়সাহেবকে সর্গপ্রধান ও কলিকাতারাজ্যের আচ্ছাদায়ক করিতে তাহার নিষ্পত্তি হইল বড়সাহেব অন্য সভাসদ ও অপরবিচারকর্তাদিগের বাণিজ্য করিতে নিষেধ করিয়া বার্ষিক বেতন বড়সাহেবের সাক্ষ্য দুইলক্ষ ও অপর সভাসদদিগের প্রত্যেকে অশীতি সহস্র মুদ্রা নির্ধারিত হইল অপর নিয়ম হইল যে কোম্পানির অথবা ইংলণ্ডরাজের কর্মকারী কোনজন উপায়ন লইতে পারিবেন না এবং ভারতবর্ষীয় রাজত্বের যেকোন কাগজ পত্র যাইবে তাহা রাজমন্ত্রিবর্গের নিকটে পাঠাইতে ডিরেক্টরদিগের প্রতি আচ্ছা হইল ॥

পরে বিচারার্থে কলিকাতায় এই বড়আদালত স্থাপিত হইল উহাতে অশীতি সহস্র মুদ্রা বার্ষিক বেতনে একপ্রধান বিচারকর্তা ও প্রত্যেকে বৃষ্টি সহস্র মুদ্রা বেতনে তিনজন ক্ষুদ্র বিচারকর্তা নিযুক্ত হইলেন এবং এই নিয়ম হইল যে তাঁহারা কোম্পানির অধীন থাকিবেন না ও রাজা স্বয়ং তাঁহাদের নিয়োগ করিবেন এবং তাঁহারা কেবল ব্রিটনদেশীয় প্রজাদিগের তদেশীয় নিয়মানুসারে বিচার করিবেন পার্শ্ব-

কন্সটেন্টস্‌রা এই যেসকল ভারতবর্ষের নিয়ম হইল ১৭৭৪ শালের ১ আগষ্টঅবধি তাহার ব্যবহার হইবে ॥

এই ব্যবস্থা সমাপন হইলে বাঙ্গালার বড়সাহেবের সমুদায় ভারতবর্ষে মনোযোগ হইল কিন্তু আমরা বাঙ্গালাদেশের সংক্ষেপ ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রায় ঐ রাজ্যের বিবরণ করিব অতএব বড়সাহেবের আজ্ঞানুসারে ক্রমে হিন্দুস্থানের নানাস্থানে যেসকল জন্ম হয় তাহার জ্ঞানার্থে পাঠকবর্গ ভারতবর্ষীয় ইতিহাস দৃষ্টি করিবেন ॥

হষ্টিংসসাহেব এমনত ক্ষমতাপূর্ষক বাঙ্গালার কর্ম নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন যে প্রথমত তিনিই সমুদায় ভারতবর্ষের বড়সাহেব হইলেন ইংলণ্ডে তাঁহার বুদ্ধি ও কর্মের সুসিদ্ধি বিদিত থাকিলেও যেসকল লোকেরা এদেশের কিছুই জানিতেন না তাঁহারাও অধমচরিত্র বলিয়া তাঁহার হিংসা করিতেন কলিকাতার প্রধান সভায় বারুওয়েল সাহেব কর্ণেল মনসন্ সাহেব সরজান ক্লেবরিংসাহেব এবং ফ্রান্সিস্ সাহেব এই কয়েক মহাশয়েরা নূতন সভাসদ হইলেন ইহার মধ্যে বারুওয়েল সাহেব পূর্বেই ভারতবর্ষে সভ্য কর্মে নিযুক্ত ছিলেন অপর তিন মহাশয়েরা হষ্টিংসসাহেবের নিতান্ত হিংসক হইয়া আসিয়া তাঁহার সকল কম্পনায় ঘোষ দেখিতে লাগিলেন হষ্টিংসসাহেব তাঁহাদের

মাদ্রাজে আগমন শুনিয়া বিশ্বাসপুষ্কাসার্থে পুর্বেই এক পত্র লিখিলেন পরে তাঁহারা খাজুরীতে আসিলে পুধান সভাসদ সাক্ষাৎ করিতে পেরিত হইলেন এবং বড়সাহেবের একজন নিজলোক অভির্থনা করিতে পেরিত হইলেন পরে তাঁহারা কলিকাতায় আসিলে লার্ড ক্লাইব ও বনশিটার্ট সাহেব অপেক্ষা অধিক মর্যাদা পুর্ষক গৃহীত হইলেন তাঁহাদের সম্মানার্থে সপ্তদশ তোপ হইল ও সমুদায় সভাসদেরা একত্র হইয়া অভির্থনা করিলেন তথাপি তাঁহাদের পুচুর অহংকার পুযুক্ত সন্তোষ হইল না তাঁহারা কোর্টআবডিরেক্টরে অভিযোগপুর্ষক লিখিলেন যে তাঁহাদের উচিত সম্মান হয় নাই তাঁহাদের অভির্থনা করিতে সৈন্যরা আহূত হয় নাই সম্মানার্থে বহুসংখ্যক তোপ হয় নাই এবং তাঁহারা সভায় আনীত না হইয়া বরং হষ্টিংস সাহেবের বার্টীতে আনীত হইলেন এবং যে রাজসভার অধ্যক্ষ হইয়া আসিলেন তাহাতে কোন ঘটনা হইল না।

১৪ অক্টোবর ঐ তিন সভাসদেরা খাজুরীতে আসিলেন কিন্তু তাঁহাদের কলিকাতায় আসিতে পঞ্চদিবস হইল ২০ তারিখ প্রথম সভা হইল কিন্তু বারওয়েল সাহেব সেপর্যন্ত না আসাতে কেবল নুতন রাজত্বের ঘোষণা মাত্র হইল আগামি সোমবার ২৪ তারিখ কর্ণে প্রবৃত্ত হইবার স্থির হইল উক্তসময়ে সভা হইলে হষ্টিংস সাহেব

ভারতবর্ষীয়কর্মের সম্পূর্ণরূপে অনতিদূর ঐ সহচরদিগের  
 সম্মুখে সরকারিকর্মের সকলবিষয়ে কোম্পানির  
 অবস্থা জানাইলেন কিন্তু ঐ প্রথম সভায় এমনত বিবাদ  
 উপস্থিত হইল যে তাহাতে প্রায় সম্ভবপর্যন্ত  
 ভারতবর্ষীয় রাজসভা স্থিররূপে হয় নাই বার্ডয়েল-  
 সাহেব কেবল বড়সাহেবের পক্ষে ছিলেন অপর তিন  
 সভাসদদের নত সকলবিষয়ে তন্মতে বিপরীত হইত  
 তাঁহাদের পক্ষে অধিক হওয়াতে বড়সাহেব শক্তি-  
 শূন্য হইলেন যথার্থরূপে সকল শক্তি তাঁহাদের হইল  
 ইষ্টীংসসাহেবের প্রতি ঘেষপ্রযুক্ত তাঁহারা যেবিষয়ে  
 বাদানুবাদ করিতেন তাহাতে হেতু প্রায় ছিল না  
 কেবল ক্রোধমাত্র মূল ছিল অতএব পার্লিয়ামে-  
 ন্টের এই নূতন কম্পনাবধি ১৭৮০ শালপর্যন্ত ছয়বৎ-  
 সরের মধ্যে যে ভিন্নমতাবলম্বিসভা একেবারে উদ্ভিন্ন  
 হয় নাই ইহা অতি আশ্চর্যের বিষয় ইষ্টীংসসাহেব  
 মিডলটনসাহেবকে লক্ষ্যণোতে স্থাপিত করিয়াছিলেন  
 ঐ সভাসদদের স্বপক্ষে আধিক্য হওয়াতে প্রথমসভার  
 দুইদিনপরে তাঁহাকে আশ্রয় করিলেন এবং  
 ইষ্টীংসসাহেব নবাবের সহিত যেরূপ নিয়ম করি-  
 য়াছিলেন তাহা না মানিয়া তাঁহাহইতে অধিক  
 প্রার্থনা করিলেন ইষ্টীংসসাহেব তাঁহাদের একপ  
 কর্মে নিরস্ত রাখিতে বিস্তর নিবেদন করিলেন তিনি

কহিলেন ইহাতে অত্যন্ত অপকার হইবে কারণ ইহাতে সর্বত্র বিদিত হইবে যে রাজসভায় মতভেদ হইয়াছে যে-হেতু এতদেশীয় লোকেরাজানে যে রাজসভার প্রধান বড়সাহেব যদি তাঁহাকে শক্তিহীন দেখে তবে সহজে বুঝিবে যে রাজসভায় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু সভাসদেরা ক্রোধপুষ্ট তাহা শুনিলেন না অতএব তাঁহাদের ব্যবহারে মুর্থতা ও অবिवেচনা সর্বত্র বিদিত হইল ॥

দেশস্থলোকেরা অবিলম্বে রাজসভার বিবাদ দেখিয়া বুঝিলেন যে হুষ্টিংস সাহেব পূর্বে প্রধান ছিলেন কিন্তু এক্ষণে তাঁহার কোন সামর্থ্য নাই অতএব যেসকল ননুঘোরা তাঁহার বিচারে অসন্তুষ্ট ছিলেন তাঁহারা ফ্রান্সিসের নিকটে ও তাঁহার অন্যবন্ধুদিগের নিকটে অভিযোগ করিলেন তাঁহারাও তাহা ইচ্ছাপূর্বক গৃহণ করিলেন বর্দ্ধমানের নূতরাজা তিলকচন্দ্রের পত্নী স্বায়পুত্রের সহিত ঐ সময়ে কলিকাতায় আসিয়া নিবেদনপত্র পাঠাইলেন যে রাজার মরণাবধি ইংরাজদিগকে ও তাঁহাদের ভৃত্যদিগকে উৎকোচদানে তাঁহার নয়লক্ষমুদ্রা ব্যয় হইয়াছে তন্মধ্যে হুষ্টিংস সাহেব পঞ্চদশ সহস্রমুদ্রা লইয়াছেন হুষ্টিংস সাহেব তাহার বাঙ্গালি বা পারসীক হিসাব দেখিতে পুথানা করিলেন কিন্তু রাণী তাহার কিছুই পাঠাইলেন না তৎকালে



লোকের মর্যাদাদান প্রধানরাজসভাসদের অধীন ছিল কিন্তু হুষ্টিংস সাহেবের বিপক্ষে তাঁহার অপমান করিবার মানসে ঐ রাণীর বালকপুত্রকে স্বহস্তে এক খেলোয়াড় পারিতোষিক দিলেন হুষ্টিংস সাহেবের দোষ দেখাইতে সমর্থ লোকদিগের প্রতি পারিতোষিক হইতে লাগিল সুতরাং বাজার সকল স্থান হইতে তদ্রূপ লোকেরা আনীত হইল হুষ্টিংস সাহেবের বহুবিধ নিন্দা শীঘ্র আসিতে লাগিল এতদ্দেশীয় এক জন আবেদন করিল যে তঁহাদের ফৌজদার বৎসরে ৭২০০০ মুদ্রা বেতন পাবেন তাহা হইতে ৩৬০০০ হুষ্টিংস সাহেবকে ও ৪০০০ তাঁহার দেওয়ানকে দিয়া থাকেন অতএব ৩২০০০ মুদ্রা বার্ষিক বেতনে তিনি ঐ কর্ম প্রার্থনা করেন। যেনহাশয় এতদ্দেশীয় ব্যবহার জানেন তিনি অনায়াসে বুঝিতে পারেন যে এ কিরূপ দোষ কিন্তু ইহাও রাজসভায় গৃহ্য হইল এবং ঐ সভাসদের অধিকাংশই সাক্ষ্য লইয়া তাহা নিশ্চিত বলিলেন এবং ঐ ফৌজদারকে বিদায় করিয়া ঐ আবেদনকারিকে তৎকর্ম না দিয়া লোকান্তরকে অল্প বেতনে দিলেন। একমাসের মধ্যে অপর অপবাদ হইল মণিবেগন নয়লক্ষটাকার হিসাব দিতে পারেন নাই তাঁহাকে পিড়াপিড়ী করিলে কহিলেন যে হুষ্টিংস সাহেব যখন তাঁহাকে পদস্থিত করিতে গিয়াছিলেন

তখন তাঁহাকে সার্বলক্ষ টাকা ভোগার্থে দিয়াছিলেন  
 হুষ্টিংস সাহেব কহিলেন যে এই পন তিনি লইয়া সরকারি  
 হিসাবে ব্যয় করিয়া কোম্পানির লভ্য করিয়াছেন  
 তাহার উদাহরণ দেখাইলেন যে বাঙ্গালার নবাব কলি-  
 কাতায় আসিলে প্রত্যহ ব্যয়ার্থে সহস্রমুদ্রা পাইতেন  
 তাঁহার এই উদাহরণ সভাসদদিগের সন্তোষ হইল না  
 কিন্তু এই পন কোম্পানির হিসাবে ব্যয় হয় নাই একথা  
 অনুমানে কোন প্রমাণ ছিল না ॥

তৎকালে যেকোন অখ্যাতি গুহ্য হওয়াতে এই  
 সর্বান্বিত নন্দকুমারও হুষ্টিংস সাহেবের নামে  
 অভিযোগ করিলেন তিনি কহিলেন যে নুরসিদাবাদে  
 মণিবেগমকে ও তাঁহার নিজ পুত্র গুরুদাসকে নবাবের  
 গৃহকর্মে নিয়োগকালে বড়সাহেব তিন লক্ষমুদ্রা  
 লইয়াছেন তাহাতে ফ্রান্সিস সাহেব ও তৎপক্ষীয়  
 মহাশয়েরা সাক্ষ্যদানার্থে নন্দকুমারকে এই সভায়  
 আনিবার প্রস্তাব করিলেন হুষ্টিংস সাহেব কহি-  
 লেন যে তিনি যেসভায় কৰ্ত্তা আছেন সেখানে  
 তাঁহার দোষী ব্যক্তিকে আসিতে দিবেন না ও এইরূপ  
 অর্ধানতা দ্বারা সমুদায় ভারতবর্ষীয়লোকের নিকটে  
 বড়সাহেবের কৰ্ম্ম ঘূণিত করিবেন না অতএব এই বিবে-  
 চনা বড় আদারতে সোপারোধ করিলেন পরে তিনি  
 গাত্রোপ্থান করিয়া এই সভাহইতে বহিষ্ঠূত হইলেন

করওয়েল সাহেব তাঁহার পশ্চাৎ চলিলেন অনন্তর ফ্রান্সিস্ সাহেব ও তৎপক্ষীয় মহাশয়েরা নন্দকুমারকে আশ্বাস করিলেন নন্দকুমার এক পত্র পাড়িয়া কহিলেন যে মণিবেগম যে উৎকোচ দিয়াছেন তাহা আমাকে এইপত্রে লিখিয়াছিলেন মণিবেগম ঐ সভায় আর এক পত্র লিখিয়াছিলেন সরজান্ ডি আয়লি ঐ পত্র বাহির করিলেন সকলে ঐ উভয়পত্রের তুল্যতা আছে কিনা এই বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে উভয়ে মুদ্রা তুল্য কিন্তু হস্তাক্ষর বিভিন্ন ছিল নন্দকুমারের মরণান্তর ঐ দুষ্টতা প্রকাশ পাইল যে বাঙ্গালার সকল প্রধান মনুষ্যের কৃত্রিম মুদ্রা তাঁহার নিকটে ছিল অতএব ঐ পত্র নন্দকুমার কৃত্রিম করিয়াছিলেন ও ঐ মুদ্রাঙ্ক তাঁহার দ্বারা হয় ইহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু সভাসদেরা নন্দকুমারের বাক্য সত্য জানিয়া হৃষ্টিংস সাহেবকে ঐ ধন প্রত্যর্পণ করিতে আজ্ঞা করিলেন তিনি তাহা সৰ্ব্বপ্রকারে অস্বীকার করিলেন। ঐ অভিযোগের শেষ না হইতে ২ হৃষ্টিংস সাহেব বড় আদালতে নন্দকুমারের নামে একুমন্ত্রণানিষেধে অভিযোগ করিলেন পূৰ্ব্বোক্ত তিন সভাসদ বড়সাহেবের সহিত অপ্রণয় প্রকাশ করিতে নন্দকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন একুপ ব্যবহার ভারতবর্ষে তদবধি কদাচ হয় নাই এইরূপে ফ্রান্সিস্ সাহেব ও তৎপক্ষীয়েরা

হুষ্টিংসসাহেবের বিপক্ষতা করিয়া বহুকালাবধি রাজত্বের অনিয়ম করিলেন ॥

হুষ্টিংসসাহেব নন্দকুমারের প্রতি অভিযোগ করিলে কতিপয়দিনের পরে কমলউদ্দিননামক একজন নন্দকুমার কৃত্রিমতাপূর্বক কোনবিষয়ে তাঁহার নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন বলিয়া ঐ বড়আদালতে আবেদন করিলেন তাহাতে নন্দকুমারের দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে ১৭৭৫ শালের জুলাইমাসে তাঁহার ফাঁসি হইল এতদ্দেশীয়লোকেরা কলিকাতানগরে ভারতবর্ষমধ্যে অতি প্রধান ও বুদ্ধিগণ নন্দকুমারের ফাঁসি দেখিয়া বজ্রাঘাত ভুল্য বোধ করিলেন ইংরাজদিগদ্বারা উচ্চপদস্থিত এতদ্দেশীয়লোকের হত্য। এই প্রথম হইল এবিষয়ে উক্ত আছে যে এদেশীয় লক্ষাধিক লোকেরা ঐ ফাঁসিকাঠের চতুর্দিকে শেষপর্য্যন্ত ছিল তাহারা বুঝিয়াছিল যে তাঁহাকে পুণে নষ্ট করিবেন। কিন্তু যখন দেখিলেক নিতান্ত তাঁহার পুণনাশ হইল তাহারা একত্র হইয়া সকলেই শুদ্ধ হইতে গঙ্গাস্নানে চলিল নন্দকুমারের মৃত্যুতে সকলে হুষ্টিংসসাহেবকে দোষী বোধ করিলেন কারণ তাঁহাদের বোধ হইল যে তিনি ঐ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন কিন্তু ইহার যথার্থ এই যে বড়আদালতের ঐক্য নিয়ম ছিল এবং কিয়ৎবর্ষপরে ঐ আদালতের পুাতিকূলে যেসকলবিষয়ের অভিযোগ হয় তাহার

মধ্যে ঐ এক বিষয় ছিল কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে এতদেশীয় সকল লোক অপেক্ষা নন্দকুমারের চরিত্র অতিকুৎসিত ছিল বাঙ্গালার বড়সাহেবেরা একে ২ অনেকে তাঁহাকে অবিশ্বাসী বলিয়াছিলেন তিনি ইং-রাজদিগের বিপক্ষের সহিত মিল করিয়া তাঁহাদের বিদ্রোহ করিবার চেষ্টায় ছিলেন তাহার প্রকাশ হইয়াছিল এবং পলাশীর যুদ্ধের পরে নানাজাতীয়ের সহিত ঐক্য করিয়া চলনার চেষ্টায় ছিলেন কিন্তু তথাপি এই-রূপে মরিতে হইল বড়অদালাতে যেদোষজন। তাঁহার পুণ দণ্ড হইল ঐ দোষ তিনি ঐ আদালতস্থাপনের চারি বৎসর পূর্বে করিয়াছিলেন তৎকালে তিনি সুতরাং ঐ আদালতের অধিকারে ছিলেন না হিন্দুশাস্ত্রমতে তাঁহার দোষ আত্যন্তিক ছিল না অতএব তাঁহার হত্যা উত্তমবিচারপূর্ব্বক হয় নাই। মৃত্যুকালে তাঁহার অধিক ধন ছিল তিনি যেসকল কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন তাহাতে এক কোটীহইতে অধিক মূল্য সংগৃহ করিয়াছিলেন ॥

মহম্মদরেজাখাঁর বিচারের যে নিষ্পত্তি হইয়াছিল তাহার সম্বাদ ইংলণ্ডে যাইলে ডিরেকটরেরা কহিয়াছিলেন যে তাঁহার নির্দোষিতা হওয়াতে ও তাঁহার দোষদায়ক নন্দকুমারের ভ্রষ্টতাপ্রকাশে তাঁহারা সমুদ্র হইয়াছেন তাঁহারা আশ্চর্য করিলেন যে নবাবের গৃহ-কন্মে গুরুদাসের পরিবর্তে মহম্মদরেজাখাঁ নিযুক্ত

হইবেন। অনন্তর কলিকাতাস্থিত সদর নিজামত আদালতে বিচারার্থে রাজসভার সময় নাথাকাতে সভাসদেরা পূর্বমত এতদেশীয়লোকের অধীনে ফৌজদারী রাখিতে স্থির করিলেন অতএব ঐ আদালত কলিকাতাহইতে নুরসিদাবাদে স্থাপিত করিয়া মহম্মদ রেজাখাঁকে তাহার প্রধান অধ্যক্ষ করিলেন ॥

### ॥ ষোড়শ অধ্যায় ॥

ক্রমে করবন্ধির আশায় ১৭৭২ শাল হইতে পঞ্চবৎসরের নিমিত্তে সকল ভূমির ইজারা হইয়াছিল কিন্তু প্রথমবৎসরেই দৃষ্ট হইল যে জমিদারেরা যাবৎ দিতে পারেন ও তাঁহাদের যাবৎ দিবার মানস ছিল তাহা হইতে অল্পে তাঁহারা চুক্তি করিয়াছেন ঐ রাজস্বের অধিকাংশের আদায় হইল না সনুদায় পঞ্চবৎসরে রাজসভাকে এককোটি অষ্টাদশলক্ষ মুদ্রা পাঠাইতে হইল কিন্তু তথাপি জমিদারদিগের নিকটে এক কোটি বিংশতিলক্ষ মুদ্রা বাকী রহিল তন্মধ্যে অধিকাংশের প্রাপ্তিসম্ভাবনাও ছিল না উত্তরপক্ষীয় সভাসদেরা নূতন চুক্তি করিবার রীতি স্বদেশে পাঠাইলেন কিন্তু ডিরেক্টরেরা উভয় রীতিই অগ্রাহ্য করিলেন ১৭৭৭ শালে পাঠার সময় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহাদের আজ্ঞানুসারে একবৎসরের নিমিত্তে ভূমির ইজারা হইল এবং ১৭৮২ শালপর্যন্ত ঐ রীতিতে বর্ষে

ইজারা হইত এইরূপ নিয়মের তাৎপর্য্য এই ছিল যে পূৰ্ব্ব তিনবৎসরের প্রাপ্য উত্তমরূপে আদায় হইবে এবং কোনমতে পূৰ্ব্বজমিদারদিগকে দিবার সম্ভাবনা থাকিলে অপর লোককে দত্ত হইত না ॥

১৭৭৬ শালের সেপ্টেম্বরমাসে কর্ণেল মনসন মরিলে তৎপক্ষীয় সভাপতি দুইজন থাকাতে হষ্টিংস সাহেব পুনর্ব্বার শক্তিমান হইলেন কারণ তাঁহার আজ্ঞা বলবতী ছিল ॥

১৭৭৮ শালের শেষে নবাব মবারিক উদৌলা বয়ঃ-প্রাপ্ত হইয়া রাজনৈত্য এক প্রার্থনাপত্র লিখিলেন যে মহম্মদ রেজাখাঁকে তাঁহার কৰ্ম্ম রহিত করেন কারণ তিনি তাঁহার প্রতি কঠিনতা করিয়া থাকেন হষ্টিংস সাহেবের পরামর্শানুসারে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া ঐ নায়েবশুবাদারী কৰ্ম্ম রহিত হইল এবং নবাবের গৃহকর্ম্মের ভার মণিবেগমের রহিল কিন্তু একপ ব্যবস্থায় কোর্টআবডিরেক্টরেরা অতি অসন্তুষ্ট হইলেন তাঁহারা এবিষয় শুনিবামাত্রে আজ্ঞা করিলেন যে ঐ কৰ্ম্ম পুনঃ স্থাপন করিয়া মহম্মদ রেজাখাঁকে দিবেন এবং মণিবেগমের প্রতি নবাবের শরীররক্ষার ভার রহিত করিলেন ॥

১৭৭৮-শালে বাঙ্গালি অক্ষরে প্রথম পুস্তক মুদ্রিত হওয়াতে বাঙ্গালার ইতিহাসমধ্যে ঐশাল চিরস্মরণ-

ণীয় আছে এন হাল্‌হেড্‌নামক অতিবুদ্ধিমান এক জন ভদ্র সাহেব ১৭৭০ শালে সভ্যকৰ্ম্ম লইয়া বাঙ্গালার আসিয়াছিলেন তিনি এতদেশীয় ভাষাশিক্ষায় নিমগ্ন হইয়া এমত কুৎসপত্তি করিলেন যে ইহার পূর্বে কোন ইউরোপীয়ের সেকপ হয় নাই ১৭৭২ শালে এতদেশীয়কৰ্ম্ম ইউরোপীয় আমলাদিগের নিয়োগকালে হুষ্টিংস সাহেব বিবেচনা করিলেন যে এই আমলাদিগের এতদেশীয় ব্যবস্থা জানা উচিত হয় অতএব তাঁহার সাহায্যদ্বারা হাল্‌হেড্‌সাহেব এদেশীয় গুহুহইতে হিন্দু ও মুসলমানদিগের ব্যবস্থা সংগৃহ করিয়া ১৭৭৫ শালে মুদ্রিত করিলেন। তিনি এমত পরিশ্রমপূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষা অভ্যাস করিয়াছিলেন যে সকলে বোধ করেন যে ইংরাজদিগের মধ্যে পুথমে তিনিই উত্তমরূপে এই ভাষায় বিদ্বান্‌ হইয়াছিলেন তিনি ১৭৭৮ শালে এই ভাষার এক ব্যাকরণ করিলেন এই ভাষার ব্যাকরণ ইহার পূর্বে ছিল না এই ব্যাকরণ হুগলিতে মুদ্রিত হইল কারণ তৎকালে রাজধানীতে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। চিরকাল অরণ্যযোগ্য চার্লস উলকিন্স সাহেব ইহার পূর্বে এতদেশীয় ভাষাশিক্ষায় রত ছিলেন এবং তিনি অতি উত্তম শিল্পী ও অদ্ভুতকৰ্ম্ম উদ্যোগী ছিলেন তিনি পুথমে স্বহস্তে বাঙ্গালি অক্ষর খোদিত করিয়া তাহাতে সীসক ঢালিয়া অক্ষর করিলেন পরে এই



অকরদ্বারা তাঁহার বন্ধু হান্‌হেড্‌নাহেবের ব্যাকরণ মুদ্রিত হইল ॥

বড়আদালতের ও রাজসভার পরম্পর বিবাদদ্বারা বহুকালাবধি দেশের অতিশয় দুঃখ হইয়াছিল ১৭৭৪ শালে ঐ আদালত কোম্পানির রাজ্যের অনধীন হইয়া স্থাপিত হয় ঐ আদালতের বিচারকর্তাদিগের আগমনকালে বোধ ছিল যে প্রজাদিগের প্রতি অত্যন্ত দৌরাভ্য হইয়াছে ও ঐ দুঃখনিবারণের প্রধান উপায় বড়আদালত হইল ঐ মহাশয়েরা চাঁদপালের ঘাটে অবতরণ করিয়া দেখিলেন যে এতদেশীয় লোকেরা খালিপায়ে গমন করিতেছে তাহাতে এক জন কহিলেন ওহে বন্ধু দেখহ এদেশের লোকের প্রতি কিরূপ দৌরাভ্য হইতেছে এদেশে বড়আদালতের আবশ্যকতা নাইহলে স্থাপনা হয় নাই আনার বোধ হয় আনাদের আদালতে ছয়মাসের মধ্যে এই দুঃখ লোকদিগের পাদুকা ও মোজাদ্বারা সুখভোগ হইবে । ঐ আদালতের শক্তি ভারতবর্ষস্থিত সমুদায় ইংরাজ লোকের উপরি ও মহারাষ্ট্রীয়খালের মধ্যে নিবাসি এতদেশীয়লোকের উপরি হইল এবং সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় কোম্পানির কর্মকারি অথবা ব্রিটেন্‌দেশীয় লোকের কর্মকারি জনের উপরি শক্তি হইল এই নিয়মদ্বারা বিচারকর্তারা দেশের অন্যান্যস্থলস্থিত লোক-

দিগকে ঐ আদালতের অধিকারে আনীতে আরম্ভ করিলেন তাঁহারা কহিলেন যে যেসকল মনুষ্যেরা করপ্রদান করিয়া থাকেন তাঁহারা সকলেই কোম্পানির কৰ্ম্মকারির মধ্যে আছেন অতএব পার্লিয়ামেন্টের এই ভুল ছিল যে তাঁহারা উত্তমরূপে ঐ আদালতের শক্তি নির্ধারিত করেন নাই এবং একস্থলে পরস্পর বিরোধ ও বিরোধী দুই পক্ষ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে দুই পক্ষে অবিলম্বে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইল বড় আদালত স্থাপিত হইবামাত্রে নিজ অধিকার বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন যে কোন জন তথায় গিয়া যদি শপথপূৰ্ব্বক বলিতেন যে সাক্ষীদুইশত ক্রোশান্তে স্থিত এক জমিদার তাঁহার অধমণ আছেন তৎক্ষণাৎ তাঁহার আশ্বানপত্র হইত ও ঐ জমিদারকে আনয়ন করিয়া কারালয়ে স্থাপন হইত তাহাতে যদি ঐ জমিদার কহিতেন যে তিনি ঐ আদালতের অধিকারে নাই তবে সৰ্ব্বদাই তাঁহার মোচন হইত কিন্তু তাহাদ্বারা তাঁহার অপমানের মার্জন হইত না। এইরূপ রীতির ফল শীঘ্র দৃশ্য হইল যেসকল পুজারা ইচ্ছাপূৰ্ব্বক কর দিতেন না যখন জমিদারদিগকে ও ইজারাদারদিগকে কলিকাতায় আশ্বান হইয়া তখন তাঁহারা কোনমতে কিছুই দিলেন না পুণঃবৎসরে ঐ আদালতের এই রূপ আশ্বানপত্র প্রায় সকল জিলায় প্রেরিত হইয়াছিল

ইহাতে সর্বত্র অতিশয় ভয় উপস্থিত হইল সকল  
পুজারা অতিভয়ানক ও নূতন বিপদে নিমগ্ন হইলেন  
যেনিয়মদ্বারা তাঁহাদের কলিকাতায় বিচারার্থে আন-  
য়ন হইত তাহা তাঁহাদের রীতি বুদ্ধির বহির্ভূত ছিল  
তাঁহারা তাহার কিছুই জানিতেন না ॥

রাজস্ব আদায়নিমিত্তে স্থানে২ যে সমাজ স্থাপিত  
ছিল বড় আদালতে তাহার শক্তি হীন করিয়া তাহাতেও  
স্বশক্তিবিস্তার করিলেন তৎকালে যদি কোন জমি-  
দার বহুকালাবধি রাজস্ব না দিতেন তবে প্রাচীন রীতি-  
মতে তাঁহাকে কারাগৃহে স্থাপন হইত বড় আদালতে  
ঐক্যপ নিয়মে নিজ হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন  
জমিদারেরা পূৰ্ব্বমতে রুদ্ধ থাকিলে তাঁহাদের বড়  
আদালতে আবেদন করিতে পরামর্শ দিতেন ও তাহা  
হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের প্রতিভুলইয়া মোচন করি-  
তেন ঐ আদালতে নিবেদনদ্বারা আবেদন মোচন  
দেখিয়া জমিদারেরা সুতরাং কর দিতেন না এইরূপে  
রাজস্বের আদায় প্রায় স্থগিত হইল বড় আদালতে  
ক্রমে২ সরকারি সমুদায় কন্স্ট্রাক্ট হস্তক্ষেপ করিলেন  
ভূমিবিষয়ের অভিযোগ তথায় আনীত হইলে বিচার  
কর্তারা তদদেশীয় ধর্ম্যাধিকরণে সমর্পণ না করিয়া  
স্বয়ং নিষ্পত্তি করিতেন যদি কোন জমিদার স্বীকৃত  
কর না দিতেন তবে তাঁহার ভূমি বিক্রীত হইত

তাহাতে ক্রেতাকে ঐ আদালতে আনয়ন হইত ও তাহাতে তাঁহার সৰ্বনাশ হইত যদি কোন জমিদার কোন বিষয় ক্রয় করিয়া তাহার কর আদায় করিতেন তাহাতেও নিঃস্ব ব্যক্তির তাহার নামে অভিযোগ করিলে তাঁহার অপমান ও অর্থদণ্ড হইত ॥

এইরূপে বড়আদালতে দেশের অন্যান্য স্থলে ফৌজদারীবিষয়েও সামর্থ্যবিস্তার করিলেন কিন্তু রাজসভাবারা ঐ বিষয় মুরসিদাবাদের নবাবের হস্তে নিঃক্ষিপ্ত ছিল ঐ আদালতের বিচারকর্তারা কহিলেন যে মবারিকউদ্দৌলা কল্পিত নবাব ও এক ভূগতল্য মনুষ্য তিনি কোনমতে নৃপতল্য নহেন এবং বড়আদালতের অধিকার সমুদায়রাজ্যে বিস্তৃত আছে অতএব তিনি ইংলণ্ডীয়রাজার ও তাঁহার নিয়নের বশীভূত নাথাকিলেও ঐ আদালতে তাঁহার প্রতি আস্থান পত্র বাহিরকরা উচিত বুঝিলেন বিচারকর্তাদিগের এইমত ছিল যে এদেশের রাজস্ব ও রাজস্ব আদায় সমুদায় তাঁহাদের অধীন আছে এবং যেজন তাঁহাদের আজ্ঞা অমান্য করিবে তাহাকে ইংলণ্ডীয়নিয়মানুসারে কঠিন দণ্ড দিবেন তাঁহারা কহিতেন যে এই আদালত কোম্পানির ভূত্যবর্গের এদেশীয়লোকের প্রতি দৌরাভ্য ও অবিচারনিবারণার্থে হইয়াছে তাহাতে তাঁহাদের একপ অধিক শক্তি নাইলে কিরূপে

তাহা সম্পন্ন হইতে পারে তাঁহাদের মানস ছিল যে রাজসভাকে শক্তিবিশীন করিয়া সকলবিষয়ে বড় আদালতের শক্তিস্থাপন করেন।

ইহা উত্তমরূপে প্রকাশার্থে আমরা এক দেওয়ানী বিষয় ও এক ফৌজদারী বিষয় লিখি। পাটনায় এক জন ধনী মুসলমান একপত্নী ও এক ভ্রাতৃপুত্র রাখিয়া মরিয়াছিলেন এবং অনেকে কহেন যে তিনি ঐ ভ্রাতৃপুত্রকে পোষাপুত্র করিয়াছিলেন উভয়পক্ষে ঐ ধন লইয়া বিবাদ উপস্থিত করিলেন পরে তথাকার ধর্ম্মাধিকরণে ঐ বিষয়ের অভিযোগ হইলে বিচারকর্তার তৎকালীনরীত্যনুসারে কাজিকে ও মুক্তিকে সাক্ষ্য লইয়া মুসলমানের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে নিষ্পত্তি করিতে পাঠাইলেন তাঁহারা দেখিলেন যে উভয়পক্ষেরি কাগজ পত্র কৃত্রিম তাহাতে কোন ব্যক্তিই যথার্থ অধিকারী বোধ হইল না অতএব মুসলমানি ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ভাগ করিয়া দেওয়া উচিত বুঝিয়া চতুর্থাংশ ঐ বিধবাকে ও অবশিষ্ট ঐ পোষ্যভ্রাতৃপুত্রের পিতা মৃত-ধনির ভ্রাতাকে দিলেন। ঐ বিধবা বড় আদালতে পুনর্বিচারার্থে আবেদন করিল এবিষয়ে ঐ আদালতের অধিকার ছিল না কিন্তু বিচারকর্তার অধিকারমধ্যে আনয়নার্থে কহিলেন যে মৃতধনী কোম্পানির কর্ম্মদ অতএব কোম্পানির কর্ম্মকরমধ্যে ছিলেন এবং

সমুদায় সরকারি কর্মকারির উপরি তাঁহাদের অধিকার আছে ॥

এবং আরো কহিলেন যে ইংরাজিব্যবস্থামতে পাটনার বিচারকর্তাদিগের একপ সামর্থ্য নাই যে তাঁহারা কোনবিষয়ে বিচার করিতে লোক প্রেরণ করেন অতএব এই বিষয় পুনর্ব্বার শ্রবণ করিতে স্থির করিলেন পরে এই বিধবার পক্ষে নিষ্পত্তি করিয়া তাহাকে তিনলক্ষ মূল্য দেওয়াইলেন অধিকন্তু তাঁহারা এই কাজি ও মুক্তি ও এই ভ্রাতৃপুত্রকে নিরোধ করিতে এক সারজন প্রেরণ করিলেন এবং তাহার প্রতি আত্মা করিলেন যে চারি লক্ষ টাকার প্রতিভূ নাপাইলে তাঁহাদের কদাচ মোচন করিবেন না কাজি কাছারিহইতে যাইতে ছিলেন এমন সময়ে তাঁহাকে কারাগৃহে লইয়া যাইল ইহাতে লোকের মনে কিরূপ উদয় হইবে এইবিবেচনার তথাকার আদালতের বিচারকর্তারা অতিশয় ভীত হইলেন তাঁহারা দেখিলেন যে রাজসভার শক্তি নষ্ট হইয়াছে ও যথার্থ বিচারের রোধ হইল অতএব তাবিদোমান্তর নিবারণার্থে তাঁহারা কাজির প্রতিভূ হইলেন বড় আদালতের বিচারকর্তারা তদেশীয় আদালতের আত্মাক্রমে যেসকল লোক এই বিষয় বিচার করিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলকে আটক করিতে সিপাই পাঠাইলেন এই কাজি অতিবুদ্ধ ও এই আদালতে বহুকাল

বিচার করিয়াছিলেন পরে কলিকাতায় আগমনকালে পথিমধ্যে তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল মৃত্তিরা চারি বৎসরপর্য্যন্ত কারালায়ে থাকিয়া পার্লিয়ামেন্টের নিয়মদ্বারা উদ্ধৃত হইলেন তাঁহাদের এইমাত্র অপরাধ ছিল যে তাঁহারা কতব্য কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন। ঐ বিচারকর্তারা ইহাতেও সন্তুষ্ট নাহইয়া তদদেশীয় আদালতের বিচারকর্তার নামে বড় আদালতে অভিযোগদ্বারা তাঁহার ১৫০০০ মূদ্রাদণ্ড করিলেন ঐ ধন কোম্পানির কোষহইতে দত্ত হইল ॥

বড় আদালতের বিচারকর্তারা যেরীতিতে দেশের ফৌজদারীকৰ্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহার এক উদাহরণ পশ্চাৎ লিখিতেছি ঐ আদালতের এক জন প্রতিনিধি ঢাকায় বাস করিতেন ঐ নগরের ফৌজদারী আদালতে একজন পিয়াদার নামে দৌরাওয়ার অভিযোগ হইল পরে তাহাতে দোষ প্রমাণ হওয়াতে যেপর্য্যন্ত সে ক্ষতি ধরিয়া না দিবে তদবধি কারাগৃহে রাখিতে আজ্ঞা হইল পরে তাহাকে বড় আদালতে আবেদন করিতে পরামর্শ দেওয়াতে সে তাহা করিল তাহাতে এক জন বিচারকর্তা ঐ পিয়াদাকে নিরর্থক আসেধনি নিভে ঐ ফৌজদারী আদালতের দেওয়ানকে রোধ করিতে আজ্ঞা পাঠাইলেন ঐ ইউরোপীয় প্রতিনিধি একজন এদেশীয় লোককে ফৌজদারের

বার্টিতে পাঠাইলেন ফৌজদার আদালতের আমলা ও বন্ধুবর্গবেষ্টিত আছেন ইতিমধ্যে ঐ লোক তথায় প্রবেশ করিয়া তাঁহার দেওয়ানকে গৃহণ করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাঁহারা তাহাতে বাধা দেওয়াতে তাঁহাকে প্রভুর নিকটে প্রত্যাগমন করিতে হইল ঐ প্রতিনিধি তাহা শুনিবাগাত্রে এক প্রস্তুত অস্ত্রধারী-মনুষ্য লইয়া বলপূর্ব্বক ঐ বার্টীতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলেন ফৌজদার তাঁহার স্ত্রীলোকেরা যে বার্টীতে আছেন তাহাতে এইরূপ উপদ্রোহ দেখিয়া দাররোধ করিলেন তাহাতে তুমুলবিবাদ উপস্থিত হইল ঐ প্রতি-নিধির একজন সহচর ফৌজদারের পিতার মস্তকে আঘাত করিল এবং তিনি স্বয়ং ফৌজদারের ভগিনী-পতির পুতি পিস্তল করিলেন কিন্তু তাহাতে তাহার প্রাণনাশ হইল না। হাইদনামক বড়আদালতের এক জন বিচারকর্তা এই বিষয় শুনিয়া ঢাকার সেনাপতিকে আশ্রয় লিখিলেন যে তিনি ঐপুতিনিধির সহায়তা করেন এবং ঐ পুতিনিধিকে বিচ্ছাদন করিতে লিখিলেন যে তাঁহার ঐরূপ ব্যবহারে বড়আদালতে সম্বৃষ্ট হইয়াছেন ও ঐ আদালতদ্বারা তাঁহার উপযুক্ত সহায়তা হইবে। ঢাকার আদালতে বড়সাহেবকে লিখিলেন যে অতঃপর সমুদায় ফৌজদারী বিচার রোধ হইল



এবং এইরূপ উপদ্রোহের পরে আর কোন এদেশীয় আমলারা স্বকায়্য করিবেন না।

বড়সাহেব ও অন্যান্য তৎসভাসদেরা দেখিলেন যে বড়আদালতদ্বারা রাজসভার শক্তি নষ্ট হইয়াছে তাহাতে কোন বাধা দিতে সাহস হয় না কারণ বিচারকর্তারা বলেন যে তাঁহারা রাজার নিযুক্তলোক কোম্পানির রাজ্যের সমুদায় আমলা অপেক্ষা পুথান শক্তিমান এবং তাঁহাদের আজ্ঞা না মানিলে দণ্ডভয় দেখাইতেছেন কিন্তু অতঃপর এমনত এক বিষয় উপস্থিত হইল যে তাহাতে উভয়পক্ষের বিবাদের শেষ হইল ॥

১৭৭২ শালের ১৩ আগষ্ট কাশীযোড়ার রাজার নামে তাঁহার কলিকাতাস্থিত পুতিনিধি কাশীনাথ বাবুদ্বারা এক অভিযোগ আরম্ভ হইল ঐ রাজার আস্থানপত্র ও তিন লক্ষটাকার পুতিভূ প্ৰার্থনা হইল ঐ আস্থানপত্র নিবারণার্থে তিনি পলায়ন করিলেন তাহাতে ঐ পত্র নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিল পরে তাঁহার স্থাবর জঙ্ঘম সমুদায় সম্পত্তি আটক করিতে অপরপত্র প্রেরিত হইল তথাকার দণ্ডনায়ক এইরূপ করিতে যষ্টি পদাতিক ও এক সারজন পাঠাইলেন তাহাতে ঐ রাজা রাজসভায় নিবেদন করিলেন যে তাহারা আসিয়া তাঁহার ভৃত্যদিগকে আঘাত করিয়াছে তাঁহার গৃহভঙ্গ করিয়াছে অন্তঃপুরে প্রবেশ করি-

যাচ্ছে সমুদায় ধন লুট করিয়াছে দেবমন্দির অপবিত্র  
 করিয়াছে ও বিগৃহীত অলঙ্কার হরণ করিয়াছে  
 রাজস্ব আদায় নিবারণ করিয়াছে এবং প্রজাদিগের  
 ভবিষ্যৎকর দিতে নিষেধ করিয়াছে অতঃপর বড়-  
 সাহেব সতর্ক হইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন কারণ যদি  
 একপা দেখিয়াও কিছুই না বলেন তবে অবশ্যই রাজ-  
 দ্বের শেষ হইবে তিনি রাজাকে ঐ আদালতের শক্তি  
 মানিতে নিষেধ করিলেন এবং তথাকার সেনাপতির  
 প্রতি ঐ দণ্ডনায়কের লোকদিগকে রোধ করিতে আজ্ঞা  
 করিলেন । রাজার গৃহ লুট ও ঐ সকল উপদ্রোহ সমা-  
 পন হইলে ঐ আজ্ঞা যাইল কিন্তু যাইবামাত্র তৎ-  
 পক্ষীয় সমুদায় লোক রুদ্ধ হইল এইকালে বড়সাহেব  
 সমুদায় জনিদার ও তালুকদার এবং চৌধুরিদিগের  
 নিকটে আজ্ঞা পাঠাইলেন যে যাবৎ তাঁহারা ব্রিটেন-  
 দেশীয় প্রজা না হইয়েন অথবা কোন বিশেষনিয়মে  
 বদ্ধ না হইয়েন তাবৎ কদাচ ঐ আদালতের শক্তি মানি-  
 বেন না এবং প্রদেশীয় সেনাপতিদিগের প্রতি ঐ  
 আদালতের সাহায্য করিতে নিষেধ করিলেন ॥

বড় আদালতের বিচারকর্তারা ঐ সারজন এবং তাহার  
 সকললোকের আসেপ শুনিবামাত্র কলিকাতাস্থিত  
 কোম্পানির নিয়োগকর্তার প্রতিকূল্যাচরণ করিতে  
 লাগিলেন ও সাধারণকারালয়ে তাঁহাকে রুদ্ধ করিলেন

পরে কাশীনাথবায়ুর অভিযোগে আমলাদিগের আসে-  
ধাজ্জাদানহেতু বড়সাহেবকে তাঁহার সভাস্থলোকের  
সহিত আহ্বান করিলেন কিন্তু ইষ্টিংস সাহেব একে-  
বারে উত্তর করিলেন যে তিনি কিম্বা তাঁহার সহচরেরা  
বিচারকর্তাদিগের স্বশক্তিকল্পিতনিয়মানুসারে আজ্ঞা  
শুনিবেন না ১৭৮০ শালের মার্চমাসে এইকণ ঘটনা  
হইল ও কলিকাতানিবাসি ব্রিটেনদেশীয়েরা এবং  
বড়সাহেব সভাস্থলোকের সহিত পার্লামেন্টে ঐ  
আদালতের দোরাঅ্যমোচন প্রার্থনাকরিলেন তথায়  
এবিষয়ে উত্তমবিবেচনার পরে এক নূতন নিয়ম হইল  
তাহাতে ঐ আদালতের বাঞ্ছিত সমুদায়দেশের অধি-  
কার লুপ্ত হইল ॥

ঐ নূতন নিয়মের আজ্ঞা আসিবার পূর্বে ইষ্টিংস-  
সাহেব বিচারকর্তাদিগের মুখে আহ্বান দিয়া বড়-  
আদালতের সাঙ্গুনা করিয়াছিলেন তিনি প্রধান বিচার-  
কর্তা সরইলিজা ইম্পিকে পঞ্চসহস্র মুদ্রা মাসিকবেতন  
অধিক দিয়া সদরদেওয়ানী আদালতে প্রধান বিচার-  
কর্তা করিলেন এবং ওলন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধে চুচুড়া  
ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছিল তথায় একজন ক্ষুদ্র  
বিচারকর্তাকে নূতন পদ করিয়াদিলেন অতঃপর  
কিয়ৎকালপর্যন্ত বড়আদালতের আপত্তি শুনা যায় না  
এইসময়ে ইষ্টিংস সাহেব নানাস্থানে আদালতের

উন্নতি করিলেন তিনি নানাস্থানে দেওয়ানীবিসয়ের বিচারার্থে দেওয়ানী আদালত স্থাপন করিলেন এবং যেসকল প্রদেশীয় আদালত পূর্বে ছিল তাহাদের কেবল রাজস্ববিষয়ে নির্ভর করিতে আচ্ছা করিলেন। এই প্রধান বিচারকর্তা সদরদেওয়ানী আদালতে থাকিয়া দেশের সমুদয় দেওয়ানী আদালতের উপ-দেখার্থে কিয়ৎ বিধি কামনা করিলেন অবশেষে এই বিধি সমুদায়ে নবতি সংখ্যক হইল এবং তাহাই লার্ড কর্ণওয়ালিসের দেওয়ানী ব্যবস্থাগুস্তের মূল হইল।

সরইলিজাহ ইম্পির এক্ষণে নিয়োগসম্বাদ ইংলণ্ডে যাইলে কোর্ট অব ডিরেকটরেরা ইহা অতিশয় অপ-রাধ বোধ করিলেন তাহারা বুঝিলেন যে হুজিৎস সাহেব কেবল বিরোধভঙ্গনিমিত্তে একপা করিয়াছেন কিন্তু ইহা অবৈধ হইয়াছিল এই রাজ্যে সর ইলিজাহ ইম্পিকে আহ্বান করিয়া তাহার এই কর্মগুহণনিমিত্ত অভিযোগ হইল তাহার বিচারার্থে সর গিলবট ইলিয়ট সাহেব নিযুক্ত হইলেন যিনি পরে লার্ড মিন্টনানে ভারতবর্ষের বড়সাহেব হইয়াছিলেন।

১৭৮০ শালের ২৯ জানুয়ারি কলিকাতায় নূতন সম্বাদপত্র হইল ইহার পূর্বে ভারতবর্ষে তাহা কদাচ প্রকাশ হয় নাই।

অতঃপর চারিবৎসরপর্যন্ত হুজিৎস সাহেব রাজ্য-

নারি কর্মে পুায় বিরত থাকিয়া বারাণসী ও অযোধ্যার  
কর্মনিবাহ করিয়াছিলেন এবং মাইসরদেশীয়রাজা  
হাইদরআলির সহিত যুদ্ধ ও ভারতবর্ষীয় সমুদায়  
দেশে সন্ধি করিয়াছিলেন তাঁহার পশ্চিম দেশীয় ব্যব-  
হার ইংলণ্ডে কোর্টআবডিরেকটরেরা ও পার্লিয়ামেন্ট-  
সভাপতিরা উভয়েই নিন্দা করিয়াছিলেন এবং হৌস-  
আবকামানসতে ও প্রস্তাব হইয়াছিল যে তিনি ইং-  
লণ্ডের সম্মান ও উপকারের প্রাতিকূল্য করিয়াছেন  
অতএব তাঁহাকে স্বদেশে আশ্বাস উচিত হয় কিন্তু  
সকলের সম্মতি না হওয়াতে তিনি স্বপদে রহিলেন  
১৭৮৪ শালের শেষে অযোধ্যায় পুনর্বারাকরিয়া ১৭৮৫  
শালের পুথমে কলিকাতায় পুত্যাগমন করিলেন পরে  
মেকফরসনসাহেবের হস্তে ধনাগার ও ফোর্টউলিয়ম  
রাজ্য সমর্পণ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়া জুনমাসে  
তথায় উপস্থিত হইলেন ॥

১৭৮৪ শালে এদেশের পরমোপকারক ক্লেবিলণ্ড-  
সাহেব লোকান্তর গমন করিলেন তিনি অতি বাল্যকালে  
সভ্যকর্ম লইয়া ভারতবর্ষে আনিয়াছিলেন আগমন  
মাত্রে ভগলপুর জিলার কর্মে নিযুক্ত হইলেন পরে ঐ  
স্থানের দক্ষিণ অঞ্চলে পর্বত শ্রেণীতে যেসকল বন্য  
অসভ্য জাতিরা বাসকরিত তাহাদেরপুতিপুতিবাসি-  
লোকেরা অতিশয় দোরাঅ্যা করাতে তিনি তাহাদের

উন্নতি নিমিত্তে মনোনিবেশ করিয়া শক্ত্যানুসারে তাহাদের সুখী করিতে সর্বতো ভাবে যত্নকারিলেন এবং তাহাতে তিনি সুসিদ্ধ হইলেন তাহার ব্যবস্থা-দ্বারা দেশের শ্রী অবিলম্বে ফিরিল যেসকল লোকেরা অপকারিদিগের লুট করিত তাহাদের নির্বিরোধে চরিত্র হইল কিন্তু ঐ দেশে উত্তম কৃষিকর্ম নাথাকায় অতি শয় পীড়া হইত তাহাতে ক্লেবিলণ্ডের শরীর পীড়িত হওয়াতে তাহাকে সন্মুদ্রে যাত্রা করিতে হইল ও তথায় উনত্রিশ বৎসর বয়সে তাহার পুণ্যভাগ হইল কোর্ট অব ডিরেক্টরেরা তাহার গুণে বাধ্য হইয়া তাহার স্মরণার্থে এক স্তম্ভ নির্মাণ করিতে আজ্ঞা করিলেন এবং যেসকল পর্তুগীজ দরিদ্রলোকের তিনি সভ্যতা করিয়া ছিলেন তাহারা তাহার গুণের স্মরণার্থে এক স্তম্ভ নির্মাণ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করিল ইউরোপীয় ব্যক্তির স্মরণার্থে এদেশীয় লোকেরা কেবল ঐ স্তম্ভ মাত্র করিয়াছেন ॥

১৭৮৩ শালে সরউলিয়ন জোনস বড় আদালতের বিচারকর্তা হইয়া এদেশে আসিলেন তিনি স্বদেশে অতি পণ্ডিতরূপে খ্যাত ছিলেন তাহার ভারতবর্ষে আগমনের প্রধান হেতু এই ছিল যে তিনি এদেশীয় প্রাচীন ইতিহাস ধর্ম ও রীতি অনুসন্ধান করিতে পারিবেন অতএব আগমনমাত্রে তিনি সংস্কৃত অভ্যাস

করিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু তাঁহার পণ্ডিত পাণ্ডুর দুর্ঘট হইল কারণ ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের ধর্ম্মাভাষা ও ধর্ম্মগুহ্য অপবিত্রলোকদিগের জানাইতে অনিচ্ছুক ছিলেন পরে বহুযত্নে এক উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ বৈদ্য পঞ্চাশত টাকা মাসিক বেতনে তাঁহাকে ভাষা অধ্যাপন করিতে সম্মত হইলেন জোন্সসাহেবের সংস্কৃতে এমত ব্যুৎপত্তি হইল যে তিনি মনুসংহিতা ইংরাজি করিলেন তিনি ভারতবর্ষীয় প্রাচীন রীতি ভাষা ও রাজকীয় নিয়মের অনুসন্ধানার্থে ১৭৮৪ শালে এসি-  
য়াটিকসোসাইটিনানে সভা কলিকাতায় স্থাপন করিলেন যেসকল ব্যক্তিদিগের ঐ অনুসন্धानে অনুরাগ ছিল তাঁহারা একত্রে তাঁহার সহায়তা করিলেন এবং তাঁহাদের অনুসন্ধানদ্বারা এবিষয়ে প্রথমত ইউরোপীয় সকললোকের মানস হইল হষ্টিংসসাহেব ঐ সভার অতিশয় উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়া ক্রমে সর্ব-প্রধান হইয়াছিলেন যেসকল ইংরাজেরা ভারতবর্ষে আসিয়াছেন তাঁহাদের সকল অপেক্ষা সরউলিয়ন জোন্স অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং অদ্যাপি এদেশীয় উত্তম পণ্ডিতেরা তাঁহার নামে অতিশয় মর্যাদা করিয়া থাকেন তিনি এদেশে দশবৎসর থাকিয়া ঊনপঞ্চাশৎ বর্ষবয়সে মরিলেন ॥

হষ্টিংসসাহেব ইংলণ্ডে যাইবামাত্র ডিরেক্টরেরা

প্রকাশিতবাক্যে তাঁহার চরিত্রের গ্রাহ্যতা প্রকাশ করিলেন তাঁহার ভারতবর্ষীয় অনেককক্ষে নিন্দা ছিল কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে তিনি দুর্ভিক্ষ ও দূতাপূর্ষক কৰ্ম করিয়াছিলেন এবং ক্লাইবসাহেব এই সান্নাধ্য জয় করেন তিনি ইহার দূততা করেন তাঁহার প্রতি যেসকল তিরস্কার হইয়াছিল তাহা তৎকর্তৃক নিযুক্ত এদেশীয়লোকের প্রতি উপযুক্ত ছিল তাঁহার অধিকারকালে গঙ্গাগোবিন্দসিংহ কান্তবাবু ও দেবীসিংহ এই তিনজনের প্রধান শক্তি ছিল ও তাঁহারা বিপুলধন সংগৃহ করিয়াছিলেন এই তিনজনের মধ্যে দেবীসিংহ অতিদুষ্ট চরিত্র ছিলেন তিনি জমিদার থাকিয়া প্রজাদিগের অত্যন্ত ক্রোধ দিয়া ধনাজ্জন করিয়াছিলেন ঐ নিন্দিত দুরাত্মার সম্বন্ধ বিশেষত দিনাজপুর প্রদেশে ক্রুরতা ব্যবহার যেজনপক্ষে শুনে নাই তাঁহার শ্রবণকালে অবশ্যই ভয়ানক বোধ হয় ইংলণ্ডে এইসকল বিষয়ে হষ্টিংসসাহেবের নিন্দা হইয়াছিল কিন্তু ভারতবর্ষীয় লোকেরা উত্তমরূপে জানিতেন যে প্রভুর আজ্ঞার ও ভৃত্যদিগের দোরাঅ্যের মধ্যে কিপর্যন্ত ভিন্নতা ছিল তাঁহার রাজত্বের প্রথম ছয় বৎসর রাজসভাপতিরা শক্তানুসারে তাঁহার অপমান ও মনস্তাপ করিয়া ব্যাঘাত করিয়াছিলেন এবং ঐ সময়ে বড়আদালতদ্বারা তাঁহার শক্তিপ্রায় উচ্ছিন্ন



হইয়াছিল কিন্তু তিনি উদারতাপূৰ্ব্বক কহিলেন যে তিনি স্বপদ পরিত্যাগ করিবেন না কারণ সে অতি কঠিন ব্যাপার ছিল তাঁহার এমত সাহস ও শক্তি ছিল যে অত্যন্ত বিপদেও তাঁহাকে পরাভব করিতে পারিত না রাজত্বের শেষাবস্থায় তিনি হাইদর আলির সহিত যুদ্ধে নিবিষ্ট হওয়াতে সমুদায় রাজস্ব ব্যয় হইল তিনি পুনঃ ২ ধনাতাবে ক্লেশ পাইতেন কিন্তু ধনপ্রাপ্তিনিমিত্তে কখন ২ আশ্চর্য উপায় করিয়া ছিলেন অতএব তিনি সৰ্ব্বাংশে মহাত্মা ছিলেন এদেশীয় লোকেরা তাঁহার অতিশয় সম্মুখ করিয়া থাকেন এবং অদ্যাপি সম্মানাদিকে দয়াপূৰ্ব্বক ওয়ারেন হষ্টিংস সাহেবের নামোচ্চারণ করিতে শিক্ষাদিয়া থাকেন ॥

১৭৮৩ শালে কোম্পানির রাজকীয়ব্যাপারে পার্লি-মেন্টের দৃষ্টিগোচর হইল এবং প্রধানমন্ত্রী ফাক্স সাহেব ভারতবর্ষীয় রাজত্ববিষয়ে এক নূতন রীতি প্রস্তাব করিলেন যদি সেরীতি চলিত হইত তবে এতদেশ কোম্পানির বিহস্ত হইত কিন্তু ইংলণ্ডীয়রাজ তাহাতে বিমুখ হইলেন ও ফাক্স সাহেব পদচ্যুত হইলেন তাঁহার পরিবর্তে উলিয়ম পিটসাহেব প্রধান মন্ত্রী হইলেন তৎকালে তাঁহার বয়স চতুর্বিংশতি-বর্ষমাত্র ছিল কিন্তু তিনি অমাত্য তুল্য উত্তম বুদ্ধিমান ছিলেন তিনি এতদেশীয় রাজ্য নির্বাহার্থে এক নূতন

রীতির প্রস্তাব করিলেন তাহা স্বয়ং রাজার ও পলি-  
য়ামেন্টের উভয়ের গৃহ ইইল ইহার পূর্বে কোর্ট অব-  
ডিরেক্টরেরা রাজমন্ত্রির আজ্ঞাবিনিমূখে এদেশ  
শাসন করিয়াছিলেন কিন্তু ১৭৮৪ শালে পিটসাহেবের  
নিয়মপত্রদ্বারা ভারতবর্ষীয় রাজকীয় ব্যাপারে দৃষ্টি  
পাত করিতে বোর্ড অব কমিসনন্ অথবা কাণ্টোনে  
নানে কতিপয় কর্মকারকের একসমাজ স্থাপিত  
হইল ঐ সমাজাধিপতির। রাজাদ্বারা নিযুক্ত হইলেন  
এবং কোম্পানির বাণিজ্যভিন্ন ভারতবর্ষীয় সকল  
কক্ষে তাহাদের হস্তার্পণ করিবার ক্ষমতা রহিল অতঃ-  
পর ইংলণ্ডে এদেশীয় রাজত্বের নির্বাহ রাজমন্ত্রী ও  
কোম্পানি উভয়দ্বারা হইতে আরম্ভ হইল ॥

#### সপ্তদশ অধ্যায় ।

ইষ্টাংসসাহেব সারজন মেক্‌করসন্ সাহেবের হস্তে  
রাজত্ব নিঃক্ষেপকরিয়াছিলেন কোর্ট অব ডিরেক্টরেরা  
তাহার গৃহগমন সম্বাদ পাইয়া লার্ড কর্ণওয়ালিসকে  
শাসনকর্ত্ত সেনাপতিত্ব ও আজ্ঞাদায়কত্ব এই মিলিত  
তিন কক্ষে নিযুক্ত করিলেন তিনি অতিপ্রাচীন ভদ্র-  
বংশীয় এবং ধনবান্ ও সুবুদ্ধি ছিলেন তিনি নানা  
স্থানে বিবিধ প্রকার সরকারিকর্ম করিয়া সকল বিষয়ে  
বিদ্বৎ হইয়াছিলেন তিনি ১৭৮৬ শালে ভারতবর্ষে উপ-  
স্থিত হইলেন পরে যে সকল বিবাদদ্বারা ইষ্টাংসসা-

হেবের রাজত্ব দুর্বল হইয়াছিল তাঁহার উৎকৃষ্ট চরিত্র ও প্রধানশক্তিদ্বারা তাহার একেবারে শেষ হইল তিনি সপ্তবৎসর পর্য্যন্ত সুসিদ্ধিপূর্ব্বক দেশরক্ষা করিলেন মাইসরুদেশের অধিপতি হাইদরআলির পুত্র টিপুসুল্তানের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার দৰ্প খর্ব্ব করিলেন এক্ষণে তাঁহাকে নিজ রাজ্যের অধিকাংশ ও যুদ্ধের বহুবায় ইংরাজদিগকে দিয়া সন্ধি করিতে হইল ॥

ইংলণ্ডে হষ্টিংসসাহেবেরপ্রতি লোকের হিংসা ক্রমে প্রবৃদ্ধ হইল পরে ১৭৮৮ শালের ১৩ ফিব্রুয়ারি হোসআবকানান্স হোস আবলার্ডসের নিকটে তাঁহার অপরাধ ও দুষ্টচরিত্র নিম্নিত্তে অভিযোগ করিলেন অসাধারণ গুণগন্য পূর্ব্বক তাঁহার বিচার আরম্ভ হইল তাহাতে রাজকীয় পরিবার সমুদায় কুলীন কুলীনা ও ইংলণ্ডস্থিত ক্রমতাপন্ন লোকেরা তাঁহার দোষ দর্শকরূপে ঐ সম্ভ্রান্ত সভায় উপস্থিত হইলেন তাঁহার চরিত্রের যেকণ বাচনি হইল ইহার পূর্ব্ব রাজকীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কদাচ সেকণ হয় নাই নানাপ্রকারে তাঁহার বিচারে সাতবৎসর বিলম্ব হইল পরে ১৭৯৫ শালের ২৩ আপ্রিল হোসআবলার্ডসের পায় সকলেই তাঁহার পুতি যেহেতু দোষের অভিযোগ হইয়াছিল তাহার মোচন করিলেন ॥

রাজালা ও বেহার দেশের তুনিজ রাজত্বের চিরন্তন

চুক্তি করাতে ভারতবর্ষে কর্ণওয়ালিসের নাম চির-  
 অরণীয় আছে সর্বদা রাজস্ব আদায়ের পরিবর্ত্ত হওয়াতে  
 কোর্টআব ডিরেক্টরেরা দেশের অপকার বোধ করি-  
 লেন তাঁহারা বুঝিলেন যে দেওয়ানী প্রাপ্তি অবধি পুর  
 ত্রিশৎবৎসর অতীত হইল অতএব ইউরোপীয়  
 আমলারা ভূমিবিষয়ে বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া  
 থাকিবেন তাঁহারা বহুপকার বিতর্ক করিলেন যে এক্ষণে  
 দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যথার্থ রাজস্ব আদায় হইতে  
 পারে এবং তাহা হইলে পুজাদিগের পক্ষে ও রাজ্যের  
 পক্ষে মঙ্গল হয় অতএব চিরকালের নিমিত্তে রাজস্বের  
 নির্ধারণ করিতে তাঁহারা নিতান্ত ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু  
 লাডকর্ণওয়ালিস দেখিলেন যে এবিষয়ে রাজসভার  
 যথেষ্টজ্ঞান নাই অতএব ক্রিয়াকাল পর্য্যন্ত পুচীন  
 রীত্যানুসারে বর্ষে ২ রাজস্বের চুক্তি করিলেন এবং  
 তৎকালে করআদায়কারিদিগের পুতি কতিপয় পুশু  
 পাঠাইলেন যে তাঁহাদের উত্তরদ্বারা ভূমিজ রাজস্বের  
 উত্তমজ্ঞান হইতে পারে তাঁহারা যে ২ নিবেদন  
 পাঠাইলেন তাহা সম্পূর্ণ ছিল না কারণ উহা কেবল  
 এদেশীয় আমলাদিগদ্বারা লিখিত হইয়াছিল ঐ আম-  
 লারা এবিষয়ে বিলক্ষণ ধনাজ্জ্ঞান করিলেন ঐ সকল  
 সম্বাদ যদিপিও অসম্পূর্ণ ছিল তথাপি তৎকালে তদ-  
 পেকা উত্তম পাওয়া যাইত না অতএব দশবৎসরের

নিমিত্তে চুক্তি হইল এবং ঘোষণা হইল যে যদি কোট  
 আবডিরেকটরেরা ইহা গাফা করেন তবে ঐকপ চির-  
 স্থায়ি হইবে জান ঘোর নামক একজন কোম্পানির  
 সভ্যভূতগণে অতি পুধান রাজস্ববিষয়ে বিশেষ  
 বৃত্তান্ত লিখিতে নিযুক্ত হইলেন ঐ বিষয় তিনি যত্ন  
 পূর্বক অভ্যাস করিয়াছিলেন তিনি চিরন্তন চুক্তির  
 পুস্তাব করিয়া স্বয়ং বাধা পাইয়াছিলেন তথাপি  
 উহা করিতে রাজসভাকে অনির্ভরীয় সাহায্য দিয়া-  
 ছিলেন ঐ দশ বার্ষিক নিষ্পত্তিতে ইহা নির্দিষ্ট ছিল যে  
 যেসকল জমিদারেরা অপব্যস্ত কেবল রাজস্ব আদায়-  
 মাত্র করিতেন তাঁহাদের অতঃপর ভূমির স্বামী বোধ-  
 হইবে ও তাঁহাদের সহিত করের চুক্তি হইবে যে  
 সকল প্রাচীন রাজস্বের খাতা এদেশীয় আমলারা নষ্ট  
 করিতে পারেন নাই সেসকল অনুেষণ করাতে অতীত-  
 কালের রাজস্বের গড়হিসাবে রাজস্বের স্থিরতা হইল  
 ঐনময়ে মধ্যস্থ ও মধ্যস্থের রাজস্ব আদায় নিষিদ্ধ হইল  
 অতএব জমিদারদিগের এবিষয়ে ব্যয়ের অস্পতা হইল  
 রাজসভায় আরো কহিলেন যে নিষ্কর ভূমির সহিত  
 এচুক্তির কোন সম্বন্ধ রহিল না ঐ সকল ভূমির  
 বিষয়ে তাঁহারা আদালতে বিচার করিয়া যাহা যথার্থ  
 বুঝিবেন তাহা রাখিবেন ও অন্যথা বুঝিলে তাহার  
 ব্যাঘাত করিয়া ঐ ভূমি গৃহণ করিবেন এই সনুদায়

প্রস্তাব কোর্টআবডিরেক্টরদিগের নিকটে পুরিত হইবানাত্রে তাঁহারা অবিলম্বে গৃহ্য করিয়া ঐবিষয় চিরন্তন করিতে লার্ডকর্ণওয়ালিস্কে লিখিলেন ১৭৯৩ শালের ২২ মার্চ বাঙ্গালা ও বেহার দেশের রাজস্বের নির্ধারণ চিরন্তন করিতে ঘোষণা হইল তাহাতে বাঙ্গালা ও বেহারদেশে ৩১০৮২১৫০ মূদ্রা এবং বারানসীতে ৪০০০৬১৫ মূদ্রা বার্ষিক কর স্থির হইল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে চিরন্তন চুক্তিদ্বারা বাঙ্গালার মঙ্গল হইয়াছে যদিপি পূর্বমত পুনঃ রাজস্বের পরিবর্ত হইত তবে দেশের এমত উত্তম অবস্থা কদাচ হইত না কিন্তু ইহাতে দুইদোষ হইয়াছিল পুথমত ভূমি সকল ও তাহার মূল্য উত্তমরূপে নাজানাতে কোন স্থানের অতি অধিক ও কোন স্থানের অতি অল্প কর ধার্য হইয়াছিল দ্বিতীয়ত কৃষকদিগের রক্ষার্থে কোন উপায় হয় নাই এতদেশীয় যেসকল রাজস্ব আদায় কারিব্যক্তির জমিদার পদাভিষিক্ত হইলেন কৃষকদিগের মধ্যে অনেকের তদপেক্ষা অধিক লভ্য ছিল।

বাঙ্গালার ইতিহাসমধ্যে ১৭৯৩ শালে অপর অরণীয় আছে ব্রিটেনদেশীয় রাজত্বের রাজনিয়ম বাঙ্গালায় ঐ শালে পুথমে হয় ক্রমে যেসকল নিয়ম হইয়াছিল লার্ডকর্ণওয়ালিস তাহা সংগৃহ করিয়া অনেক পুকার নূতন নিয়মের সহিত একত্র করিয়া একগুহ

প্রকাশ করিলেন ঐ গৃহ ভাবি সকলনিয়মের মূলী-  
 ভূত হইল ১৭৯৩ শালের ঐযাবৎ নিয়ম কঠিনতা-  
 বর্জিত ও অতিবিজ্ঞতাপূর্বক হইয়াছিল এবং  
 তাহাতে বড়সাহেবেরপুতি সকলের অতিশয় শ্রদ্ধা  
 হইল ঐনিয়ম সকল এদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত  
 হইয়া দেশের সর্বত্র পুরিত হইল সম্প্রতিকার  
 এদেশীয় লোকেরা অবশিষ্টনিয়মে অল্প থাকিলেও  
 ১৭৯৩শালের ঐ নিয়ম অদ্যাপি এমত অভ্যস্ত রাখি-  
 য়াছেন যে ইচ্ছাক্রমে তাহার পূনা দেখাইতে পারেন  
 ঐনিয়ম কর্ণেলসাহেব বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদিত  
 করিলেন তিনি তৎকালে সর্বাপেক্ষা উত্তম বাঙ্গালা  
 জানিতেন তিনি কিয়ৎকাল পরে বাঙ্গালাভাষার  
 অভিধান পুথমে পুস্তক করেন উত্তম বিদ্বান্ এন, বি,  
 এডমন্টোন সাহেব ঐ নিয়মসকল পারসীক ভাষায়  
 অনুবাদিত করেন এবিষয়ে উক্ত আছে যে তাঁহার ঐ  
 নির্মিতি দ্বারা রাজসভাপতির এমত সমুদ্র হইয়াছি  
 লেন যে তাঁহাকে দশসহস্রমুদ্রা পারিতোষিক দিলেন  
 ঐ নিয়মদ্বারা ধর্ম্মাধিকরণে যে রীতি হইল তাহা  
 এদেশীয় লোকের দেওয়ানী আদালতে পদবৃদ্ধির পূর্বা  
 বধি পায় চত্বারিংশৎবর্ষপর্য্যন্ত ছিল লার্ড কর্ণওয়াল-  
 লিস্ দেওয়ানী আদালতে ক্রমে ২ বিচারার্থে পাঁচ থাক  
 করিলেন যথামুসেক এবং সদর আমীন ও রেজিষ্টার ও

জিলার বিচারকর্তা ইহাদের সর্বোপরি আর্ট ২ জিলায় এক ২ ধর্ম্যাধিকরণ এবং ভারতবর্ষনধে সদর দেওয়ানী আদালত সর্বশেষ হইল কর্ণওয়ালিস্ উৎকোচ লোভনিবারণার্থে কোম্পানির সভ্যভৃত্যাদিগের বেতন বৃদ্ধি করিলেন কিন্তু তৎকালে এদেশীয়ভৃত্যাদিগের বেতন অতি অল্প স্থির হইল ইউরোপীয় আমলারা অতি উচ্চপদে কিয়ৎশতমুদ্রা মাসিক পাইতেন তাঁহাদের কিয়ৎসহসু হইল এদেশীয় লোকের পূর্বে অতি উত্তম বেতন ছিল যেনন ফৌজদারেরা বর্ষে ষষ্টি বা সপ্ততি সহসু মুদ্রা পাইতেন এবং দেশের নায়েবদেওয়ানের বর্ষে নয়লক্ষটাকা বেতন ছিল কিন্তু ১৭৯৩ শালে প্রধানপদস্থিত এদেশীয় লোকের মাসিক বেতন শত মুদ্রার অধিক রহিল না সে যাহা হউক তথাপি লর্ড কর্ণওয়ালিসের ব্যবস্থা দেশের সর্বত্র প্রিয় বোধ হইল তিনিই কেবল রাজসভার স্থিরতা করিলেন ও চিরন্তন সুকৃতিবারা এদেশীয়লোকের মনোভীষ্ট সিদ্ধি করিলেন প্রজারা যে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন সে তাঁহার দয়া ও বুদ্ধির উপযুক্ত বটে কোর্টআবডিরেক্টরেরা তাঁহার গুণবোধপ্রকাশার্থে ইংলণ্ডে ভারতবর্ষগৃহনামক যে বাটী আছে তাহাতে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিস্থাপন করিতে আজ্ঞা করিলেন এবং তিনি যেদিবস ভারতবর্ষহইতে যাত্রা করিলেন তদবধি



বিশিষ্টবৎসরপর্যন্ত তাঁহাকে ৫০০০০ মুদ্রা বার্ষিক বৃত্তি দিয়াছিলেন ॥

২৮ আক্টোবর সরজান্‌ষোর বড়সাহেবের কন্ঠে প্রবৃত্ত হইলেন তিনি বাল্যকালে ভারতবর্ষে সভ্য কন্ঠে আসিয়া অবিলম্বে উত্তমবুদ্ধি ও বিবেচনাদ্বারা খ্যাত হইলেন তিনি দশবার্ষিক চুক্তিকালে এদেশীয় রাজস্ববিষয়ে ঐ সৰ্ববিদিত বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন পরে ইংলণ্ডের পুধান মন্ত্রী পিটসাহেবের সম্মুখে ঐ লিখন পুরিত হওয়াতে তিনি লেখকের বুদ্ধিমত্তা ও পারকতাদ্বারা এমত চমৎকৃত হইলেন যে কোর্ট-আবডিরেক্টরদিগের সভাস্থ হইতে আস্থান করিয়া তথায় লার্ডকর্ণওয়ালিসের অনন্তর ষোরসাহেবকে তৎকন্ঠে নিযুক্ত করিতে স্থির করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বেরোনেট উপাধিদ্বারা সম্ব্বাস্ত করিলেন তাঁহার পদপ্ৰাপ্তির পরবৎসরে ঐ অপক্ৰপাতি বিচারকর্তা এবং পুসিদ্ধ পণ্ডিত সরউলিয়মজোনস সন্তুচছারিৎশৎবর্ষ বয়সে প্রাণত্যাগ করিলেন তিনি সরজান্‌ষোরের পরমাত্মীয় ছিলেন অতএব ষোরসাহেব তাঁহার জীবনের বৃত্তান্ত সংগৃহ করিলেন ॥

১৭২৫ শালে নবাব নবাবিকউদ্দৌলা মরিলে তাঁহার পুত্র নাজির উলমুলক পিতৃপদ প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু তৎকালে মুরসিদাবাদের নবাবনিয়োগ অতি সামান্য

কৰ্মছিল অতএব এই বলিলাম যে তাঁহার পিতার  
 যে নাসিক ছিল তাহা তাঁহার রহিল। সরজানষোর লার্ড  
 টেনমোথ নামে পঞ্চবৎসর পর্য্যন্ত নিৰ্ব্বিবাদে ভারত-  
 বৰ্ষ শাসন করিয়া স্বপদ পরিত্যাগ করিতে পুৰ্ণনা  
 করিলেন ঐ কাল মধ্যে লিখনোপযুক্ত কোন বৃত্তান্ত  
 ঘটে নাই তাঁহার রাজত্বের শেষাবস্থায় বিপদ উপ-  
 স্থিত হইল এবং তাঁহার সৈন্যেরা অসন্তোষের চিহ্ন  
 দেখাইতে লাগিল মাইসর দেশের রাজা টিপু সুলতান  
 ফরাসিদিগের সহিত তৎকালে ঐকমত্য করিলেন ফরা-  
 সিদিগের তৎকালে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ হইতে ছিল  
 সুলতান নিজ সাহায্যার্থে তাহাদের সৈন্য পুৰ্ণনা  
 করিলেন ইংরাজেরা শেষযুদ্ধে তাঁহার দৰ্প খৰ্চ করি-  
 যাছিলেন তাহা তাঁহার বিলক্ষণ অরণ ছিল এবং পুতি-  
 হিংসা করিতে ক্রোধে দধিপুয় ছিলেন এবং ফরাসি-  
 দিগের সাহায্যদ্বারা ভারতবৰ্ষ হইতে ইংরাজদিগের  
 দূরীকরণের আশা করিয়াছিলেন কোর্ট আবডিরেক্ট-  
 রেরা এই সকল অবস্থা অবগত হইয়া একজন সুবুদ্ধি  
 বড়সাহেব পাঠাইতে স্থির করিলেন তাঁহারা লার্ড-  
 কর্ণওয়ালিসকে পুনর্বার রাজ্যভার লইতে বিনয়পূৰ্ব্বক  
 নিবেদন করিলেন তাহাতে তিনিও সম্মত হইলেন  
 কিন্তু তাঁহার আগমনের উদ্যোগকালে তিনি আইর-  
 লণ্ডের বড়সাহেব হইলেন ॥

ডিরেক্টরের। তৎক্ষণাৎ লার্ডমন্টগোমেরি সাহেবকে  
 এই উচ্চপদপ্রদান করিলেন তাঁহার নাম পরে মার্-  
 কুয়িস ওয়ালেস্‌লি হইল লার্ড কর্ণ ওয়ালেসের ভ্রাতার  
 নিকটে তিনি শিক্ষিত হইয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষীয়  
 রাজনীতিশিক্ষায় সতত রত ছিলেন তিনি ১৭২৮  
 শালের ১৮ মে কলিকাতায় আসিলেন তাঁহার এই  
 বিপৎকালের উপযুক্ত ভবিষ্যদৃষ্টি শক্তি ও স্থির-  
 প্রতিজ্ঞতাপ্রভৃতি সকলি ছিল তিনি ভারতবর্ষীয়  
 কর্ণে হস্তার্পণ করিবামাত্র এই মহারাজ্যবিষয়ে  
 যেসকল বিপদের সম্ভাবনা ছিল তাহা অদৃশ্য হইল  
 এবং সকললোকের মনে বিশ্বাস হইল তিনি যখন  
 ভারতবর্ষে আসিলেন তখন কোম্পানির প্রতি লোকের  
 এমনতর অশ্রদ্ধা ছিল যে কোম্পানির কাগজের বার্ষিক  
 বৃদ্ধি শতকরা বারটাকা থাকিলেও তাহার বিক্রয়-  
 কালে শতকরা চারিটাকা ক্ষতি হইত আর সৈন্যেরা  
 অতি দুর্বল ও অসমুদ্র হইয়াছিল এবং উত্তরে সিন্ধি-  
 য়ারা ও দক্ষিণে টিপুয়া ভয়প্রদর্শন করাইতেছিল  
 ও ফরাসিরা ক্রমেই ভারতবর্ষে শক্তি প্রাপ্ত হইতে  
 ছিল তিনি অতিশীঘ্র সৈন্যদিগের সুনিয়ম করিলেন  
 ফরাসিদের যেসেনাপতিরা হাইদ্রাবাদে বিপুল সৈন্য  
 রাখিয়াছিল তাহাদের দূরীকৃত করিয়া তাহা-  
 দের সশস্ত্রসৈন্যদিগের ছিন্ন ভিন্ন করিলেন এবং

তৎপরিবর্তে তথায় একপ্রস্তুত ইংরাজি সৈন্য স্থাপিত  
করিলেন পরে টিপূর সহিত যুদ্ধের ঘোষণা করিলেন  
কারণ তিনি সকল শত্রু অপেক্ষা পরিপক্ব হইয়াছিলেন  
কিন্তু মাদ্রাজের সভাপতিরা তাঁহার বাঞ্ছার সাহায্য  
নাকরিয়া বিপরীত হওয়াতে তিনি অবিলম্বে স্বয়ং  
তথায় যাইলেন এবং তাঁহাদের দুরাচারের দমন করিয়া  
সমুদায় কার্য্যভার স্বয়ং লইলেন পরে শীঘ্র এক প্রস্তুত  
সৈন্য প্রস্তুত হইয়া ১৭৯৯ খালের ২৭ মার্চ টিপূর  
সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করিল তাহাদের গতি এমন  
দ্রুতপূর্ব্বক হইয়াছিল যে ৪ মৈ টিপূর রাজধানী  
শ্রীমপাটান ইংরাজদিগের হস্তগত হইল টিপু স্বয়ং  
যুদ্ধে মারা পড়িয়াছিলেন অতএব এইকপে হাইদর  
পরিবারের রাজ্যের শেষ হইল কোর্টআবডিরেকটরেরা  
এই তেজস্বিবুদ্ধি শ্রবণ করিয়া বড়সাহেবকে পঞ্চাশৎ-  
সহস্রনুদা বার্ষিক বৃত্তি করিয়াছিলেন ॥

১৭৯৯ খালের আক্টোবর মাসে ডাক্তার মার্শমেন  
সাহেব ও ওয়ার্ডসাহেব এবং তাঁহাদের বন্ধুলোকেরা  
বাহ্যলার মধ্যে প্রথমতঃ শ্রীরামপুরে প্রোটেষ্ট্যান্টমিস-  
নারি অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ানদিগের মত বিশেষ লোককে  
ভজনা করাইবার নিমিত্তে ইতস্ততঃ দূত পুরণ করিবার  
উদ্যোগ করিলেন ডাক্তার কেরিসাহেব ছয় বৎসর পূর্ব্বে  
ভারতবর্ষে আসিয়া মালদা অঞ্চলে ছিলেন তিনি অবি-

লয়ে আসিয়া তাঁহাদের সহিত যুক্ত হইলেন সৰ্ব্ববি-  
 দিত আছে যে শ্রীরামপুর মিসন্ তাহা ঐ তিন ব্যক্তি  
 স্থাপন করেন ইহার প্রধান অভিপ্রায় এই ছিল যে  
 ভারতবর্ষ মধ্যে খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের প্রচার করেন তাঁহারা  
 তৎক্ষণাৎ ছাপাখানা করিলেন এবং চার্লস উল্কিন্  
 সাহেবের বাঙ্গালা অক্ষর খুদিতে এদেশীয়-যে লোক  
 সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাকে পাইয়া প্রায় এদে-  
 শীয় সকল প্রকার অক্ষরের মূল প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত  
 করিলেন তাঁহারা মহাভারত রামায়ণ ও অন্যান্য  
 বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশ করিয়া এভাষার উন্নতিতে  
 পুথন পুষ্টি দিলেন এবং নিজ ধর্ম্য পুস্তকসকল  
 বাঙ্গালায় সংস্কৃত ও ভারতবর্ষে চলিত অন্যান্য ভাষায়  
 অনুবাদ করিতে নিযুক্ত রহিলেন তাঁহারা ইউরো-  
 পীয় রীতানুসারে পুথমে বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপন  
 করিলেন তাঁহারা বিনাপুরস্কারে এতাদৃশ পরিশ্রম  
 করিতেন এবং নিজঃ যে অধিক আয় ছিল তাহাও  
 ঐ বিষয়ে ব্যয় করিতেন তাঁহাদের চেষ্টা দ্বারা বাঙ্গালা  
 ভাষার যেকণ উন্নতি হইল সেকণ অন্যকোন জনের  
 যত্নে হয় নাই এবং ইহাও বলা যাইতে পারে যে এদে-  
 শের সভ্যতা ও উন্নতির উদ্রেক পুথমে শ্রীরামপুরে  
 হয় ॥

লাভ ওয়ালেস্ লি দেখিলেন যে সভ্যত্বেরো এদে-

শীয় ভাষা উত্তমরূপে জানেন না অতএব ১৮০০ শালে কলিকাতায় ফোর্ট উলিয়মনামক পাঠশালা স্থাপন করিলেন যাহাকে কোম্পানির বারিক বলা যায় সকল কোম্পানির কেরাণীরা ইংলণ্ড হইতে আসিয়া প্রথমে তথায় থাকিতে লাগিলেন পরীক্ষাদ্বারা তাঁহাদের উত্তম বিদ্যা পুকাশ নাইলে এবং কোম্পানির কন্ঠে পারগ এমত সম্বাদ নাইলে সরকারি কর্ম প্রাপ্ত হইতেন না তথায় উত্তমোত্তম পণ্ডিত নিযুক্ত রহিলেন নানাপ্রকার গুরু বাঙ্গালায় ও অন্যান্য ভাষায় সংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত হইল এইরূপে এদেশের উন্নতিতে নূতন প্রবৃ্ত্তি হইল এদেশীয় ভাষা শিক্ষা করাইতে যে ২ লোক নিযুক্ত ছিলেন তন্মধ্যে উড়িস্যানিবাসী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রধান ছিলেন তাঁহার উৎকৃষ্টবুদ্ধির দ্বারা পাঠশালায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ হইল কোর্ট আবডি রেক্টরেরা এই পাঠশালা স্থাপন শুনিয়া একপ রীতি গ্রহণ করিলেন কিন্তু একপ ব্যাপার অধিকব্যয়সাধ্য বলিয়া তাহার সংক্ষেপ করিতে আজ্ঞা করিলেন তথাপি বহুকালপর্যন্ত উত্তম পণ্ডিত নিয়োগ করিয়া এতদেশীয় ভাষা শিক্ষা হইতেছিল অতএব আমরা স্থির করিতে পারি যে বাঙ্গালাভাষার শিক্ষা ও উন্নতি নিমিত্তে শ্রীরামপুর মিসনে ও ফোর্ট উলিয়ম পাঠশালায় প্রথম

উদ্যম হয় ডাক্তারকেরি সাহেব ঐ স্থলে ঐ ভাষার শিক্ষক ছিলেন ॥

১৮০৩ শালে লাড'ওয়ালেস্লিকে সিদ্ধিয়ার সহিত ও হনকারের সহিত যুদ্ধ করিতে হইল কিন্তু ইহার সমাপ্তি শীঘ্র হইল ঐ উভয় প্রবল রাজারা পরাজিত হইয়া খর্ব হইলেন কিন্তু তাহাদের রাজ্যের অংশ অংশও ইংরাজদিগের সাম্রাজ্যে আসিল না সেপ্টেম্বর মাসে ইংরাজেরা মুসলমানদিগের প্রাচীন রাজধানী দিল্লী অধিকার করিলেন মহারাষ্ট্রীয়েরা তথাকার মহারাজের প্রতি দৌরাগ্য করিয়া ক্ষীণ করিয়াছিলেন পরে তাহাকে শক্তিব্যতিরেকে পুনর্বীর মহারাজের সম্মুখ দিয়া পঞ্চদশলক্ষ মুদ্রা বার্ষিক বৃত্তি দিহ করিয়া দিয়া ছিলেন। ঐ সময়ে নাগপুরের রাজার সহিত লাড'ওয়ালেস্লির বিবাদ উপস্থিত হইল তিনি অবিলম্বে এক প্রস্তত সৈন্য উদ্ভিস্যায় পাঠাইলেন তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা পলায়ন করাতে ১৮০৩ শালের ১৮ সেপ্টেম্বর ইংরাজ সৈন্যেরা জগন্নাথের মন্দির অধিকার করিল এবং আলিবদ্দির রাজত্বের শেষবৎসরে উদ্ভিস্যাদেশ মহারাষ্ট্রীয়দিগের দস্ত হইয়াছিল অষ্টোত্তারিংশৎ বর্ষের পরে বাঙ্গালার সহিত যুদ্ধ হইল পুরীস্থিত পুরোহিতদিগের পুতি অতিদয়া ও নান্যভাপূর্বক ইংরাজদিগের ব্যবহার হইল তাহাদের প্রতি মন্দি-

রের কৰ্মনিবাহ করিতে ও স্বেচ্ছাক্রমে দেবতার  
কর আদায় এবং ব্যয় করিতে অনুমতি রহিল কিন্তু  
কতিবর্ষপরে করের বৃদ্ধি করিতে রাজসভাপতির  
মন্দিরের ভার লইয়া সজাতীয় আশ্রয়দাতার কর আদায়  
করিতে আরম্ভ করিলেন যে কর উৎপন্ন হইত তাহার  
কিয়দংশ দেবতার ব্যয়ার্থে দত্ত হইত অবশিষ্ট সর-  
কারি ভাণ্ডারে আসিত ॥

এদেশে বহুকালাবধি অপর এক রীতি ছিল যাহা কাল  
ক্রমে পিতামাতার স্মরণ যোগ্য নহে যে তাঁহারা নিজ  
সন্তানকে গঙ্গাসাগরে নিঃক্ষেপ করিতেন সন্তানদ্বিগকে  
তথাকার উপদ্বীপে লইয়া ধর্ম্মমন্ত্র ও পূজাদি সমাপ্ত  
হইলে সমুদ্রমধ্যে নিঃক্ষেপ করিতেন এইরূপ ব্যবহার  
ধর্ম্মার্থে হইত কিন্তু কোন শাস্ত্রে এরূপ করিবার নির্দেশ  
নাই ১৮০২ শালের ২০ আগষ্ট বড়সাহেব এইরূপ  
ব্যবহার নিবারণার্থে এক নিয়ম করিয়া একেবারে  
তথায় এক প্রস্তুত সেপাই পাঠাইলেন যদ্যপিও এরূপ  
নিয়মে এতদেশীয় লোকের ধর্ম্মের প্রতি হিংসা করা  
হইল তথাপি দেশমধ্যে কোন জনরব শুনা গেল না  
এবং পঞ্চবিংশতিবৎসরপরে সর্ভাগমনরোধকালে  
বাদানুবাদে ঐ বিষয়ের উত্থাপন করাতে অনুভব  
হইল যে তাহা এমনত বিস্মৃত হইয়াছে যে এরূপ ব্যব-  
হার ছিল ইহাও অনেকে স্বীকার করিল না ॥



ভারতবর্ষীয় ইতিহাসে লর্ড ওয়েলেসলির চরিত্র  
দেদীপ্যমান আছে তাঁহাকে নামান্বানে যুদ্ধ করিতে  
হইয়াছিল এবং তাহাতে এই সাম্রাজ্যের সীমা পূর্বা-  
পেক্ষা তৃতীয়াংশের অধিক বিস্তার করিয়াছিলেন ও পঞ্চ  
দশকোটি চত্বারিংশ লক্ষ নুদ্রাপর্য্যন্ত রাজস্বের বৃদ্ধি  
করিয়াছিলেন কিন্তু এই অধিক রাজস্ব থাকিলেও পূর্বা-  
পেক্ষা অধিক ঋণ হইল ডিরেক্টরেরা তাঁহার যুদ্ধজনক  
উপায়ে রত থাকাতে অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করি-  
লেন তাঁহাদের বাঞ্ছা ছিল যে তিনি বিরোধশূন্য রাজ  
নীতি ব্যবহার করেন তাহাতে তাঁহাদের প্রাপ্তরাজ্যের  
কিনয়দংশ পরিত্যাগ করিতে হইলেও স্বীকার ছিল  
তাঁহার অপর্য্যস্ত জানিতে পারেন নাই যে ভারত-  
বর্ষ মধ্যে তাঁহার সকল বিষয়ের নিষ্পত্তিকারক হইবেন  
অথবা সকল বিষয়ে শক্তিহীন হইবেন তাঁহাদের এমন  
ভুল ছিল যে পার্লিয়ামেন্টের এক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া-  
ছেন বলিয়া লর্ড ওয়েলেসলিকে দোষী করিলেন তিনি  
দেখিলেন যে ডিরেক্টরদিগের তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস  
হইয়াছে একারণ সভাহইতে প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাদের  
পাত্রের উত্তর পাঠাইলেন পরে রাজসভাহইতে বহি-  
ভূত হইবার স্থির করিলেন ১৮০৫ শালের শেষে তিনি  
ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন তথায় উপস্থিতিমাত্রে পার্লি-  
য়ামেন্টের মধ্যে ও বাহিরে উভয়স্থলে তাঁহার প্রতি

অভিযোগ হইল তাঁহার পূর্ববর্ত্তি ক্লাইব সাহেব ও হষ্টিংস সাহেব এই দুই মহাশয়ের প্রতি যেকণ হইয়াছিল সেইকণ হইল কিন্তু তাঁহার প্রতি তাদৃশ প্রচণ্ডতা হয় নাই তাঁহার যেসুবুদ্ধিযুক্ত রাজনীতি ও পুণ্যযুক্ত জয়দ্বারা এই সাম্রাজ্যের এমনত অধিক বিস্তার হইয়াছিল তাহার এইকণ পুতিফল হইল পার্লিয়ামেন্টে তাঁহার পুতি অভিযোগে এই এক আশ্চর্য ঘটনা হইল যে হোস-আবলাড়ে লাড় ময়রা সাহেব তাঁহার চরিত্রে তিরস্কার করিয়াছিলেন এবং কহিয়াছিলেন যে তিনি পার্লিয়ামেন্টের নিয়মের বিপরীতে অযথার্থকণে জয় করিয়াছেন কিন্তু তদবধি দশবৎসরের মধ্যে লাড় ময়রা স্বয়ং বড় সাহেব হইয়া লাড় ওয়েলেসলিকে যেনিমিত্তে নিন্দা করিয়াছিলেন তদপেক্ষা অধিক যুদ্ধ ও অধিক জয় করিয়াছিলেন অতএব যাঁহারা এসিয়াতে কদাচ আসেন নাই ও এতদেশীয়লোকমধ্যে ব্যবহার করেন নাই তাঁহাদের ভারতবর্ষীয় রাজ্যোপায় যথার্থ বিবেচনা করা এমন কাঠিন হইতেছে ॥

অনন্তর কোর্ট আবডিরেক্টরেরা অধিক হানিতেও বিরোধ ভঙ্গ করিয়া ব্যয়ের লাঘব করিতে স্থির করিলেন তাঁহারা লাড় কর্ণওয়ালিসকে নূতন বড় সাহেব করিতে ইচ্ছা করিলেন তিনি অতিশয় প্রাচীন হইয়াছিলেন তথাপি তাঁহাদের প্রার্থনায় সম্মত হই-

লেন এবং কলিকাতায় যাত্রা করিয়া ১৮০৫ খালের ৩০ জুলাই তথায় অবতরণ করিলেন পরে এতদেশীয় রাজাদিগের সহিত সন্ধি করিতে অবিলম্বে পশ্চিমদেশে চলিলেন কিন্তু গমনকালে ক্রমেই অসুস্থ হইয়া ৫ খালের ৫ আক্টোবর প্রাণত্যাগ করিলেন তাঁহার মৃত্যুসম্বাদ ইংলণ্ডে বাইলে কোর্টআবডিরেক্টরেরা তাঁহার সম্মান জানাইতে তাঁহার পুত্রকে ৪০০০০ পৌণ্ড উপায়স্ব দিলেন ॥

রাজসভার প্রধান সভাপতি সরজর্জবার্লো তৎকালে তৎপদে বড়সাহেব হইলেন কোর্টআবডিরেক্টরেরা তাঁহার ঐ উচ্চপদে নিয়োগ স্থির করিলেন কিন্তু রাজমন্ত্রিরা তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে এক্ষণে নিয়োগের ভার তাঁহাদের আছে এবিষয়ে প্রথমে বাদানুবাদ হইল অবশেষে লর্ডমিণ্টকে বড়সাহেবের কর্মে নিয়োগ করিয়া বিবাদে শেষ হইল সরজর্জবার্লোর রাজত্বের মধ্যে এইমাত্র কর্ম হইল যে রাজসভায় জগন্নাথের নিকটে তীর্থযাত্রি হইতে স্বয়ং করগৃহণ করিয়া মন্দিরের কর্তৃত্ব করিতে স্থির করিলেন প্রজাদিগের তথায় গমনে প্রবৃত্তি দিতে নানা প্রকার উপায় কল্পিত হইল এইকপে তথাকার রাজত্বের বৃদ্ধি হইল এবং তৎকালে যে রীতি হইয়াছিল তাহা তৎপরে ত্রিশ বৎসর হইতে অধিককাল পর্য্যন্ত প্রবল ছিল ॥

লার্ডমিণ্ট ১৮০৭ শালের ৩১ জুলাই কলিকাতায় অবতরণ করিলেন তাঁহার রাজত্ব ১৮১৩ শালপর্যন্ত ছিল কিন্তু তন্মধ্যে বাঙ্গালার কর্মে কোন আবশ্যক পরিবর্তন হয় নাই কেবল কর্ণওয়ালিস্ ১৭৮৮ শালে স্থানান্তরীকৃত দ্রবের মাসুল রহিত করিয়া ১৮০১ শালে পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন তিনি তাহাতে এক নূতন ও অতিকাঠন রীতি করিলেন এইরূপে দেশের রাজস্ব বৃদ্ধি হইল কিন্তু বাণিজ্যের ব্যাঘাত ও প্রজাদিগের অত্যন্ত অপকার হইল ১৮১০ শালে ইংরাজেরা বোম্বুন ও মারিসসনামক দুই উপদ্বীপ করাসি হইতে কাড়িয়া লইলেন এবং পরবৎসরে ওলন্দাজ হইতে বিপুল ধনযুক্ত জাবা উপদ্বীপ কাড়িয়া লইলেন।

পার্লিয়ামেন্টে বিংশতিবর্ষনিমিত্তে কোম্পানিকে যেসনন্দ দিয়াছিলেন ১৮১৩ শালে তাহার শেষ হওয়াতে এক নূতন সনন্দ দিলেন কিন্তু ঐ সময়ে এদেশীয় কর্মে বিশেষ পরিবর্তন হইল ইহার দুইশত বৎসর অপেক্ষা অধিক পূর্ষাবধি ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড এই দুই স্থানের মধ্যে বাণিজ্য কেবল কোম্পানির হস্তগত ছিল কিন্তু কোম্পানির প্রথমে ভারতবর্ষে খাতা বাটী করিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করেন পরে তথাকার রাজা হইলেন ইহাতে বিবেচনাসিদ্ধ এই হইল যে রাজার বাণিজ্য করা উচিত নহে অতএব এই বর্ষের নূতন ব্যবস্থা

দ্বারা কোম্পানির রাজত্ব রহিল ও বাণিজ্য বণিকদিগের হইল পূর্বে কোম্পানির ভূতাত্ত্বিক ইউরোপীয়েরা ভারতবর্ষে আসিতে আজ্ঞা পাইতেন না কিন্তু তাহা এক্ষণে সহজ হইল যেসকল লোককে ডিরেক্টরেরা অনুমতি না দিতেন তাহারা বোর্ড অব কার্ট্রোল নানক সমাজ হইতে অনুমতি পাইতেন ॥

১৮১৩ শালের ৪ অক্টোবর লর্ড মিণ্টসাহেব ভারত বর্ষের রাজত্ব লর্ড ময়রার হস্তে সমর্পণ করিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন কিন্তু নিজ গৃহগমনের পূর্বে তাহার প্রাণত্যাগ হইল ঐ ময়রাসাহেবের নাম উত্তরকালে মর্কুয়িস অব হাষ্টিংস হইল ॥

### ॥ অষ্টাদশ অধ্যায় ॥

লর্ড হাষ্টিংস সাহেব রাজত্ব গৃহণ করিয়া দেখিলেন যে নেপালীয়েরা ক্রমেই ইংরাজদিগের রাজ্যের প্রতি আক্রমণ করিতেছে তথাকার রাজপরিবারেরা গত শতবৎসরের মধ্যে জয়দ্বারা নেপালে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন পরে ক্রমেই রাজ্যের সীমাবৃদ্ধি করিয়া লর্ড মিণ্টের রাজ্যকালে নানা প্রকার বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিলেন লর্ড হাষ্টিংস দেখিলেন যে নেপালীয়দিগের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য হইল তিনি বিরোধভঙ্গার্থে শত্রু অনুসারে সকল উপায় করিলেন কিন্তু কতমন্দুর নন্দ্রিদিগের অহংকার দ্বারা ১৮১৪ শালে তাহাকে মুক্কেচ্ছা

করিতে হইল প্রথম যুদ্ধে কিছুই হইল না কিন্তু ১৮-১৫  
শালের যুদ্ধে সেনাপতি আকটরলনির অধীন ইং-  
রাজী সৈন্যেরা সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইলেন নেপালীয়-  
দিগের স্বরাজ্যের অধিকাংশ দিয়া সন্ধি করিতে  
হইল ॥

ভারতবর্ষের মধ্যস্থিত পিন্দারীজাতীয় বহুসং-  
খ্যক তরুরেরা অস্বাভাবিক বহুকালাবধি তথা-  
কার সমুদায়দেশ লুট করিত তাহারা অবশেষে ইং-রা-  
জদিগের রাজ্যে প্রবেশ করিল তদদেশের প্রধান  
লোকেরা ও অনেক রাজারা তাহাদের রক্ষক ছিলেন  
তাহারা পঞ্চশত ক্রোশহইতে অধিকদূরপর্যন্ত লুট  
করিতে আরম্ভ করিল এবং প্রতিবৎসর তাহাদের  
নিবারণার্থে ইং-রাজি রাজসভাকে এক প্রস্তুত সৈন্য  
রাখিতে হইত তাহাতে বহুব্যয় হইতে আরম্ভ হইল  
অবশেষে তাহাদিগকে দেশহইতে নিমূল করিবার  
কারণ সম্পূর্ণ চেষ্টাকরিতে পরামর্শ স্থির হইল লর্ড-  
হষ্টিংস কোর্ট অব ডিরেক্টরহইতে অনুমতি পাইয়া  
তিন রাজ্যের সৈন্য একত্র হইতে আজ্ঞা করিলেন পরে  
সৈন্যেরা ক্রমেই ঐদস্যদিগের আশ্রয় বেষ্টন করিয়া  
একেই সমুদায়কে নষ্ট করিল এবং নিঃশেষরূপে তাহা-  
দের দল ভঙ্গ করিল কিন্তু সৈন্যেরা যুদ্ধক্ষেত্রে পিন্দারি-  
দিগের অন্ত্রণ করিতেছে এমতকালে পোষ ওর ও নাগ-

পুন্নের রাজা ও হল্কার এই কয়েক জন মিলিতযত্ন দ্বারা এদেশেইহতে ইংরাজদিগকে তাড়াইবার আশা-  
য় একমত/পূৰ্বক উদ্যত হইলেন কিন্তু এই সকল প্রধান  
ব্যক্তির পরাভূত হইলেন পোষওর ও নাগপুরের রাজা  
রাজচ্যুত হইলেন এবং তাহাদের রাজ্যের অধিকাংশ  
ইংরাজদিগের রাজ্য/সাৎ হইল এই সকল ব্যাপার  
মার্কুয়িস্ হষ্টিংস সাহেবের আজ্ঞানুসারে কৃত হইয়া-  
ছিল কিন্তু তিনি দশবৎসর পূর্বে মার্কুয়িস ওয়ালে-  
সলির একপ রাজনীতি দুষ্য করিয়াছিলেন তিনি  
ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক হইয়াও একপ বৃহৎব্যাপারের উপযুক্ত  
শক্তি ও বুদ্ধিপূকাশ করিয়াছিলেন পিন্দারিদিগের ও  
মহারাষ্ট্রীয়দিগের শক্তি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইল এবং  
ইংরাজেরা ভারতবর্ষ মধ্যে সর্বপুধান হইলেন ॥

লাড্ হষ্টিংস সাহেবের পূর্বে এদেশীয়লোকের  
শিক্ষার্থে কোন উদ্যোগ হয় নাই এদেশীয়লোকের  
শিক্ষা দেওয়া রাজনীতি মধ্যে নিম্নিত বোধ ছিল কারণ  
তাহাদের মূর্থতায় এইসাম্রাজ্যের এক প্রকার নিরা-  
পদ বোধ ছিল লাড্ হষ্টিংস সাহেব এই নিম্নবুদ্ধি  
পরিহৃত্যগ করিলেন তিনি কহিলেন যে প্রজাদিগের  
মঙ্গলার্থে ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের রাজত্ব স্থাপিত  
হইয়াছে অতএব তাহাদের সভ্যতা বৃদ্ধি করা ইংরাজ-  
দিগের আশ্যক কৰ্ম হইয়াছে তাহার রাজ্যকালে

নূতন সময় উপস্থিত হইল নানা স্থানে পাঠশালা স্থাপন হইল এবং এদেশীয় লোকের মনের উচ্চতা করিবার চেষ্টায় এই প্রথম উৎসাহ হইল ১৮১৮ শালের ২৯ মে সমাচারদর্পণনামক সম্বাদপত্র ভারতবর্ষ মধ্যে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাহইতে প্রথমে প্রকাশ হইল লর্ড হষ্টিংস সাহেব তাহার এক সম্বাদপত্র পাইয়া প্রজাদিগের সভ্য করিবার এই উত্তম চেষ্টায় ভীত না হইয়া রাজসভায় লইয়া যাইলেন পরে চলিত ডাকমানুষের পাদমাত্র তাহা ইতস্ততঃ পাঠাইতে আচ্ছা করিলেন এবং প্রায় এই সময়ে লর্ড হষ্টিংসের পত্নীর যত্নদ্বারা বিশেষতঃ ডবলিউ বি বেলি সাহেবের ও ডাক্তার কেরি সাহেবের চেষ্টা দ্বারা স্কুলবুকসোসাইটি নামিকা সভা কলিকাতায় স্থাপিত হইল এবং এদেশীয় বালকদিগের শিক্ষার্থে পাঠশালা স্থাপনাকারণ রাজধানীতে আর এক সভা হইল এদেশীয় লোকের স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষার্থে রেবেরেণ্ড মে সাহেব দ্বারা চুচুড়ার নিকটে ও শ্রীরামপুরের ধর্ম্মালয় দ্বারা তথাকার নিকটে এক ২ বৃহৎ পাঠশালা স্থাপন হইল অপর যে হিন্দুকালেজ নামক পাঠশালায় সহস্র ২ ব্যক্তিরা ইংরাজি ভাষা ও ইউরোপীয় বিদ্যা অধ্যাস করিয়াছেন তাহাও এই সময়ে সর এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট হরিংটন ডেবিড্ হের ইত্যাদি সাহেবেরা স্থাপন করিলেন সকল ইউরোপী-



য়েরা ও এদেশীয়লোকেরা লাড'হষ্টিংসের এইরূপ উপকারক উৎসাহ গ্রাহ্য করিলেন এবং অনেক বৎসরাবধি যেসকল পাঠশালার বিষয় কেহ স্বপ্নেও স্মরণ করেন নাই তাহা অনেকে বহুব্যয়পূর্বক সাহায্য করিয়া উন্নত করিলেন ॥

১৮২৩শালের জানুয়ারি মাসে লাড'হষ্টিংস ভারতবর্ষ হইতে গমন করিলেন তাঁহার অত্যন্ত যত্নদ্বারা নয় বৎসরের মধ্যে কোম্পানির রাজ্য বিস্তীর্ণ হইল এবং রাজস্ববৃদ্ধি ও ঋণক্ষয় হইল ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের সাম্রাজ্যে এমন উত্তম অবস্থা কদাচ হয় নাই তৎকালে ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইল এবং ব্যয় অপেক্ষা প্রায় দুইকোটি মুদ্রা বার্ষিক আয় অধিক হইল ॥

রাজমন্ত্রিদিগের মধ্যে সর্বোত্তম জর্জ ক্যানিং সাহেব বোর্ড অব কাণ্টোনমেন্ট নামক সমাজে বহুকাল প্রভূত করিয়া ভারতবর্ষীয়কর্ম্মে দক্ষ হইয়াছিলেন অতএব লাড'হষ্টিংসকর্ম্ম ত্যাগ করিলে তৎকর্ম্মে তিনি নিযুক্ত হইলেন কিন্তু তিনি আগমনের উদ্যোগ করিলে পর তাঁহার এক জন সহচর মরাতে ইংলণ্ডে অতিবিশ্বাসযোগ্য পদপ্রাপ্ত হইলেন অতঃপর ডিরেকটরেরা লাড' আমহষ্টেকে বড়সাহেব করিয়া পাঠাইলেন তিনি দশবৎসর পূর্বে পেকিন শহরে ইংলণ্ডের রাজার দূত হইয়া আসিয়াছিলেন লাড' আমহষ্টের আগমন

ও লাভ হুষ্টিংসের গমনাবধি ১৮২৩ শালের ১ আগষ্ট পর্য্যন্ত পুধান সভাপতি জ্ঞান আদম সাহেব বড়-সাহেবের কৰ্ম করিয়াছিলেন ছাপাখানাত শক্তির সীমানির্ধারণ করাতে কেবল তাঁহার রাজত্ব নিন্দিত-রূপে খ্যাত আছে ॥

লাভ আমহুষ্টকে কলিকাতায় আনিবানাত্রে ব্রহ্মদেশীয়দিগের দুরাচারে শীঘ্র মনোযোগ করিতে হইল ইংরাজেরা যৎকালে বাঙ্গালা অধিকার করিয়া-ছিলেন তৎকালে ঐ ব্রহ্মদেশীয় রাজপরিবারেরা আবানগরে রাজত্ব পাইয়াছিলেন পরে ঐ রাজা মণিপুর ও আসাম জয় করত অহঙ্কারী হইয়া বাঙ্গালা জয়পূৰ্ণক স্বরাজ্যবৃদ্ধির আশা করিলেন যেপর্য্যন্ত ইংরাজদিগের সহিত মিল ছিল তন্মধ্যে তিনি কাচার ও আরাকানঅঞ্চলে কোম্পানির রাজ্যমধ্যে নৈন্য পাঠাইয়া সাপুৰীনামক উপদ্বীপ আক্রমণ করিলেন এবং তথাস্থিত অল্প সৈন্যদিগের প্রাণ নষ্ট করিলেন ঐ উপদ্বীপ আরাকানের তীরস্থিত টিক্‌নাফন্দীর সম্মুখে আছে পরে আবায় তাঁহাকে ঐ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি অহঙ্কারপূৰ্ণক উত্তর করিলেন যে যদি ঐস্থানে তাঁহার অধিকারে সম্মতি নাহয় তবে তিনি বাঙ্গালা অধিকার করিবেন এই সকল উপদ্রোহদ্বারা ১৮২৪ শালের ৫ মার্চ বড়সাহেব

ব্রহ্মদেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধের প্রসঙ্গ করিলেন ১১ মে ইংরাজদিগের সৈন্যেরা ব্রহ্মরাজ্যে অবতরণ করিয়া সমুদ্রতীরে রাজ্যের বহুধনযুক্ত বাণিজ্যস্থান অধিকার করিল পরে আসাম ও আরাকানদেশ এবং মগু'য়ি পুদেশের নিকটস্থান অধিকার করিল অনন্তর অস্পেং আবানগরের রাজধানীর প্রতি গমন করিল এবং গমনকালে প্রতিস্থান ও নগর অধিকার করত ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যদিগের পরাজয় করিয়া চলিল পরে ১৮-২৬ শালের প্রথমে অমরপুরের অতিনিকটে উপস্থিত হওয়াতে তথাকার রাজা নিজপুরীরক্ষার্থে ইংরাজেরা যেকণ সন্ধির প্রস্তাব করিবেন তাহাতেই সম্মত হইলেন অনন্তর যান্দাবুনায়ে সন্ধির নিষ্পত্তি হইল ঐ সন্ধিতে ব্রহ্মদেশীয়েরা ইংরাজদিগকে মগিপু'র আসাম ও আরাকান দেশ ও মাল্‌বান প্রদেশের সমুদায় দিলেন এবং যুদ্ধব্যয়্যার্থে কোটী মুদ্রা দিতে সম্মত হইলেন॥

ইংরাজদিগের সৈন্যেরা যখন ব্রহ্মদেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিল তৎকালে ভরতপুরের কর্তা দুর্জনশালের সহিত বাদানুবাদ উপস্থিত হইল তিনি নিজ ভ্রাতা মধুসিংহের সহিত একত্র হইয়া তাঁহাদের পিতৃব্যপুত্র অতিবালক বলবন্তসিংহের হস্তহইতে রাজত্ব লইবার চেষ্টা করিলেন সর চারল্‌স্ মেট্‌কাফ্

দুর্জনশালের পুৰোধার্থে বিবিধচেষ্টা করিলেন কিন্তু সেসকল নিষ্ফল হইল অতএব বাহুবলে নির্ভর করা আবশ্যক হইল কিন্তু ঐ স্থান অধিকারকরণ অতিদুঃসাধ্য কৰ্ম্ম ছিল ১৮৫৫ শালে লার্ড লেক সাহেব ঐ স্থান বেষ্ঠন করিয়াছিলেন তাহাতে এমনত অধিক সেনা ও সেনাপতিরা নারা পড়িল যে ইংরাজকর্তৃক ভারতবর্ষমধ্যে কোন নগরবেষ্ঠনে সেক্ষপ হয় নাই এবং যদ্যপিও তথাকার রাজা ইংরাজদিগের নিবারণার্থে বিংশতিলক্ষ মুদ্রা দিয়াছিলেন তথাপি ইংরাজেরা সেস্থানের অধিকার করিতে পারেন নাই অতএব কেবল ঐ দুর্গমাত্র তাঁহারা বেষ্ঠন করিয়া গ্রহণে অশক্ত হইয়াছিলেন ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া জনবর হইল যে তাঁহারা ভারতপুর অধীন করিতে অসমর্থ হইলেন ঐ দুর্গের চতুর্দিকে মৃত্যু ভিত্তি ছিল এবং তাহার মূলে খাল ছিল অধিক সৈন্যেরা যাবৎ ব্রহ্মদেশে নিযুক্ত ছিল তন্মধ্যে বিংশতি সহস্র সৈন্য ও একশত কামান ঐ দুর্গে সম্মুখে আনীত হইল এবং সমুদায় ভারতবর্ষীয় লোকেরা ইহার পরিণাম দেখিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইলেন ২৩ ডিসেম্বর যুদ্ধ আরম্ভ হইল পরে ১৮২৬ শালের ১৮ জানুয়ারি সৈন্যদিগের আজ্ঞাদায়ক লার্ড কব্‌লার্নিয়র্ ঐ স্থান অধিকারকরিলেন দুর্জনশাল ইংরাজদিগের হস্তে পড়িয়া পুয়াগের দুর্গে পুরিত হইলেন ব্রহ্মদেশের

ও ভারতপুরের এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের ত্রয়োদশ কোর্টা মুদ্রা অপেক্ষা অধিক খণ হইল ॥

১৮২৭ শালে লার্ডআমহষ্ট পশ্চিম দেশে যাত্রা করিয়া প্রথমে দিল্লীতে যাইলেন এবং ইংরাজদিগের ব্যবহার ও অবস্থা তথাকার রাজাকে জানাইলেন এবং বিশেষরূপে কহিলেন যে ইংরাজদিগের তিনরের পরিবারে যে অধীনতা ছিল তাহার শেষ হইল আর হিন্দুস্থানের রাজত্বও তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছে পলাশীর যুদ্ধের বৃষ্টিবৎসরপরে এইরূপ উক্তি হইল ইহাতে রাজপরিবারেরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং বিবেচনা করিলেন যে মহারাষ্ট্রীয়দিগদ্বারা তাঁহাদের মানাপ্রকার অপমান হইলেও ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্যে তাঁহাদের রাজবৎ সম্মান ছিল কিন্তু এক্ষণে রাজদণ্ড চিরকালের নিমিত্তে তাঁহাদের বিহীন হইল সমুদায় ভারতবর্ষে প্রজাদিগের এবিষয়ে কিছুই উত্তেজনা না হওয়াতে সুতরাং আর কিছুই পুকাশ পাইল না ॥

লার্ডআমহষ্ট উলিয়ম বটরওয়ার্থ বেলিসাহেবের হস্তে রাজত্ব অর্পণ করিয়া ১৮২৮ শালের মার্চমাসের শেষে ইংলণ্ডে পুত্যাগমন করিলেন তাঁহার কর্মপরিচয় করিবার সম্বাদ ইংলণ্ডে যাইলে লার্ডউলিয়ম বেণ্টিন্স কোর্টআবডিরেক্টরদিগের নিকটে ঐ রাজ্যভারপুথানা করিলেন তিনি বিংশতিবর্ষ অপেক্ষা

অধিক কালপূর্বে মাদ্রাজে বড়সাহেব ছিলেন কিন্তু ডিরেক্টরেরা সম্যকবিবেচনা নাকরিয়া তাঁহাকে সম্বন্ধে গৃহগমন করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন তাঁহারা এবিষয়ে তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া ১৮২৭ শালে তাঁহাকে বড়সাহেবের কর্মে নিয়োগ করিলেন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে এমনত পুথানকমে তাঁহার ভল্য উপযুক্ত লোক ইংলণ্ডে ছিল না তিনি ১৮২৮ শালের ৪ জুলাই কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন প্রায় ছয় বৎসরপূর্বে লার্ড ইষ্টিন্স সাহেব রাজস্বের উন্নতি করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার আগমনকালে পুনর্বার রাজস্বের দুরবস্থা হইল ও সরকারি আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইতে লাগিল তাহাতে ঋণ অধিক হইল কিন্তু লার্ড বেন্টিন্স আগমনের পূর্বে ডিরেক্টরদিগের নিকটে বলিয়াছিলেন যে তিনি ব্যয়ের লাঘব অবশ্য করিবেন অতএব আগমনমাত্রে যুদ্ধার্থক ও বিচারার্থক উভয়বিধ ভূত্মধ্যে কোন বিষয়ে সরকারি ব্যয়ের লাঘব হইতে পারে ইহার অনুসন্ধানার্থে দুই সমাজ স্থাপন করিলেন পরে তাঁহাদের পরামর্শানুসারে সকলবিষয়ে ব্যয়ের লাঘব করিলেন ইহা অতি নিন্দনীয় ব্যবহার হইল এবং লার্ড বেন্টিন্সের লাঘবদ্বারা যেসকল লোকের ক্লেশ হইল তাঁহারা ঐ ডিরেক্টরদিগের আজ্ঞাপ্রতিপালন

করাতে তাঁহাকে অত্যন্ত নিন্দা করিলেন সরকারি  
যেসকল ভৃত্যদিগের ভাগ্যক্রমে ঐ লাঘব ঘটিল তাহা-  
দের তাঁহাহইতে সদিচারের আশা ছিল না কেবল  
ভাবিব্যক্তিহইতে আশা হইল এইরূপ তাঁহার প্রতি  
সকলে আপত্তি করিলেও যেপর্য্যন্ত রাজকীয় ব্যয়লা-  
ঘব ও ঋণনাশের উপায় সুসিদ্ধ না হইল তাবৎ দৃঢ়তা  
পূর্ব্বক স্বমতানুযায়ী ছিলেন ॥

সতীগমনবিধিতে বহুকালাবধি রাজসভার মনো-  
যোগ হইয়াছিল এবং কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত একপা ব্যব-  
হার হইতেছে ও ইহাতে প্রজাদিগের কিরূপ মনোনি-  
বেশ আছে এবিষয়ে অনেক অনুসন্ধান হইয়াছিল  
অনেক আমলারা সম্বাদ পাঠাইলেন যে এদেশীয়  
লোকেরা ইহাতে অত্যন্ত আসক্ত আছেন অতএব ইহা  
রহিত করাতে বিপদ উপস্থিত হইবে লার্ডবেণ্টিক  
এবিষয় অতি যত্নপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া বুঝিলেন  
যে ইহা অনায়াসে রহিত করা যায় পরে রাজসভা  
পতিরা সকলেই তাঁহার মত গৃহ্য করাতে ১৮২৯ শা-  
লের ৪ ডিসেম্বর ঐ চিরস্মরণীয় নিয়মস্থির হইল তাহাতে  
ইংরাজদিগের সমুদায় রাজ্য মধ্যে ঐ হত্যাকাণ্ড নিষ্ঠুর  
ব্যবহার রহিত হইল এদেশীয় অনেক ধনী ও মান্য  
ব্যক্তির এই হিতকর্মে অহিত জ্ঞান করিয়া বুঝিলেন  
যে তাঁহাদের ধর্ম্ম্যকর্মে হস্তার্পণ হইল অতএব এ

নিয়মনিবারণার্থে বড়সাহেবের নিকটে আবেদন করিলেন তিনি সতীগমনরোধপক্ষে মানাবিধ হেতু দেখাইয়া তাঁহাদের আবেদনে সম্মত হইলেন না কিন্তু তিনি ঐ আবেদনকারিদিগকে স্থিরতাপূর্ব্বক কহিলেন যে যদ্যপিও বর্ষে ২ বহুপ্রাণনাশি এই ব্যবহার ইংরাজদিগের রাজসভাকে রোধ করিতে হইল তথাপি অন্যান্য যেসকল বিষয় চলিত আছে তাহা তাঁহারা অগ্রাহ্য করিবেন না ইতিমধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর রায়-কালীনাথ চৌধুরীপ্রভৃতি এদেশীয় তেজস্বী কতিপয় ব্যক্তির সতীগমনরোধ করাতে লর্ড বেণ্টিন্স সাহেবের নিকটে অত্যন্ত ধন্যবাদ প্রকাশ করিয়া এক নিবেদন পত্র পাঠাইলেন যেসকল ব্যক্তির সতীগমনস্থাপনপক্ষে ছিলেন তাঁহারা তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় এক ধর্ম্মসভাস্থাপন করিলেন এবং চাঁদাদ্বারা বহুধন সংগৃহপূর্ব্বক ইংলণ্ডীয়রাজসভায় ঐ ব্যবহারস্থাপন প্রার্থনায় এক নিবেদনপত্রের সহিত একজন প্রতিনিধি পাঠাইলেন কিন্তু রাজমন্ত্রিরা তৎপক্ষীয় সমুদায় বৃত্তান্ত শুনিয়া রোধপক্ষই স্থির করিলেন নয়বৎসর হইল ঐবিধির নিষেধ হইয়াছে কিন্তু অসন্তোষের কিছুই চিহ্ন নাই বোধ হয় ঐ অসভ্য ব্যবহার এক্ষণে অরণশূন্য হইয়াছে অতএব যদ্যপি ইতিহাসমধ্যে



না লেখা যায় তবে একপ ব্যবহার ছিল ইহাও ভবিষ্যৎ  
লোকে বিশ্বাস করিবে না ॥

১৮৩১ শালে আদালতে অনেক পরিবর্ত্ত হইল এ-  
পর্য্যন্ত এদেশীয়লোকেরা অপ্পবেতনে ক্ষুদ্র বিষয়  
বিচারে নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু বেণ্টিক সাহেব অধিক  
ক্ষমতাপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের সম্মুখবৃদ্ধি করিতে স্থির  
করিলেন ঐ বৎসরে মুনসেফ ও সদর আমিনের বেতন  
ও ক্ষমতাবৃদ্ধি হইল এবং অধিকবেতন ও অধিক  
ক্ষমতার সহিত সদর আলানামে নূতন আমলা স্থাপিত  
হইল রেজিষ্টরের কর্ম্ম ও প্রবিন্সিয়াল কোর্ট অর্থাৎ  
পুনর্বিচারার্থে নানাস্থানের আদালত রহিত হইল অত-  
এব কেবল এদেশীয়লোকের আদালত ও প্রতিজিলায়  
একই ইউরোপীয় বিচারকর্তার আদালত এবং সদর-  
দেওয়ানী আদালতমাত্র রহিল এই নূতনরীতির আমূল  
কহিলাম ঐ রীতি গত অষ্ট বৎসরাবধি চলিত হইয়াছে  
ইহাতে স্থির হইল যে এদেশীয় আমলাদিগের আদা-  
লতে প্রথমতঃ অভিযোগ শুনা যাইবে এবং তথায়  
নিষ্পত্তি হইলে পুনর্বিচারার্থে ইউরোপীয় বিচারকর্তারা  
শুনিবেন লাভ বেণ্টিক ফৌজদারী আদালতের একপ  
উন্নতি করিয়াছিলেন পূর্ব্বে কোর্ট আবসকুট্ দ্বারা অর্থাৎ  
নানা স্থানে বিচারার্থে স্থাপিত আদালতদ্বারা হয়না-  
সমস্তরে একই বার বিচার হইত এবং তৎকালেও তিন

মাসঅন্তরে কমিসনর সাহেবেরা এক২ বার বিচার করিতেন লাড বেষ্টিক্সসাহেব আচ্ছা করিলেন যে পুতিমাসে জিলার বিচারকর্তারা এক২ বার কৌজদারী বিচার করিবেন তাহাতে কারালয়ে রুঙ্গলোকদিগের ও সাক্ষিদিগের দুঃখ দূর হইল লাড বেষ্টিক্সের রাজ্য কালে এদেশায়লোকের সম্মুখ বৃদ্ধি করিতে ও সরকারি কর্মের সুগম করিতে যেসকল উন্নতি হইয়াছিল তাহা এই সংক্ষিপ্তগুহ্তে বিশেষরূপে বলা যাইতে পারে না ॥

১৮-৩১ শালে রামমোহন রায় ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন বাঙ্গালায় তত্বল্য বিচ্ছ লোক বহুকালাবধি হয় নাই তিনি বিপুলকুলে জন্মিয়া রাজসরকারে বিশ্বাসিকর্মে নিযুক্ত ছিলেন তিনি বাঙ্গালা সংস্কৃত পারসীক ও ইং-রাজী এই কয়েক ভাষায় নিপুণ ছিলেন এবং তাঁহার মনে নানাপ্রকার জ্ঞানোদয় ছিল তিনি স্বদেশীয় লোকদিগকে দেব দেবীভজনাহঁতে নিযুক্ত করিয়া বেদোক্ত অকৈতব ধর্মে পুষ্টি দিতেন ইহা বড় আশ্চর্য্য যে এদেশীয় হিন্দুরা বেদমতে রত আছে কিন্তু তথাপি তাঁহাকে ঐ সকল হিন্দুরা নাস্তিক বলিতেন অপর যে সকল লোকেরা তাঁহার মতে বিমতি করিতেন তাঁহারাও তাঁহার উত্তমবুদ্ধির প্রশংসা করিতেন এবং বুঝিতেন যে একপ মনুষ্য উৎপন্ন হওয়াতে দেশের মর্যাদা হইয়াছে। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে লাড আমহুট

সাহেবের অধিকারকালে তিমরবংশীয়রাজপরি-  
বারের প্রধানতা নষ্ট হইয়াছিল এই মহারাজ নষ্টসমুদ্র  
উদ্ধারার্থে ইংলণ্ডে আবেদন করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ  
হইয়া রামমোহনরায়কে প্রতিনিধি স্থির করিলেন  
হিন্দুদিগের পূর্বকালে সমুদ্রগমনে কোন দোষ ছিল  
নাকিস্ত কলিষুগে বোধ আছে যে সমুদ্রগমনে জাতি-  
ভ্রষ্ট হয় রামমোহনরায় সজাতীয় লোকের উপহাসে  
মনোযোগ শ্রাকরিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন এবং তথায়  
অতিসম্মানপূর্বক তাঁহার অভ্যর্থনা হইল কিন্তু তাঁহার  
মানস সিদ্ধ হইল না তিমরবংশীয়েরা খ্রিঃশতাব্দীর  
পর্য্যন্ত বৃত্তিভোগী থাকাতে বিটনদেশীয় রাজ্যা-  
ধিকারিরা এবং শের প্রধানতাস্বীকার করিলেন না  
কেবল রামমোহনরায়ের অনুরোধপ্রযুক্ত তিন লক্ষ  
মুদ্রা বৃত্তিবদ্ধি করিয়া দিলেন রামমোহনরায় প্রত্য-  
গমনের পূর্বে লোকান্তর গমন করিলেন তাঁহার শরীর  
ব্রিষ্টলনগরের নিকটে নিখাত আছে ॥

১৮৩৩শাল বাঙ্গালার ইতিহাসমধ্যে অরণীয় আছে  
কারণ ঐশালে বড় বণিকসকলে নিদ্রান হইলেন  
তাঁহাদের কেহ পঞ্চাশতাব্দীরপর্য্যন্ত বাণিজ্য  
করিয়াছিলেন সর্বপ্রধান পানরকোম্পানি ১৮৩০  
শালে বাণিজ্যের শেষ করিলেন অপর পঞ্চ বণিকেরা  
তিন চারি বৎসর অধিকপর্য্যন্ত বাণিজ্য রাখিয়াছি-

লেন অবশেষে তাঁহারা নিধন হইয়া সাধারণ লোকের  
প্রায় ষোড়শ কোটি মুদ্রা নষ্ট করিলেন তাঁহাদের অব-  
শিষ্টবিষয়হইতে দুই কোটি মুদ্রাও প্রাপ্ত হইল না ॥

ঐবৎসরে কোম্পানির সনন্দের বিংশতিবৎসর  
অতীত হওয়াতে পুনর্ব্বার নূতন সনন্দ হইল তাহাতে  
ঐদেশীয় কর্ম্মের অধিক পরিবর্ত্ত হইল কোম্পানিকে  
ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য একেবারে পরিত্যাগ করিতে  
হইল তাঁহাদের কারখানা বিক্রয় করিতে আদ্রা হইল  
গতবিংশতিবৎসরে তাঁহাদের চীনদেশে বাণিজ্য-  
দ্বারা বহুপকার হইয়াছিল তাহাও পরিত্যাগ করিতে  
হইল তাঁহারা ২৩৩বৎসরপর্য্যন্ত যৈবনিকভাবে ছিলেন  
তাহা ত্যাগ করিয়া কেবল ভারতবর্ষীয় রাজস্বমাত্র  
লইয়া থাকিতে হইল বিংশতিবৎসরপর্য্যন্ত বর্ষে ২  
ভারতবর্ষীয় রাজস্বহইতে ৩৫ লক্ষমুদ্রা ইষ্টইণ্ডিয়া-  
ধনের ভাগিদিগকে দিতে স্থির হইল ইহাতে সকলেই  
স্বার্থকপে নিন্দা করিয়া থাকেন কলিকাতায় লেজিস্-  
লেটিব কৌনসেলনামে এক সভাস্থাপন হইল তাহাতে  
রাজসভার নিয়মিত সভাপতিরা ও কোম্পানির ভূত-  
া ভিন্ন এক জন সভাপতি নির্দিষ্ট রহিলেন তাঁহাদের  
কর্ম্ম এই হইল যে সমুদায় ভারতবর্ষে নিয়ম চালাইবেন  
এবং বড় আদালতের নিয়ম দমন করিবেন অপর  
সমুদায়দেশের নিয়মগুহ করিতে লাকমিসন্নাংক

সমাজস্থাপন হইল ভারতবর্ষের সর্বত্র বড়সাহেব সর্বপ্রধান হইলেন অন্যান্য রাজ্য তাঁহার শক্তির অধীন রহিল এবং বাঙ্গালারাজ্য কলিকাতা ও আগু এই দুই নামে দুই অংশে বিভক্ত হইল নূতন সনন্দ-দ্বারা এই সকল পরিবর্তন হইল ॥

লর্ডবেণ্টিঙ্কের রাজত্বকালে প্রজাদিগের বিদ্যা-শিক্ষায় বিশেষত ইংরাজিভাষাশিক্ষায় অত্যন্ত উৎসাহপ্রদান হইয়াছিল ১৮১৩ শালে পার্লামেন্টে আত্মকরিয়া ছিলেন যে প্রজাদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থে সরকারি রাজস্ব হইতে বর্ষে ২ একলক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইবে প্রায় সমুদায় ঐ ধন সংস্কৃত ও আরবীয় বিদ্যাশিক্ষার্থে ব্যয় হইত কিন্তু এতদূর বিদ্যাই প্রজাদিগের উপকারিণী ছিল না লর্ডবেণ্টিঙ্কের বিবেচনায় ইংরাজিভাষার অভ্যাস অতি উপকারি বোধ হইল অতএব ইংরাজি পাঠশালার স্থাপনে পার্লামেন্টের দানঅপেক্ষা তিনি অধিক ব্যয় করিলেন এবং ঐ সময়ে আত্মকরিয়া করিলেন যে রাজকীয় সংস্কৃত ও আরবীয় পাঠশালায় ছাত্রদিগের যেরেতন দেওয়া যাইত তাহা বর্তমান বৈতনিকছাত্রেরা বহিষ্ঠূত হইলে আর নূতন হইবেনা ইত্যাদি উপায়দ্বারা দেশের সর্বত্র ইংরাজি ভাষাশিক্ষায় নিতান্ত ইচ্ছা হইল ॥

তাঁহার রাজ্যকালে অপর এক পরমোপকারি কন্ম

হইয়াছিল যে তিনি বহুব্যয়পূৰ্ব্বক এদেশীয়লোকের চিকিৎসাশিক্ষার্থে কলিকাতায় এক বৈদ্যকশাস্ত্রের পাঠশালাস্থাপন করেন এদেশীয়লোককে অস্ত্রচিকিৎসায় ও ঔষধচিকিৎসায় নিপুণ করিতে শাস্ত্রের নানা শাখা অধ্যাপনার্থে উত্তমোত্তম শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন এবং ঐ পাঠশালাদ্বারা তদনুসারে দেশের উপকার হইবার সম্ভাবনা হইল ॥

লার্ডবেণ্টিঙ্কের রাজত্বকালে এদেশীয়প্রজাদিগের পরিমিত ব্যয় করিবার কারণ সেবিংসব্যাঙ্কনামে এক আপণস্থাপন হইল এবং তাহাতে অভীষ্টনিস্কি হইল। পরে তিনি ভূমিজশুল্কের প্রতি মনোযোগ করিলেন বহুকালাবধি এদেশের রীতি ছিল যে এক স্থানহইতে দেশের অপরস্থানে কোন দ্রব্য লইয়া যাইতে হইলে শুল্কপ্রদান করিতে হইত নানাস্থানে রাজপথে জলে ও স্থলে শুল্কগৃহণের গৃহ ছিল তথা-স্থিতভূতেরা সকলদ্রব্যের অন্ত্রেষণ ও রোধ করিত এইরূপে বাণিজ্যের ব্যাঘাত করিয়া রাজ্যের রাজ-স্ববৃদ্ধি হইত অপর ঐ শুল্কস্থানে নিযুক্তভূতেরা রাজার একটাকাগৃহণস্থলে স্বয়ং দুইটাকা অধিক লইত তাহার এমত দোরাড্র্য করিত যে ঐবিষয়ে নিযুক্ত একজন ইউরোপীয় আমলা ঐ রীতির নাম অভিশাপ রাখিয়াছিলেন ইংরাজেরা যখন মুসলমানহইতে রক্ষা

ভার লইলেন তখন ঐরীতি চলিত দেখিয়া ক্রমাগত রাখিয়াছিলেন কিন্তু লার্ড কর্ণওয়ালিসের অতিমহৎ অন্তঃকরণে ঐ সকল দোষের একবার উদয় হইয়াছিল ১৭৮৮ শালে তিনি ঐরীতি রহিত করিয়া দেশ মধ্যে শুল্কস্থানরোধ করিয়াছিলেন ত্রয়োদশ বৎসরপরে ইংরাজদিগের রাজত্বে রাজস্ববৃদ্ধির ইচ্ছা হওয়াতে ঐ শুল্কের পুনঃস্থাপন হয় লার্ড বেষ্টিক্স বাঙ্গালার সভ্যকক্ষে নিযুক্তসি ই ট্রিবেলিয়ন সাহেবকে ঐরীতির অনুসন্ধান করিয়া সম্বাদ লিখিতে নিযুক্ত করিলেন পরে শুল্ক রহিত করিবার উত্তম উপায় বিবেচনার্থে একসমাজস্থাপন করিলেন যদ্যপিও তাঁহার রাজত্বকালের মধ্যে শুল্ক রহিতকরণের শেষ হয় নাই তথাপি রহিতকরণের প্রথম উদ্যোগপুষ্প্ত তাঁহারি গুণে হইল ইহা বলিতে হয় ॥

লার্ড বেষ্টিক্স স্বকীয়াধিকারের পুথ্যাবধি বাঙ্গালায় নদীতে ও সমুদ্রে বাষ্পনৌকা চালাইতে চেষ্টিত ছিলেন তিনি ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষমধ্যে একমাসে গমনাগমন হয় এবিষয়ে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ডিরেক্টরেরা ইহাতে নানাপ্রকার ব্যাঘাত করিলেন এবং তিনি বোম্বে ও সুয়েজমধ্যে পত্রাদিপের গার্থে হিউ লিন্সেনামিকা তরগী নিযুক্ত করিতে তাঁহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়াছিলেন লার্ড বেষ্টিক্স

তথাপি বাঙ্গালার ও পশ্চিমঅঞ্চলের নদীমধ্যে লৌহ-নির্মিত বাম্পানোকা চালাইতে লাগিলেন এদেশীয় লোকেরা ও ইউরোপীয়েরা তাহা এসত ব্যবহার্য্য দেখিলেন যে ঐনোকার দ্বিগুণসংখ্যা করিতে হইল এবং বোধ হয় ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় যেকণ আবশ্যক ও চলিত আছে কালক্রমে এখানেও সেইকণ হইবে ॥

১৮-৩৫ শালের মার্চমাসে লার্ড বেণ্টিকের রাজত্বের শেষ হইল তন্মধ্যে কোন দূরবর্তী শত্রুরা উপদ্রোহ করে নাই ইহা নিবিরোধে যাপন হওয়াতে কেবল প্রজাদিগের উন্নতি হইয়াছিল এবং তৎকর্ত্তক কম্পিত উপায়ের ফল যেপর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত না হইতেছে তাবৎ তাঁহার রাজত্বের যথার্থ স্বরূপ জানা যাইতে পারে না তাঁহার কোন২ কম্পনায় বিবেচনার অসম্পত্তা ছিল কিন্তু তথাপি এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের ইতিহাসমধ্যে তাঁহার রাজত্বকাল অবশ্য উত্তম বর্ণনীয় আছে এবং এদেশীয়লোকদিগের তাঁহার নামে বহুকাল ধন্যবাদ করিবার নানাহেতু আছে ॥





## অশুদ্ধশোধন

ইংরাজি সেক্সন্ শব্দের অর্থ প্রথমে পরিচ্ছেদ লেখা গিয়াছে পরে ভ্রান্তিক্রমে দ্বিতীয়স্থানে কিছুই না লিখিয়া তৃতীয়স্থানে তৃতীয়পরিচ্ছেদের পরিবর্তে দ্বিতীয় অধ্যায় লেখা হইয়াছে অতএব উত্তরোত্তর অধ্যায়ের সংখ্যায় এক এক ন্যূন আছে ॥

পৃষ্ঠ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬	৭	মৃত্যু	মৃত্যু
ঐ	২০	সম্মত	সম্মত
১৮	২	যদ্ধ	যুদ্ধ
২০	১৬	নির্ম্মাণ	নির্ম্মাণ
২২	২০	মহম্মদ	অহম্মদ
২৩	২২	মসলমান	মুসলমান
২৪	৩	শাহকে	শাহকে
২৫	৬	বেষ্টন	বেষ্টন
৩২	৪	পুত্র	পুত্র
৩৩	১৩	উপকার	উপকার
৩৫	১৬	উড়িয়া	উড়িয়া
৩৬	৩	বুদ্ধিশাল	বুদ্ধিশাল
ঐ	১২	বেষ্টন	বেষ্টন
৩৯	৬	বেষ্টন	বেষ্টন

# অশুদ্ধশোধন

পৃষ্ঠা	পাণ্ডিত্য	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৯	১৫	বক্তির্যার	বক্তির্যার
৪০	১৮	উপস্থিত	উপস্থিত
৪১	২১	উত্তমরীতি	উত্তমরীতি
৪১	৮	বেষ্টন	বেষ্টন
৪২	১৮	হিন্দ	হিন্দু
৪৪	১০	দুই	দুই
৪৫	১১	১৫৮২শালে	১৫৮২শালে
৪৬	৩	হিন্দ	হিন্দু
৪৮	৮	মৃত্যু	মৃত্যু
৫০	১২	সম্মখে	সম্মখে
৫৪	২১	মুদ্রা	মুদ্রা
৫৫	১৫	সরতে	সরতে
৬০	১৮	দ্রুতাপূর্বক	দ্রুতাপূর্বক
৬২	২২	কিঞ্চিৎ	কিঞ্চিৎ
৬৩	২	ব্যতিরেকে	ব্যতিরেকে
৬৪	৫	উরোইপীয়	ইউরোপীয়
৬৬	১	ব্যবস্থা	ব্যবস্থা
৬৮	২২	যুদ্ধ	যুদ্ধ
৭০	২	সাসজার	সাসুজার
৭১	১৯	যুদ্ধ	যুদ্ধ
৭২	৬	সজার	সুজার

পৃষ্ঠ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭১	৬	হস্তী	হস্তী
৭৪	২	বন্ধবৎব্যবহার	বন্ধবৎব্যবহার
৭৬	২১	স্থল ঐপথদিয়া	স্থলপথদিয়া
৭৭	৪	মীরজমলা	মীরজমলা
৮১	৯	মাহার্যাদারা	মাহাযাদারা
৮২	১৪	উপদ্বীপ	উপদ্বীপ
৮৫	১৩	বন্ধু	বন্ধু
৮৭	৭	হিন্দু	হিন্দু
৮৮	১	নির্মাণ	নির্মাণ
ঐ	৫	হইয়াছিল	হইয়াছিল
৮৯	১৪	কাশীমাজারের	কাশীমাজারের
ঐ	১৮	ত্রিচত্রাবিশং	ত্রিচত্রাবিশং
৯২	৫	১৬৮৯শালের	১৬৮৬শালের
ঐ	১৮	ঘটনায়	ঘটনায়
৯৩	১১	সুতানুটি	সুতানুটি
৯৪	১৬	সংক্ষি	সংক্ষি
৯৬	৩	সন্তোষ	সন্তোষ
ঐ	৫	সান্ত্বনার্থে	সান্ত্বনার্থে
ঐ	২২	ভূত্যবর্গকে	ভূত্যবর্গকে
১০০	১৫	দিল্লীহইতে	দিল্লীহইতে
১০২	১	তাহারা	তাহারা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০৫	৫	তঁহার	তাঁহার
ঐ	৬	শুভসিংহ	শোভাসিংহ
১০৬	১	লট	লুট
ঐ	২২	কন্ম	কন্ম
১০৮	২২	কোনতে	কোনমতে
১০৯	৯	বাহুযুদ্ধ	বাহুযুদ্ধ
ঐ	১৪	কিছ	কিছু
১১০	৫	হিন্দুলোকেরা	হিন্দুলোকেরা
১১১	২২	মুক্ত	মুক্ত
১১২	২২	বায়ুতে	বায়ুতে
১১৫	২১	যুদ্ধ	যুদ্ধ
১১৭	৭	যুদ্ধের	যুদ্ধের
১২১	১৪	আহত	আহত
১২৪	২২	নিযুক্ত	নিযুক্ত
১২৫	৯	জেনের	জেনের
ঐ	১৭	নিযুক্ত	নিযুক্ত
১২৭	১০	জনক	জনকে
১৩১	২২	নম	নমু
১৩২	৬	যেকপ	যেকপ
	২১	উজ্জ্বল	উজ্জ্বল
১৩৬	১৬	ঢাকায়	ঢাকায়
১৩৭	১২	পূর্বাগত	পূর্বাগত

## অশুদ্ধশোধন

পৃষ্ঠ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩৮	৭	কিঞ্চিঅত্র	কিঞ্চিঅত্র
১৪২	৮	আলিবদ্দিখা	আলিবদ্দিখা
১৪৫	১২	শত্রুদিগের	শত্রুদিগের
ঐ	২১	পোষ্যপত্র	পোষ্যপুত্র
১৪৯	২২	লট	লুট
১৫০	১	কিছুকাল	কিছুকাল
ঐ	৯	হটাৎ	হঠাৎ
ঐ	১২	মুরসিদাবাদ	মুরসিদাবাদ
১৫১	১১	মুক্ত	মুক্ত
ঐ	১৮	শত্রুপক্ষে	শত্রুপক্ষে
ঐ	২২	উদ্যোনার	উদ্যোনার
১৫২	৩	বন্ধতা	বন্ধতা
ঐ	১২	শত্রুদিগের	শত্রুদিগের
ঐ	২০	পুনবার	পুনবার
১৫৩	১	ধনক	ধনুক
ঐ	৩	শত্রুপক্ষে	শত্রুপক্ষে
ঐ	২২	ইচ্ছুক	ইচ্ছুক
১৫৪	২	যাইলেন	যাইলেন
ঐ	১৯	শত্রুহইতে	শত্রুহইতে
১৫৬	১	শত্রুদিগের	শত্রুদিগের
ঐ	২১	অতিবন্ধতা	অতিবন্ধতা

## অশুদ্ধশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫৮	৩	শত্রুনাশ	শত্রুনাশ
১৫৯	৮	শত্রুরা	শত্রুরা
ঐ	১৩	শত্রু	শত্রু
১৬৩	৫	শত্রুরা	শত্রুরা
১৬৭	৪	শীঘ্র	শীঘ্র
১৬৮	১৩	মহারাদ্ভীয়েরা	মহারাদ্ভীয়েরা
১৭৮	১৭	দুইমাসমধ্য	দুইমাসমধ্যে
১৮৩	৬	কঠীন	কঠিন
ঐ	১৬	ক্রুর	ক্রুর
ঐ	২২	নিষ্ঠুরতা	নিষ্ঠুরতা
১৮৭	১৫	সমদায়	সমুদায়
১৮৮	৩	দুর্গ	দুর্গ
১৯০	৬	গীষা	গীষা
ঐ	২১	লটে	লুটে
১৯২	৩	প্রফল	প্রফুল
ঐ	১	গ্রীরামপুর	গ্রীরামপুর
ঐ	৯	উন্মত্ত	উন্মত্ত
১৯৪	১২	বন্ধুলোকে	বন্ধুলোকে
১৯৫	৫	রণেচ্ছক	রণেচ্ছুক
১৯৮	১৫	মনষ্য	মনুষ্য
২০০	১৮	তদনসারে	তদনুসারে

## অশুদ্ধশোধন

পৃষ্ঠ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০১	২২	নিযুক্ত	নিযুক্ত
২০৩	১	উপায়	উপায়
২০৫	১৩	ওয়াট্‌সুন	ওয়াট্‌স
২১৪	১১	রক্তবিন্দ	রক্তবিন্দু
ঐ	১৭	হিন্দ	হিন্দু
২১৫	২০	কুমন্ত্রণা	কুমন্ত্রণা
২১৭	১৮	শত্রু	শত্রু
২২৪	১১	পর্য্যস্ত	পর্য্যস্ত
২২৬	২	লৌকাদ্বারা	লৌকাদ্বারা
ঐ	১৮	শত্রুদিগের	শত্রুদিগের
২৩১	১৬	জর্জিনর্থ	জর্জিনর্থ
ঐ	২০	স্বকর্ম্মে	স্বকর্ম্মে
২৩৪	৮	বনশিটাট্	বনশিটাট্
২৩৫	১৩	কোম্পানির	কোম্পানির
২৩৬	১৩	ভূত্যেরা	ভূত্যের
২৩৮	৯	মুদ্রা	মুদ্রা
২৪১	৩	বয়স্ক	বয়স্ক
২৪২	১৭	সমনে	সমনে
২৪৩	১৬	যে	যে
২৪৬	১৩	রেজর্থ	রেজার্থ
ঐ	১৫	ভূত্যাদিগের	ভূত্যাদিগের



## অশুদ্ধশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৪৮	২২	ষেকপে	ষেকপে
২৫২	৬	ভূতাদিগের	ভূতাদিগের
২৬৩	৮	কৃষ্টনগরে	কৃষ্ণনগরে
ঐ	১৪	কিঞ্চিৎ	কিঞ্চিৎ
ঐ	২০	মুকটির	মুকতির
২৬৮	৪	পালিয়ামেন্ট	পালিয়ামেন্ট
২৭০	১২	কর্ম্ম	কর্ম্ম
২৭২	৭	তন্মতে	তন্মতের
২৭৩	১৫	তিলকচন্দ্রের	তিলকচন্দ্রের
২৮১	২	সভ্যকর্ম্ম	সভ্যকর্ম্ম
ঐ	২০	উদ্যোগী	উদ্যোগী
২৯০	৬	কোম্পানির	কোম্পানির
২৯৪	২	কর্ম্মনিবাহ	কর্ম্মনিবাহ
ঐ	৩	যুদ্ধ	যুদ্ধ
৩০৪	১৩	প্রস্তুত	প্রস্তুত
৩০৭	১৫	সাহায্যদ্বারা	সাহায্যদ্বারা
৩০৮	১০	যেসকল	যেসকল
৩০৯	২	যুদ্ধের	যুদ্ধের
ঐ	৩	শত্রু	শত্রু
৩১১	৩	যায়	যায়
৩১৩	৯	যোগ্য	যোগ্য
৩১৯	৭	পূর্বক	পূর্বক

